যোগোপনিষৎ

ভদ্রাশ্রমপদে রম্যে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে।
ত্রৈলোক্য-বিশ্রুতে দেশে নানাদ্রুমসমাকুলে।
নানাগুল্মসমাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে।
সরোভির্বিবিধাকারৈস্তোয়পূর্ণৈর্মনোহরৈঃ!
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈশ্চক্রবাকোপসেবিতৈঃ।
পক্ষিভির্বিবিধাকারৈর্নিনাদৈর্মধুরস্বনৈঃ।
কহ্লারৈঃ শতপত্রৈশ্চ পদ্মৈশ্চ মধুরাকুলৈঃ।
সেব্যতে মুনিভির্নিত্যং ব্রাহ্মণৈশ্চ তপোধনৈঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তত্র সন্তিষ্ঠেৎ স মহামুনিঃ।
পরাশরসুতো ব্যাসো মহাভারতচন্দ্রমাঃ॥

একদা মহাভারতচন্দ্রমা পরাশরনন্দন মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বীয় কল্যাণময় রমণীয় আশ্রমপদে সমাসীন আছেন। ঐ আশ্রম সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত (অধিষ্ঠিত), ত্রিভুবনবিশ্রুত, বিবিধ বৃক্ষসমাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত, বিবিধ গুল্ম-সমাকীর্ণ, নানারূপ কুসুমরাজিতে পরিশোভিত এবং বিবিধাকার সলিলপূর্ণ মনোহর সরো-বর-সমূহে পরিমণ্ডিত। ঐ সকল সরোবর হংস ও কারণ্ডব

নামক বিহগকুলে সমাকীর্ণ, চক্রবাকগণ কর্ত্তৃক উপসেবিত এবং বিবিধাকৃতি কলকণ্ঠ পক্ষিগণের নিনাদে নিনাদিত। কহ্লার, শতপত্র ও মধুপূর্ণ পদ্মপুষ্প-সমূহে ঐ সকল সরোবর সুশোভিত। মুনিবৃন্দ ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর ঐ আশ্রমের সেবা করিতেছেন।

তস্য পুত্রো মহাযোগী বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
মায়য়া চ স গর্ভেষু দ্বাদশাব্দং প্রতিষ্ঠতি।
গর্ভস্থঃ পিতরং ব্যাসং সমাভাষ্য বচোঽব্রবীৎ॥

ঐ সময়ে বেদশাস্ত্রার্থপারদর্শী মহাযোগী ব্যাসনন্দন শুকদেব মায়াবলে দ্বাদশবর্ষ যাবৎ গর্ভবাসে অবস্থিত ছিলেন। তিনি গর্ভমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই পিতা ব্যাস-দেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শুক উবাচ।

চতুরশীতিসহস্রেষু যদ্‌দুঃখং নরকেষু চ।
তদ্‌দুঃখমেকগর্ভেষু ভুক্তং লক্ষগুণং ময়া॥

শুকদেব কহিলেন, চতুরশীতি সহস্র নরককুণ্ডে যেরূপ দুঃখভোগ হয়, একমাত্র গর্ভবাসে আমি তদপেক্ষা লক্ষগুণ দুঃখ ভোগ করিলাম।

কুম্ভীপাকময়ং ঘোরং নরকং ন হি বিদ্যতে।
পতিতোঽহং পুরা তত্র গর্ভবাসে ততোঽধিকম্॥

আমি পূর্ব্বে ঘোরতর কুম্ভীপাকনরকেও নিপতিত

হইয়াছি; কিন্তু তন্মধ্যেও যে কষ্ট অনুভূত হয় নাই, এই গর্ভবাসে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্ট উপভোগ করিতেছি।

যেন গর্ভাদ্বিনিঃসৃত্য তৎ করিষ্যামি যত্নতঃ।
গর্ভবাসং পুনর্যেন ন গচ্ছামি মহামুনে॥

হে মহামুনে! যাহাতে পুনরায় আর গর্ভবাস করিতে না হয়, এই গর্ভ হইতে বিনির্গত হইয়া আমি যত্ন সহকারে তাহার উপায়বিধান করিব।

যদি তাত মুহূর্ত্তৈকং বিষ্ণুমায়া ন তিষ্ঠতি।
তদাহং নিঃসরিষ্যামি নান্যথৈব কদাচন॥

হে তাত! যদি এক মুহূর্ত্তমাত্র * ধরাতলে বৈষ্ণবী মায়ার অধিষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলেই আমি এই গর্ভগৃহ হইতে বহির্গত হইব; নতুবা কদাচ বিনিষ্ক্রান্ত হইব না। †

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্যাসঃ শোকাকুলোঽভবৎ।
ত্রৈলোক্যনাথো ভগবান্ যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ॥

শুকদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

---

* মুহূর্ত্ত—দিন-রাত্রির ত্রিশভাগের এক ভাগ।

† "ন হি যোগাৎ পরং বলম্"—যোগবল অপেক্ষা যে আর বল নাই, তাহাই এই শুকোক্তি দ্বারা সপ্রমাণ হইল। গর্ভবাসে থাকিয়া কথোপকথন করা জীবের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু মহাযোগী শুকদেব যোগবলে সেই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

যার পর নাই শোকাকুল হইলেন। অনন্তর যে স্থানে ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ কেশব অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন।

বিষ্ণুমারাধ্য যত্নেন প্রার্থয়িত্বা শুভং ক্ষণম্।
ঈষত্তুষ্টো মুনির্ব্যাসঃ পুনরেবাগতো গৃহম্॥

ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া প্রযত্ন সহকারে বিষ্ণুর আরাধনা পূর্ব্বক (যে সময়ে জগতে মায়ার অধিষ্ঠান না থাকে, পুত্র শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইতে পারেন, তাদৃশ শুভ সময়প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে) মহামুনি ব্যাসদেব পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তস্মিন্ শুভক্ষণে ভূতে বিষ্ণুমায়াবিবর্জ্জিতঃ।
গর্ভাদ্বিনিঃসৃতঃ শুকস্তৎক্ষণাদ্গন্তুমুদ্যতঃ॥

অনন্তর (যথাকালে) সেই শুভক্ষণ সমুপস্থিত হইলে শুকদেব বৈষ্ণবী মায়া কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গর্ভবাস হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ (যোগানুষ্ঠানার্থ) গমনে সমুদ্যত হইলেন।

বেদশাস্ত্রাগমাদীনি কাব্যানি বিবিধানি চ।
শুক ইব পঠেদ্যস্মাৎ শুকনামাভবত্তদা॥

এই ব্যাসনন্দন বেদশাস্ত্র, আগমশাস্ত্র ও বিবিধ কাব্যশাস্ত্র শুকপক্ষীর ন্যায় পাঠ করিতেন, এই জন্যই তাঁহার "শুক" নাম জগৎপ্রথিত হইল।

ততঃ সংগৃহ্য চরণৌ পিতুর্ব্বচনমব্রবীৎ।
রাগদ্বেষৌ পরিত্যজ্য শ্রূয়তাং তাত মে বচঃ॥

তদনন্তর শুকদেব পিতার পাদপদ্মদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! রাগ ও দ্বেষ * পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ করুন।

সংসারে বিবিধৈর্ভেদৈর্ময়া দৃষ্টঃ সহস্রশঃ।
মাতরঃ পিতরশ্চৈব বান্ধবাশ্চাপ্যনেকশঃ॥

এই সংসারে আমি সহস্র সহস্রবার নানাভেদে অসংখ্য জননী দর্শন করিয়াছি, অসংখ্য জনকের দর্শন পাইয়াছি এবং অনেকবিধ বান্ধবকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আগতোঽহং গতশ্চৈব তির্য্যগ্‌যোনিমনেকধা।
ভ্রাম্যমাণশ্চ তত্রাহং জলজন্তুর্ঘটে যথা॥

যেরূপ ঘটগর্ভস্থ জলজন্তু ঘটমধ্যে (বহুকাল থাকিয়া) ভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে ঊর্দ্ধগত হয়, আমিও সেইরূপ অসংখ্যবার নানাবিধ তির্য্যগ্‌যোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক (মনুষ্যলোকে) যাতায়াত করিয়াছি।

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি পুত্র, এই জ্ঞানে আমার প্রতি রাগ (অনুরাগ) প্রদর্শন করিবেন না এবং আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই আপনার স্নেহক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, এজন্য যেন আমার প্রতি আপনার দ্বেষসঞ্চার না হয়।

প্রাপ্তোঽথ মানুষং লোকং কর্ম্মভূমিষু দুর্লভম্।
স্বর্গসোপানমেকন্তু বেদশাস্ত্রৈরধিষ্ঠিতম্॥

বেদশাস্ত্রে মানুষলোক স্বর্গলাভের একমাত্র সোপান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি এখন এই কর্ম্মক্ষেত্রে সেই দুর্ল্ভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইলাম।

পূর্ব্বমাসমহং স্বর্গে অপ্সরোগণসেবিতঃ।
নক্ষত্রৈস্তারকৈশ্চৈব দীপ্যমানশ্চ রশ্মিভিঃ॥

পূর্ব্বে আমি সুরধামে অপ্সরাগণ কর্ত্ক সেবিত এবং নক্ষত্র, তারকা ও চন্দ্র-সূর্য্যের রশ্মিমালায় দীপ্যমান হইয়া অবস্থিত ছিলাম। *

অপ্সরোভির্ব্ তশ্চাহং গন্ধর্ব্বগণসেবিতঃ।
তত্র ভোগং ময়া ভুক্তং মনসা যদভীপ্সিতম্॥

তথায় আমি অপ্সরোবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও গন্ধর্ব্বকুল কর্ত্তৃক পরিষেবিত হইয়া যাবতীয় মনোবাঞ্ছিত ভোগ সকল উপভোগ করিয়াছি।

ভ্রষ্টোঽহঞ্চ ততঃ স্বর্গাদ্ভূতে জাতস্তপঃক্ষয়ে।
পুনঃকীটপতঙ্গেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ॥

যখন আমার তপোজনিত পুণ্যক্ষয় হইল, তখন আমি স্বর্গধাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় কীট,

---

* নক্ষত্র—অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি। তারকা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র।

পতঙ্গ ও নানাবিধ তির্য্যগ্‌যোনিতে ক্রমে ক্রমে জন্ম-গ্রহণ করিলাম।

সিংহব্যাঘ্রবরাহেষু মার্জারমহিষেষু চ।
গোম্বশ্বাস্বপরান্যেষু বিবিধেম্বপি দেহিষু॥

সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মার্জ্জার, মহিষ, গো, অশ্ব এবং অন্যান্য বিবিধ দেহধারী জীবরূপে আমাকে দেহ-ধারণ করিতে হইয়াছে।

নরকেষু চ ঘোরেষু পচ্যমানোঽপ্যহং পুরা।
ছিন্নোঽহং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্যমদূতৈর্মহাবলৈঃ॥

আমি পুরাকালে অসংখ্য ঘোরতর নরকমধ্যে পচ্যমান হইয়াছি; মহাবল যমদূতগণ নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা আমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে।

ঘোরসংসারভীতোঽহং রোগশোকৈঃ প্রপীড়িতঃ।
জনন-মরণ-ক্লেশং যমদ্বারে নিরন্তরম্॥

আমি ঘোরতর সংসারভয়ে ভীত ও রোগ-শোকে প্রপীড়িত হইয়া যমদ্বারে নিরন্তর জনন-মরণ-ক্লেশ উপভোগ করিতেছি।

কিমনেন করিষ্যামি জরামরণভীরুণা।
অধ্রুবেণ শরীরেণ মৃত্যুপূর্ব্বানুবর্ত্তিনা॥

এই শরীর অনিত্য; মৃত্যু ইহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে; ইহা (নিরন্তর) জরা ও মরণ-ভয়ে ভীত; সুতরাং এই (অসার) দেহ লইয়া কি করিব?

ময়া সর্ব্বমিদং দৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
স্বর্গাদ্‌ভ্রষ্টেষ্টু সংসারে সংসারান্নরকেঽপি চ॥

আমি এই সচরাচর ত্রিভুবন সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলাম। জীবমাত্রেই প্রায়শঃ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সংসারে পতিত হয় এবং সংসার হইতে নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

বিধিনা রচিতে কূপে মোহদারুণসঙ্কুলে।
মায়াপাশসমাকীর্ণে সংসারগহনে বনে॥

এই সংসার গহন কাননস্বরূপ; ইহা মায়াজালে পরিবেষ্টিত; ইহা দারুণ মোহসমাকুল কূপ-স্বরূপ; বিধাতা এইরূপেই এই সংসার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বিষ্ণুনা যোজিতে যন্ত্রে ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলে।
রোগ-শোক-ভয়ানর্থে রমন্তে পবশঃ সদা॥ *

এই সংসার ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক যোজিত যন্ত্র-স্বরূপ; ইহা নিরন্তর ক্ষুৎপিপাসায় সমাকুল এবং রোগ, শোক, ভয় ও অনর্থের আকর। পশুগণই (অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবগণই) ইহাতে রমণ করে (তাহারাই ইহাতে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে)।

যে পুনস্তাত তত্ত্বজ্ঞাঃ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।
সংসার-রৌরবং ঘোরং দূরতো বর্জ্জয়ন্তি তে॥

হে তাত! যাঁহারা তত্ত্ববিৎ, পণ্ডিত ও (সর্ব্বভূতে)

* "পশবোঽব্যয়াঃ" ইতি বা পাঠঃ।

সমদর্শী, তাঁহারাই সংসাররূপ ঘোর নরককে দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। *

ব্যাস উবাচ।

যৎকিঞ্চিন্মন্যসে পুত্র তৎসর্ব্বং নিষ্ঠুরং বচঃ।
যদা ধর্ম্ম বিনির্ম্মুক্তং ধর্ম্মাধর্ম্মবচঃ পরম্॥

ব্যাসদেব কহিলেন, হে পুত্র! তুমি যাহা সংকল্প করিতেছ, যাহা বলিতেছ, তোমার এতদ্‌বাক্য সমস্তই নিষ্ঠুর। পিতৃ মাতৃ সেবাই পরম ধর্ম্ম, তুমি তাহা যখন ব্যর্থ মনে করিতেছ, তখন তোমার বাক্য কদাচ উপযুক্ত নহে।

দুঃখিতা পুত্র তে মাতা দুঃখিতোঽহং পিতা তব।
অধর্ম্মোঽয়ং মহাঘোরং কুতস্তে ধর্ম্মসাধনম্॥

হে বৎস! তোমার জননী (তোমার এই কার্য্য দর্শনে) দুঃখিতা হইয়াছেন; আমি তোমার পিতা, আমিও দুঃখিত হইতেছি; ইহাই ত তোমার পক্ষে ঘোরতর অধর্ম্ম; সুতরাং ধর্ম্মসাধন কোথায়?

শুক উবাচ।

কথাং মে শ্রূয়তাং তাত যদ্দৃষ্টং পূর্ব্বজন্মনি।
অস্তি দেশে মহারণ্যে নগরো বীজপূরকঃ॥

শুকদেব কহিলেন, হে পিতঃ! আমি পূর্ব্বজন্মে যাহা

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনীষী তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যখন এই সংসার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, তখন আমি

প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। মহারণ্য-প্রদেশে বীজপূরক নামে একটি নগরী বিদ্যমান আছে।

তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নদী চন্দ্রাবতী শুভা।
তন্নদী-পশ্চিমে তীরে কাননং চন্দ্রশেখরম্‌॥

ঐ নগরীর পশ্চিমদিগ্‌ভাগে মঙ্গলময়ী চন্দ্রাবতী-নাম্নী একটি নদী প্রবাহিত। সেই নদীর পশ্চিমতীরে চন্দ্রশেখর নামে এক কানন শোভা পাইতেছে।

ব্যাধোঽহং তত্র গচ্ছামি মৃগান্বেষী দ্বিজোত্তম।
মৃগং হত্বা মৃগং নীত্বা বিক্রীণামীহজীবিতম্‌॥

হে দ্বিজোত্তম! (পূর্ব্বজন্মে) আমি ব্যাধরূপে জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগের অন্বেষণার্থ সেই বনে গমন করিতাম এবং মৃগ বধ করিয়া তাহা লইয়া বিক্রয় পূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতাম।

পুনস্তত্রৈব গচ্ছামি নিত্যং তাত ন-সংশয়ঃ।
বিচরামি বনং সর্ব্বং চাপহস্তঃ শনৈঃ শনৈঃ॥

হে পিতঃ! এইরূপে ঐ অরণ্যমধ্যে আমি প্রতিদিন গমন করত ধনুর্ব্বাণ ধারণ পুরঃসর নিঃসংশয়প্রায় হইয়া সমস্ত বনই ক্রমে ক্রমে পরিভ্রমণ করি।

এই অসার সংসার পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছি বলিয়া আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

বটবৃক্ষাশ্রমেঽরণ্যে দৃষ্টশ্চ পুরুষো ময়া।
আচার্য্য-ব্রাহ্মণঃ শিষ্যং পাঠয়েৎ পুস্তকান্তরম্॥

একদিন সেই অরণ্যে বটবৃক্ষ-মূলস্থ আশ্রমে একটি আচার্য্য ব্রাহ্মণ আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। দেখিলাম, সেই পুরুষ শিষ্যকে (আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়) গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতেছেন।

দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা সানন্দো হর্ষপূরিতঃ।
শ্রুতঞ্চ সর্ব্বতত্ত্বার্থং নির্গতো বিটপান্তরে॥

তদ্দর্শনে আমি শ্রদ্ধাবান্, আনন্দমগ্ন ও হর্ষপূর্ণ হইয়া বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক সেই সমস্ত তত্ত্বার্থ শ্রবণ করিলাম।

পাপপুণ্যবিচারস্ত মায়ামোহস্ত কারণম্।
বন্ধমোক্ষপ্রভেদঞ্চ তত্র সর্ব্বং শ্রুতং ময়া॥

পাপপুণ্যের বিচার, মায়ামোহের কারণ-নির্ণয়, বন্ধ ও মোক্ষের প্রভেদ—এতৎসমস্তই আমি (সেই ব্রাহ্মণ প্রমুখাৎ) শ্রবণ করিলাম।*

---

* পাপ—পরদারাগমন, পরপ্রপীড়ন, শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘন প্রভৃতি। পুণ্য—শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, পরক্লেশনিবারণ প্রভৃতি। বন্ধ—'অহং মম' ইত্যাদিরূপ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি। মোক্ষ—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি-রাহিত্য, নিস্পৃহা, নির্লিপ্ততা প্রভৃতি।

নষ্টঃ পাপচয়ঃ সর্ব্বস্তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
তৎক্ষণাৎ কার্ম্মুকং ত্যক্ত্বা সাষ্টাঙ্গপতিতো ভুবি॥

সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, (উক্ত জ্ঞান-গর্ভ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া) আমারও সেইরূপ পাপ-রাশি বিলয়প্রাপ্ত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ শরাসন পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে ধরাতলে নিপতিত হইলাম; (বৃক্ষান্তরাল হইতে বিনির্গত হইয়া সেই আচার্য্যসমীপে গমন পূর্ব্বক তদীয় পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম)।

আশীর্ব্বাদ-প্রসাদশ্চ প্রাপ্তঃ শ্রীগুরুপ্রসাদতঃ।
পুত্রদারাদিকং গেহং ব্যাধত্বং ত্যাজিতং ময়া॥

(গহন কাননমধ্যে শুকদেবকে সেই অবস্থায় ভূপতিত দর্শনে আচার্য্য ব্রাহ্মণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না শুকদেবকে ভাগ্যবান্ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ বৈরাগ্যভাব দর্শনে আচার্য্যের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি যে প্রকারে শুকদেবের প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে।)—শ্রীগুরুর প্রসাদে আমি তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও প্রসন্নতা প্রাপ্ত হই-লাম। তথন আমি পুত্র, কলত্র, গৃহ ও ব্যাধধর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম।

ভিক্ষাশিনা ময়া ভূত্বা গুরোরাজ্ঞানুপালিতা।
তেন সৎকর্ম্মণা তাত বিমুক্তোঽহং ভবার্ণবাৎ ॥

হে তাত! তদবধি আমি ভিক্ষাভোজী হইয়া গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম অর্থাৎ গুরুদেব যে যে ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন, সেই ভাবে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম। হে তাত! সেই সৎকর্ম্মপ্রভাবেই আমি ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি।

তেন পুণ্যপ্রভাবেন দ্বিজত্বং বিদ্যয়া সহ।
ব্রহ্মজ্ঞানং ময়া লব্ধং কিং করোমি মহামুনে ॥

হে মহামুনে! সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি; অতএব আমি কি করিব?*

দুর্লভং মানুষং জন্ম কুলে জন্ম সুদুর্লভম্।
দুর্লভং জ্ঞানরত্নঞ্চ ঘোরে চাত্র মহার্ণবে ॥

এই মহাসাগর-স্বরূপ ঘোরতর সংসারে নরজন্ম দুর্লভ; তাহার উপর আবার সৎকুলে জন্ম সুদুর্লভ; আবার তাহা অপেক্ষা জ্ঞানরত্ন লাভ করা আরও দুর্লভ।

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা মিথ্যা, তাহা যখন আমার নিকট মিথ্যা বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং যাহা সত্য, তাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তখন আমার আবার বিধি-নিষেধে বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ভয় কি?

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শুকস্য চ মহামুনিঃ।
অশ্রুপূর্ণময়ো দুঃখী আসনাৎ পতিতো ভুবি ॥

মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শুকদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত ও অশ্রুপূর্ণনেত্র হইয়া আসন হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

পরাশরসুতো ব্যাসো বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
বিষ্ণুমায়াং সমাশ্রিত্য পুত্রশোকেন মূর্চ্ছিতঃ ॥

সেই পরাশরনন্দন ব্যাসদেব বেদশাস্ত্রার্থপারদর্শী হইয়াও বৈষ্ণবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইলেন।

ব্যাস উবাচ।

কথং পুত্র পরিত্যজ্য মাতরং পিতরঞ্চ মাম্।
পন্থানং গন্তুকামোঽসি ন ধার্য্যং জীবিতং ময়া ॥

(অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া) ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোন্ পথে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছ? তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

যদি গচ্ছসি মাং পুত্র অবমুচ্য তপোবনম্।
প্রাণত্যাগং করিষ্যামি নাস্তি মে জীবিতে ফলম্ ॥

হে পুত্র! যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে গমন কর, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব, আমার জীবনধারণে ফল কি?

শুক উবাচ।

পিতৃমাতৃসহস্রাণি পুত্রদারাশতানি চ।

জন্ম জন্ম মনুষ্যাণাং কস্য বা কুত্র বান্ধবাঃ॥

শুকদেব কহিলেন, জন্মে জন্মে মানুষের সহস্র সহস্র জনক-জননী ও শত শত পুত্র-কলত্র হইয়া থাকে; সুতরাং কে কোথায় বান্ধব হইয়া থাকে? *

অহং জাতস্ত্বয়া জাতো ময়া জাতস্ত্বমেব হি।

সুতৈশ্চ পিতরো জাতা মোহামায়াবিমোহিতাঃ॥

এখন আমি আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ব্বে (অন্য জন্মে) আপনিও আমা হইতে জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মোহমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পুত্র হইতেও পিতৃগণ জন্মধারণ করিয়া থাকেন।

পরাশরো মহাতেজাস্তপোরাশিঃ পিতা তব।

সোঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তঃ কা বার্ত্তা মদ্বিধেষু চ॥

আপনার পিতা তপোরাশি পরাশর মহাতেজস্বী ছিলেন। তিনিও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির আর কি কথা আছে? †

---

* ইহা দ্বারা যাবতীয় উপাধির অসত্যতা ও নশ্বরতা প্রদর্শিত হইল। পিতা বেদব্যাসকে অধীর ও ব্যাকুল দর্শনে শুকদেব জগতের অসত্যতা ও নশ্বরতা বর্ণন করিলেন।

† ইহার দ্বারা কালধর্ম্ম প্রদর্শিত হইল। জীবন যে অনিত্য, দেহ

অগস্ত্যো ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ ভৃগুরঙ্গিরসস্তথা।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যে কা গতির্ম্মম॥

অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভৃগু, অঙ্গিরা এই সকল মহাত্মাও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য দেহে কি গতি হইবে।

মার্কণ্ডেয়ো ভরদ্বাজো বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যে কা গতির্ম্মম॥

মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি ইহাঁরাও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য দেহের গতির কথা কি আছে?

মাণ্ডব্যো গালবশ্চৈব শাণ্ডিল্যো মুনিরেব চ।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যে কা গতির্ম্মম॥

মাণ্ডব্য, গালব, শাণ্ডিল্য মুনি ইহাঁরাও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য দেহের গতির কথা কি আছে?

দুর্ব্বাসাঃ কশ্যপশ্চৈব গোপালো গোলকস্তথা।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যে কা গতির্ম্মম॥

দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, গোপাল, গোলক এই সকল ঋষিরাও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য দেহের গতির কথা কি?

যে ক্ষণভঙ্গুর, কালবশে যে একদিন মৃত্যুর বশীভূত হইতেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যমশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ যমদগ্নিস্তথৈব চ।
এতে চান্যে চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ॥

যম, যাজ্ঞবল্ক্য, জমদগ্নি এই সমস্ত এবং অন্যান্য সকল ঋষিরাও মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন।

অধঃশিরা উর্দ্ধপাদো বায়ুভক্ষোঽম্বুভোজিনঃ।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যে কা গতির্ম্মম॥

যে সকল ঋষি অধঃশিরা, ঊর্দ্ধবাহু, বায়ুভুক্ ও জলমাত্রসেবী হইয়া থাকিতেন, তাঁহারাও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য দেহের গতির কথা কি?

রাজা বেণুধকুমারো ধর্ম্মপুত্রঃ পুরূরবাঃ।
রঘুর্দশরথশ্চৈব ততস্তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
নহুষশ্চ দিলীপশ্চ নানা-নৃপ-বিচক্ষণাঃ।
কৌরবাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ॥

রাজা বেণুধকুমার, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, পুরূরবা, রঘু, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, নহুষ, দিলীপ প্রভৃতি অসংখ্য বিচক্ষণ নরপতি এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলেই মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন।

অন্ধকো মহিষশ্চৈব কংসো বাণাসুরস্তথা।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব;প্রহ্লাদশ্চ তথৈব চ॥
পুরন্দরপুরশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ।
ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরশ্চ তথৈব চ॥

অন্ধক, মহিষ, কংস, বাণাসুর, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, পুরন্দরপুর, ইন্দ্র, বরুণ ও কুবের ইহাঁরা সকলেও মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন।

যক্ষাশ্চৈবাথ গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বে চ যমকিঙ্করাঃ।
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ॥

যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যমকিঙ্করগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ ইহারাও সকলে মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছে।

সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাস্তথা বালির্মহাবলঃ।
মহাবলো মহাতেজা হনূমাংশ্চ তথৈব চ॥
নলশ্চ জাম্বুবাংশ্চৈব সুসেনশ্চাঙ্গদস্তথা।
অপরা বানরা বীরাঃ সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ॥

মহাতেজা সুগ্রীব, মহাবল বালি, মহাতেজা মহাবল হনূমান্, জাম্বুবান্, সুসেন, অঙ্গদ এবং অন্যান্য মহাবীর কপিবৃন্দ সকলেই মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ।
ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যো ভবেদজরামরঃ॥

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচরাত্মক এই সমস্ত লোক বিদ্যমান, কিন্তু ত্রিলোকীতলে যে অজর ও অমর হইতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না।

সত্যধর্ম্মসমুৎপন্নঃ প্রব্রজ্যায়াং মহামুনে।
সংসারার্ণবভীতোঽহং গন্তুকামো ন সংশয়ঃ॥

হে মহামুনে। আমি সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সমুৎপন্ন
ইয়াছি; এখন সংসারসাগরে ভীত হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে
মনার্থ উদ্যত হইয়াছি। *

এবং নিরাকৃতো ব্যাসঃ শুকেনৈব মহাত্মনা।
পুত্রশোকেন সন্তপ্তো গতঃ শীঘ্রং সুরালয়ম্॥

মহাত্মা শুকদেব কর্ত্তৃক এইরূপে নিরাকৃত হইয়া
ষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রশোকে পরিসন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং
ৎক্ষণাৎ অমরনগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সুরনাথং সমভ্যর্চ্চ্য রম্ভামাদায় তৎক্ষণাৎ।
আগতো ভগবান্ ব্যাসঃ পুত্রস্নেহাগ্নিজালয়ম্॥

ভগবান্ বেদব্যাস তথায় সুররাজের অর্চ্চনা করিয়া
তাঁহার আদেশে) রম্ভানাম্নী অপ্সরাকে লইয়া পুত্র-
হ হেতু তৎক্ষণাৎ নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শুক উবাচ।

সংসার-ঘোরে সরুজে সদাকুলে,
শোকান্তরে দুঃখনিরন্তরান্তরে।
মোক্ষান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

---

* শুকদেব যে মায়াবিরহিত ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া সত্যা-
াবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, বেদব্যাসসকাশে তিনি তাহাই
দরূপে ব্যক্ত করিলেন।

শুকদেব কহিলেন, * এই সংসার নিরন্তর রোগ-রাশিতে সমাকীর্ণ, সর্ব্বদাই আকুল এবং শোকদুঃখাদিতে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মোক্ষের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

ততঃ সা শুকমাসাদ্য রম্ভা বচনমব্রবীৎ ॥

অনন্তর রম্ভা শুকের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

রম্ভোবাচ।

বসন্তমাসে কুসুমৌঘসঙ্কুলে,
বনান্তরে পুষ্প-নিরন্তরান্তরে।
কামান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

---

* সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ভগবান্ বেদব্যাস যখন রম্ভাকে লইয়া পুত্র সকাশে উপস্থিত হইলেন, তখন শুকদেব সদ্যঃ-প্রসূত হইলেও দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক। কারণ, তিনি গর্ভ-গৃহেই এতাবৎকাল অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে বনগমনে সমুদ্যত দেখিয়া দ্বৈপায়ন তাঁহার মনোবিকার উৎপাদনার্থই রম্ভাকে আনয়ন করেন তিনি রম্ভাকে আনিয়াই পুত্রের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হাবভাবাদি দ্বারা তাঁহার চিত্তবিকার ঘটাইবার জন্য আদেশ করিলেন; নিজেও অন্তরালে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী পূর্ণ-বিবেকী, তিনি ত্রিভুবনকেও তৃণবৎ তুচ্ছবোধ করেন; সর্ব্বদাই তিনি পূর্ণানন্দে আনন্দময়। পিতার এই সকল কার্য্য দর্শনে তিনি মৃদুহাস্য সহকারে তাঁহাকে বক্ষ্যমাণরূপ বলিতে লাগিলেন।

রম্ভা কহিল, যখন কুসুমরাজিরাজিত বসন্তমাস সমুদিত হইলে উপবনান্তর পুষ্পপুঞ্জে সমাকীর্ণ হয়, তখন যে ব্যক্তি কামের সেবা না করে, (মদনবিধুরা রমণীর সহিত বিহার না করে) সেই ব্যক্তির জীবন বিফল।

উত্তুঙ্গপীনস্তনবর্ত্তুলান্তরং,
মুক্তাবলীহারবিভূষিতান্তরম্।
স্তনান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

যাহা উত্তুঙ্গ, পীবর ও বর্ত্তুলাকার, যাহার মধ্যভাগ মুক্তামালায় বিভূষিত, যে পুরুষ তাদৃশ স্তনযুগল সেবা (উপভোগ) না করে, তাহার জীবন বিফল।

শুক উবাচ।

মায়া-বিমোহ-ক্ষয়কারকান্তরং,
নেত্রান্তরং ধ্যাননিমীলিতান্তরম্।
যোগান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

(রসময়ী রম্ভার রসগর্ভ বাক্‌চাতুরী শুনিয়া শান্তি-রসাস্পদ পরমযোগী) শুকদেব বলিলেন, যাহা মায়া ও তৎ-কার্য্য বিমোহাদির বিনাশ করিয়া দেয়, নেত্র নিমীলিত করিয়া নয়নগর্ভে যাহাকে ধ্যান করিতে হয়, যে ব্যক্তি (মানবজন্ম ধারণ করিয়া) সেই যোগের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

রম্ভোবাচ।

লোলীকৃতং কজ্জলরঞ্জিতান্তরং,
দীর্ঘং বিশালং নয়নান্তরান্তরম্।
নেত্রান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

(শুকদেবের অনির্ব্বচনীয় সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে রম্ভার সংশয় জন্মিল বটে, তথাপি 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি তত্র কো দোষঃ' বিবেচনায় পুনর্ব্বার যত্নবতী হইলে।) রম্ভা কহিল, যে নয়নান্তর কজ্জল দ্বারা অনুরঞ্জিত কটাক্ষবশে কুটিলীকৃত, দীর্ঘ ও বিশাল (আকর্ণবিস্তৃত), যে পুরুষ (নরজন্ম ধারণ করিয়া) সেই নয়নের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

কস্তূরিকা-কুঙ্কুমচর্চ্চিতান্তরং,
কেয়ূর-ভূষাদি-বিভূষিতান্তরম্।
ভুজান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

যাহা কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা অনুলিপ্ত, কেয়ূর অন্যান্য বিভূষণে যাহা বিভূষিত, যে ব্যক্তি (নরজন্ম ধারণ করিয়া) রমণীজনের তাদৃশ বাহুপাশের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

শুক উবাচ।

পৈশুন্যহীনং বিজনেষু ভোজনং,
বৃক্ষে নিবাসং ফলমূলভক্ষণম্।
তপোবনং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

রম্ভার এইরূপ প্রলোভনবাক্যে শুকদেবের মুখ-মণ্ডলে ঘৃণাসূচক মৃদুহাস্যের উদয় হইল; তিনি নিজের মনোগত অভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।)—শুকদেব কহিলেন, বিজনস্থানে পৈশুন্যরহিত ভোজন, তরুতলে অবস্থিতি, ফল-মূল-ভক্ষণ, তপোবনে আশ্রয়-গ্রহণ, যে পুরুষ (নরজন্ম ধারণ করিয়া) এই সকলের সেবা না করে, তাহার জীবন ধারণ বিফল।

ভীতে ক্ষুধার্ত্তে বিকলান্তরান্তরে,
রোগাভিভূতে সুখদুঃখিতান্তরে।
দয়ান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

ভীত, ক্ষুধিত, বিকলচিত্ত, রোগাভিভূত ও সুখ-দুঃখিতান্তঃকরণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পর্য্যায়ক্রমে ক্ষণিক সুখ ও ক্ষণিক দুঃখে উদ্বিগ্ন, ইহাদিগের প্রতি যে পুরুষ দয়া প্রদর্শন না করে, তাদৃশ ব্যক্তির জীবন-ধারণ বিফল।

রম্ভোবাচ।

লবঙ্গ-কর্পূর-সুবাসিতান্তরং,
তাম্বূল-রক্তোষ্ঠ-বিভূষিতান্তরম্।
মুখান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

(কিছুতেই অভীষ্টসিদ্ধি করিতে না পারিয়া, শুক-দেবের চিত্তবিকারে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে রম্ভা লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভাবান্তর প্রদর্শন করিতে লাগিল।)—রম্ভা কহিল, যে বদনচন্দ্রমা লবঙ্গ ও কর্পূরযোগে সুবাসিত-তাম্বূলভক্ষণে রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধরে বিভূষিত, (রমণীর) তাদৃশ বদন-সুধাকর-সুধা যে পুরুষ পান না করে, তাহার জীবন বিফল।

গভীর-নাভি-ত্রিবলী-কৃতান্তরং,
শ্রোণ্যন্তরং মেখলমণ্ডিতান্তরম্।
কট্যন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

গভীর নাভি ও ত্রিবলী-রেখায় বিভূষিত মেখলা-মণ্ডিত (রমণীর) কটিদেশ যে পুরুষ ভজনা না করে, তাহার জীবন বিফল।

শুক উবাচ।

ওঁকারমূলং পরমং পদান্তরং,
গায়ত্রী-সাবিত্রী-সুভাষিতান্তরম্।

বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

(ভগবান্ বাদরায়ণি রম্ভার ঈদৃশী বচনভঙ্গী ও চাতুরী শ্রবণে বিরক্ত হইয়া বেদবেদান্তের সারভূত নিগূঢ়রহস্য ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।)—শুকদেব কহিলেন, ওঙ্কার যাহার মূল, পরমপদ (মোক্ষ) যাহার গর্ভে বর্ণিত, যে পুরুষ সেই বেদান্তের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

শব্দান্তরং মুক্তি-নিরাকৃতান্তরং,
তত্ত্বান্তরং নীতি-নিরন্তরান্তরম্।
শাস্ত্রান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

যাহার মধ্যে জ্ঞানগর্ভ শব্দসমূহ বিন্যস্ত, মুক্তি, তত্ত্ব ও নীতি যাহার মধ্যে সুবর্ণিত, যে ব্যক্তি তাদৃশ শাস্ত্রের সেবা না করে, তাহার জীবন বৃথা।

রম্ভা উবাচ।

যে চ ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
জ্যোতীরূপা মহাসিদ্ধাস্তৈস্তৈর্নার্য্যঃ সুসেবিতা॥

(শুকদেব গোস্বামীর মতি ব্রহ্মপথে প্রবর্ত্তিত দেখিয়া রূপগর্ব্বিণী রম্ভা তাঁহার মতিগতি ফিরাইবার জন্য দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মমতের প্রাধান্য প্রকাশ করিতে লাগিল।)—রম্ভা কহিল, ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ, শৌনকাদি

ঋষিবৃন্দ এবং জ্যোতীরূপী মহাসিদ্ধ পুরুষেরাও রমণীর সেবা করিয়া থাকেন।

স্ত্রীমুদ্রাং মকরধ্বজস্য জয়িনঃ সর্ব্বার্থসম্পাদিনীং,
যে মোহাদবধীরয়ন্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ।
তে তেনৈব নিহত্য নির্ভরতয়া লঘ্বীকৃতা বঞ্চিতাঃ,
কেচিৎ পঞ্চশিখিব্রতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে॥

রমণীরূপিণী মুদ্রা বিশ্ববিজয়ী কন্দর্পদেবের সর্ব্বার্থ-সম্পাদন করে। যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মোহবশে সেই নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা করিয়া মিথ্যা ফল-লাভের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পরিণামে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ পঞ্চশিখিব্রতধারী, কেহ কেহ জটিল, কেহ কেহ বা কাপালিকবেশে অবস্থিতি করে, সুতরাং তাহাদিগের সেইরূপে অবস্থিতি কেবল কুৎসিত বেশধারণ মাত্র, তাহাতে কিছুমাত্র ফল দর্শে না। *

---

* পঞ্চশিখিব্রতধারী—যাহারা পঞ্চতপা অর্থাৎ চারিদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড ও মস্তকোপরি সূর্য্য, এই পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক যাহারা যোগানুষ্ঠান করে। জটিল—যাহারা জটাধারী হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে। কাপালিক—তান্ত্রিক নিয়মানুসারে নরকপাল লইয়া যাহাদিগের কর্ম্ম আচরিত হয়।

শুক উবাচ।

এতান্ পশ্যসি নির্ম্মলান্ সুতিলকান্ মুক্তাবলীমণ্ডিতান্,
নৈব পশ্যসি পূতিকব্রণমুখং দুর্গন্ধিদোষান্বিতম্।
নানা-মূত্র-পুরীষ-দোষ-বহুলং বস্ত্রেণ সংবেষ্টিতং,
নারী নাম নরস্য মোহনপদং স্বর্গস্য মার্গার্গলম্॥

(রম্ভার এইরূপ বাক্যশ্রবণে তত্ত্বদর্শী ভগবৎপরায়ণ বাদরায়ণির হৃদয়ে ক্রমে অধিকতর বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি তিরস্কার-সূচক বাক্যে রম্ভাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।)—শুকদেব কহিলেন, রম্ভে! তুমি এই সমস্ত নির্ম্মল তিলকমণ্ডিত মুক্তাবলী-বিভূষিত রমণীরূপ পদার্থকে (সুন্দর) দেখিতেছ বটে, কিন্তু এই সমস্ত যে পূতিক ব্রণবহুল-মুখ-সম্পন্ন, দুর্গন্ধ-দোষে সমাকীর্ণ, মূত্রপুরীষাদি নানাবিধ দোষবহুল এবং বস্ত্র দ্বারা সংবেষ্টিত, তাহা দেখিতে পাইতেছ না। বস্তুতঃ এই নারীরূপ নরবিমোহন পদার্থ স্বর্গপথের অর্গল-স্বরূপ সন্দেহ নাই।

অমেধ্য-পূর্ণে কৃমিজাল-সঙ্কুলে,
স্বভাব-দুর্গন্ধি-বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্র-পুরীষ-ভাবিতে,
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥

যাহা অপবিত্র দ্রব্যরাশিতে পরিপূর্ণ, কৃমিজালে সমাকুল, স্বভাবতঃ দুর্গন্ধপূর্ণ দ্রব্যে বিনিন্দিত এবং মল-

মূত্রে সঙ্কুল, মূঢ়েরাই তাদৃশ দেহে রমণ করিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তৎপ্রতি বিরক্তিই প্রদর্শন করেন।

ব্রণমুখমিব দেহং পূতি-চর্ম্মাবনদ্ধং,
ক্রিমিকুলশতপূর্ণং মূত্র-বিষ্ঠানুলেপম্।
বিগত-বহুরূপং সর্ব্বভোগাদিবাসং,
ধ্রুব-মরণ-নিমিত্তং কিন্তু মোহপ্রসক্ত্যা॥

এই দেহরূপ পদার্থ ব্রণমুখবিশিষ্ট, পূতিগন্ধপূর্ণ চর্ম্মে সংবদ্ধ, শত শত কৃমিকুলে পরিব্যাপ্ত, মলমূত্রাদিতে অনুলিপ্ত, (বাল্যাদি) বহুবিধ রূপবিশিষ্ট এবং সকল প্রকার (তামসিক) ভোগের আস্পদ; তথাপি মোহ-বশে মানবগণ মরণের নিমিত্তই ইহাতে আসক্ত হইয়া থাকে।

শুক উবাচ।

ইদমেব ক্ষয়দ্বারং ন পশ্যসি কদাচন।
ক্ষীয়ন্তে যত্র সর্ব্বাণি যৌবনানি ধনানি চ॥

(রমণী ঘোরতর নরকস্বরূপ; তাদৃশ নিরয়গর্ভে নিমগ্ন হইলে যে কিরূপ দারুণ যাতনা পাইতে হয়, শুকদেব গোস্বামী পুনরায় তাহাই ব্যক্ত কবিতেছেন।)—শুকদেব কহিলেন, রম্ভে! নারীরূপ পদার্থ যৌবন ও যাবতীয় ধনের বিনাশ করিয়া দেয়; এই নারীরূপ বস্তুই সর্ব্বপ্রকার ধ্বংসের দ্বারস্বরূপ; ইহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না?

শুকস্ত বচনং শ্রুত্বা নিষ্ঠুরং চাতিনিস্পৃহম্।
সাথ লজ্জাপরারম্ভা প্রযযৌ শক্রসন্নিধৌ ॥

শুকদেবের এইরূপ বাসনাশূন্য নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রম্ভার লজ্জার পরিসীমা রহিল না। সে (ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া) তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্র-সমীপে প্রস্থান করিল।

তস্যাং গতায়াং রম্ভায়াং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
পুনরুবাচ বচনং শুকং স্নেহসমাকুলঃ ॥

রম্ভা প্রস্থিত হইলে সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব স্নেহ-সমাকুল হইয়া পুনরায় শুকদেবকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যাস উবাচ।

বনবাসে মহদ্দুঃখং ন গন্তব্যং দ্বিজোত্তম।
মশকে দংশবহুলে কথং তত্র চরিষ্যসি॥

ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বনবাসে যার-পর-নাই ক্লেশ ঘটে, সুতরাং তথায় তোমার গমন করা কর্ত্তব্য নহে। তথায় দংশবহুল মশক অবস্থিতি করে, কি প্রকারে তুমি তথায় পরিভ্রমণ করিবে?

ধর্ম্মো মাতা পিতা চৈব ধর্ম্মো বন্ধুর্মহামুনে।
ধর্ম্মো গৃহাশ্রমে বাসো নান্যো ধর্ম্মো বিধীয়তে॥

হে মহামুনে! মাতাই ধর্ম্ম, পিতাই ধর্ম্ম, বন্ধুবান্ধবই ধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে বাসই ধর্ম্ম অর্থাৎ জনক-জননীর

সেবা এবং গৃহাশ্রমে থাকিয়া বন্ধুবান্ধবের উপকারসাধন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

যত্র প্রাণিবধো নাস্তি যত্র সত্যবচো দয়া।
যত্রাত্মনি গৃহে দৃষ্টো ধর্ম্মো ময়ি স রোচতে ॥

(যেরূপ ধর্ম্ম ব্যাসদেবের নিজ অভিপ্রেত, সেই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্যই আবার তিনি পুত্র শুকদেবকে বলিলেন।)—বৎস! যে ধর্ম্মে জীবহিংসা নাই, যে ধর্ম্মে সত্যবাক্য প্রতিষ্ঠিত আছে, যে ধর্ম্মে গৃহে বাস করিয়াই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, আমার বিবেচনায় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

জপো ধর্ম্মস্তপো ধর্ম্মস্তথা দেবার্চ্চনাদিকম্।
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

জপই পরম ধর্ম্ম, তপই পরম ধর্ম্ম, দেবার্চ্চনাই পরম ধর্ম্ম এবং অহিংসাই পরম ধর্ম্ম; ইহাই সনাতন নিত্যধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

প্রথমেঽধ্যয়নং কুর্য্যাদ্দ্বিতীয়ে সঞ্চয়স্তথা।
তৃতীয়ে সন্ততিং কুর্য্যাচ্চতুর্থে চ বনং ব্রজেৎ ॥

(অতঃপর ব্যাসদেব সাংসারিক নীতিগর্ভ বাক্যে পুত্রকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।)—বৎস! সংসারে

মানবদেহ ধারণ করিয়া প্রথম বয়সে অধ্যয়ন করিবে, দ্বিতীয় বয়সে (যৌবনে) অর্থোপার্জ্জন করিবে, তৃতীয়ে (প্রৌঢ়াবস্থায়)সন্তানোৎপাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে এবং চতুর্থে (বার্দ্ধক্যাবস্থায়) বনগমন (প্রব্রজ্যা গ্রহণ) করিবে।

নারী স্বর্গঃ সুখং স্বর্গঃ স্বর্গস্তাম্বূলভক্ষণম্।
ইহৈব খলু তে স্বর্গঃ পশ্চাৎ স্বর্গং গমিষ্যসি ॥

নারীই (রমণীসম্ভোগই) স্বর্গস্বরূপ, (ঐহিক) সুখ-ভোগই স্বর্গস্বরূপ, তাম্বূলভক্ষণই স্বর্গৈশ্বর্য্যস্বরূপ। এই মর্ত্ত্যভূমিতেই তুমি (সাংসারিক সুখভোগ করিয়া) স্বর্গ-লাভ করিতে পারিবে। তৎপরে স্বর্গধামে গমন করিও।

শুক উবাচ।

যা সব্রণা পরমকৌতুকভূমিতা স্ত্রী,
কন্দর্পদর্পবিজয়ায় সুপটীয়সী।
নাবাপ্যতে পিতৃঋণং পরিষেবিতেব,
লোকস্য লোচনসুখায় বিকল্পিতেব ॥

(কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এইরূপ প্রলোভনবাক্য শুনিয়া শুকদেবের হৃদয়ে উত্তরোত্তর বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি পিতৃকথিত উপদেশের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন।)—শুকদেব কহিলেন, যে নারীর দেহ ব্রণপূরিত, যে সর্ব্বদা কেবল কৌতুককর বিষয়েই লিপ্ত

থাকে, কন্দর্পবিজয়ে যে পটীয়সী, তাহার সেবা করিলে কদাচ পিতৃঋণ পরিশোধ করা যায় না। তাদৃশী নারী কেবল লোকলোচনের তৃপ্তির জন্যই বিকল্পিত।

মুক্তিং প্রতি নারণাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনম্,
নারী শয্যাসনং বন্ধং ধনমস্য বিড়ম্বনম্।
তাম্বূলভক্ষগ্যযানানি রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ॥

নারী, শয্যা, আসন, ধন, তাম্বূল-ভক্ষণ, রাজ্যৈশ্বর্য্য, বিভূতি এতৎসমস্তই মুক্তির অন্তরায় এবং বন্ধনস্বরূপ।

যস্য ধর্ম্মস্য মাহাত্ম্যং প্রত্যক্ষমিব দৃশ্যতে।
আত্মানং কুরুতে তত্র সর্ব্বস্য জগতঃ প্রিয়ম্॥

যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য আমার নিকটে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাতেই আত্মাকে সর্ব্বজগতের প্রিয়পাত্র করিবে।

অতো বক্ষ্যাম্যহং তাত অনিত্যং খলু জীবিতম্।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং সন্তপ্তো মরণং প্রতি॥

অতএব হে পিতঃ! আমি যাহা বলিতেছি, অবধান করুন। এই জীবন অনিত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। একে ত গর্ভবাসে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহার উপর আবার মরণকালে যার-পর-নাই ক্লেশে সন্তপ্ত হইতে হয়।

ব্যাস উবাচ।

প্রবাসে বহবো দোষা দুর্ব্বুদ্ধে শৃণু পুত্রক।
শীতোষ্ণ-ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্ত-ভিক্ষালাভঃ কুভোজনম্॥

অগ্নোহোত্রী ভবেৎ পুত্র পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতঃ সদা।
ঋতুকালাভিগামী চ স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্॥

(শুকদেবের এই প্রকার নির্ব্বন্ধ দেখিয়াও ব্যাসদেব পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। তিনি অপত্য-স্নেহে বিমুগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন।)—ব্যাস-দেব কহিলেন, হে দুর্ব্বুদ্ধে পুত্র! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবাসে বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাসবেশে প্রবাসে গমন করিলে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতিতে ক্লিষ্ট হইয়া ভিক্ষা-বৃত্তি করিতে হয় এবং কুভোজন করিতে বাধ্য হইতে হয়। সুতরাং হে পুত্র! অগ্নিহোত্রী হইয়া নিত্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং ঋতুকালে দারাভিগমন করিতে হয়। এই প্রকার করিলেই নিত্যধাম লাভ করিতে পারে।

অগ্নিহোত্রং বিনা পুত্র স্বর্গো নৈব চ কশ্চন।
অগ্নিহোত্রং প্রযত্নেন পালয়াত্র মহামুনে॥

বৎস! অগ্নিহোত্র ব্যতীত কদাচ স্বর্গলাভ হয় না। অতএব হে মহামুনে! তুমি যত্নসহকারে অগ্নিহোত্রের অনু-ষ্ঠান কর।

শুক উবাচ।

অগ্নিনা পুনরাবৃত্তিঃ কষ্টং সংসারবন্ধনম্।
অশাশ্বতমনিত্যঞ্চ তস্মাদগ্নিরকারণম্॥

(বেদব্যাস পুত্রকে প্রবৃত্তিমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য

যেরূপ ধর্ম্মাদির বর্ণনা করিলেন, তাহাতে পরব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তিসম্বন্ধে যে নানারূপ বিঘ্ন আছে, শুকদেব তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।)—শুকদেব কহিলেন, অগ্নিসাধ্য কার্য্য প্রভৃতি সংসারে পুনরাগমনের এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্য-সকল সংসারবন্ধনের কারণ! এতৎসমস্তই অশাশ্বত ও অনিত্য ; অতএব অগ্নিসাধ্যাদি সকল ক্রিয়াই অকারণ।

অগ্নিহোত্রক্রিয়াকর্ম্ম রাক্ষসানাং গৃহে গৃহে।
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মৌনং তেষাঞ্চৈব ন বিদ্যতে॥

আরও দেখুন, অগ্নিহোত্রক্রিয়াকাণ্ড রাক্ষসদিগের (হিংস্র ব্যক্তিদিগের) গৃহে গৃহে পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মৌন, এ সকল তাহাদিগের নাই।

যূপং কৃত্বা পশুং কৃত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে॥

যদি যূপকাষ্ঠ প্রোথিত করিয়া তাহাতে পশুবন্ধন পূর্ব্বক তাহার প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে, তবে নরকে যাইবে কে?

সত্যং যূপস্তপোঽগ্নিশ্চ প্রাণাশ্চ সমিধো মম।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

যে ধর্ম্মে সত্যই যূপস্বরূপ, তপস্যাই অগ্নিস্বরূপ এবং জীবের প্রাণই সমিধ-(যজ্ঞকাষ্ঠ) স্বরূপ, সেই অহিংসাই পরমধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই সনাতন বলিয়া গণনীয়।

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি পণ্ডিতাঃ॥

নিজের প্রাণ যেরূপ অভীষ্ট, অপরাপর প্রাণিগণেরও সেইরূপ। মনীষিগণ আপনার উপমা দেখিয়াই সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সর্ব্বেষামাশ্রয়ো ধর্ম্মো গৃহাশ্রমবতাং সদা।
গৃহমাশ্রিত্য যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে ধর্ম্মসাধনম্॥

(ব্যাসদেব কিছুতেই যখন পুত্রের মতিগতি ফিরাইতে পারিলেন না, তখন নিরুপায় হইয়া পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।)—ব্যাসদেব কহিলেন, গৃহাশ্রমীদিগের গৃহ আশ্রয় করাই প্রধান ধর্ম্ম। গৃহ আশ্রয় পূর্ব্বক যে কার্য্য করা যায়, তাহাতেই ধর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে।

মাতুস্তন্যং যথা পীত্বা সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তথা গৃহিণমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি নির্ণয়ঃ॥

মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়া যেমন জীবগণ জীবন ধারণ করে, সেইরূপ গৃহীকে আশ্রয় করিয়াই সকলে জীবন ধারণ করে, ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়।

যথা নদী-নদাঃ সর্ব্বে সাগরং যান্তি নিশ্চয়ম্।
তথৈবাশ্রমিনঃ সর্ব্বে আশ্রয়ন্তি গৃহাশ্রমম্॥

যেমন নদ-নদী সমস্তই সাগরে যাইয়া সমুদ্রের আশ্রয়

গ্রহণ করে, তদ্রূপ সকল আশ্রমী গৃহাশ্রম আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে।

গৃহস্থাঃ সর্ব্বতো বন্দ্যা আনস্ত্যা সর্ব ভিক্ষুকাঃ।
জীবন্ত্যাশ্রমিনো যস্মাত্তস্মাৎ শ্রেয়ান্ গৃহাশ্রমঃ॥

গৃহাশ্রমিগণই সর্ব্বতোভাবে পূজনীয়; ভিক্ষুকেরা অনবস্থিত। যে আশ্রম আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রমীই জীবন ধারণ করে, সেই গৃহাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শুক উবাচ।

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

(পিতৃপ্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া তর্কবিজয়ী শুকদেব নিজ অভিমত ধর্ম্মের সহিত সংসারধর্ম্মের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতেছেন।)—শুকদেব কহিলেন, সুমেরুগিরি ও সর্ষপ এই উভয়ের যে প্রভেদ, সূর্য্য ও খদ্যোতের মধ্যে যে প্রভেদ, ভিক্ষু ও গৃহী এই উভয়ের মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ বিদ্যমান।

যদা শূদ্রো ভবেদ্দাতা প্রতিগ্রাহী চ ব্রাহ্মণঃ।
ন তত্র দানমাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ শূদ্রো বিধীয়তে॥

যেখানে শূদ্র দাতা এবং ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহীতা, সেখানে দানমাত্রেই কি শূদ্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

ব্যাস উবাচ।

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈবেহ পুত্রক।
পুত্রমুৎপাদনং কৃত্বা পশ্চাদ্ধর্ম্মং চরিষ্যসি॥

(ব্যাসদেব পুত্রকে কোনরূপে নিজের মতে আনিতে না পারিয়া অবশেষে পুত্রাদির শ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন) ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! কি স্বর্গে কি ইহলোকে কুত্রাপি অপুত্রকের গতি নাই। অতএব প্রথমে পুত্র উৎপাদন করিয়া পরে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিও।

পুত্রেণ চ ভবেৎ স্বর্গঃ কুলং পুত্রেণ বর্দ্ধতে।
যশঃ কীর্ত্তিশ্চ পুত্রেণ পুত্র উৎপাদ্যতাং সুত॥

হে বৎস! পুত্র হইতেই স্বর্গলাভ হয়, পুত্র দ্বারাই বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং পুত্র দ্বারাই যশ ও কীর্ত্তিলাভ হয়; অতএব তুমি পুত্র উৎপাদন কর।

শুক উবাচ।

পুত্রেণ স্যাৎ যদা স্বর্গস্তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ।
যস্মিংশ্চ বহবঃ পুত্রা সোঽপি স্বর্গং গমিষ্যতি॥

(ব্যাসদেব এই প্রকারে উপদেশ দিলে পরমাত্মদর্শী মহামতি শুকদেব আত্মবিবেকবাণী দ্বারা পিতৃ-কথিত উপদেশের বৈষম্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।)—শুকদেব কহিলেন, যদি পুত্র দ্বারাই স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই নিরর্থক। কেন না, যাহার বহু পুত্র থাকে, সে ত স্বর্গধামে যাইবেই।

নাগী গোধী তথা শুনী কচ্ছপী বহুপুত্রিকাঃ।
এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ ॥

সর্পিণী, গোধিকা, কুক্কুরী. কচ্ছপী ইহাদিগের বহু-সংখ্য পুত্র জম্মে; সুতরাং ইহারা যদি স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই নিরর্থক হইল।

দংষ্ট্রী নখী তথা মূষী লাঙ্গূলী বহুপুত্রিকাঃ।
এতা যান্তি সদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ ॥

দংষ্ট্রী, নখী, মূষিকা, লাঙ্গূলবিশিষ্ট জীব ইহারাও বহুসন্ততি লাভ করে; সুতরাং ইহারা যদি স্বর্গ লাভ করে, তাহা হইলে ধর্ম্মই নিরর্থক হইল।

ন স্বর্গং তাত পুত্রেণ ন যশো নৈব পৌরুষম্।
পুত্রোৎপত্তৌ চ নিয়তং লোকা যান্তি যমালয়ম্ ॥

হে পিতঃ! পুত্র দ্বারা স্বর্গলাভ হয় না, যশও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পৌরুষপ্রাপ্তিরও আশা নাই। পুত্রোৎ-পত্তি হইলে লোক নিশ্চয়ই যমালয়ে গমন করে।

অশাশ্বতো গৃহারম্ভো দুঃখং সংসারবন্ধনম্।
জীবনোপরতা মূঢ়া বিমূঢ়া গৃহমেধিনঃ ॥

গৃহারম্ভ (গৃহকর্ম্মে লিপ্ত থাকা) অনিত্য; সংসার-বন্ধন দুঃখের নিদান; যে সকল গৃহমেধী জীবনে আসক্ত হয় (সংসারব্যাপারে লিপ্ত থাকে), তাহারা মুর্খ সন্দেহ নাই।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং,
মানুষ্যং জলবিন্দুলোলচপলং ফেনোপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং,
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥

অর্থ পদধূলির তুল্য; যৌবন পর্ব্বতনিঃসৃত নদী-বেগের সদৃশ; মনুষ্য-জীবন জলবিম্বের ন্যায় চপল; জীবন ফেনসদৃশ নশ্বর; অতএব যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হইয়া স্বর্গার্গলের উদ্ঘাটনের উপায়স্বরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে পরিণামে পরিতপ্ত ও জরাগ্রস্ত হইয়া শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইতে হয়।

আদিত্যস্য গতাগতেরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং,
ব্যাপারৈর্বহুকার্য্যকারণশতৈঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্ম-জরা-বিয়োগ-মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে,
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥

অহো! আদিত্যদেবের গতাগতিতে অহরহঃ জীবন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, সংসারে লোকে শত শত কার্য্যকারণে ব্যাপৃত থাকিয়া সময়ও বুঝিতে পারে না; জন্ম, জরা, বিয়োগ, মরণ এ সমস্ত প্রতিনিয়ত সংসারে ঘটিতেছে দেখিয়াও লোকের ভয় জন্মে না; সুতরাং অখিল জগৎ মোহময়ী প্রমোদমদিরা পান করিয়া উন্মত্তবৎ অবস্থিত রহিয়াছে।

অজ্ঞানেনাবৃতা লোকা মোহেনাপি বশীকৃতাঃ।
সংযোগৈর্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাস্তে প্রয়ান্ত্যধমাং গতিম্॥

সংসারে যাহারা অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ও মোহের বশীভূত হইয়া বহুবিধ সাংসারিক সংযোগ দ্বারা বদ্ধ হয়, তাহারা অধমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একস্য নহি জাতস্য শতজন্মনি বিভ্রমঃ।
শতজন্মকৃতং পাপং শুধ্যত্যেকেন জন্মনা॥

একজন্মকৃত বিভ্রম শত জন্মেও দূর হয় না; কিন্তু শত জন্মকৃত পাপ এক জন্মেই বিশুদ্ধ (ক্ষয় প্রাপ্ত) হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একজন্মকৃত কর্ম্মসূত্র শত জন্মেও ছিন্ন হয় না; কারণ, লোক অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে; কিন্তু যদি বিবেকজ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে শত শত জন্মসঞ্চিত পাপপুঞ্জও এক জন্মে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

ব্যাস উবাচ।

মনোরথশতৈর্বৎস চিন্তিতং শ্রেষ্ঠবুদ্ধিনা।
আশাপাশনিবন্ধেন সন্ততির্মে ভবিষ্যতি॥

(পুত্রের এইরূপ নির্ম্মমবাণী শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেবের হৃদয় বাৎসল্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় বিলাপপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন।)—ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! আমি শত শত মনোরথ দ্বারা আকৃষ্ট ও আশা-পাশে বদ্ধ হইয়া মহতী বুদ্ধিযোগে চিন্তা করিয়াছিলাম, আমার সন্তান উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ তুমি আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম্মে লিপ্ত থাকিবে।

শুক উবাচ।

সংসারা বিবিধা ঘোরা ময়া দৃষ্টা সহস্রশঃ।
এক এবংবিধো যোগো যষ্টব্যো নিশ্চলীকৃতঃ॥

(পিতার আশা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া শুকদেব গোস্বামী পরিশেষে বিবেকগর্ভ বাক্য দ্বারা পিতার আশা-পাশচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।)—শুকদেব কহিলেন, আমি সহস্র সহস্রবার ঘোরতর সংসার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সংপ্রতি এই যে সংযোগ ঘটিয়াছে, এইবার আমি নিশ্চলীভূত হইয়া যোগসাধন করিব।

এবং নিরাকৃতো ব্যাসঃ শুকেনাপি মহাত্মনা।
মোহবাতং পরিত্যজ্য গতো ব্রহ্মালয়ং ততঃ॥

পুত্র মহাত্মা শুকদেব কর্ত্তৃক এইরূপে নিরাকৃত হইয়া ব্যাসদেব মোহবায়ু পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মধামে প্রস্থান করিলেন।

যঃ পঠেৎ সুশুচির্ভূত্বা সদা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥

ইতি যোগোপনিষৎসংহিতায়াং শুকব্যাসোত্তরসহিত-
রম্ভায়াঃ সংবাদপ্রশ্নঃ সমাপ্তঃ।

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল ও পবিত্র হইয়া এই উপনিষৎ পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।

যোগোপনিষৎ সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদীয়-

শিখোপনিষৎ ।

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা ।

কলিকাতা-রাজধান্যাং ;

১৬৬ নং বহুবাজার-ষ্ট্রীটস্থ-"বসুমতী-যন্ত্রে"

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ ।

১৩২৩

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

অথর্[illegible]

শিখোপনিষৎ।

———:○:———

॥ ওঁ ॥ রুদ্রায় নমঃ ॥

ওঁ ॥ পিপ্পলাদোঽঙ্গিরাঃ সনৎকুমারশ্চাথর্ব্বাণং ভগবন্তং পপ্রচ্ছ।

অথর্ব্বশিখোপনিষদো দীপিকা।

এষাথর্ব্বশিখা নাম শির ঊর্দ্ধং শিখোচিতা।

দ্বিখণ্ডা সপ্তমী মুণ্ডাৎ প্রণবার্থ-নিরূপিণী ॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধিদং শিবমারাধ্য বিধূত-বিঘ্নব্রাতো ভগবন্মহেশ্বরপূজনেন বিধূতাখিলকল্মষো দেশিকঃ ক্ষুরিকোক্ত-মার্গেণ সাধিত-যমাদি-প্রত্যাহারান্তং যোগাঙ্গধারণা-পূর্ব্বকং

সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাতা দেবদেব মহেশ্বরের আরাধনা পূর্ব্বক অখিল বিঘ্ন নিরাকরণ করত শ্রীমন্মহাদেবের অর্চ্চনা দ্বারা পাতকপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হইয়া, ক্ষুরিকোপনিষৎকথিত পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক শম, দম প্রভৃতি প্রত্যাহারান্ত অষ্টাঙ্গ-

কিমাদৌ প্রযুক্তং ধ্যানং ধ্যায়িতব্যং কিং তদ্ধ্যানং কো বা ধ্যাতা কশ্চিদ্ধ্যেয়ঃ ইতি।

ধ্যানপথমারুরুক্ষুঃ সবীজযোগে মন্ত্রস্যাঙ্গত্বাৎ সর্ব্বমন্ত্র-শিরোমণিং প্রণবমবয়বশঃ স্বরূপতশ্চ নির্ণীয় ধ্যানে বিনিযোক্তুং পুনঃ প্রকৃতং তমেবানুসন্ধত্তে পিপ্পলাদ ইতি। অত্র প্রস্টৄণাং ত্রিত্বম্ এভ্য ইত্যগ্রেঽনুবাদাদবসীয়তে। আখ্যায়িকা তু বিদ্যা স্তুত্যর্থা।

প্রশ্নানাহ কিমাদাবিত্যাদি। আদৌ সর্ব্বমন্ত্রাদৌ সর্ব্ববেদাদৌ মুখ্যত্বেন চ প্রযুক্তম্। ধ্যায়তে যত্তদিতি ব্যুৎপত্ত্যা ধ্যানং ধ্যেয়ং ধ্যায়িতব্যং ধ্যানার্হঞ্চ কিমিত্যর্থঃ। অত্র ছান্দসশ্চিদ্বৎ ইট্। প্রথমপ্রযুক্তো ধ্যেয়শ্চ মন্ত্রঃ

যোগসাধন করিয়া ধ্যানমার্গে আরোহণের বাসনায় সর্ব্বমন্ত্রশ্রেষ্ঠ প্রণবমন্ত্রের অবয়ব নিরূপণ করিয়া পরমধ্যেয় প্রণবরূপী পরমব্রহ্মের স্বরূপপরিজ্ঞানার্থ পিপ্পলাদ, অঙ্গিরা ও সনৎকুমার এই তিন ঋষি একত্র হইয়া স্তোত্রচ্ছলে ভগবান্ অথর্ব্বঋষির নিকট প্রশ্ন করিলেন।

মহাত্মন্! আমাদিগের প্রথম প্রশ্ন এই যে, যাবতীয় মন্ত্রের ও সর্ব্ববেদের প্রথমে কাহার প্রয়োগ করিবে? অর্থাৎ প্রথমপ্রযুক্ত ধ্যেয় মন্ত্র বা ধ্যানযোগ্য কি? তৎপরে দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, কি প্রকারে সেই ধ্যাতব্য মন্ত্রের ধ্যান করিতে হয়? আমাদিগের তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, সেই

অথৈভ্যোঽথর্ব্বা প্রত্যুবাচ ওমিত্যেতদক্ষরমাদৌ প্রযুক্তং ধ্যানং ধ্যায়িতব্যম্।

ক ইতি প্রথমপ্রশ্নার্থঃ। : কিং তদ্ধ্যানমিতি। তস্য ধ্যাতব্যস্য মন্ত্রস্য কিং ধ্যানমিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। কো বা ধ্যাতা অধিকারী ইতি তৃতীয়ঃ। কশ্চ ধ্যেয়ঃ ঈশঃ ইতি চতুর্থঃ। চিৎ ইতি বিতর্কে। কো দেবো ধ্যেয়ঃ ইতি বিচার্য্য বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ইতিশব্দঃ প্রশ্নসমাপ্তৌ।

আদ্যস্যোত্তরমাহ ওমিত্যেতদক্ষরমিতি। সর্ব্বস্য বক্তব্যস্য মন্ত্রব্রাহ্মণাদের্দ্দেবতা-ধ্যানস্য চ আদৌ প্রথমং প্রযুক্তম্ আদৌ ঈশ্বরে বাচকত্বেন প্রতিনিধিত্বেন বা প্রযুক্তমিত্যর্থঃ।

ধ্যানের অধিকারী কে? আর সেই ধ্যানের ধ্যেয় পদার্থ কি? ইহাই আমাদিগের চতুর্থ প্রশ্ন অর্থাৎ কোন্ দেবতা আমাদিগের প্রকৃত ধ্যেয়। বিচার পূর্ব্বক তত্ত্বতঃ ইহাই আমাদিগের চতুর্থ প্রশ্ন। আমাদিগকে এই সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন।

পিপ্পলাদ প্রভৃতি মুনিগণের প্রশ্নে অথর্ব্বঋষি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।—"ওম্" এই অক্ষরই সর্ব্বমন্ত্রব্রাহ্মণাদির দেবতা, "ওম্" এই অক্ষরই সর্ব্বমন্ত্র ও ধ্যানের প্রথমে প্রযুজ্য। ঐ "ওম্ই" প্রথম-প্রযুক্ত ধ্যানমন্ত্র ও ধ্যানের যোগ্য।

ওমিত্যেতদক্ষরস্য পাদাশ্চত্বারো দেবাশ্চত্বারো বেদাশ্চত্বারঃ।

চতুষ্পাদেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম পূর্ব্বাস্য মাত্রা পৃথিব্যকারঃ স ঋগ্‌ভির্ঋগ্বেদো ব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্যঃ। দ্বিতীয়ান্তরিক্ষমুকারঃ স যজুর্ব্বেদো বিষ্ণু রুদ্রাস্ত্রিষ্টুপ্ দক্ষি-

---

দ্বিতীয়স্যোত্তরমোমিত্যেতদক্ষরস্যেতি। পাদ-দেব-বেদাশ্চতুঃসংখ্যকাঃ যথাসংখ্যকং ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ। দেবাঃ উভয়েঽপি অধিষ্ঠাত্র্যো গণদেবতাশ্চ দেব-শব্দেন গৃহীতাঃ পৃথিব্যাদয়ো লোকাঃ গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি চ রূপাণি ত্রিষ্বেব সন্তি ন চতুর্থ ইতি পাদাদি পঙ্‌ক্তৌ নোক্তানি অগ্নয়শ্চাত্রোক্তাঃ পাদাশ্চত্বারঃ অকারাদয়ঃ।

পাদাদীন্ বক্তুং পুনশ্চতুষ্পাত্ত্বং প্রতিজানীতে চতুষ্পাদেতদক্ষরং পরং ব্রহ্মেতি। ঋগ্‌ভিরুপলক্ষিতত্বাদৃগ্‌বেদঃ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ অথর্ব্বঋষি কহিতেছেন যে, এইরূপে "ওম্" এই অক্ষর ধ্যান করিবে,—ইহার চতুষ্পাদ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও গণদেবতাও চারি প্রকার এবং ইহার বেদও চতুঃসংখ্য অর্থাৎ ঋগাদি চারি বেদ "ওম্" এই অক্ষর হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

চতুষ্পাদ-সম্পন্ন "ওম্" এই অক্ষরই পরংব্রহ্ম, ইহার অকার প্রথমমাত্রা, বসুমতী লোক, ঋক্ বেদ,

ণাগ্নিঃ। তৃতীয়া দ্যৌর্ম্মকারঃ স সামভিঃ সামবেদো বিষ্ণুরাদিত্যা জগত্যাহবনীয়ঃ। যাবসানেঽস্য চতুর্থ্যর্দ্ধ-মাত্রা সা লুপ্তমকারঃ সোঽথর্ব্বণৈর্ম্মন্ত্রৈরথর্ব্ববেদঃ সংবর্ত্তকোঽগ্নির্ম্মরুতো বিরাড়েকঋষিঃ।

ব্রহ্মাদয়োঽধিষ্ঠাত্র্যঃ বস্বাদয়ো গণদেবতাঃ লুপ্তমকারঃ ম্‌কারস্য বিরতত্বাৎ। সঃ অথর্ব্বণৈর্ম্মন্ত্রৈরুপলক্ষিতোঽথর্ব্ববেদঃ সংবর্ত্তকোঽগ্নিঃ ব্রহ্মাদিস্থানীয়োঽধিষ্ঠাতা মরুতঃ একোনপঞ্চাশৎসংখ্যকা গণদেবতাঃ। অত্র বিরাড়িত্যয়ং পাঠঃ। চতুষ্কপাঠেঽপঠিতত্বাৎ অন্যথা পাদাশ্চত্বার ইত্যত্র ছন্দাংসি চত্বারীতি চ পঠেৎ বর্ণাবসানত্বাচ্চার্দ্ধমাত্রা তুর্য্যা অত্র বর্ণধর্ম্মচ্ছন্দসোঽসম্ভবাৎ। নারসিংহে তু বিরাড়িত্যপি পঠিতং তত্র ঔপচারিকং ছন্দস্ত্বং বোধ্যম্। একঋষির্নামাগ্নিঃ।

ব্রহ্মা, গণদেব, অষ্টবসু ও গার্হপত্য অগ্নি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উকার দ্বিতীয় মাত্রা, অন্তরীক্ষ লোক, যজুঃ ইহার বেদ এবং বিষ্ণু, গণদেবতা, একাদশ রুদ্র ইহাঁরা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আর ছন্দঃ তৃষ্টুপ্ ও অগ্নি দক্ষিণাগ্নি। মকার তৃতীয় মাত্রা, স্বর্গ লোক, সাম বেদ এবং বিষ্ণু, গণদেবতা, দ্বাদশ আদিত্য ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহার ছন্দঃ জগতী, অগ্নি আহবনীয়। লুপ্তমকার ইহার অবশিষ্ট চতুর্থ মাত্রা, অথর্ব্ব ইহার বেদ,

রুচিরা ভাস্বতী স্বভা

প্রথমা রক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মদেবত্যা। দ্বিতীয়া শুভা রৌদ্রী রুদ্রদেবত্যা। তৃতীয়া কৃষ্ণা বিষ্ণুমতী বিষ্ণুদেবত্যা চতুর্থী

মূর্দ্ধ্ন্যবস্থিতায়াস্তু মাত্রায়া ধ্যানমাহ রুচিরেতি। রুচিরা রম্যা ভাস্বতী দীপ্তিমতী স্বভা অন্যনিরপেক্ষ-প্রকাশা।

ইদানীং মাত্রাণাং বর্ণানাহ প্রথমেতি। রক্তা বর্ণেন সৃষ্টিহেতুত্বেন রাজসত্বাৎ ব্রাহ্মী ব্রহ্মবতী অগ্রে বিষ্ণুমতী-

ব্রহ্মাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, একোনপঞ্চাশৎ মরুদ্‌গণ দেবতা, এবং সংবর্ত্তক ইহার অগ্নি। ঋগাদিবেদচতুষ্টয়, ব্রহ্মাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও বসুপ্রভৃতি গণদেবতা এই সমস্তই একমাত্র "ওম্"। এই পরংব্রহ্মস্বরূপ "ওম্" এই মন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকারে প্রণবমাত্রার প্রত্যেকের দেবতা ও গণদেবতা ইত্যাদি বিবৃত হইল। প্রণবের উপরিস্থিত মাত্রা স্বপ্রকাশরূপিণী ও অতি মনোহর-দীপ্তিমতী।

এখন ওঙ্কারের অকারাদিমাত্রার বর্ণ বিবৃত হইতেছে। —অকারস্বরূপ প্রথমমাত্রা লোহিতবর্ণ, ঐ লোহিত-বর্ণই সৃষ্টিকারণ, সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, প্রথম-মাত্রা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মা নিরন্তর এই মাত্রাতে অবস্থিত আছেন এবং তিনিই

বিদ্যুন্মতী সর্ব্ববর্ণা পুরুষদেবত্যা। স এষ হ্যোঙ্কারশ্চতু-
ষ্পাদশ্চতুঃশিরাঃ।

ত্যুক্তত্বাৎ। ব্রহ্মা দেবতাপি তটস্থো ভবিষ্যতি ন সংবন্ধ
ইতি শঙ্কানিরাসায় ব্রাহ্মীত্যুক্তম্। শুভা শুক্লা চন্দ্র-
সন্নিভা রৌদ্রী নিত্যসন্নিহিতরুদ্রা পুরুষঃ ঈশ্বরঃ।

যদ্যপি ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদি অকারাদীনাং ক্রমেণ ব্রহ্ম-
বিষ্ণু-রুদ্রা দেবতা উক্তাঃ তথা তৃতীয়া মাত্রা "মকার-
শ্চাগ্নি-সঙ্কাশো বিধূমো বিদ্যুতোপমঃ" ইত্যুক্তম্। অত্র তু
ব্রহ্ম-রুদ্র-বিষ্ণবো দেবতা উক্তাঃ তথা তৃতীয়া মাত্রা চ
কৃষ্ণা উক্তা ইতি বিরোধঃ। তথা অথর্ব্বশিরসি যা সা
দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন ইতি দেবতা-বর্ণ-
বিপর্য্যাস উক্তঃ তথাপি বস্তুতো ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়াণামেক-
রূপত্বাতুপাসনাঙ্গত্বেন ফলভেদায় তত্তদ্রূপোপাদানম্।
এতেন বর্ণভেদোঽপি পরিহৃতঃ ধ্যানভেদেন ফলভেদাৎ
অতএব কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদি মহেশ্বর-সদাশিব-শিবাঃ
শিবং প্রতি প্রণব-বর্ণত্রয়ে দেবা উক্তাঃ আগমেষু ক্বচিৎ

উক্ত প্রথমমাত্রার দেবতা। দ্বিতীয়মাত্রা শ্বেতবর্ণা,
এই বর্ণই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতির কারণ। সুতরাং
ঐ দ্বিতীয়মাত্রা হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিরক্ষা হইতেছে,
রুদ্রদেব নিরন্তর এই মাত্রাতে অবস্থিত আছেন এবং
তিনিই এই মাত্রার দেবতা। তৃতীয়মাত্রা কৃষ্ণবর্ণা,

চতুর্থ্যর্দ্ধমাত্রা স্থূল-হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ।

সাত্ত্বিকাদিভেদেন একস্যা এব দেবতায়াস্ত্রিধা ধ্যানমুক্তম্ বাস্তবস্থিতিস্ত্বত্রৈব বক্ষ্যতি—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ শিব এব চ।
পঞ্চধা পঞ্চদেবত্যঃ প্রণবঃ পরিপঠ্যতে ॥ ইতি।

কল্পভেদেন বা ব্রহ্মাদীনামুৎপত্তিক্রমে ভেদঃ। চত্বারঃ পাদাঃ অকারোকার-মকারার্দ্ধমাত্রাঃ বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-তুরীয়লক্ষণাঃ যস্য স চতুষ্পাদঃ চত্বারি শিরাংসি উত্তমাঙ্গানি মুখস্থানীয়ানি অগ্নয়ো যস্য স চতুঃশিরাঃ। অকারাদীনাং পাদত্বং প্রাথম্যাৎ সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্বাচ্চ অগ্নীনাং মুখত্বং মুখাদগ্নিরজায়ত ইতি শ্রুতেঃ অগ্নেঃ সর্ব্বদেবমুখত্বা-দন্যানির্দ্দিষ্টত্বাচ্চ দ্রষ্টব্যম্।

স্থূলং রূপং ত্রিধা বিভক্তং সূক্ষ্মং পৃথক্ করোতি

বিষ্ণু নিরন্তর এই মাত্রাতে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তিনিই এই মাত্রার দেবতা। চতুর্থমাত্রা বিদ্যুদ্বৎ দীপ্তিমতী, সর্ব্ববর্ণশালিনী ; ইহার দেবতা স্বয়ং ঈশ্বর। সেই চতুর্ম্মাত্ররূপী ওঙ্কার চতুষ্পাদ ও চতুঃশিরাঃ ; অকার, উকার, মকার এবং নাদবিন্দু, এই চারিটি ওঙ্কারের চতুষ্পাদ আর গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয় ও সংবর্ত্তক, এই অগ্নিচতুষ্টয় তাহার চারি মস্তক।

প্রণবের অর্দ্ধচতুর্থীমাত্রা নাদবিন্দু নামক লুপ্তমকার

ওমোমোমিতি ত্রিরুক্তশ্চতুর্থঃ শান্তাত্মা প্লুতপ্রয়োগে ন সমমিত্যাত্মজ্যোতিঃ সকৃদাবর্ত্তব্যঃ।

চতুর্থীতি। চতুর্থ্যর্দ্ধমাত্রা নাদসংজ্ঞা লুপ্তমকারঃ। স্থূলে বিভাগমাহ স্থূলেতি। যঃ স্থূলঃ বর্ণকূটরূপঃ স হ্রস্ব-দীর্ঘপ্লুতঃ উদ্দেশ্য-বিধেয়য়োরপি বিশেষণ-বিশেষ্যত্বমাত্র-বিবক্ষয়া সমাসঃ।

হ্রস্বাদীনাং স্বরূপমভিনীয় দর্শয়তি ওমোমোমিতি। প্রথমঃ একমাত্রঃ দ্বিতীয়ো দ্বিমাত্রঃ তৃতীয়স্ত্রিমাত্র ইত্যর্থঃ।

নন্বেবং হ্রস্বো নাস্তীতি কথং হ্রস্ব ওঙ্কারঃ নৈষ দোষঃ পার্শ্বদশ্রুতিরিয়ম্ যথা তত্রভবতাং নারায়ণীয়াং সুজাত এব অশ্ব সুনৃত অধ্বর্য্যো ওম্ অদ্ভিঃ সুতমিতি ব্যাকরণাৎ সিদ্ধে প্রয়োগে তস্য হ্রস্বত্বং ন্যস্তীত্যর্থঃ ইতি ত্রিরুক্ত ইত্যভিনীয় তস্যোপসংহারঃ।

চতুর্থঃ পাদঃ ক্ব বর্ত্ততে অত আহ প্লুতপ্রয়োগে ইতি। বর্ত্ততে ইতি শেষঃ তত্রৈবাভিব্যক্তত্বাৎ ন সমম্ অনুপমং রূপং ইতি হেতোঃ আত্মজ্যোতিস্তৎ। বিরম্য-

---

স্বরূপ, উহার সূক্ষ্মরূপ পৃথক্ এবং অকার, উকার ও মকার এই বর্ণকূটস্বরূপ যে স্থূলরূপ, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। এখন প্রণবেই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই তিন মাত্রার স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।—প্রথম অকার একমাত্র, দ্বিতীয় উকার

স এষ সর্ব্বান্ প্রাণান্ সকৃদুচ্চারিতমাত্রঃ স এষ হ্যূর্দ্ধ-মুৎক্রাময়তীত্যোঙ্কারঃ।

মাণ-ঘণ্টানাদাদ্যুপমাপি ন ভবতি ততোঽতিসূক্ষ্মত্বাৎ। সকৃদাবর্ত্তব্যঃ সকৃদাবর্ত্তয়িতব্যঃ অনাহত-শব্দরূপ ইত্যর্থঃ। যদা সকৃদ্বিভাগঃ তদাপি কুতো ভবতীতি চেৎ শ্রূয়তাং নির্ব্বিশেষত্বাৎ পূর্ব্বাপরবিভাগে ভেদকাভাবাৎ তথা নির্ব্বিশেষত্বাৎ পূর্ব্বপরাবৃত্তৌ ভেদকাভাবাৎ সকৃদাবর্ত্তব্যঃ শব্দব্রহ্মসংজ্ঞঃ।

স এষ ইতি। বর্ণিত-প্রণবস্যোপসংহারঃ। ওঙ্কার-শব্দস্য প্রবৃত্তি-নিমিত্তমাহ সর্ব্বান্ প্রাণানিতি। প্রাণাঃ দশবায়বঃ তান্ সমনস্কান্ সাগ্নীন্ ষট্চক্র-ভেদেন সুষুম্না-দ্বারেণ মূর্দ্ধানমানয়তীত্যর্থঃ। পুনঃ স এব ইত্যনুবাদ

দ্বিমাত্র এবং তৃতীয় মকার ত্রিমাত্র। ওঙ্কারের চতুর্থমাত্রা প্লুতস্বরূপ, সেই মাত্রাদ্বারাই ওঙ্কার প্রকাশিত আছে। এই ওঙ্কার অনুপম মন্ত্র, ইহার উচ্চারণও অনুপম। ইহার উচ্চারণ-শব্দ সাধারণ ঘণ্টাদিশব্দের ন্যায় নহে। এই ত্রিমাত্রাত্মক-প্রণব শব্দব্রহ্মস্বরূপ।

যদি ওঙ্কার একবারমাত্র উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে প্রাণ ও মন ইহাদিগকে ষট্চক্র ভেদ পূর্ব্বক সুষুম্নাদ্বারা মূর্দ্ধস্থানে আনয়ন করা যাইতে পারে। মন

প্রণবঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রণাময়তি নাময়তি বৈ তস্মাৎ প্রণবশ্চতুর্দ্ধাবস্থিতঃ ইতি বেদ-দেবযোনিঃ ধেয়াশ্চেতি সন্ধর্ত্তা সর্ব্বেভ্যো দুঃখ-ভয়েভ্যঃ সন্তারয়তি।

আদরার্থঃ। অনেকার্থত্বান্নিপাতানাম্। ওমিত্যূর্দ্ধভাবে ঊর্দ্ধান্ প্রাণান্ কারয়তি উচ্চারয়িতুরিত্যোঙ্কার ইতি যোগিভিরবশ্যং ধ্যেয় ইতি ভাবঃ।

তস্য নামান্তরমাহ প্রণব ইতি। প্রণবশব্দ-নিমিত্তমাহ সর্ব্বানিতি। প্রণামঃ নম্রতাপাদনং নামনং ন্যগ্ভাবাপাদনম্। চতুর্দ্ধা যতোঽবস্থিতঃ ততশ্চতুর্ণাং বেদানাং দেবানাঞ্চ যোনিঃ অনেন ক্রমেণ পূর্ব্বত্রাপি বেদাশ্চত্বারো দেবাশ্চত্বার ইতি পাঠেন ভবিতব্যম্। সাম্প্রদায়িকৈর্নিশ্চয়ো বিধেয়ঃ।

কিং তদ্ধ্যানমিতি যৎ পৃষ্টং তদুত্তরং নিগময়তি

ঊর্দ্ধপ্রদেশে নীত হইলেই নির্ব্বিষয় হয়, তখন মন কোন বিষয়ে আসক্ত না হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে, সুতরাং এই ওঙ্কারের ধ্যান করা যোগিবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ওঙ্কারের আর একটি নাম প্রণব। এই প্রণব সর্ব্ব প্রাণকে নম্র করে ও বিপরীতভাবাপন্ন করিয়া রাখে। এই প্রণব চতুর্দ্ধা অবস্থিত এবং চারি বেদ ও দেবগণের উদ্ভবস্থান। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এই প্রণব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন;

তারণাত্তানি সর্ব্বাণীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্ জয়তি ব্রহ্মা বৃহৎ সর্ব্বকারণানি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য ধ্যানাৎ।

ধেয়াশ্চেতি। ধা ধাতো রূপং ধাতব্যাঃ ধারণীয়াঃ পাদাদয়ো বুদ্ধ্যা ন ত্যক্তব্যাঃ ধাতব্যা ইত্যর্থঃ। ধারণস্য ফলমাহ সন্ধর্ত্তেতি। সন্ধর্ত্তা এষ হি পাদাদীনাং ধারয়িতা তারয়তি আশ্রিতান্ স্বস্য কিং বক্তব্যম্।

কো ধ্যাতা ইতি প্রশ্নং ধ্যাতৃ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-নিদর্শনেনোত্তরয়তি তারণাত্তানীতি। তারণেন আশ্রিতানাং দুঃখভয়াপনয়নেন অন্তানি অদ্‌ভক্ষণে নিষ্ঠা ছান্দসো জগ্ধ্যভাবঃ গ্রস্তানি অভিভূতানি দুঃখভয়ানি সর্ব্বাণি ইতি হেতোঃ বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্ জয়তি অভিভবতি দৈত্যাদীন্। অথবা তারণাৎ তারকত্বাদ্ধেতোঃ তানি পদাদীনি সর্ব্বাণীতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ বিষ্ণুর্ধ্যাতব্য ইতি শেষঃ।

ধ্যানফলমাহ সর্ব্বান্ জয়তীতি। অথ ব্রহ্মাপি অবৃহৎ বৃহত্ত্বং গতবান্ কস্মাৎ সর্ব্বকারণানি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি

সুতরাং প্রণব অবশ্য ধারণ করিবে, কখনও তাহা পরিত্যাগ করিবে না, সর্ব্বদা কেবল সেই প্রণবের ধ্যান করিবে। নিরন্তর এই প্রণবের ধ্যান করিলে প্রণব সেই সমস্ত আশ্রিত ব্যক্তিকে নিখিল দুঃখ হইতে ত্রাণ করেন।

যাঁহারা প্রণবের আশ্রিত, প্রণব তাঁহাদিগের সমস্ত দুঃখ ও ভয় দূর করেন। এই প্রণবের ধ্যান করিলে

বিষ্ণুর্ম্মনসি নাদান্তে পরমাত্মনি স্থাপ্য ধ্যেয়মীশানং প্রধ্যায়ন্তীশা বা সর্ব্বমিদং প্রযুক্তম।

সম্প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরীকৃত্য ধ্যানাৎ বিষ্ণুব্রহ্মণোর্ধ্যানকথনেন তৎফলার্থী ধ্যাতেত্যুক্তং ভবতি।

কশ্চিদ্ধ্যেয়ঃ ইতি চতুর্থমুত্তরয়তি বিষ্ণুর্ম্মনসীতি। নাদান্তে শক্তিদ্বারা শান্তে ব্রহ্মণি প্রণবো হি পঞ্চকূটাত্মকঃ অকারোকার-মকার-বিন্দু-নাদাত্মকঃ তত্র নাদান্তে পরমাত্মস্থানে স্থাপ্য আরোপ্য ধ্যেয়ং ধ্যানোচিতম্ ঈশানং মনসি বিষ্ণুঃ প্রধ্যায়ন্তি প্রধ্যায়তীত্যর্থঃ। বচনব্যত্যয়োঽন্যেষামপি ঈশস্য ধ্যেয়ত্বসূচনার্থঃ।

ননু অন্যান্ দেবানপহায় ঈশান এব কিমিতি ধ্যেয়ঃ

সাংসারিক দুঃখ ও ভয়ে অভিভূত হইতে হয় না। বিষ্ণু এই প্রণবমন্ত্রের ধ্যানবলে সমস্ত দৈত্যের সংহার-সাধন করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রণবের ধ্যান করিলে সাধক কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত রিপু জয় করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মাও এই প্রণবের ধ্যান করিয়া সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত করিয়া সর্ব্ববৃহৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাধান্য-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে,—ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই এই প্রণবের ধ্যান করিয়া ফলকামনা করিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞানলাভার্থ এই প্রণবের ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রেন্দ্রাঃ সম্প্রসূয়ন্তে সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি সহ-

---

অত আহ ঈশা বেতি। বা শব্দ এবার্থঃ ঈশৈব সর্ব্বমিদং প্রযুক্তং নান্যেন।

নন্বু ভবতু সর্ব্বং প্রযুক্তং নন্বু ব্রহ্মাদয় ইত্যত আহ ব্রহ্মেতি। ইন্দ্রঃ মঘবা এতে চত্বারঃ ঈশা সম্প্রসূয়ন্তে জন্যন্তে সহভূতানি ভূতসহিতানি ইন্দ্রিয়াণি ঈশা সম্প্রসূয়ন্তে।

পূর্ব্বে প্রশ্ন হইয়াছিল যে কোন্ বস্তু ধ্যেয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু স্বীয় শক্তিদ্বারা মনকে শান্ত করিয়া অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ, এই পঞ্চবর্ণাত্মক প্রণবকে পরমাত্মস্থানে স্থাপন-পূর্ব্বক সর্ব্বারাধ্য ঈশানকে ধ্যান করেন। অপরাপর দেবতা সত্ত্বেও ঈশানের ধ্যানের কি প্রয়োজন? উহার হেতু এই যে, তিনিই এই অখিল অসীম ব্রহ্মাণ্ডের নিয়োগকর্ত্তা, তাঁহারই আদেশে এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, সুতরাং সেই ঈশানই অবশ্য ধ্যেয়।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ইন্দ্র এই দেবচতুষ্টয় সেই ঈশান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ভূতগ্রাম ও ইন্দ্রিয়গ্রামও তাঁহারই সৃষ্ট। এই অসীম জগতে সমস্ত কারণই ঈশানের প্রযুক্ত এবং তিনিই সকলের উপায়বিধানকর্ত্তা। সেই

ভূতানি কারণং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যং সম্পন্নং শিবমাকাশং মধ্যে ধ্রুবস্থম্।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ শিব এব চ।
পঞ্চধা পঞ্চদেবত্যঃ প্রণবঃ পরিপঠ্যতে॥

পুনঃ কিং কিমীশা প্রযুক্তম্ অত আহ কারণমিতি। কারণং সাধকতমম্ উপায়ভূতং সাধকতমং সর্ব্বমেব ঈশা প্রযুক্তমিত্যর্থঃ স হি প্রথমমুপায়বোধকঃ ঐশ্বর্য্যং প্রভুশক্তিঃ সম্পন্নম্। কার্য্যমাত্র-নিদর্শনায় সর্ব্বকার্য্য-মূর্দ্ধন্যমাকাশমাহ শিবমিতি। শিবং নির্ম্মলং মধ্যে সর্ব্বস্যান্তঃ ধ্রুবম্ একরূপেণ তিষ্ঠতি। মধ্যে ধ্রুবস্থম্ আকাশম্ ঈশা প্রযুক্তং তচ্চ বায়্বাদীনামুপলক্ষণং যদা সম্পন্নাদি চতুষ্টয়ং শিবস্য বিশেষণং জন্যত্বশঙ্কা-নিবৃত্তয়ে।

নাদান্ত-গ্রহণেন সূচিতাং প্রণবস্য পঞ্চধামাহ ব্রহ্মেতি। পঞ্চধা অকারাদিরূপেণ।

সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশানদেবই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন। তিনি ব্যতীত আর কাহারও অসাধারণ প্রভুশক্তি নাই। তিনিই এই জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা। এই জগতের কার্য্যকারণ সমস্তই সেই ঈশ্বর। তিনি নির্ম্মল আকাশস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডে যত বস্তু আছে, তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই নিত্য, আর সমস্তই অনিত্য।

তত্রাধিকং ক্ষণমেকমাস্থায় ক্রতুশতস্যাপি ফলমবাপ্নোতি কৃৎস্নমোঙ্কারগতশ্চ সর্ব্বজ্ঞানযোগধ্যানানাং শিব এক এব

পঞ্চাত্মকস্য জ্ঞানে ফলমাহ তত্রেতি।:সত্রাধিক্যে ফলাধিক্যমিতি ন্যায়াৎ। কৃৎস্নমোঙ্কারগতঞ্চেতি। কৃৎস্নম্ ওঙ্কারপাদাদি কর্ম্ম ওঙ্কার-গতঞ্চ ধ্যাত্বা ক্রতুশতস্যাপি ফলম্বাপ্নোতীত্যনুষজ্যতে।

সেই প্রণব অকারাদি পঞ্চ প্রকারে পঞ্চদৈবতস্বরূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও শিব, এই দেবপঞ্চক প্রণবের পঞ্চবর্ণ-স্বরূপ। ব্রহ্মা উহার অকার, বিষ্ণু উহার উকার, রুদ্র উহার মকার, ঈশ্বর উহার বিন্দু এবং শিব উহার নাদ; সুতরাং প্রণবই পরংব্রহ্ম।

অধুনা সেই পঞ্চবর্ণময় পঞ্চদেবাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের পরিজ্ঞানের ফল কথিত হইতেছে।—কিয়ৎক্ষণ সেই ব্রহ্মরূপী প্রণবে চিত্তনিবেশ করিলে শত শত যজ্ঞফলেরও অধিক ফললাভ হয় এবং প্রণবের সমস্ত পাদ ও ওঙ্কারগত যাবতীয় দেবতাকে একবারমাত্র ধ্যান করিলে শত শত যজ্ঞফলেরও অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিব অখিল জ্ঞানের জ্ঞেয়, অখিল যোগের গম্য এবং অখিল ধ্যানের ধ্যেয়। সেই শিব ওঙ্কারস্বরূপ; সুতরাং সেই ওঙ্কাররূপী একমাত্র শিবই সকলের ধ্যেয়।

শিব ওঙ্কারঃ সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য এতামধীত্য দ্বিজো গর্ভববাসান্মুচ্যতে গর্ভবাসান্মুচ্যতে ॥

ইত্যথর্ব্বশিখোপনিষৎ সমাপ্তা।

পরমোপদেশমাহ সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্যেতি। প্রাক্তনেন সংবধ্যতে। ঈশ এব পরমো ধ্যেয় ইতি চতুর্থমুত্তরমুপসংহরন্ তদধ্যয়নফলমাহ এতামিতি। এতাম্ উপনিষদম্ অথর্ব্বশিখা-সংজ্ঞাম্। দ্বিজ ইতি শূদ্র-নিরাসঃ। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ইতি শব্দশ্চ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদ-বাক্যানাং দীপিকাথর্ব্ব-শিখিকে ॥
ইত্যথর্ব্বশিখোপনিষদো দীপিকা সম্পূর্ণা।

• অতঃপর এই উপনিষদধ্যয়নের ফল কথিত হইতেছে।—দ্বিজাতিবৃন্দ এই "অথর্ব্বশিখোপনিষৎ" পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রণবের যথার্থ অর্থ পরিজ্ঞাত হইলে যাবতীয় প্রাক্তন কর্ম্মপরিহার পূর্ব্বক গর্ভবাস হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তাঁহাদিগের আর জন্ম-মৃত্যু-জনিত যন্ত্রণা-সঙ্কুল সংসারে বার বার যাতায়াত করিতে হয় না এবং তাঁহারা নিখিল সংসারবাসনা পরিহার পূর্ব্বক মায়া-পাশ ছেদন করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তিদ্বারা অনন্ত অপার সুখ-সাগরে ভাসমান হন।

শান্তিপাঠঃ।

—*—

ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রা। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভির্ব্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

হে যজ্ঞ-রক্ষাকারী দেবতাগণ! আমরা যেন শ্রবণদ্বারা সেই সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মের গুণানুবাদই শুনি, নেত্র দ্বারা যেন তাঁহার সর্ব্বশুভকর রূপই প্রত্যক্ষ করি। এই প্রকারে আমাদিগের সর্ব্বাবয়ব যেন তাঁহারই উপাসনায় নিরত থাকে। আপনাদিগের তুল্য আমাদিগের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করুন এবং আমরা যেন সুস্থদেহে সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিভুর উপাসনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হই।

ইতি অথর্ব্বশিখোপনিষৎ সম্পূর্ণ।

॥ * ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তেজোবিন্দূপনিষৎ

ধ্যানবিন্দূপনিষচ্চ।

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা।

কলিকাতা-রাজধান্যাং,

১৬৬ নং বহুবাজার-ষ্ট্রীটস্থ-"বসুমতী-যন্ত্রে"

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩২৩

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

তেজোবিন্দূপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥

ওঁ ॥ তেজোবিন্দুঃ পরং ধ্যানং বিশ্বাতীতং হৃদি স্থিতম্।
আণবং শাম্ভবং শাক্তং স্থূলং সূক্ষ্মং পরঞ্চ যৎ॥ ১ ॥

তেজোবিন্দূপনিষদো দীপিকা।

ওঁ ॥ তেজোবিন্দুঃ পরং ধ্যানং বিশ্বাতীতং হৃদি স্থিতম্।
দ্বিখণ্ডমেকবিংশঞ্চ তেজোভাবফলং হি তৎ ॥

প্রণবস্যাকারোকার-মকার-বিন্দুনাদানাং ধ্যানং ধ্যান-বিন্দাবুক্তম্ শক্তি-শান্তয়োর্ধ্যানং বক্তুং তেজোবিন্দূ-

---

ওঙ্কারের মধ্যস্থিত অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ এই বর্ণগুলির ধ্যান ধ্যানবিন্দু-উপনিষদে কথিত হইয়াছে। এই তেজোবিন্দু উপনিষদে সেই ওঙ্কারের শক্তির ধ্যান-মাত্র বিবৃত হইবে। ইহাই পরম ধ্যান বলিয়া কথিত। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত অর্থাৎ সকলের অগোচর। সকলেরই হৃদয়গর্ভে এই সূক্ষ্মদ্রব্য-বিষয়ক শাম্ভব ও শাক্ত ধ্যান

দুঃসাধ্যঞ্চ দুরারাধ্যং দুষ্প্রেক্ষ্যঞ্চ দুরাশ্রয়ম্।
দুর্লক্ষ্যং দুস্তরং ধ্যানং মুনীনাঞ্চ মনীষিণাম্॥ ২

পনিষদারভ্যতে। তেজনং তেজঃ ঘঞ্ তিজেঃ ক্ষমায়াং সন্ অত্র নিশানে ঘঞ্ তস্য বিন্দুঃ কলা এবংবিধং পরং ধ্যানং ভবতি বিশ্বাতীতং তদগোচরত্বাৎ আণবম্ অণোরিদং সূক্ষ্মবস্তু-বিষয়ং শাম্ভবং শম্ভুবিষয়ং স্থূলং তদ্‌বিষয়ত্বাৎ এবং সূক্ষ্মং পরং সর্ব্বাতীত-ফলং দুঃসাধ্যঞ্চ। তদুক্তম্—চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ইতি। অতএব তদ্ধ্যানং দুরারাধ্যং দুঃসেব্যং দুষ্‌প্রেক্ষ্যং দুর্দ্দর্শং দুরাশ্রয়ং কষ্টসাধ্যং নির্ব্বিষয়ং দুর্লক্ষ্যং দুঃখপ্রাপ্যং দুস্তরং দুরন্তং ন কেবল-মস্মাকং মুনীনামপি মনীষিণাং বুদ্ধিমতাম্॥ ১-২॥

বিরাজিত আছে। ইহা দ্বারা পরমফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১॥

মনীষী মুনিবৃন্দের পক্ষেও প্রণবশক্তির ধ্যান সহজ-সাধ্য বা সহজে আরাধ্য নহে। প্রণবশক্তির ধ্যান করিয়া কৃতকৃত্য হওয়াও কঠিন এবং কেহ সেই ধ্যেয়পদার্থের দর্শনলাভও করিতে পারে না। ঐ ধ্যেয় পদার্থ অতি দুস্তর ও দুর্লক্ষ্য। বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া নানারূপ উপায় অবলম্বন করত সেই পরম পদার্থের ধ্যান করিতে হয়॥ ২॥

জিতাহারো জিতক্রোধো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ৩ ॥
অগম্যাগম্যকর্ত্তা চ গুরুমানার্থ-মানসঃ।
সুখানি ত্রীণি বিন্দন্তি ত্রিধামা হংস উচ্যতে ॥ ৪ ॥

তর্হি প্রাকৃতস্যৈতদ্ধ্যানপ্রাপ্তৌ কিমন্তরঙ্গসাধনম্ অত আহ জিতেতি। হিতমিতাশী জিতাহারঃ হেয়োপাদেয়ানি দ্বন্দ্বানি তেভ্যো নিষ্ক্রান্তো নির্দ্বন্দ্বঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন ইত্যর্থঃ। নিরাশীঃ বাঞ্ছারহিতঃ ॥ ৩ ॥

অগম্যাগম্যকর্ত্তা যদন্যৈরগম্যং স্থলং তদপি প্রযত্নেন

এক্ষণে ধ্যানের নিয়ম বিবৃত হইতেছে।—আহারীয় দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল দ্রব্য হিতকর, পরিমিতভাবে তাহাই ভক্ষণ করিবে, সর্ব্ববিধ ক্রোধকে জয় করিবে এবং পুত্রকলত্রাদি সংসারের আসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিবে অর্থাৎ শ্রবণ-দর্শনাদি কোন প্রকার ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইবে না। কোন পদার্থকে হেয় জ্ঞান করিবে না, আবার কোন পদার্থকে গ্রাহ্য করিতেও নাই। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান করিবে। সর্ব্ববিষয়ে নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ হইবে, সর্ব্ববিধ আসঙ্গ-রহিত হইয়া, যে স্থান অন্যে অগম্য বলিয়া ত্যাগ করে, তাদৃশ স্থানকে গম্য বলিয়া জ্ঞান করিবে, স্বকার্য্য-সম্পাদনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবে, সাধারণে কার্য্যসম্পাদন করিতে পারে না, ইহা

পরং গুহ্যমিদং স্থানমব্যক্তং ব্রহ্ম নিরাশ্রয়ম্।
ব্যোমরূপং কলাসূক্ষ্মং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্॥ ৫॥

গম্যং করোতি যঃ সঃ গুরুমানার্থমানসঃ গুরোর্ম্মানঃ পূজা স এবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য তাদৃশং মানসং যস্য সঃ গুরোর্ম্মানে চার্থে চ মানসং সাধনায় প্রবৃত্তং যস্যেতি বা সোঽধিকারীত্যর্থঃ। মুখানি দ্বারাণি ত্রীণি ত্রিসঙ্খ্যানি পূর্ব্বোক্তানি বৈরাগ্যমুৎসাহো গুরুভক্তিশ্চেতি ত্রীণি দ্বারাণ্যেতদ্ধ্যানে বিন্দন্তি প্রাপ্নুবন্তি সাধবঃ তেন হংসস্ত্রিধামা উচ্যতে। ত্রীণি ধামানি প্রাপ্ত্যুপায়া যস্য জাগ্রদাদীনি বা॥ ৪॥

ধ্যানং প্রশস্যাধিকারিণঞ্চোক্ত্বা ধ্যেয়স্বরূপমাহ পর-

দেখিয়াও তাহাতে নিরুদ্যম হইবে না এবং গুরূপদিষ্ট-বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার পূজাতে একান্ত নিরত হইবে। এইরূপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই পরমপদধ্যানের অধিকারী হওয়া যায়। বিষয়বৈরাগ্য, উৎসাহ ও গুরুভক্তি—ধ্যানসাধনের এই তিনটি দ্বার। সাধুগণ ধ্যান-যোগসাধনার্থ উক্ত উপায়ত্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান-যোগ সাধন করেন। এই তিনটি উপায়ই ধ্যানযোগ-সাধনের হেতু; অতএব সেই পরাত্মাকে যোগিবৃন্দ ত্রিধামা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৈরাগ্য, উৎসাহ ও গুরুভক্তি এতত্ত্রয়ই ধ্যান-সাধনের আকর॥ ৩-৪॥

ধ্যানের স্বরূপ কি, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—

ত্র্যম্বকং ত্রিগুণং স্থানং ত্রিধাতুং রূপবর্জিতম্।
নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পঞ্চ নিরাধারং নিরাশ্রয়ম্॥ ৬

মিতি। গুহ্যং গুহামর্হতি স্থানেষু অব্যক্তং সর্ব্বজনা-
প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম বৃহত্ত্বাৎ নিরাশ্রয়ং সর্ব্বাধারত্বাৎ কলাত্মকং
বিষ্ণোঃ সত্ত্বোপাধিঃ পরমং পদং বিশ্রান্তিভূমিঃ॥ ৫॥

হরিহরসাধারণং স্বরূপং ধ্যেয়মুক্ত্বা হরস্বরূপমাহ
ত্র্যম্বকং ত্রয়াণাং বেদানামম্বকো বক্তা ত্র্যম্বকঃ ত্রয়াণাং

পরম ধ্যেয় ব্রহ্মপদার্থ অতি গোপনীয়, তাঁহাকে অবগত
হওয়া সাধারণের সাধ্য নহে। তিনি অব্যক্ত, তদীয় প্রকাশ্য
মূর্ত্তি কুত্রাপি নাই এবং সেই ব্রহ্ম নিরাশ্রয়, তিনিই ব্রহ্মা-
ণ্ডের আধার; সুতরাং তাঁহার আশ্রয় কিছুই নাই।
তিনি ব্যোমস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্থানেই তাঁহার সূক্ষ্মকলা
ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকেই বিষ্ণুর সত্ত্বগুণের উপাধি-
স্বরূপ বলা যায়; সেই পরমব্রহ্ম হইতেই বিষ্ণু সত্ত্বগুণ
লাভ করিয়াছেন এবং সেই অদ্বিতীয় সনাতন পরমপুরুষই
পরম পদ, বিষ্ণুরও বিশ্রান্তি তাঁহাতে হইয়া থাকে। সেই
হরিহরাত্মক পরমব্রহ্মই পরম ধ্যেয়, তাঁহার চিন্তাতেই
সকল চিন্তা বিদূরিত হয়॥ ৫॥

উপরিলিখিত শ্লোকে হরিহরাত্মক ব্রহ্ম ধ্যেয়স্বরূপে
বর্ণিত হইয়াছেন, অধুনা কেবল হরস্বরূপ ব্রহ্মকে ধ্যেয়রূপে

উপাধিরহিতং স্থানং বাঙ্মনোঽতীতগোচরম্।
স্বভাব-ভাবনাগ্রাহ্যং সঙ্ঘাতৈকপদোজ্ঝিতম্॥ ৭॥

লোকানাং গন্তা অম্ব গতৌ অবি হ শব্দে ইতি ধাতুভ্যাং খুল্ ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়োপেতং স্থানম্ আশ্রয়ঃ ত্রিধাতুং ত্রয়ো লোকা ধাতবো যস্য অন্যদপি ত্রয়াত্মকং সর্ব্বমস্যৈব ধাতবঃ বাঙ্মনোঽতীতগোচরং বাঙ্মনসয়োরতীতো গোচরঃ স্থানং যস্য তত্তথা। স্বভাবেতি কৃত্রিমসংস্কারত্যাগেন

বর্ণন করা হইতেছে।—সেই পরমপুরুষ পরমব্রহ্ম ত্রিবেদের বক্তা এবং ত্রিভুবনের গন্তা ; তিনিই ত্রিলোকে গমন করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহাকেই ব্রহ্মাণ্ডের আধার বলা যায়। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনের ধাতুস্বরূপ। সেই ব্রহ্ম হইতেই এই ত্রিলোক সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি রূপহীন, সুতরাং চক্ষুর অগোচর। তিনি নিশ্চল ও নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ তাঁহার কোনরূপ অন্যথাভাব দৃষ্ট হয় না, নিয়ত একরূপে বিরাজমান। তিনি আধার-হীন ও আশ্রয়হীন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত সংসার বিদ্যমান আছে॥ ৬॥

সেই অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম উপাধিবিহীন। তাঁহার

আনন্দং নন্দনাতীতং দুষ্প্রেক্ষ্যমজমব্যয়ম্।
চিত্তবৃত্তি-বিনির্মুক্তং শাশ্বতং ধ্রুবমচ্যুতম্॥ ৮॥

স্বাভাবিকবস্তুভাবনয়া গ্রাহ্যং সঙ্ঘাতৈকপদোজ্ঝিতং সঙ্ঘাতবাচিনা পদেনোজ্ঝিতং শব্দাতীতত্বাৎ॥ ৬-৭॥

আনন্দং স্বয়মানন্দরূপং নন্দনম্ অন্যকৃতানন্দঃ তদতীতমন্যেনাস্যানন্দঃ কর্ত্তুং ন শক্যতে চিত্তবৃত্তিবিনির্মুক্তং বিকারাতীতত্বাৎ॥ ৮॥

স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহার স্বরূপ বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না, মনেও ধারণা করা অসম্ভব, কেবল কৃত্রিম সংস্কার অর্থাৎ অসার সংসারমায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক পদার্থ-ভাবনাদ্বারাই তিনি গ্রহণীয়। কোন প্রকার অভিঘাতজন্য শব্দদ্বারা তিনি ব্যক্ত হইবার নহেন; তিনি সকলের অতীত॥ ৭॥

পরব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, অন্যকৃত হর্ষে তাঁহার কোন প্রকার হর্ষ উপলব্ধ হয় না। তিনি দুষ্প্রেক্ষ্য, বাহ্য-চক্ষুর অগোচর, কেবল জ্ঞানচক্ষুর গ্রাহ্য। তিনি অজ ও অব্যয়, উৎপত্তি বা বিনাশ-রহিত, নিরন্তর একরূপে বিরাজমান। তাঁহার কোন প্রকার চিত্তবৃত্তি নাই, কোন প্রকার চিত্তবিকার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। তাঁহাকে সনাতন, নিশ্চল ও অচ্যুত বলিয়া জানিবে॥ ৮॥

তদ্‌ব্রহ্মাণং তদধ্যাত্মং তন্নিষ্ঠা তৎপরায়ণম্।
অচিন্ত্যচিত্তমাত্মানং তদ্‌ব্যোম পরমং স্থিতম্॥ ৯॥
ন ধ্যানং ন চ বা ধ্যাতা ন ধ্যেয়ো ধ্যেয় এব চ॥ ১০॥

তৎ ব্রহ্মাণং লিঙ্গবিভক্তিব্যত্যয়ঃ ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদধ্যাত্মং তদেবাধ্যাত্মমাত্মেত্যর্থঃ তন্নিষ্ঠা তদেব নিষ্ঠা মর্য্যাদা। তদুক্তম্—অতঃ পরতরং নান্যৎ ইতি। তৎপরায়ণং পরময়নম্। তদুক্তম্—সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ইতি। অচিন্ত্যং চিন্তারহিতং চিত্তং জ্ঞানং যস্য তাদৃশং আত্মানম্ আত্মরূপং পরমং ব্যোম পরমাকাশং স্থিতং সর্ব্বকার্য্যেষু তৎপরম্ ন ত্বাসীনম্ অলসবৎ॥ ৯॥

অশূন্যে পূর্ণে অস্মিন্ সতি শূন্যভাবং শূন্যত্বেন ভাব্যমানং

তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, তিনি আত্মা, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, তাঁহা হইতে সারবস্তু আর কিছুই নাই। তিনিই পরম-ধাম, অনন্ত বিশ্ব তাঁহারই আশ্রয়ে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার চিত্তে কোন প্রকার চিন্তা নাই, তিনি সর্ব্ববিধ চিন্তার অতীত। তিনি পরমাত্মস্বরূপ, তিনি পরম ব্যোম-স্বরূপ এবং সেই পরমপুরুষ পরমব্রহ্ম নিরন্তর ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন, কখনও তাঁহার আলস্য দৃষ্ট হয় না। তাঁহারই অসীম শক্তিপ্রভাবে এই অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য চলিতেছে॥ ৯॥

তিনি পূর্ণব্রহ্ম। জড়মতি লোকেরাই তাঁহাকে শূন্য

সর্ব্বঞ্চ পরমং শূন্যং ন পরং পরমাৎ পরম্।
অচিন্ত্যমপ্রবুদ্ধঞ্চ ন চ সত্যং ন সংবিদুঃ॥ ১১॥

জড়ৈঃ বস্তুতঃ শূন্যাতীতমবস্থিতং পূর্ণত্বাৎ। ন ধ্যানম্ ইতি ক্রিয়াকারকভাবশূন্যম্ অথ চ ধ্যেয় এব ধ্যাতব্য এব সংসারিণাং মুক্তিদত্বাৎ॥ ১০॥

তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্ অথ চ পরমং শূন্যম্ অসঙ্গত্বাৎ অপরং ন পরং যস্মাত্তৎ নিষেধার্থেন নকারেণ বহুব্রীহিঃ পরমাৎ অপি আকাশাদেঃ পরম্ অতঃ পরতরং নান্যৎ ইতি স্মৃতেঃ। অপ্রবুদ্ধম্ জাগ্রদ্‌ব্যাপাররহিতং তৎ সত্যং ন সংবিদুরিতি ন অপি তু সত্যং বিদন্ত্যেব॥ ১১॥

বোধ করিয়া থাকে। ফল কথা, তিনি শূন্যাতীত ও পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহার কোন প্রকার ধ্যান নাই। তিনি আকারাদি-শূন্য। তিনি ধ্যাতাও নহেন, তাঁহার ধ্যেয় পদার্থও কিছুই নাই। তিনি কাহারও ধ্যান প্রত্যাশা করেন না, অথচ ব্রহ্মাণ্ডের ধ্যাতব্য। তাঁহাকে ধ্যান করিয়াই সংসারী লোক মোক্ষ লাভ করে। তিনিই সকলের মোক্ষদাতা; অতএব সকলেই তাঁহার ধ্যান করিবে॥ ১০॥

তিনি সর্ব্বময়, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই স্বরূপ। তিনি পরম শূন্য-ময় অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, তিনি পরম বস্তু; তাঁহা হইতে পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরাৎপর ও অচিন্ত্য। তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিয়া

অশূন্যে শূন্যভাবঞ্চ শূন্যাতীতমবস্থিতম্।
মুনীনাং তত্ত্বযুক্তন্তু ন দেবা ন পরং বিদুঃ।
লোভং মোহং ভয়ং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ কিল্বিষম্ ॥১২॥

মুনীনাম্ ঋষীণাং তত্ত্বভাবেন যুক্তম্ আদরণীয়ম্। ন দেবা ইতি দেবাঃ পরং ন বিদুরিতি ন অপি তু বিদুরেব। সাধনানি পূর্ব্বমুক্তানি সম্প্রত্যসাধনান্যাহ

শেষ করা কাহারও সাধ্য নহে। সেই অচিন্ত্যরূপী পরমাত্মা অপ্রবুদ্ধ, তিনি জাগ্রদাদি সর্ব্বাবস্থারহিত, তিনি সর্ব্ববিধ অবস্থার অতীত। তিনি অসত্য নহেন, সকলেই তাঁহাকে সত্য বলিয়া অবগত আছে। একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডের সত্য বস্তু; তদ্ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নহে ॥ ১১ ॥

মুনিবৃন্দ সেই পরমব্রহ্মের তত্ত্বচিন্তা করিয়া থাকেন এবং দেবগণও তাঁহাকে পরম বস্তু বলিয়া অবগত আছেন; কিন্তু যাহারা লোভের বশবর্ত্তী, তাহারা তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে এবং যাহারা মোহের আক্রমণে অভিভূত হইয়া হিতাহিত-নির্ণয়ে অসমর্থ, যাহারা ভীতি-বিহ্বলচিত্ত, যাহারা অতি দর্পে প্রদর্পিত, যাহারা কামের একান্ত বশবর্ত্তী, যাহারা রোষের আক্রমণে অন্ধীভূত, যাহারা পাপভারে আক্রান্ত, তাহারা কদাচ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ১২ ॥

শীতোষ্ণং ক্ষুৎপিপাসঞ্চ সঙ্কল্পঞ্চ বিকল্পকম্।
ন ব্রহ্মকুলদর্পঞ্চ ন মুক্তিগ্রন্থসঞ্চয়ম্॥ ১৩॥
ন ভয়ং সুখ-দুঃখঞ্চ তথা মানাপমানয়োঃ।

লোভমিতি লোভং শ্রিতা ন বিদুরিত্যন্বয়ঃ শীতোষ্ণং শ্রিতাঃ কাতরাঃ বয়ং ব্রহ্মকুলে জাতা ইতি দর্পং শ্রিতা ন বিদুঃ মুক্তি-গ্রন্থানাং সঞ্চয়ং সমূহং শ্রোতারো ন বিদুঃ॥ ১২-১৩॥

ন ভয়মিতি পুনর্ভয়গ্রহণং লোকলজ্জাভয়বন্তোঽপি ন বিদুরিত্যেবমর্থম্। মানাপমানয়োর্ব্বর্ত্তমানা ন বিদুঃ। এতদিতি এতৈর্ভাবৈঃ বিনির্ম্মুক্তং রহিতং প্রতি তদ্‌ব্রহ্ম গ্রাহ্যং এতদ্ভাবসহিতং লোভাদিসহিতং প্রতি তৎ ব্রহ্ম ন গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। তৎপরং তচ্চ ব্রহ্ম পরমুৎকৃষ্টং যস্য তৎপরং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। তদ্‌গ্রাহ্যমিতি দ্বিতীয়াবৃত্তিরাদরার্থা। ইতি শব্দঃ সমাপত্তৌ॥

শীতভীত, আতপতাপে অসহিষ্ণু, ক্ষুৎপিপাসা-কাতর, স্বর্গাদি সুখভোগ-বাসনায় অনুরাগী, ঈশ্বর সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনাকারী, 'ব্রহ্মবংশে আমার উদ্ভব' এইরূপ কৌলীন্যাভিমানে গর্ব্বিত এবং যাহারা নানারূপ মোক্ষবিধায়ক আলোচনা পূর্ব্বক তাহাতেই অনুরক্ত হয়, ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে তাহারা কদাচ সমর্থ নহে॥ ১৩॥

লৌকিক লজ্জাভয়ে কাতর, সুখের প্রত্যাশী, দুঃখের

এতদ্ভাব-বিনির্ম্মুক্তং তদ্‌গ্রাহ্যং ব্রহ্ম তৎপরম্।
তদ্‌গ্রাহ্যং ব্রহ্ম তৎপরমিতি ॥ ১৪ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে তেজোবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা ॥

নারায়ণেরন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদ-বাক্যানাং দীপিকা তেজোবিন্দুকে ॥ ১৪ ॥

ইতি তেজোবিন্দূপনিষদো দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

আক্রমণে উদ্‌বিগ্ন, সম্মানে প্রীত ও অপমানে বিমর্ষ, এবম্ভূত লোক কদাচ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি লোভাদির আক্রমণে কাতর নহেন, তাঁহারাই সেই পরমপুরুষ, সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের তত্ত্ব জানিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করত নিত্যধামে গমন করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে পারেন ॥ ১৪ ॥

ইতি তেজোবিন্দূপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ধ্যানবিন্দূপনিষৎ।

—:○:—

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥

॥ ওঁ ॥ যোগতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং হিতকাম্যয়া।
তচ্ছ্রুত্বা চ পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

ধ্যানবিন্দূপনিষদো দীপিকা।

॥ ওঁ ॥ ধ্যানবিন্দুর্দ্বিখণ্ডীয়ং বিংশাজ্ঞানপ্রধানিকা।
ধ্যানস্থ ধারণাদিভ্যো যদীত্যাহ বিশিষ্টতাম্ ॥
ধ্যানস্থ ধারণাদিভ্যো বিশেষং বক্তুমিদমারভ্যতে

যোগিগণের হিতকামনায় যোগতত্ত্ব বর্ণন করিব। ইহা শুনিলে বা পাঠ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥ ১ ॥

বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী মহামায়ো মহাতপাঃ।
তত্ত্বমার্গে যথা দীপো দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ২ ॥
যদি শৈলসমং পাপং বিস্তীর্ণং যোজনান্ বহূন্।
ভিদ্যতে ধ্যানযোগেন নান্যো ভেদঃ কদাচন ॥ ৩ ॥

যদীতি। বিস্তীর্ণমিতি স্বকার্য্যোপলক্ষ্যা বিস্তরো গম্যতে অন্যো ভেদঃ ভেদকঃ নাশকঃ নাস্তি। অত্র যদীত্যতঃ প্রাক্ শ্লোক-দ্বয়ং কৈশ্চিৎ পঠ্যতে তদ্‌যথা—যোগ-তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং হিতকাম্যয়া। যচ্ছ্রুত্বা চ পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী মহাকায়ো মহাতপাঃ। তত্ত্ব-মার্গে যথা দীপো দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ ইতি ॥ ততঃ যদি শৈলসমং পাপম্ ইত্যাদি। তত্তু যোগতত্ত্বোপনিষদাদিভূতম্ অত্র প্রমাদতঃ পঠিতম্ ॥ ১-৩ ॥

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুই মহাযোগী, মহামায়ী ও মহাতপা; তিনি পুরুষোত্তম এবং তিনি তত্ত্বমার্গের দীপ-স্বরূপ ॥ ২ ॥

ধ্যানযোগই ধারণাদি যাবতীয় যোগসাধনপ্রণালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বহুযোজনবিস্তীর্ণ পর্ব্বতপ্রতিম পাতকপুঞ্জ সঞ্চিত থাকিলেও ধ্যানযোগদ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়। ধ্যানযোগ হইতে পাপহারী যোগ আর নাই। অতএব ধ্যানযোগ অভ্যাস করা যোগিবৃন্দের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

বীজাক্ষরাৎ পরং বিন্দুং নাদং বিন্দোঃ পরে স্থিতম্।
সুশব্দঞ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্ ॥ ৪ ॥

বীজেতি। বীজাক্ষরং স্পষ্টাক্ষরং অকারাদিত্রয়ং পঞ্চাশদ্‌বর্ণবীজাত্মমিতি পীঠাব্জকর্ণিকায়াং বর্ণানাং বীজত্বাৎ তস্মাৎ পরং বিন্দুঃ বিন্দ্বক্ষরং বর্ত্ততে বিন্দোঃ পরে ভাগে নাদং নাদাক্ষরং স্থিতম্। তদুক্তং সারদা-তিলকে—সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকল্লাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদবিন্দুসমুদ্ভবঃ ইতি। অত্র শব্দার্থস্থষ্টিদ্বারা প্রণবস্থষ্টিরুচ্যতে। সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম নিগু‌র্ণং সগুণঞ্চ। তত্র নিগু‌র্ণং যথা—নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ সদানন্দো নিরাময়ঃ। বিকার-রহিতঃ সাক্ষী শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ॥ তথা—নিষ্ক্রিয়ং নিগু‌র্ণং শান্তমানন্দমজমব্যয়ম্। অজরামরমব্যক্তমজ্ঞেয়ং সকলং ধ্রুবম্ ॥ জ্ঞানাত্মকং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং বেদ্যং হৃদি স্থিতম্। সত্যং বুদ্ধেঃ পরং নিত্যং নির্ম্মলং নিষ্কলং স্মৃতম্ ॥ ইতি ॥ সগুণস্তু শক্তিঃ যদুক্তম্—তচ্ছক্তিভূতঃ সর্ব্বেশো ভিন্নো ব্রহ্মাদিমূর্ত্তিভিঃ। কর্ত্তা ভোক্তা চ

অকার, উকার ও মকার এই তিন বর্ণের পরে বিন্দু ও বিন্দুর পরে নাদ (অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বর্ণবিশেষ) এই বর্ণসমষ্টিই প্রণব বলিয়া কথিত। এই প্রণব স্বয়ং ব্রহ্মরূপ গুণত্রয়াত্মক এবং সগুণ ও নিগু‌র্ণ। কুলকুণ্ডলিনী ঐ শব্দ-

সংহর্ত্তা সকলঃ স জগন্ময়ঃ ইতি। তত্র সৃষ্টিঃ ক্রমঃ আদৌ সচ্চিদানন্দাত্মনঃ শক্তিঃ উচ্ছূনরূপতয়াভিব্যক্তা পার্থক্যেন ব্যবহার্য্যা। তদুক্তম্—তস্মাদ্‌বিনির্গতা নিত্যা সর্ববগা বিশ্বসম্ভবা ইতি। তথা—শিবেচ্ছয়া পরা শক্তিঃ শিব-তত্ত্বৈক-সঙ্গতা। ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব। ইতি। তস্যাঃ শক্তের্নাদঃ তস্যা এবোত্তরাবস্থারূপঃ পুংকালাদি-ব্যপদেশার্হঃ। তদুক্তম্—নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময়-পদোন্মুখী। যদা শক্তিঃ স্ফুরদ্রূপা পুংরূপা সা তদা স্মৃতা। ইতি। নাদবিন্দুঃ তস্যা এব ঘনীভাবঃ ক্রিয়াপ্রধানো বিন্দুঃ। তদুক্তম্—সা তত্ত্বসংজ্ঞা চিন্মাত্র-জ্যোতিষঃ সন্নিধেস্তদা। বিচিকীর্ষুর্ঘনীভূতা ক্বচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্। ইতি। তথা—অভিব্যক্তা পরাশক্তিরবিনাভাবলক্ষণা। অখণ্ডা পরিচিচ্ছক্তি-ব্যাপ্তা চিদ্রূপিণী বিভুঃ॥ সমস্ত-তত্ত্বভাবেন বিবর্ত্তেচ্ছা-সমন্বিতা। প্রয়াতি বিন্দুভাবঞ্চ ক্রিয়াপ্রাধান্যলক্ষণম্। ইতি। স চ বিন্দুঃ শিব-শক্ত্যুভয়াত্মকঃ ক্ষোভ্যক্ষোভকসম্বন্ধরূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্মকতয়া বিন্দুসংজ্ঞঃ শক্ত্যাত্মতয়া বীজ-সংজ্ঞঃ সম্বন্ধরূপেণ নাদসংজ্ঞঃ এতৌ নাদ-বিন্দুভ্যামন্যৌ তৎ-কার্য্যরূপৌ এভ্যস্ত্রিভ্যস্তিস্রঃ শক্তয়ো জাতাঃ; বিন্দৌ রৌদ্রী, নাদাজ্জ্যেষ্ঠা, বীজাদ্‌বামা। তদুক্তম্—বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্। তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ। ইতি। তাভ্যঃ ক্রমেণ রুদ্র-ব্রহ্মরমাধিপা জাতাঃ, তে চ ক্রমেণ ইচ্ছাশক্তি-ক্রিয়াশক্তি-জ্ঞানশক্তিস্বরূপাঃ

বহ্নীন্দ্বর্ক-স্বরূপিণো নিরোধিকার্দ্ধেন্দু-বিন্দু-রূপাঃ শক্তেরে-বাবস্থাবিশেষাঃ এষামিচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞানাত্মত্বং শক্তিতত্ত্বৎপন্ন-ত্বাৎ আদ্যবিন্দোরখণ্ডো নাদমাত্রং শব্দব্রহ্মাত্মা স্বত উৎপন্ন-মিতি। ক্রিয়ায়াঃ শক্তিপ্রধানায়াঃ শব্দশব্দার্থ-কারণম্। প্রকৃতের্বিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্দব্রহ্মাবৎভ পরম্ ইতি। স শব্দ-ব্রহ্ম ন তু শব্দার্থরূপম্ আন্তরঃ স্ফোটঃ শব্দরূপো বা বাহ্য-স্ফোটঃ শব্দব্রহ্ম তয়োর্জ্জড়ত্বাৎ ব্রহ্মশব্দানর্হত্বাৎ, কিন্তু চৈতন্যমেব শব্দব্রহ্ম। তদুক্তম্—অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ। ইতি তদ্বিন্দুরূপ এবাস্যৈব সর্ব্বশরীরেষু শব্দত্বেনাবির্ভাবঃ। তদু-ক্তম্—সোঽন্তরাত্মা তদা দেবো নাদাত্মা যততে স্বয়ম্। যথা সংস্থান-ভেদেন স ভূয়ো বর্ণতাং গতঃ। বায়ুনা প্রের্য্য-মাণোঽসৌ পিণ্ডাদ্ব্যক্তিং প্রয়াতি হি ইতি। শব্দব্রহ্মৈব পরা নাম শব্দাবস্থা সৈব চৈতন্যরূপা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ ততঃ পশ্যন্ত্যাদিরূপেণ বেদরাশিরাবির্ভবতি। ইয়ং শব্দসৃষ্টিঃ অথার্থসৃষ্টিঃ শম্ভোঃ শক্তিভাবমাপন্নাদরূপকালসহায়ান্মায়া-য়ন-বিন্দুরূপমাপন্নাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস-নিগ্রহানুগ্রহ-কার্য্য-পঞ্চক-কর্ত্তা অতএব জগন্নির্ম্মাণ-বীজরূপো জগৎসাক্ষী সদা-শিবো জাতঃ, ততঃ ক্রমেণেশ-রুদ্র-বিষ্ণু-ব্রহ্মাণ উৎপন্নাঃ সর্ব্ব-সৃষ্টিমূলরূপাদব্যক্তাৎ সৃষ্ট্যুন্মুখাদ্বিন্দোর্ম্মহান্ ততোঽহঙ্কারঃ স ত্রিবিধঃ ততো বৈকারিকা দেবাঃ তৈজসাদিন্দ্রিয়াণি ভূতা-দেস্তন্মাত্রদ্বারা পঞ্চ-ভূতানি ততো বিরাড়িত্যর্থসৃষ্টিঃ তত্র

শব্দক্রমঃ শক্তিঃ ততো ধ্বনিঃ তস্মান্নাদঃ তস্মান্নিরোধিকা ততোঽৰ্দ্ধেন্দুঃ ততো বিন্দুঃ তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী সর্ব্বজন্মভূরিতি তত্র সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা চিৎ-শক্তি-শব্দবাচ্যা পরমাকাশাবস্থা সৈব সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা রজোঽনুবিদ্ধা নাদশব্দবাচ্যাব্যক্তাবস্থা সৈব তমঃপ্রাচুর্য্যান্নিরোধিকাশব্দবাচ্যা সৈব সত্ত্বপ্রাচুর্য্যাদৰ্দ্ধেন্দু-শব্দবাচ্যা তদুভয়সম্বন্ধাদ্‌বিন্দুশব্দবাচ্যা অসাবেব বিন্দুর্ম্মূলাধারেঽভিব্যক্তঃ পরা নাম স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী হৃদি মধ্যমা জিহ্বায়াং বৈখরীতি। তদুক্তম্—সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্মাত্রাস্বরূপিণী। অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদুদ্গচ্ছন্ত্যূৰ্দ্ধগামিনী। স্বয়ংপ্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ। সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী। ততঃ সঙ্কল্পমাত্রা স্যাদবিভক্তোৰ্দ্ধগামিনী। সৈবোরঃ-কণ্ঠ-তালুস্থা শিরো-ঘ্রাণোদর-স্থিতা। জিহ্বামূলোষ্ঠ-নিশ্বাস-রূপবর্ণ-পরিগ্রহা। শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী। ইতি। পরাশক্তিরূপত্বাৎ পরাত্মকত্বাৎ পশ্যন্তী মধ্যমা বুদ্ধির্যস্যাঃ সা মধ্যমা হিরণ্যগর্ভস্থানীয়া বিশেষেণ খরত্বাদ্‌বৈখরী বিরাট্‌স্থানীয়া নিরোধিকাগ্নি-শিবরূপা অৰ্দ্ধেন্দুঃ সোম-শক্তিরূপঃ তদুভয়সংযোগঃ সূর্য্যরূপো বিন্দুঃ তত্র শব্দসৃষ্টৌ প্রণবস্যাকারোকারমকারাঃ ক্রমেণ রুদ্র-ব্রহ্ম-রমাধিপাঃ। ইচ্ছাজ্ঞানশক্তিরাত্মানো বহ্নীন্দ্বর্ক-স্বরূপিণী রৌদ্রী জ্যেষ্ঠা বামাশক্তিরূপা গৌরী ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী-রূপা বিন্দুনাদবীজরূপা নিরোধিকাৰ্দ্ধেন্দুবিন্দুসংজ্ঞাঃ শক্তিরেবাবস্থা-বিশেষা দ্রষ্টব্যা।

অনাহতঞ্চ যচ্ছব্দং তস্য শব্দস্য যৎ পরম্।
তৎপরং চিন্তয়েদ্‌যস্তু স যোগী চ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অর্থস্মৃষ্টৌ তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাঃ সূর্য্যেন্দুপাবকাঃ ইত্যেবংক্রমা ইতি বিশেষঃ। মকারাৎ পরাণি ত্রীণি শক্তেরবস্থাবিশেষাঃ সপ্তমী শান্তাখ্যা তত্র বর্ণদেবতা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রেশ্বর-শিব-সর্ব্বেশ্বরাঃ শক্তিশান্তাবস্থেত্যুক্তাঃ। পঞ্চধাতুপক্ষে তু— ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ শিব এব চ। পঞ্চধা পঞ্চ-দেবত্যঃ প্রণবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ইত্যথর্ব্বশিখোক্তা পঞ্চ-দেবতা দ্রষ্টব্যাঃ। ক্বচিদ্‌ব্যত্যাসেন দেবতাকথনং সর্গ-ভেদাদেবেতি দ্রষ্টব্যম্। প্রকৃতমনুসরামঃ সুষ্ঠু শব্দঃ নাদো যস্মাৎ তৎ সুশব্দং শক্তিরূপং তদপি পরে স্থিতমর্থান্নাদা-দেবাকারাদি ব্যজ্যতে তস্মিন্নক্ষরে ক্ষীণে সতি নিঃশব্দং পরমং পদং বর্ত্ততে শান্তাখ্যং পরং ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

উক্তমেব স্পষ্টয়তি অনাহতঞ্চেতি। সর্ববত্র স্বরূপাপেক্ষং

রূপ ব্রহ্মের চিন্ময়ী শক্তি। ঐ ওঙ্কাররূপী ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হইয়াছে। উহার অকারাদি স্পষ্টবর্ণ হইতে দেবাদি এবং নাদ হইতে অকারাদি শব্দের উদ্ভব হয়। ঐ সমস্ত বর্ণ ক্ষীণ হইলেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, অর্থাৎ ব্যক্তীভূত ব্রহ্মাণ্ডের নিশ্মল বস্তুর অসারত্ববোধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয় ॥ ৪ ॥

সেই ওঙ্কারই ব্রহ্মময়, সেই শব্দের কারণ শক্তি এবং

বালাগ্রশত-সাহস্রং তস্য ভাগস্য ভাগশঃ।
তস্য ভাগস্য ভাগার্দ্ধং তজ্‌জ্ঞেয়ঞ্চ নিরঞ্জনম্‌ ॥ ৬ ॥

নপুংসকত্বং তস্য শব্দস্য যৎ পরং কারণং শক্তিঃ তৎপরং তস্যাপি পরং সচ্চিদানন্দরূপং যো বিন্দতে সঃ ছিন্নসংশয়ঃ নষ্টসন্দেহঃ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সশংয়া ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ ॥ ৫ ॥

তস্যাত্যন্তসূক্ষ্মতামাহ বালাগ্রেতি। শতসহস্রার্দ্ধং ভাগশঃ ভাগে সতি ভাগস্য ভাগার্দ্ধং ভাগস্য যো ভাগস্তস্যার্দ্ধং তৎ

সেই শক্তির কারণস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় পরম ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি সেই সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, সেই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। সে সর্ব্ববিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয় এবং সেই ব্যক্তিই পরম যোগী বলিয়া প্রথিত। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যাহার ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহার হৃদয়-গ্রন্থি (মায়াবন্ধন) ছিন্ন হইয়া সর্ব্ববিষয়ের সন্দেহ বিদূরিত হয় ॥ ৫ ॥

সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম অতি সূক্ষ্মবস্তু, তাঁহার তুল্য সূক্ষ্মপদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। একটি কেশের অগ্র-দেশকে শতাংশে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক এক অংশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করত ঐ সহস্রাংশের একাংশকে পুন-রায় অর্দ্ধাংশ করিয়া, তাহার এক এক ভাগকে দুই অংশে

পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধং পয়োমধ্যে যথা ঘৃতম্।
তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেম্বিব কাঞ্চনম্ ॥ ৭ ॥
এবং সর্ব্বাণি ভূতানি মণিসূত্রমিবাত্মনি।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ৮ ॥

নিরঞ্জনং শুদ্ধং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ম্ সর্ব্বপরিমাণানাশ্রয়ত্বেঽপি দুর্লক্ষ্যত্বপ্রতিপাদনায়াতিসূক্ষ্মত্বোক্তিঃ ॥ ৬ ॥

পুষ্পেতি। পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধং স্বরূপং বর্ত্ততে। এবমিদং গন্ধস্থানীয়ং দেহাদিষু বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। নন্থু তর্হি দেহাদয়ঃ ক বর্ত্তন্তে ইত্যত আহ এবমিতি। এবম্ অনেন প্রকারেণ যথা সর্ব্বেষু ভূতেম্বাত্মা বর্ত্ততে এবং সর্ব্বাণি ভূতানি বর্ত্তন্তে। অত্রাপি দৃষ্টান্তমাহ মণিসূত্রমিতি। সমাহারদ্বন্দ্বঃ।

বিভক্ত করিলে এক একটি অংশ যেমন সূক্ষ্ম হয়, সেই নিরঞ্জন পরমব্রহ্মও তদ্রূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু। যত প্রকার পরিমাণ আছে, ব্রহ্মবস্তু সর্ব্ববিধ পরিমাণের অতীত, অতএব তিনি সকলের দুষ্প্রেক্ষ্য ॥ ৬ ॥

কুসুমমধ্যে যেরূপ গন্ধ, দুগ্ধমধ্যে যেমন ঘৃত, তিলমধ্যে যেমন তৈল এবং প্রস্তরমধ্যে যেমন স্বর্ণ থাকে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিরাজমান আছেন এবং সেই সমস্ত ভূতও পরমাত্মাকে আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিত আছে। সূত্রে যেরূপ মণিরাজি গ্রথিত আছে ও সেই সূত্রও যদ্রূপ

তিলানান্তু যথা তৈলং পুষ্পে গন্ধমিবার্পিতম্।
পুরুষস্য শরীরে তু স বাহ্যাভ্যন্তরে স্থিতঃ ॥ ৯ ॥

যথা সূত্রে মণয়ো বর্ত্তন্তে তদ্‌বদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—সর্ব্ব-ভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ইতি। তথা ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ইতি ॥ ৭-৮ ॥

ধ্যানাভ্যাস-প্রদর্শনায়োক্তস্যাপি পুনরভিধানম্ তিলানা-স্থিতি। তিলানাং মধ্যে যথা তৈলম্ অর্পিতং ব্যাপ্য স্থিতমিতি তথা ব্রহ্মৈব বর্ত্ততে ইতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

মণিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভূতসকলও তদ্রূপ পরমাত্মার সহিত পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাবে বিদ্যমান। যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, সর্ব্বভূতকে যে ব্রহ্মময় প্রত্যক্ষ করে, কোন স্থলেও যাহার অজ্ঞান দৃষ্ট হয় না, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ॥ ৭-৮ ॥

তিলমধ্যে যদ্রূপ তৈল ও কুসুমমধ্যে যদ্রূপ গন্ধ অর্পিত আছে, পুরুষের দেহমধ্যে পরমাত্মা তদ্রূপ ব্যবস্থিত। তিল-মধ্যে তৈল যেরূপ সেই তিলের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিদ্যমান, পরমাত্মা পরংব্রহ্ম তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান ॥ ৯ ॥

বৃক্ষস্তু সকলং বিদ্যাচ্ছায়া তস্যৈব নিষ্কলা।
সকলে নিষ্কলে ভাবে সর্ব্বত্রাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০ ॥

নন্বু কথং সত্যাদসত্যোদ্ভবঃ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন বারয়তি বৃক্ষমিতি। সকলং পূর্ণং যথার্থং নিষ্কলা আকৃতিমাত্রং ন পারমার্থিকী। নন্বু ছায়া যথা বৃক্ষাতিরিক্তা ভবত্যেবং জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্তং চেদ্দ্বৈতাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সকল ইতি। যথার্থে চাযথার্থে চ ॥১০ ॥

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সেই সনাতন পরমব্রহ্ম হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হইয়াছে। যদি বল, সেই সনাতন পরমব্রহ্ম নিত্যবস্তু, তাঁহা হইতে এ অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি অসম্ভব। এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ বলা যাইতেছে।—বৃক্ষ একটি যথার্থ বস্তু, তাহা হইতে যেরূপ অযথার্থ ছায়ার উদ্ভব হয়, তদ্রূপ নিত্যবস্তু পরমব্রহ্ম হইতে অনিত্যব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিতে আশঙ্কা বা বাধা কি? যদি বল, যেমন ছায়া বৃক্ষ হইতে অতিরিক্ত বস্তু, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে ঈশ্বরের দ্বৈতত্বাপত্তি হয়। এই সন্দেহের নিরসনার্থ বলা যাইতেছে।—যেহেতু, পরমব্রহ্ম নিত্য ও অনিত্য যাবতীয় বস্তুতেই আত্মরূপে বিরাজিত, সুতরাং দ্বৈতত্বাপত্তির আশঙ্কা কি? সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম সর্ব্বময়; সুতরাং তাঁহা হইতে অতিরিক্ত বস্তু আর কি আছে? ১০ ॥

অতসী-পুষ্প-সঙ্কাশং নাভিস্থানে প্রতিষ্ঠিতম্।
চতুর্ভুজং মহাবীরং পূরকেণ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১১ ॥
কুম্ভকেন হৃদি স্থানে চিন্তয়েৎ কমলাসনম্।
ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্ব্বক্ত্রং পিতামহম্ ॥ ১২ ॥

ইদানীং গুরুরূপেণাজ্ঞানতিমিরাপহং সাকার-স্বরূপং ধ্যেয়মিত্যাহ অতসীতি। পূরকেণোপলক্ষিতং পূরণকাল ইতি যাবৎ। ষোড়শভিঃ প্রণবৈঃ পূরয়ন্নকারমূর্ত্তিং বিষ্ণুং নাভৌ স্মরেদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১ ॥

কুম্ভকেনেতি। পিতামহং রক্তগৌরাঙ্গং কপিলবর্ণং হৃদি স্থানে কুম্ভকেন বিচিন্তয়েদিত্যন্বয়ঃ। অত্রাপি চতুঃষষ্টিভিঃ কুম্ভয়ন্নকারাত্মকং চিন্তয়েদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২ ॥

অধুনা গুরুরূপে অজ্ঞানতিমিরধ্বংসী সাকারস্বরূপের ধ্যান-নিয়ম বিবৃত হইতেছে।—পূরকসময়ে ষোড়শবার প্রণবমন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই প্রণবস্থ অকার-বর্ণের দেবতাস্বরূপ, অতসীপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ-বিশিষ্ট, চতুর্হস্ত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, মহাবীরপুরুষ বিষ্ণুকে নাভিস্থলে ধ্যান করিবে ॥ ১১ ॥

কুম্ভকসময়ে চতুঃষষ্টিবার প্রণবমন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই প্রণবস্থ উকারবর্ণের দেবতাস্বরূপ, রক্তগৌরাঙ্গ, পদ্মাসনস্থ, সর্ব্বলোকপিতামহ, চতুরানন ব্রহ্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিবে ॥ ১২ ॥

রেচকেন তু বিদ্যাত্মা ললাটস্থং ত্রিলোচনম্।
শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং নিষ্কলং পাপনাশনম্॥ ১৩॥
অষ্টপত্রমধঃ পুষ্পমূর্দ্ধনালমধোমুখম্।
কদলীপুষ্প-সঙ্কাশং সর্ব্বদেবময়াত্মকম্॥ ১৪॥

রেচকেনোপলক্ষিতং ত্রিলোচনং চিন্তয়েৎ মকারমূর্ত্তিং ধ্যায়েৎ। দ্বাত্রিংশন্ত্রী রেচয়েদিতি জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—বর্ণত্রয়াত্মকা হেতে রেচক-পূরক-কুম্ভকাঃ। স এষ প্রণবঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামশ্চ তন্ময়ঃ ইতি। তত্র পূরককুম্ভক-রেচকা অকারোকার-মকার-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাত্মকা ধোয়ত্বেনোক্তাঃ। অত্র তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা ইতি ব্রহ্মণো হৃদি ধ্যানমুক্তম, অন্যত্র তুঃস্বাধিষ্ঠান উক্তং ন বচনস্য পর্য্যনুযোগোঽস্তি। বিদ্যাত্মা বিদ্যাত্মানং ব্যত্যয়েন প্রথমা। অথবা কর্ত্তৃবিশেষণং বিদ্যাবান্ সাধক ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥

নাভৌ হৃদি ললাটে চ ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রাণাং ধ্যানমুক্তম্ তত্র স্থানত্রয়পদ্মানাং সুষুম্নারূপৈকনালত্বাদেকমেবাভিপ্রেত্যাবা-

---

রেচনসময়ে দ্বাত্রিংশদ্বার প্রণবমন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই প্রণবস্থ মকারদেবতারূপী, বিশুদ্ধ-স্ফটিকবৎ আভাযুক্ত, সর্ব্বপাপহারক, নিষ্কল, ত্রিলোচন মহেশ্বরকে ভালমধ্যে ধ্যান করিবে॥ ১৩॥

নাভি, হৃদয় ও ললাট এই তিন স্থলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের ধ্যান কথিত হইল। উক্ত স্থানত্রয়স্থিত পদ্ম তিনটি

শতাঙ্গং শতপত্রাঢ্যং বিপ্রকীর্ণাজ্জ-কর্ণিকম্।
তত্রার্ক-চন্দ্র-বহ্নীনামুপর্য্যুপরি চিন্তয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ন্তরভেদং দর্শয়তি অষ্টপত্রমিতি। অধঃ পুষ্পমধ্যে অবস্থিতং নাভিদেশে বর্ত্তমানং পুষ্পম্। হৃৎপদ্মমাহ ঊর্দ্ধেতি। সর্ব্বদেবময়মম্বুজম্ সর্ব্বদেবময়াত্মকমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। মণ্ডূকাত্মাবরণাঃ তদেবাত্মকং শতাঙ্গং শতমঙ্গানি যত্র শতাঙ্গং শতগ্রহণমাধিক্যোপলক্ষণং তেন মূলাদি মূর্দ্ধান্তং বহুপদ্মং সুষুম্নানালং তত্র কেচিদ্‌দ্বাদশপদ্মমাহুঃ অপরে ষোড়শপদ্মম্ অপরে বহুতরপদ্মমাহুঃ। তদ্‌যথা—ততস্তু ব্রহ্মাকে কালে ধ্যায়েচ্চক্রক্রমং সুধীঃ। আধারচক্রং প্রথমং কুলদীপমনন্তরম্। যজ্ঞচক্রং ততঃ প্রোক্তং স্বাধিষ্ঠানাত্মকং পরম্। রৌদ্রং করালচক্রঞ্চ

সুষুম্নারূপ একটি নালে আবদ্ধ; সুতরাং ঐ সমস্ত কমল আপাততঃ এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, অধুনা সেই সকল কমলের অবান্তরভেদ বিবৃত হইতেছে।—নাভিস্থ পদ্ম অষ্টপত্র, হৃদয়স্থ পদ্ম ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ। ললাটস্থ পদ্ম কদলীকুসুমবৎ বর্ণবিশিষ্ট। এই সমস্ত পদ্ম সর্ব্বদেবময় ॥ ১৪ ॥

উল্লিখিতরূপ বহুপত্রযুক্ত বহুতর কমল সুষুম্নানালে গ্রথিত আছে। এই বিষয়ে বহুবিধ মত লক্ষিত হয়; কাহারও মতে দ্বাদশপদ্ম, কাহারও মতে সুষুম্নানালে

গহ্বরাত্মকমেব চ। বিদ্যাপদঞ্চ ত্রিমুখং ত্রিপদং কালদণ্ডকম্। উকারচক্রঞ্চ ততঃ কালদ্বারং করণ্ডকম্। দীপকং লোভ-জনকমানন্দললিতাত্মকম্। মণিপূরকসংজ্ঞঞ্চ নাকুলঞ্চ কাল-ভেদনম্। মহোৎসাহঞ্চ পরমং পাদকং পদ্মমুচ্যতে। কল্প-জালং ততশ্চিন্ত্যং পোষকং লোলমং ততঃ। নাদাবর্ত্তপদং প্রোক্তং ত্রিপুটঞ্চ তদুত্তরম্। কঙ্কালকমতশ্চক্রং বিখ্যাতং পুটভেদনম্। মহাগ্রন্থি বিকারা চ বন্ধে জ্বলন-সংজ্ঞিকম্। অনাহতং যত্র পুটং ব্যোমচক্রং তথা ভবেৎ। বোধনং ধ্রুব-সংজ্ঞঞ্চ কলা-কন্দলকং ততঃ। ক্রৌঞ্চভেরুণ্ডবিভবং ডামরং কুলপীঠকম্। কুলকোলাহলং হালাবর্ত্তং চৈব মহস্তয়ম্। ঘোরা ভৈরব-সংজ্ঞঞ্চ বিশুদ্ধিঃ কণ্ঠমুত্তমম্। পূর্ণকং পদমাখ্যা-তমাজ্ঞাকাকপুটং তথা। শৃঙ্গাটং কামরূপাখ্যং পূর্ণগির্য্যাত্মকং পরম্। মহাব্যোমাত্মকং চক্রং শক্তিরূপমনুস্মরেৎ ইতি॥ তদেব মূর্দ্ধ্নি শতপত্রাঢ্যমজ্জং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। ইদং সহস্র-পত্রমিত্যাহুঃ। ইদমম্বুজত্রয়ং সুষুম্নালক্ষণৈকনালত্বাদেকত্বেন বিবক্ষিতমিতি বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ। কীদৃশম্?—বিপ্রকীর্ণা-ম্বুজকর্ণিকং বিপ্রকীর্ণানি বিবক্ষিতানি অম্বুজানি পূর্ব্বোক্তাম্বা-ধারাদীনি তথা তৎকর্ণিকাশ্চ যস্য তত্তথা নানাকমলমিত্যর্থঃ।

ষোড়শসংখ্য পদ্ম সংযুক্ত। এইরূপ শতপত্র-পদ্ম মূর্দ্ধদেশে বিদ্যমান। ঐ সমস্ত পদ্মের কর্ণিকা ও পদ্ম একরূপ নহে, প্রত্যেক পদ্ম ও তাহাদিগের কর্ণিকা ভিন্ন ভিন্ন আকার-

পদ্মস্যোত্থাপনং কৃত্বা বোঢ়ুং চন্দ্রাগ্নি-সূর্য্যয়োঃ।
তস্যাহুর্ব্বীজমাহৃত্য আত্মা সঞ্চরতে ধ্রুবম্॥ ১৬॥

তত্র প্রত্যেকমর্ক-চন্দ্র-বহ্নীনাং মূর্ত্তেরেকৈকোপরি ধ্যায়েৎ। তদুক্তম্ তস্মিন্ সূর্য্যেন্দু-পাবকম্ ইতি॥ ১৪-১৫॥

উত্থাপনম্ ঊর্দ্ধমুখত্বম্। যদ্যপি শরীরাবয়বোঽন্যথা কর্ত্তুং ন শক্যতে বিনাশপ্রসঙ্গাৎ তথাপ্যধোমুখত্বমধর্ম্মোন্মুখতা ঊর্দ্ধমুখত্বমাস্তিক্যত্বেনোর্দ্ধলোকোন্মুখতা বিকাশশ্চ বিনিদ্রতানলসতেত্যেবং বোদ্ধব্যম্। অথবা সুষুম্নানাললগ্নানি পত্রাণ্যেব বাতাহতানি ঊর্দ্ধমুখানি ভবন্তি ইতি তদুত্থাপনং দ্রষ্টব্যম্। কিমর্থমুত্থাপনম্? অত আহ, বোঢ়ুং চন্দ্রাগ্নি-সূর্য্যয়োরিতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, সূর্য্যচন্দ্রাগ্নীন্ বোঢ়ুমিত্যর্থঃ, চন্দ্রস্য মধ্যে সূর্য্যপাবকয়োশ্চাদ্যন্তয়োঃ ক্রমার্থং প্রয়োগে কর্ত্তব্যে এষাং ত্রিত্বাদ্‌বহুবচনপ্রয়োগে চ কর্ত্তব্যে তথানুক্তিরগ্নি-সূর্য্যয়োরেকত্বসূচনার্থা অগ্নিসূর্য্যৌ পুরুষরূপং চন্দ্রশ্চ স্ত্রীরূপং প্রকৃতিরূপা তেন প্রকৃতিপুরুষৌ বোঢ়ুমিত্যর্থঃ। প্রকৃতেশ্চন্দ্রস্য মধ্যে ধ্যানন্তু তস্যাঃ পুরুষেণ ব্যাপ্তিং দর্শয়িতুং প্রকৃতির্হি পুরুষেণ ব্যাপ্তা পুরুষায়ত্তা চ বর্ত্ততে। পুংসঃ সপ্তম্যা বা চন্দ্রাদিষু দেবতাং বোঢ়ুমিত্যর্থঃ। তস্যেতি তস্য পদ্মস্য

বিশিষ্ট এবং প্রত্যেক পদ্মে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির উপর্য্যুপরি ধ্যান করিতে হয়॥ ১৫॥

জীব চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির বহনার্থ আধারাদি কমলের

ত্রিস্থানঞ্চ ত্রিমার্গঞ্চ ত্রিব্রহ্ম চ ত্রিরক্ষরম্।
ত্রিমাত্রঞ্চার্দ্ধমাত্রঞ্চ যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৭ ॥

বীজং তদর্জিতং কর্ম্ম জ্ঞানঞ্চ আহৃত্য আত্মা জীবঃ সঞ্চরতে লোকাল্লোকান্তরং গচ্ছতীত্যাহুঃ। ধ্রুবং নিশ্চিতম্ শ্রুতয়ঃ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপং পাপেনেতি তমেতং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি ইত্যাদ্যাঃ। অথবা সঞ্চরতে পত্রাৎ পত্রান্তরং গচ্ছতি তস্যাষ্টধা বৃত্তির্ভবতি। পূর্ব্বদলে পুণ্যে মতিঃ আগ্নেয্যাং নিদ্রালস্যাদয়ো ভবন্তি যাম্যে ক্রূরে মতিঃ নৈর্ঋত্যে পাপে মনীষা বারুণ্যাং ক্রীড়া বায়ব্যে গমনাদৌ বুদ্ধিঃ সৌম্যে রতৌ প্রীতিঃ ঈশানে দ্রব্যাদানং মধ্যে বৈরাগ্যং কেশরে জাগ্রদবস্থা কর্ণিকায়াং স্বপ্নঃ লিঙ্গে সুষুপ্তম্। পদ্ম-ত্যাগে তুরীয়মিতি হংসোপনিষদি পত্রভেদশ্রুতেঃ। অথবা তস্য পদ্মস্য বীজং পঞ্চাশদ্‌বর্ণরূপম্ আহৃত্য উচ্চার্য্য আত্মা সঞ্চরতে ব্যবহরতি শব্দব্যবহারস্য মাতৃকাধীনত্বাৎ পঞ্চাশদ্‌বর্ণবীজাঢ্যামিতি কর্ণিকাবিশেষণোক্তেঃ ॥ ১৬ ॥

তৎপদ্মং ত্রিস্থানং নাভিহৃদয়ং মূর্দ্ধা চেতি ত্রীণি স্থানান্যস্য ত্রিমার্গঞ্চ স্থান-ভেদেনোপাসনগতিভেদাৎ ত্রিব্রহ্ম নাভৌ

উত্থাপন পূর্ব্বক সেই কমলের বীজস্বরূপ জ্ঞান গ্রহণ করিয়া শরীরমধ্যে সঞ্চরণ করে ॥ ১৬ ॥

উপরিবর্ণিত পদ্মনালের নাভি, হৃদয় ও মূর্দ্ধা এই স্থান-

তৈলধারমিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাগ্‌জং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুঃ হৃদি ব্রহ্মা মূর্দ্ধনি ত্রিলোচন ইতি ত্রীণি ব্রহ্মাণ্যস্য ত্রিরক্ষরং ত্রিবারমক্ষরাণ্যকারাদীন্যস্য ত্রিমাত্রং তা এব মাত্রাঃ অস্য অকারাদিষু মাত্রাব্যবহারাৎ। তদেবাক্তং তদু-পর্য্যর্দ্ধমাত্রঞ্চ যঃ পুমান্ অকারাদিবর্ণান্যর্দ্ধমাত্রস্থং পুরুষং বেদ স বেদবিৎ বেদোক্তং বেত্তি ॥ ১৭ ॥

ইদানীমর্দ্ধমাত্রারূপাদ্‌বিন্দোঃ পরস্য নাদস্য স্বরূপং দর্শয়ং-স্তদ্ধ্যানে ফলমাহ তৈলেতি। তৈলস্য ধারা তৈলধারং ছান্দসং ক্লীবত্বং যথা তৈলধারা অচ্ছিন্না সতী অবিচ্ছেদেনানুভূয়তে তথা বিশদা দীর্ঘা চানুভূয়তে তদ্‌বৎ। ননু তর্হি ধারাবদেবাগ্রে

ত্রয় নির্ণীত আছে। ঐ সমস্ত স্থানস্থিত কমলের উপাসনার নিয়মও তিন প্রকার এবং দেবতাও ত্রিবিধ। নাভিতে বিষ্ণু, হৃদয়ে ব্রহ্মা এবং মূর্দ্ধাতে ত্রিলোচন বিদ্যমান। অতএব তাঁহারাই ত্রিব্রহ্ম এবং ঐ পদ্মসমূহ অকারাদি অক্ষরত্রয়যুক্ত, ত্রিমাত্র ও অর্দ্ধমাত্র। এই প্রকারে যে ব্যক্তি অকারাদি বর্ণ ও অর্দ্ধমাত্রস্থ পুরুষকে অবগত হইতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বেদজ্ঞ ॥ ১৭ ॥

নাদবর্ণের স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার ধ্যানফল বিবৃত হই-তেছে।—যেরূপ তৈলধারা অচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধ হয়, সেই-রূপ যাহার উচ্চারণে দীর্ঘঘণ্টা-শব্দের ন্যায় ধ্বনি হয় এবং

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা ন স্যাৎ অত উপমান্তরম্। দীর্ঘেতি অবাগ্‌জং ব্রহ্মণো বাক্ অধঃ তদনুভবাৎ প্রাগ্‌বর্ত্তমানম্ অথবা ন বাচো জাতমবাগ্‌জং বাচো বিরাম উপলভ্যত্বাৎ তথা প্রণবস্য অগ্রং প্রণবাদূর্দ্ধং প্রতীয়মানং তং নাদং বেদ উপাস্তে বেদবিৎ শক্তিশান্তে অপি প্রণবরূপে জানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৮॥

ইদানীং শরস্য যুদ্ধ ইব ক্ষিপ্রকারিত্বমুপদিশন্ প্রণবাভ্যাসে প্রকারমাহ প্রণব ইতি। অয়ং মন্ত্রো মুণ্ডকেঽপ্যস্তি। বেদ্ধব্যং মনসা ব্রহ্ম প্রবেশ্যম্ কিংবৎ শরবৎ যথা শরো বিধ্যতি ফলং তন্ময় ইতি ব্রহ্মময়ো জীবঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে যাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, প্রণবের অগ্রস্থিত সেই নাদবর্ণের স্বরূপ যিনি অবগত হন, তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা ॥ ১৮ ॥

ওঙ্কার ধনুঃস্বরূপ, আত্মা তাহার বাণ এবং ব্রহ্ম সেই বাণের লক্ষ্য। অপ্রমত্তভাবে এই লক্ষ্যবেধ করিতে পারিলেই সেই শর লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। ওঙ্কারের ধ্যান পূর্ব্বক আত্মাকে ব্রহ্মে প্রবেশিত করিতে সমর্থ হইলেই সেই আত্মা ব্রহ্মময় হয় ॥ ১৯ ॥

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাসাদেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ২০ ॥
যথৈবোৎপলনালেন তোয়মার্কর্ষয়েৎ পুনঃ।
তথৈবোৎকর্ষয়েদ্‌বায়ুং যোগী যোগপদে স্থিতঃ ॥ ২১ ॥
অর্দ্ধমাত্রাং রজ্জুং কৃত্বা কূপভূতস্তু পঙ্কজম্।
কর্ষয়েন্নালমার্গেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নয়েল্লয়ম্ ॥ ২২ ॥

স্বদেহমিতি। আত্মানমরণিমিতি ব্রহ্মোপনিষদি পাঠঃ। স্বদেহঃ লিঙ্গম্ এবং অনেন প্রকারেণ নিগূঢ়বৎ নিলীনবৎ গুপ্তবস্তুবৎ পশ্যেৎ সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা নিরীক্ষেৎ উৎকর্ষয়েৎ বায়ুং স্বাধিষ্ঠানাদি-চক্রভেদেনোর্দ্ধভূমিকাং প্রাপয়েৎ ॥২০-২১ ॥

অভ্যাসপ্রকারমাহ অর্দ্ধেতি। কৃষিকৃদ্‌যথা কূপাৎ রজ্জ্বা জল-

আপনার শরীরকে মন্থানদণ্ড, প্রণবকে মন্থনাধার করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথনের অভ্যাস করিলে সেই সূক্ষ্ম বস্তু. ব্রহ্মরূপের সাক্ষাৎকারলাভ হয়। যে ব্যক্তি ওঙ্কারের স্বরূপ চিন্তা করত ধ্যানযোগ অভ্যাস করে, ধ্যান-বলে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরমব্রহ্মের স্বরূপ তাহার প্রত্যক্ষ হয় ॥ ২০ ॥

উৎপলনাল দ্বারা যেরূপ জল আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যোগ-নিষ্ঠ ব্যক্তি স্বাধিষ্ঠানাদি চক্রভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থানে বায়ুকে আনয়ন করিবে। বায়ুকে ঊর্দ্ধস্থলে আনিয়া স্থিরভাবে রাখিতে সমর্থ হইলেই যোগসিদ্ধি হয় ॥ ২১ ॥

কৃষক যেরূপ রজ্জুযোগে কূপ হইতে জল আকর্ষণ

ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ললাটস্তু নাসিকায়াস্তু মূলতঃ।

মাকর্ষতি এবমর্দ্ধমাত্রয়া সহ মনো বহত্যবনা কুণ্ডলীং ভ্রূমধ্যমানয়েদিত্যর্থঃ। পঙ্কজম্ আধারাদি নালং সুষুম্না তন্মার্গেণ লয়ং তদমৃতস্থানম্ ॥ ২২ ॥

তস্য লক্ষণমাহ ভ্রুবোরিতি। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে যো ললাটৈকদেশঃ তদমৃত-স্থানং নাসিকায়াস্তু লক্ষণীভূতায়াং মূলতঃ নাসিকামূলাদারভ্য অমৃতস্থানং বোদ্ধব্যম্ নাসিকামূলস্যোপরিভাগমমৃতস্থানমিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—ভ্রূমধ্যে ধাম যৎ প্রোক্তং তৎ প্রোক্তং সোমমণ্ডলম্ ইতি। তস্যামৃতস্য কিং স্বরূপম্? অত আহ বিশ্বস্যেতি। বিশ্বস্যায়তনমিত্যুক্তে আকাশাদি স্যাৎ তদর্থমুক্তং মহদিতি। ব্রহ্মৈব নিরবধি-

---

পূর্ব্বক ক্ষেত্রস্থলী সিঞ্চন করে, তদ্রূপ অর্দ্ধমাত্রাকে রজ্জু-স্বরূপ করত সুষুম্না-পথদ্বারা আধারাদি চক্রভেদ পূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনীকে ভ্রূমধ্যে আনয়ন করিবে। ষট্চক্র ভেদ করত কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে ভ্রূমধ্যে আনিয়া রক্ষা করিলেই কুলকুণ্ডলিনী তত্রস্থ সুধাপানে তৃপ্ত থাকেন; তাহা হইলেই আর তাঁহার স্থানান্তরে গতি হয় না। ইহাই প্রকৃত যোগ-সিদ্ধির চিহ্ন ॥ ২২ ॥

নাসিকামূলের উর্দ্ধে ভ্রূযুগলের মধ্যে ললাটের যে অংশ অবস্থিত, উহাই অমৃতস্থান। ঐ স্থানই ব্রহ্মাণ্ডের মহান্

অমৃতস্থানং বিজানীয়াদ্‌বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
বিশ্বস্যায়তনং মহদিতি ॥ ২৩ ॥
ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-ধ্যানবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা

মহত্ত্বাধিকরণমমৃতং তচ্চ ভ্রূমধ্যে ধারণায়া ধ্যানং সল্লভ্যতে যেনামৃতো ভবতীত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ২৩ ॥

নারায়েণন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পাষ্টপদ-বাক্যানাং দীপিকা ধ্যানবিন্দুকে ॥
ইতি ধ্যানবিন্দূপনিষদো দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

আধারস্বরূপ (মতান্তরে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে চন্দ্রমণ্ডল বলিয়া বর্ণিত) ॥ ২৩ ॥

পরব্রহ্ম আমাদিগকে অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য উভয়কে রক্ষা ও প্রতিপালন করুন। গুরু যেন অনলস হইয়া আমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যা সমর্পণ করেন; আমরাও যেন নির্ব্বিঘ্নে উপদিষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। তিনি আমা দিগকে বিদ্যা ও উপদেশ-গ্রহণে সমর্থ করুন। তাঁহার প্রসাদে আমরা যে বিদ্যাভ্যাসদ্বারা তেজস্বী হইয়াছি, সেই বিদ্যা ও গৃহীত উপদেশ সকল সফল হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হউক। পরন্তু ইহাও আমাদের বাঞ্ছনীয় যে, কদাচ যেন আমাদিগের মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উৎপন্ন না হয়।

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-ধ্যানবিন্দূপনিষৎ সম্পূর্ণ।

॥ ※ ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ ※ ॥

ঈশোপনিষৎ

বা

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়া বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ।

শঙ্কারভাষ্যসমেতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা।

কলিকাতা-রাজধান্যাং;

১১৫।৪ নং গ্রেষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩১৮

ঈশোপনিষৎ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

ইন্দ্রিয়-সমূহের অবিষয়ীভূত সূক্ষ্ম পদার্থ সকল ও ইন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত পদার্থ সকল সমস্তই ব্রহ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং এই নিখিল জগৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ণ-স্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণতার হ্রাস সম্ভবে না।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥ ১॥

ঈশা বাস্যমিত্যাদি। ঈশা—ঈষ্টে ইতীট্ তেন—ঈশা। ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বস্য। স হি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মা সন্ প্রত্যগাত্মতয়া তেন স্বেন রূপেণ আত্মনা ঈশা বাস্যমাচ্ছাদনীয়ম্। কিম্? ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ তৎসর্ব্বং স্বেন আত্মনা ঈশেন প্রত্যগাত্মতয়া অহমেবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানৃতমিদং সর্ব্বং চরাচরমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা। যথা

চন্দনাগুর্ব্বাদেরুদকাদিসম্বন্ধজক্লেদাদিজমৌপাধিকং দৌর্গন্ধ্যং তৎস্বরূপনিঘর্ষণেন আচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন তদ্বদেব হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগৎ—দ্বৈতরূপং জগত্যাং পৃথিব্যাং; জগত্যামিত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ সর্ব্বমেব নামরূপকর্ম্মাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থসত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ। এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ। ন হি ত্যক্তো মৃতঃ পুত্রো বা ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাদাত্মানং পালয়তি অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেব বেদার্থঃ। ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ। এবং ত্যক্তৈষণস্ত্বং মা গৃধঃ গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মা কার্ষীর্ধনবিষয়াম্। কস্য স্বিৎ ধনং কস্যচিৎ পরস্য স্বস্য বা ধনং মা কাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ। স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অথবা মা গৃধঃ কস্মাৎ? কস্যস্বিৎ ধনমিত্যাক্ষেপার্থঃ। ন কস্যচিৎ ধনমস্তি যদ্গৃধ্যেত; আত্মৈবেদং সর্ব্বং ইতীশ্বরভাবনয়া সর্ব্বং ত্যক্তম্ অত আত্মন এবেদং সর্ব্বমাত্মৈব চ সর্ব্বমতো মিথ্যাবিষয়াং গৃধিং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

পৃথিবীতে যে কিছু বস্তুজাত দৃষ্টিগোচর হয়, সকলই আত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা আবরণ করিবে অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ মিথ্যা, উহা কল্পিত মাত্র, এই প্রকার বোধ করিয়া জগতের সত্যতাবুদ্ধি বিলোপ করিয়া ফেলিবে। এই প্রকার জ্ঞান জন্মিলেই হৃদয়াভ্যন্তরে আসক্তি-পরিবর্জনরূপ সন্ন্যাসের উদ্ভব হইবে। সেই সন্ন্যাস দ্বারা আত্মাকে পালন কর অর্থাৎ আত্মার অদ্বৈত নির্ব্বিকার ভাবকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও;

অপরের ধনে বাসনা করিও না। বস্তুতঃ ধন কাহার? কাহারই নহে; সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষাই অসম্ভব। আত্মাই নিখিল জগৎ এবং নিখিল জগৎই আত্মরূপ। এই প্রকার পরমেশ্বর-চিন্তন দ্বারা যখন সকলই মিথ্যা বলিয়া স্থির হইল, তখন মিথ্যা-ভূত পরধনে আকাঙ্ক্ষা করা সঙ্গত নহে॥ ১॥ *

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥২॥

এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথেতরস্য অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ কুর্ব্বন্নেবেতি। কুর্ব্বন্ এব ইহ নির্ব্বর্ত্তয়ন্ এব কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি জিজীবিষেৎ জীবিতুমিচ্ছেৎ শতং শতসংখ্যাকাঃ সমাঃ সংবৎসরান্। তাবদ্ধি পুরুষস্য পরমায়ুর্নিরূপিতম্। তথা চ প্রাপ্তানুবাদেন যজ্জি-জীবিষেচ্ছতং বর্ষাণি তৎ কুর্ব্বন্নেব কর্ম্মাণি ইত্যেতদ্বিধীয়তে, এবং এবম্প্রকারেণ ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে নরমাত্রাভিমানিনি ইত এতস্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো বর্ত্তমানাৎ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি যেন প্রকারেণ অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে কর্ম্মণা ন লিপ্যসে ইত্যর্থঃ। অতঃ শাস্ত্রবিহিতানি কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি কুর্ব্বন্নেব জিজীবিষেৎ। কথং পুনঃ

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, জগৎই কল্পিত, তখন মিথ্যাবস্তু ধনে বাসনা করা বা তাহাতে লোভী হওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

ন্নিদমবগম্যতে—পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণ সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা, দ্বিতীয়েন তদশক্তস্য কর্ম্মনিষ্ঠেতি ? উচ্যতে—জ্ঞান-কর্ম্মণোর্ব্বিরোধং পর্ব্বতবদকম্প্যং যথোক্তং ন স্মরসি কিম্ ইহাপ্যুক্তম্—যো হি জিজীবিষেৎ স কর্ম্ম কুর্ব্বন্। ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ইতি চ ন জীবিতে মরণে বা গৃধিং কুর্ব্বীতারণ্যমিয়াৎ ইতি চ পদম্। ততো ন পুনরিয়াৎ ইতি সন্ন্যাসশাসনাৎ। উভয়োঃ ফলভেদঞ্চ বক্ষ্যতি—ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবনুনিষ্ক্রান্ততরৌ ভবতঃ—ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ সন্ন্যাসশ্চোত্তরেণ নিবৃত্তিমার্গেণ এষণাত্রয়স্য ত্যাগঃ। তয়োঃ সন্ন্যাসপথ এবাতিরেচয়তি—ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ ইতি চ তৈত্তিরীয়কে। দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তশ্চ বিভাবিতঃ॥ ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য্য নিশ্চিতমুক্তং ব্যাসেন বেদাচার্য্যেণ ভগবতা। বিভাগঞ্চানয়োর্দর্শয়িষ্যামঃ॥ ২॥

যদি বল যে, যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরারাধনে বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপগ্রহণে অক্ষম, সে কি করিবে ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে '—শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের (নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের) অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শত বৎসর জীবিত থাকিবে। * যাহাতে কোন কার্য্য তোমাতে সংলিপ্ত না হয়, ঈদৃশ আর কোন উপায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। কেন না, তুমি মনুষ্যত্বাভিমানী অর্থাৎ তুমি আত্মজ্ঞানবিহীন, তোমার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত

* এখানে শতবর্ষ শব্দে যাবজ্জীবন বুঝিতে হইবে। কারণ, মনুষ্যের পরমায়ু সাধারণতঃ শতবর্ষ বলিয়া নিরূপিত।

অশুভ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার অন্য উপায় নাই; নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অসুর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরাঃ তেষাঞ্চ স্বভূতা লোকা অসুর্য্যা নাম। নামশব্দোঽনর্থকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি—লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্ত ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসা আবৃতা আচ্ছাদিতাঃ, তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্ত্বা ইমং দেহমভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্। যে কে চাত্মহনঃ আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ কে তে জনাঃ? যেঽবিদ্বাংসঃ। কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি? অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্য আত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্যাত্মনো যৎ কার্য্যং ফলমজরামরত্বাদিসংবেদনলক্ষণম্ তৎ হতস্যেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতাবিদ্বাংসো জনা আত্মহন উচ্যন্তে তেন হ্যাত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে ॥ ৩ ॥

যে সকল ব্যক্তি আত্মহন্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত, সুতরাং আত্মনাশক, তাহারা মরণান্তে অন্ধতমসাবৃত অসুর্য্য (অসুরোচিত) লোকে প্রস্থান করে। আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিরাজমান, কিন্তু আত্মতত্ত্ববোধরহিত ব্যক্তিরা অবিদ্যা দ্বারা মায়ামুগ্ধ হইয়া তাঁহার অজর-অমরত্বাদি ভাবগুলি অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; কাজেই তাহারা মৃত্যুর পর স্ব স্ব কর্ম্মফলে

তরুগুল্মাদিরূপে বার বার সংসারে যাতায়াত করিতে বাধ্য হয় ॥ ৩ ॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো,
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ,
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

যস্যাত্মনো হননাদবিদ্বাংসঃ সংসরন্তি,তদ্বিপর্য্যয়েণ বিদ্বাংসো জনা মুচ্যন্তে, তে ন আত্মহনঃ। তৎ কীদৃশমাত্মতত্ত্বমিত্যুচ্যতে অনেজদিতি। অনেজৎ ন এজৎ। এজ্ কম্পনে। কম্পনং চলনং স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিঃ, তদ্বর্জিতং সর্ব্বদৈকরূপমিত্যর্থঃ। তচ্চৈকং সর্ব্বভূতেষু। মনসঃ সঙ্কল্পাদিলক্ষণাৎ জবীয়ো জববত্তরম্। কথং বিরুদ্ধমুচ্যতে,—ধ্রুবং নিশ্চলমিদং, মনসো জবীয় ইতি চ। নৈষ দোষঃ নিরুপাধ্যুপাধিমত্ত্বেনোপপত্তেঃ। তত্র নিরুপাধিকেন স্বেন রূপেণোচ্যতে অনেজদেকমিতি। মনসোঽন্তঃকরণস্য সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণস্যোপাধেরনুবর্ত্তনাৎ ইহ দেহস্থস্য মনসো ব্রহ্মলোকাদি দূরগমনং সঙ্কল্পেন ক্ষণমাত্রাদ্ভবতীত্যতো মনসো জবিষ্ঠত্বং লোকে প্রসিদ্ধম্। তস্মিন্মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমং প্রাপ্ত ইবাত্ম-চৈতন্যাবভাসো গৃহ্যতে অতো মনসো জবীয় ইত্যাহ। নৈনদ্দেবাঃ দ্যোতনাৎ দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণ্যেতৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং নাপ্নুবন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ। তেভ্যো মনো জবীয়ো মনোব্যাপারব্যবহিতত্বাৎ। আভাসমাত্রমপ্যাত্মনো নৈব দেবানাং বিষয়ীভবতি; যস্মাজ্জবনান্মনসোঽপি পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতং ব্যোমবদ্ব্যাপিত্বাৎ। সর্ব্বব্যাপি তদাত্মতত্ত্বং

সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণাবিক্রিয়মেব সদুপাধিকৃতাঃ সর্ব্বাঃ সংসারবিক্রিয়া অনুভবতীব অবিবেকিনাং মূঢ়ানামনেকমিব চ প্রতিদেহং প্রত্যবভাসত ইত্যেতদাহ তদ্ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতোঽন্যান্ আত্মবিলক্ষণান্ মনোবাগিন্দ্রিয়প্রভৃতীন্ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতীব ইবার্থং স্বয়মেব দর্শয়তি তিষ্ঠদিতি। স্বয়মবিক্রিয়মেব সদিত্যর্থঃ। তস্মিন্নাত্মতত্ত্বে সতি নিত্যচৈতন্যস্বভাবে মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকঃ যদাশ্রয়াণি কার্য্যকরণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ যৎ সূত্রসংজ্ঞকং সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ স মাতরিশ্বা অপঃ কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি অগ্ন্যাদিত্যপর্জ্জন্যাদীনাং জ্বলনদহনপ্রকাশাভিবর্ষণাদিলক্ষণানি দধাতি বিভজতীত্যর্থঃ। ধারয়তীতি বা ; ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বা হি কার্য্যকারণাদিবিক্রিয়া-নিত্যচৈতন্যাত্মস্বরূপে সর্ব্বাস্পদভূতে সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

আত্মা সতত একরূপ ও স্পন্দনবর্জ্জিত অর্থাৎ অচল, আবার মন অপেক্ষাও যবীয়ান্ (বেগগামী)। এই জন্যই ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। সেই আত্মতত্ত্ব নিশ্চল হইলেও বেগবত্ত্ববশতঃ মনোবাগাদিকে অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করেন। কর্ম্মফলবিধাতা হিরণ্যগর্ভ সেই আত্মার সাহায্যেই বারিবর্ষণাদি জীবের সকল প্রকার কর্ম্মফল নিষ্পাদন করেন। অর্থাৎ তিনিই আত্মচৈতন্যের সাহায্যে বহ্নির জ্বলন, দিবাকরের জগৎ-প্রকাশন, জলদের জলবর্ষণ

এবং অপরাপর ভূতের অন্যান্যবিধ কার্য্য ভিন্ন ভিন্নরূপে নিষ্পা-দন করিতেছেন। বস্তুতঃ আত্মার সদ্ভাবেই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়॥ ৪॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫॥

ন মন্ত্রাণাং জামিতাস্তি ইতি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তমপ্যর্থং পুনরাহ তদেজতীতি। তৎ আত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং তদেজতি চলতি তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোঽচলমেব সচ্চলতীবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ তৎ দূরে বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদুষাম-প্রাপ্যত্বাৎ দূর ইব। তৎ উ অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ; তদ্বন্তিকে সমীপেঽত্যন্তমেব বিদুষাং আত্মত্বাৎ ন কেবলং দূরে অন্তিকে চ। তদন্তরভ্যন্তরেঽস্য সর্ব্বস্য। য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ ইতি শ্রুতেঃ অস্য সর্ব্বস্য জগতো নামরূপক্রিয়াত্মকস্য তৎ উ অপি সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ব্যাপকত্বাদাকাশবৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাৎ অন্তঃ প্রজ্ঞানঘন এব ইতি চ শাসনান্নিরন্তরঞ্চ॥ ৫॥

আত্মা চলও বটে, আবার অচলও বটে; অতিদূরবর্ত্তীও বটে, আবার অতি-সমীপস্থও বটে। তিনি নিখিল জগতের অন্তরে ও বহির্ভাগে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি স্বতঃ অচল (ক্রিয়াহীন); কিন্তু উপাধির ক্রিয়ায় তাঁহার ক্রিয়া অনুমিত হয় বলিয়াই তিনি চল। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি অন্তঃ-করণেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী; আবার অজ্ঞান ব্যক্তিরা কোটি কোটি

জন্মেও আত্মার উপলব্ধি করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের নিকট দূরবর্ত্তী ॥ ৫ ॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিতি। যঃ পরিব্রাড্ মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি—আত্মব্যতিরিক্তানি ন পশ্যতী-ত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতেষু চ তেষ্বেব চাত্মানং—তেষামপি ভূতানাং স্বমাত্মানম্ আত্মত্বেন, যথাস্য দেহস্য কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতস্য আত্মাঽহং সর্ব্বপ্রত্যয়-সাক্ষিভূতশ্চেতয়িতা, কেবলো নির্গুণঃ অনেনৈব স্বরূপেণ অব্যক্তাদীনাং স্থাবরান্তানাম্ অহমেবাত্মেতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং নির্ব্বিশেষং যস্তু অনুপশ্যতি, স ততস্তস্মাদে- দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে—বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি প্রাপ্তস্যৈবানুবাদোঽয়ম্। সর্ব্বা হি ঘৃণা আত্মনোঽন্যৎ দুষ্ট পশ্যতো ভবতি। আত্মানমেবাত্যন্তবিশুদ্ধং নিরন্তরং পশ্যতো ন ঘৃণানিমিত্তমর্থান্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব,—ততো ন বিজুগুপ্স ইতি ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি ভেদমোহাভাবনিবন্ধন কাহারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যিনি আব্রহ্ম স্ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই আত্মা হইতেই অভিন্ন দর্শন করেন, যি সর্ব্বত্র সকল পদার্থেই বিমল আত্মার সদ্ভাব প্রত্যক্ষ করে তাঁহার নিকট ঘৃণার্হ বস্তু জগতে কোথায়? কিছুই নাই॥

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭॥

ইমমেবার্থমন্যোঽপি মন্ত্র আহ ;—যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি। যস্মিন্ কালে যথোক্তাত্মনি বা, তান্যেব ভূতানি সর্ব্বাণি পরমার্থাত্মদর্শনাদ্ আত্মৈবাঽভূৎ আত্মৈব সংবৃত্তঃ, পরমার্থবস্তু-বিজানতস্তত্র তস্মিন্ কালে তত্রাত্মনি বা কো মোহঃ,কঃ শোকঃ ? শোকশ্চ মোহশ্চ কাম-কর্ম্মবীজমজানতো ভবতি ; ন তু আত্মৈ-কত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ। কো মোহঃ কঃ শোক ইতি শোক-মোহয়োরবিদ্যা-কার্য্যয়োঃ আক্ষেপেণ অসম্ভবপ্রদর্শনাৎ সকারণস্য সংসারস্য অত্যন্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতীতি॥ ৭॥

যৎকালে সর্ব্বভূতই আত্মস্বরূপ হয় অর্থাৎ যখন আত্মার সহিত সকল ভূতকে অভিন্ন বলিয়া বোধ জন্মে, তৎকালে একত্বদর্শী সেই জ্ঞানীর পক্ষে মোহই বা কি, শোকই বা কি ? অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য শোকমোহের অসম্ভব হেতু তাহার সংসার-নিবৃত্তি হয়। ফল কথা, যাহারা আত্মজ্ঞানবিমূঢ়, তাহারাই প্রিয়-বিরহে ও অপ্রিয়সমাগমে শোক-মোহের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে ; কিন্তু আকাশবৎ নির্লিপ্ত নির্ম্মল আত্মস্বরূপ বিদিত হইয়া যাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, আত্মার সহিত সর্ব্বভূতের একত্বদর্শী হইয়াছেন, তাঁহাদের শোকমোহের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ৭॥

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবিমনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

যোঽয়মতীতৈর্মন্ত্রৈরুক্ত আত্মা স স্বেন রূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহ অয়ং মন্ত্রঃ। স পর্য্যগাৎ স যথোক্ত আত্মা পর্য্যগাৎ— পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবদ্ব্যাপীত্যর্থঃ। শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ। অকায়মশরীরঃ— লিঙ্গশরীর-বর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। অব্রণমক্ষতম্, অস্নাবিরং—স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্ত ইত্যস্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমিত্যাভ্যাং স্থূলশরীর-প্রতিষেধঃ। শুদ্ধং নির্ম্মলমবিদ্যামল-রহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ। অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-পাপবর্জ্জিতম্। শুক্রমিত্যাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গত্বেন পরিণেয়ানি। "স পর্য্যগাৎ ইত্যুপক্রম্য" "কবির্ম্মনীষী" ইত্যাদিনা পুংলিঙ্গত্বেনোপসংহারাৎ। কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্ব্বদৃক্। 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মনীষী মনস ঈষিতা— সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। পরিভূঃ সর্ব্বেষাং পরি - উপরি ভবতীতি পরিভূঃ। স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মেব ভবতীতি, যেষামুপরি ভবতি, যশ্চোপরি ভবতি, সঃ সর্ব্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ। স নিত্যমুক্ত ঈশ্বরো যাথাতথ্যতঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং তস্মাদ্- যথাভূত-কর্ম্মফলসাধনতোঽর্থান্ কর্ত্তব্যপদার্থান্ ব্যদধাদ্বিহিত- বান্—যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ। শাশ্বতীভ্যো নিত্যাভ্যঃ সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

দীপ্তিমান্, সূক্ষ্মশরীরশূন্য, অক্ষত, ব্রণশিরারহিত, স্থূল- শরীরবর্জ্জিত, নির্ম্মল, ধর্ম্মাধর্ম্মরহিত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বোপরি

বিরাজমান, স্বয়ম্ভু সেই পরমাত্মা সমস্ত পদার্থ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন এবং সংবৎসরাখ্য শাশ্বত প্রজাপতিগণকে কর্ত্তব্য-পদার্থ সকল বিভাগ করত প্রদান করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

অত্রাদ্যেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা—প্রথমো বেদার্থঃ; "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং, মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্" ইতি অজ্ঞানাং জিজীবিষূণাং জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবে"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ" ইতি কর্ম্মনিষ্ঠোক্তা--দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ। অনয়োশ্চ নিষ্ঠয়োর্ব্বিভাগো মন্ত্রপ্রদর্শিতয়োর্বৃহদারণ্যকেঽপি প্রদর্শিতঃ,—"সোঽকাময়ত—জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা। অজ্ঞস্য কামিনঃ কর্ম্মাণীতি। "মন এবাস্যাত্মা, বাগ্জায়া" ইত্যাদি-বচনাৎ অজ্ঞত্বং কামিত্বং চ কর্ম্মনিষ্ঠস্য নিশ্চিতমবগম্যতে। তথাচ, তৎফলং সপ্তান্নসর্গস্তেষ্বাত্মভাবেনাত্মস্বরূপাবস্থানং, জায়াদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন চাত্মবিদাং কর্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেন আত্মস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা, "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকে" ইত্যাদিনা। যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনঃ তেভ্যঃ "অসূর্য্যা নাম তে" ইত্যাদিনা "অবিদ্বন্নিন্দা-দ্বারেণ আত্মনো যাথাত্ম্যং স পর্য্যগাদ্" ইত্যেতদন্তৈর্ম্মন্ত্রৈরুপদিষ্টম্; তে হ্যত্রাধিকৃতা ন কামিন ইতি। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি -"অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্" ইত্যাদি বিভজ্যোক্তম্। যে তু কর্ম্মিণঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব জিজীবিষবস্তেভ্য ইদমুচ্যতে;—

অন্ধং তম ইত্যাদি। কথং পুনরেবমবগম্যতে, ন তু সর্ব্বে-ষামিতি ? উচ্যতে— অকামিনঃ সাধ্য-সাধনভেদোপমর্দ্দেন, "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি যৎ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানং, তন্ন কেনচিৎ কর্ম্মণা জ্ঞানান্ত-রেণ বা হ্যমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি। ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াঽবিদ্বদাদি-নিন্দা ক্রিয়তে। তত্র চ যস্য যেন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ন্যায়তঃ শাস্ত্রতো বা তদিহোচ্যতে। যৎ দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বেন উপন্যস্তং, ন পরমাত্মজ্ঞানম, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ তয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরিহ একৈকা-নুষ্ঠাননিন্দা সমুচ্চিচীষয়া, ন নিন্দাপরৈব, একৈকস্য পৃথক্‌ফল-শ্রবণাৎ। "বিদ্যয়া তদারোহন্তি," "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি," "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি। ন হি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদকর্ত্তব্যতামিয়াৎ। তত্র অন্ধং তমঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে ? যে অবিদ্যাং—বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা, তাং কর্ম্মেত্যর্থঃ ; কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। তামবিদ্যামগ্নিহোত্রা-দিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে, —তৎপরাঃ সন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্য-ভিপ্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে ? কর্ম্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ। তত্র অবান্তরফলভেদং বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়কারণমাহ। অন্যথা ফলবদফলবতোঃ সন্নিহিতয়োঃ অঙ্গাঙ্গিতৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যার আরাধনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবিষ্ট হয় এবং যে সকল ব্যক্তি বিদ্যায় অর্থাৎ দেবতাচিন্তায়

নিযুক্ত থাকে, তাহারা তদপেক্ষাও বহুতর অন্ধতমে প্রবেশলাভ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা কেবল অবিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানরহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, (অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করে), তাহারা 'আমি, আমার' প্রভৃতি অভিমানাত্মক অজ্ঞানে বিমোহিত হয় এবং যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবলমাত্র দেবতাচিন্তায় আসক্ত হয়, তাহারা উহা অপেক্ষাও অধিকতর অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এ স্থলে এ প্রকার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যে সমস্ত দেবতারাধনা কর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সে জ্ঞান কদাচ পরমাত্মজ্ঞান হইতে পারে না। কেন না, এই সমস্ত বিদ্যা বা জ্ঞানের ফল স্বরলোকলাভ; আর পরমাত্মজ্ঞানের ফল মোক্ষলাভ; সুতরাং এই প্রকার ফলপার্থক্য হইতেই তৎসাধনীভূত বিবিধ জ্ঞানপার্থক্য উপলব্ধি হয়। এ হেতু দেবতোপাসনা ও কর্ম্মানুষ্ঠানের একত্র সম্ভব থাকা বশতঃ কর্ম্ম ও কেবলমাত্র দেবতোপাসনা, একটিমাত্রের অনুষ্ঠানকে নিন্দা করা গেল, প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম বা দেবতারাধনার নিন্দা নহে॥ ৯॥

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০॥

অন্যদেবেত্যাদি। অন্যৎ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহুর্বদন্তি, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ," "বিদ্যয়া তদারোহন্তি," ইতি শ্রুতেঃ। অন্যদাহুরবিদ্যয়া কর্ম্মণা ক্রিয়তে, "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ," ইতি শ্রুতেঃ। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্, যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎ কর্ম্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ। তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

সুধীগণ কহিয়া থাকেন, বিদ্যার ফল পৃথক্, অবিদ্যার ফলও পৃথক্। যাঁহারা আমাদিগের সকাশে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই আচার্য্যগণের নিকট ইহা শ্রুত হইয়াছি। অর্থাৎ শুনিয়াছি, দেবতাচিন্তনরূপ বিদ্যা দ্বারা সুরলোকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অবিদ্যা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃ-লোকাদি লাভ হয়; সুতরাং উভয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন॥ ১০॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১ ॥

যত এবম্, অতঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কর্ম্ম চেত্যর্থঃ। যস্তৎ এতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং বেদ, তস্যৈবং সমুচ্চয়কারিণ এব একপুরুষার্থসম্বন্ধঃ ক্রমেণ স্যাদিত্যুচ্যতে,—অবিদ্যয়া কর্ম্মণা—অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্, উভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তদ্ধি অমৃতমুচ্যতে, যদ্দেবতাত্মগমনম্॥ ১১॥

বিদ্যা (দেবতাজ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম্ম) এই উভয় একত্র অনুষ্ঠিত হইতে পারে, যে ব্যক্তি এইরূপ বিদিত আছে, সে অবিদ্যা (কর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যুকে (মৃত্যুজনক কাম্যকর্ম্মাদিকে) অতিক্রম করত বিদ্যা (দেবতোপাসনা) দ্বারা অমৃত (চির-জীবিত্ব বা দেবতাত্মভাব) প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২ ॥

অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিং, সম্ভবনং সম্ভূতিঃ, সা যস্য কার্য্যস্য, সা সম্ভূতিঃ, তস্যা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ—কারণমবিদ্যা অব্যাকৃতাখ্যা ; তাং অসম্ভূতিং অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কারণমবিদ্যাং কামকর্ম্মবীজভূতাং অদর্শনাত্মিকাং উপাসতে যে তে তদনুরূপমেব অন্ধং তমোঽদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তি। ততস্তস্মাদপি ভূয়ো বহুতরমিব তমঃ প্রবিশন্তি, যে উ সম্ভূত্যাং, কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে রতাঃ ॥ ১২ ॥

যে সকল ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক অসম্ভূতির (কারণভূতা প্রকৃতির) উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে (অদর্শনাত্মক অজ্ঞানে) প্রবিষ্ট হয় ; আর যাহারা সম্ভূতির (হিরণ্যগর্ভাদির) উপাসক, তাহারা আরও অধিকতর অন্ধতমে প্রবিষ্ট হয়।

এখানে প্রকৃতিকে 'অসম্ভূতি' বলার কারণ এই যে, ইনি নিখিল জগতের মূলকারণ এবং সৃষ্টির অগ্রে জগৎ ও জগৎস্থিত জীবের পুণ্যপাপ শুভাশুভ কর্ম্মবাসনা সকলই উহাঁতে সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে বলিয়াই অসম্ভূতি কহে। ইহাঁকে অব্যাকৃত, অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়াও বলা যায়। আর ঐ প্রকৃতি হইতেই হিরণ্যগর্ভাদি জাগতিক পদার্থের উদ্ভব বলিয়া ঐ সকল সম্ভূতি

শব্দে কথিত। জড়রূপা অসম্ভূতির উপাসনা করিলে অজ্ঞানান্ধকারে প্রবিষ্ট হইতে হয় এবং সম্ভূতি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করিলে তদপেক্ষা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হয় ॥ ১২ ॥

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

অধুনোভয়রূপোপাসনয়োঃ সমুচ্চয়কারণং অবয়বফলভেদমাহ অন্যদেবেতি। অন্যদেব পৃথগেব আহুঃ ফলং সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাৎ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চ অন্যদাহুরসম্ভবাৎ অসম্ভূতেঃ অব্যাকৃতাৎ অব্যাকৃতোপাসনাৎ, যদুক্তম্—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" ইতি, প্রকৃতিলয় ইতি চ পৌরাণিকৈরুচ্যতে, ইত্যেবং শুশ্রুম ধীরাণাং বচনম্, যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনফলং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সম্ভূতি (হিরণ্যগর্ভাদির) উপাসনার ফল ভিন্ন এবং অসম্ভূতির (অব্যাকৃতের) উপাসনার ফল ভিন্ন, যাঁহারা আমাদের সমীপে ঐ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীরগণের নিকটে ইহা শ্রুত হইয়াছি। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি এবং অব্যাকৃতের উপাসনার ফল অন্ধতমে প্রবেশ। কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্তিও উহার অন্যতম ফল ॥ ১৩ ॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

যত এবম্, অতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত এবৈক-পুরুষার্থত্বাচ্চ, ইত্যাহ—সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন—বিনাশো ধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য সঃ; তেন ধর্ম্মিণা অভেদেন উচ্যতে বিনাশ ইতি। তেন তদুপাসনেন অনৈশ্বর্য্যম্ অধর্ম্মকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা,হিরণ্যগর্ভো-পাসনেন হ্যণিমাদিপ্রাপ্তিঃ ফলম্, তেনানৈশ্বর্য্যাদিমৃত্যুমতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনয়া অমৃতং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে। "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ" ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ, প্রকৃতিলয়ফলশ্রুত্যনুরোধাৎ ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি জানে যে, অসম্ভূতি (অব্যাকৃতাখ্য প্রকৃতি) ও বিনাশ (হিরণ্যগর্ভ) এই উভয়ের একত্র উপাসনা হইতে পারে, সে ব্যক্তি বিনাশের (হিরণ্যগর্ভের) উপাসনা দ্বারা মৃত্যুকে (অধর্ম্মকামাদি-লক্ষণ অনৈশ্বর্য্যকে) অতিক্রম পূর্ব্বক অসম্ভূতির দ্বারা অমৃত ভোগ করে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

মানুষ-দৈববিত্তসাধ্যং ফলং শাস্ত্রলক্ষণং প্রকৃতিলয়ান্তম্; এতাবতী সংসারগতিঃ। অতঃপরং পূর্ব্বোক্তম্ "আত্মৈবাভূদ্-বিজানতঃ" ইতি সর্ব্বাত্মভাব এব সর্ব্বৈষণাসন্ন্যাস জ্ঞাননিষ্ঠা-ফলম্। এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিলক্ষণো বেদার্থোঽত্র প্রকাশিতঃ। তত্র প্রবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য বিধিপ্রতিষেধলক্ষণস্য কৃৎস্নস্য প্রকাশনে প্রবর্গ্যান্তং ব্রাহ্মণমুপযুক্তম্। নিবৃত্তিলক্ষণস্য

বেদার্থস্য প্রকাশনে অত ঊর্দ্ধং বৃহদারণ্যকমুপযুক্তম্। তত্র নিষেকাদিশ্মশানান্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জিজীবিষেদ্ যো বিদ্যয়া সহাপরব্রহ্মবিষয়য়া। তদুক্তং "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" ইতি। তত্র কেন মার্গেণ অমৃতত্বম্ অশ্নুতে ইত্যুচ্যতে,—"তদ্ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ, এতদুভয়ং সত্যং ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্তকর্ম্মকৃচ্চ যঃ সোঽন্তকালে প্রাপ্তে সত্যাত্মানমাত্মানঃ প্রাপ্তিদ্বারং যাচতে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ। হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ম্ময়মিত্যেতৎ। তেন পাত্রেণেব অপিধানভূতেন সত্যস্যৈব আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ অপিহিতম্ আচ্ছাদিতং মুখং দ্বারম্, তৎ ত্বং হে পূষন্ অপাবৃণু অপসারয়, সত্যধর্ম্মায়—তব সত্যস্য উপাসনাৎ সত্যং ধর্ম্মো যস্য মম সোঽহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ মহ্যম্, অথবা যথাভূতস্য ধর্ম্মস্যানুষ্ঠাত্রে, দৃষ্টয়ে তব সত্যাত্মন উপলব্ধয়ে ॥ ১৫ ॥

হে পূষন্! (জগৎপোষক পরাত্মন্!) জ্যোতির্ম্ময় পাত্র (দিবাকরমণ্ডল) দ্বারা সত্যস্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্রহ্মের মুখ (প্রাপ্তিদ্বার) আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ আমাকে প্রদর্শনার্থ তুমি তাহা উন্মুক্ত কর।

প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গের মধ্যে কোন্ মার্গে প্রকৃত অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহাই ইহাতে বলা হইল। "এই আদিত্যই সত্য পুরুষ, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ ও দক্ষিণনেত্রে সন্নিহিত পুরুষ, এই দুইই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম।" শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মের আরাধনা ও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে,

আসন্নকালে সেই ব্যক্তি "হিরণ্ময়েন পাত্রেন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আত্মলাভার্থ উপায়প্রার্থী হন।—"হে জগৎপোষক! জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা সেই সত্যব্রহ্মের প্রাপ্তিমার্গ আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সত্যরূপী ত্বদীয় আরাধনায় এবং প্রকৃত ধর্ম্মের সেবায় আমি সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছি; সুতরাং যাহাতে আমি সত্য ও আত্মস্বরূপ ত্বদীয় রূপ দেখিতে সমর্থ হই, তজ্রূপে মৎসকাশ হইতে সেই হিরণ্ময়পাত্রের আচ্ছাদন উন্মোচন কর॥ ১৫॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬॥

পূষন্নিতি। হে পূষন্! জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিঃ, তথৈক এব ঋষতি গচ্ছতীত্যেকর্ষিঃ, তথা হে একর্ষে! সর্ব্বস্য সংযমনাদ্ যমঃ,হে যম! তথা রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ, হে সূর্য্য! প্রজাপতেরপত্যং, হে প্রাজাপত্য! ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্। সমূহ একীকুরু উপসংহর তে তেজস্তাপকং জ্যোতিঃ। যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনম্, তৎ তে তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি। কিঞ্চ, অহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্-যাচে যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ, পূর্ণং বা অনেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ, পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ, সোঽহমস্মি ভবামি॥ ১৬॥

হে পূষন্! (জগৎপোষক সূর্য্য!) হে একাকিগমনশীল! হে সর্ব্বসংযমকারিন্! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! (প্রজাপতি

জাত!) রশ্মিজাল অপসারিত কর, তীক্ষ্ণ তেজঃ সঙ্কোচ করিয়া লও, তোমার পরমকল্যাণময় রূপ অবলোকন করি। এই যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, আমিও ইহার স্বরূপ হইয়াছি॥ ১৬॥

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর,
কৃতং স্মর॥ ১৭

বায়ুরিতি। অথেদানীং মম মরিষ্যতো বায়ুঃ প্রাণোঽধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বা অধিদৈবতাত্মানং সর্ব্বাত্মকমনিলমমৃতং সূত্রাত্মানং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ। লিঙ্গঞ্চেদং জ্ঞানকর্ম্মসংস্কৃতমুৎক্রামত্বিতি দ্রষ্টব্যম্, মার্গ-যাচনসামর্থ্যাৎ। অথেদং শরীরমগ্নৌ হুতং ভস্মান্তং ভূয়াৎ। ওঁমিতি যথোপাসনম্ ওঁম্ প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে। হে ক্রতো সঙ্কল্পাত্মক স্মর যৎ মম স্মর্ত্তব্যং, তস্য কালোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ, অতঃ স্মর। এতাবন্তং কালং ভাবিতং কৃতমগ্নে স্মর—যৎ ময়া বাল্যপ্রভৃত্যনুষ্ঠিতং কর্ম্ম, তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর, কৃতং স্মরেতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্॥ ১৭॥

ইদানীং মদীয় প্রাণবায়ু অধিদৈবত সর্ব্বাত্মক মহাবায়ুতে বিলীন হউক এবং এই দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হউক। হে সংকল্পাত্মক মন! তুমি অধুনা কর্ত্তব্য বিষয় স্মরণ কর এবং যাবজ্জীবন অনুষ্ঠিত কার্য্য স্মৃতিপথে উদিত কর। অর্থাৎ এখন আমার আসন্নকাল সমাগত; অধুনা মদীয় প্রাণবায়ু দৈহিক

সম্বন্ধ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বায়ুর অধিদেবতা সূত্রাত্মাকে লাভ করুক, সদসৎচিন্তন ও শুভাশুভ ক্রিয়ার সংস্কারসম্পন্ন এই লিঙ্গদেহ স্থূলশরীর হইতে নিক্রান্ত হউক, তৎপরে এই দেহ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হউক। হে শুভাশুভসংকল্পকারিন্ মন! যাহা তোমার স্মরণ করা কর্ত্তব্য, অধুনা তাহা মনে করিয়া দেখ, স্মরণ করিবার সমুচিত সময় সমাগত হইয়াছে। শৈশবাবধি এ যাবৎ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা স্মৃতিপথে সমুদিত কর॥ ১৭॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ১৮॥

পুনরন্যেন মন্ত্রেণ মার্গং যাচতে,—অগ্নে নয়েতি। হে অগ্নে, নয় গময়, সুপথা শোভনেন মার্গেণ। সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণমার্গ-নিবৃত্ত্যর্থম্। নির্বিগ্নোঽহং দক্ষিণেন মার্গেণ গতাগত-লক্ষণেন, অতো যাচে ত্বাং পুনঃপুনর্গমনাগমনবর্জ্জিতেন শোভনেন পথা নয়। রায়ে ধনায়—কর্ম্মফলভোগায়েত্যর্থঃ। অস্মান্ যথোক্তধর্ম্মফলবিশিষ্টান্, বিশ্বানি সর্ব্বাণি, হে দেব, বয়ুনানি কর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ, যুযোধি বিযোজয় বিনাশয়—অস্মৎ অস্মত্তো জুহুরাণং কুটিলং বঞ্চনাত্মকমেনঃ পাপম্। ততো বয়ং বিশুদ্ধাঃ সন্ত ইষ্টং প্রাপ্স্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিন্তু বয়মিদানীং তে ন শক্নুমঃ পরিচর্য্যাং কর্ত্তুম্; ভূয়িষ্ঠাং

বহুঃরাম্ তে তুভ্যং নম-উক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারেণ পরিচরেম ইত্যর্থঃ।

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতশ্নুতে" ইতি শ্রুত্বা কেচিৎ সংশয়ং কুর্ব্বন্তি, অতস্তন্নিরাকরণার্থং সঙ্ক্ষেপতো বিচারণাং করিষ্যামঃ। তত্র তাবৎ কিন্নিমিত্তঃ সংশয় ইত্যুচ্যতে; —বিদ্যা-শব্দেন মুখ্যা পরমাত্মবিদ্যৈব কস্মাৎ ন গৃহ্যতেঽমৃতঞ্চ? ননূক্তায়াঃ পরমাত্ম-বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। সত্যম্, বিরো-ধস্তু নাবগম্যতে, বিরোধাবিরোধয়োঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাৎ; যথা অবিদ্যানুষ্ঠানং বিদ্যোপাসনঞ্চ শাস্ত্রপ্রমাণকম্, তথা তদ্বিরোধা-বিরোধাবপি। যথা চ—"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি ইতি" শাস্ত্রাদ-বগতং পুনঃ শাস্ত্রেণৈব বাধ্যতে, "অধ্বরে পশুং হিংস্যাদ্" ইতি, এবং বিদ্যাবিদ্যয়োরপি স্যাৎ। বিদ্যাকর্ম্মণোশ্চ সমুচ্চয়ো ন "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা, যা চ বিদ্যা" ইতি শ্রুতেঃ। "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ" ইতিবচনাদবিরোধ ইতি চেৎ, ন; হেতু-স্বরূপ-ফলবিরোধাৎ। বিদ্যাবিদ্যা-বিরোধাবিরোধয়োর্বিকল্পা-সম্ভবাৎ সমুচ্চয়-বিধানাদবিরোধ এবেতি চেৎ, ন; সহসম্ভবানু-পপত্তেঃ। ক্রমেণৈকাশ্রয়ে স্যাতাং বিদ্যাবিদ্যে ইতি চেৎ, ন; বিদ্যোৎপত্তৌ অবিদ্যায়া হ্যস্তত্বাৎ তদাশ্রয়েঽবিদ্যানুপপত্তেঃ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ যস্মিন্নাশ্রয়ে তদুৎপন্নং তস্মিন্নেবাশ্রয়ে শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেত্যবিদ্যায়া উৎপত্তিঃ, নাপি সংশয়োঽজ্ঞানং বা। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বি-জানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" ইতি শোকমোহাসম্ভবশ্রুতেঃ। অবিদ্যাসম্ভবাত্তদুপাদানস্য কর্ম্মণো-

হ্যনুপপত্তিমবোচানঃ, অমৃতমশ্নুত ইত্যাপেক্ষিকমমৃতম্। বিদ্যা-শব্দেন পরমাত্ম-বিদ্যাগ্রহণে হিরণ্ময়েন ইত্যাদিনা দ্বার-মার্গ-দিযাচনমনুপপন্নং স্যাৎ। তস্মাদুপাসনয়া সমুচ্চয়ঃ ন পরমাত্ম-বিজ্ঞানেনেতি যথাঽস্মাভির্ব্যাখ্যাত এব মন্ত্রণামর্থ ইত্যুপরম্যতে ॥ ১৮॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যং সম্পূর্ণম্ ॥

হে বহ্নে! তুমি আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত কর। হে দেব! আমাদের সকল কার্য্যই তোমার বিদিত আছে; আমাদের অনিষ্টকারী পাতকপুঞ্জ দূর করিয়া দেও। আমরা তোমাকে ভূয়িষ্ঠ প্রণতি করি ॥ ১৮ ॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

পরমহংসোপনিষৎ।

———0*0———

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোঽয়ং মার্গঃ? তেষাং কা স্থিতিঃ? ইতি নারদো ভগবন্তমুপগম্যোবাচ। তং ভগবানাহ ॥ ১ ॥

পরমহংসলক্ষণ ও সন্ন্যাসলক্ষণ এই দুইটি বিষয় সন্ন্যাসোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে, আর হংসোপনিষদে যোগলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, অধুনা প্রাপ্তযোগ জ্ঞানী ব্যক্তি ইহধামে কি প্রকারে অবস্থিতি করিবে, এই সংশয় হইতেছে। ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, তাহার ভাষা কি প্রকার? হে কেশব! যে ব্যক্তি সমাধিস্থ, তাঁহারই বা ভাষা কি প্রকার?

যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, তিনি কি প্রকার ভাষা প্রয়োগ করেন, কি প্রকারে অবস্থিতি করেন এবং কীদৃশ স্থলে গমন করেন? স্থিতপ্রজ্ঞগণের যথেচ্ছাচার দেখিয়া তাহাদিগের পামরত্বশঙ্কা জন্মিলে মহা প্রত্যবায়ের সম্ভব, সুতরাং পরমহংসগণের স্বরূপজ্ঞানার্থ পরমহংসোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে।—চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে। যাঁহার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়াছে, তাঁহাকেই যোগী বলা যায় এবং যাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারাই পরমহংসপদবাচ্য। এই পরমহংসগণের মধ্যে নিরুদ্ধমনা ব্যক্তি বিমুক্তিদশায় অণিমাদি সিদ্ধিবিষয়ে আসক্ত হইয়া, কেহ আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন এবং কেহ বা বিপর্য্যস্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন; এই জন্যই পরমহংসপদাশ্রয় কর্ত্তব্য। পরমহংসগণ বিবেকবলে ঐশ্বর্য্যের অসারতা বুঝিয়া তাহা হইতে বিরক্ত হন। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, চিদাত্মার শক্তি নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং ঐন্দ্রজালিকবৎ সংসারে জ্ঞানিবৃন্দের কুতূহল জন্মে না। যিনি পরমহংস, তিনি বিদ্যাপ্রভাবে যে বিধিনিষেধ অতিক্রম করেন, তাহাতে শিষ্টবিজ্ঞান হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, কলিযুগে সকলেই বাক্যে ব্রহ্ম বলিবে, কিন্তু তাহারা শিশ্নোদরনিরত হইয়া ব্রহ্মানুষ্ঠান করিবে না। এই জন্যই যোগী পরমহংসগণের পন্থা কি, এই প্রকার প্রশ্ন

হইয়াছে। অধিকন্তু অধিকারপ্রাপ্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই যোগ ; অতএব যোগী ও পরমহংস এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে, যাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত ও অসঙ্গ, তাদৃশ যোগী পরমহংসগণের পন্থা কি ? ইহাই প্রশ্ন। বশিষ্ঠসংহিতায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত আছে যে, বশিষ্ঠ-সকাশে মৈত্রেয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আত্মজ্ঞানিগণের মধ্যে অগ্রণী ; অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কি আতিশয্য আছে, তাহা বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের কোন বিষয়ে বিশেষ আসক্তি জন্মে না, তাঁহারা নিত্য সন্তুষ্ট, প্রসন্নচিত্ত এবং নিরন্তর আত্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থিতি করে। যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ এবং যোগসিদ্ধ, তাঁহারা যে গগনপথে গমন করিতে সমর্থ হন, ইহা বিচিত্র নহে। জীবন্মুক্তের ইহাই বিশেষ যে, তাঁহারা মূঢ়বুদ্ধিগণের সদৃশ নহেন, জীবন্মুক্তেরা সকল বিষয়ে আস্থা পরিহার পুরঃসর নিয়ত নির্ব্বিষণ্ণচিত্তে থাকেন। আর ইহাই জ্ঞানিবৃন্দের বিশেষ চিহ্ন যে, তাঁহাদিগের সংসার-মায়া ও ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়াছে ; কিন্তু মূঢ়মতি ব্যক্তিগণের মদনকোপ, বিষাদ, মোহ ও লোভাদিহেতু সর্ব্বদাই লঘুত্ব প্রকাশিত হয়। অধুনা যোগী পরমহংসগণের পন্থা কিরূপ, তাঁহারা কি প্রকারে অবস্থান করিবেন, ইহা ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার ঋষির সকাশে জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ সনৎকুমার দেবর্ষির শোকবিদূরণার্থ বলিতেছেন ॥ ১ ॥

যোঽয়ং পরমহংসমার্গো লোকেষু দুর্লভতরো ন তু বাহুল্যোঽপি যদ্যেকোঽপি ভবতি স এব নিত্যপূতস্থ ইতি স এব বেদপুরুষ ইতি বিদুষো মন্যতে ॥ ২ ॥

উল্লিখিত প্রশ্নে শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ প্রশংসাবাদ হইতেছে।—যে পরমহংসপথ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা লোকে অতি দুষ্প্রাপ্য। যখন এই পরমহংসপথ অতি দুষ্প্রাপ্য হইল, তখন লোকের অনাদর জন্মিতে পারে, কেন না, যে অর্থ অতি কষ্টসাধ্য, তাহা অনর্থমধ্যে গণনীয়। ফলতঃ ইহার যদিও বাহুল্য হউক, তথাপি অনাদরণীয় নহে। সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হয়, পরন্তু সেই যত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেও কোন ব্যক্তিমাত্র আমাকে প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে। এই ন্যায়ানুসারে এক ব্যক্তিও যদি কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই উক্ত উপদেশ অন্বর্থ বলিয়া বোধ করা যায়। জাবালোপনিষদে বিবৃত আছে যে, সংবর্ত্তক, অরুণনন্দন শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক ইত্যাদি মহাত্মারাই পরমহংস। তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় অব্যক্তলিঙ্গ ও অব্যক্তাচার এবং কেহ কেহ অনুন্মত্ত আর কেহ কেহ উন্মত্তবৎ। উক্ত পরমহংসগণের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই নিত্য পূতস্থ, অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ হয়

এবং সে যে কেবল যোগী ও পরমহংস, তাহা নহে, বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মপুরুষস্বরূপও হইতে পারে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ব্রহ্মানুভব দ্বারা চিত্তবিশ্রান্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁহাদিগের কর্তৃকই উক্ত মত অনুমোদিত হইয়াছে। অন্যান্য মনীষীরাও উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন। স্মৃতিতে বর্ণিত আছে যে, যিনি দর্শনস্পর্শনাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান, তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কেবল ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

মহাপুরুষো যচ্চিত্তং তৎ সদা ময্যেবাবতিষ্ঠতে তস্মা-দহঞ্চ তস্মিন্নেবাবস্থীয়তে ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরমহংসগণের স্থিতি কি প্রকার? তাহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহার মন আমাতে অবস্থিত, সেই ব্যক্তিই মহাপুরুষ। অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে সংসারগোচর মনোবৃত্তি-সমূহের নিরোধহেতু আত্মাতে স্থাপনপ্রযুক্ত ভগবান্ শাস্ত্রসিদ্ধ পরমাত্মাকে স্বীয় অনুভব দ্বারা পরামর্শ পূর্ব্বক "আমাতে" এই প্রকার ব্যপদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু যোগী ব্যক্তি আমাতে মনোনিবেশ করে, অতএব আমিও পরমাত্মস্বরূপে সেই যোগীতে প্রকাশিত হইয়া অবস্থান করি ॥ ৩ ॥

অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরস্যোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ ॥ ৪ ॥

অতঃপর পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত পন্থা উপদেশ করিতেছেন।— জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ জ্ঞানবান্ ছিলেন, পরমহংস ব্যক্তি তদ্রূপ গৃহস্থাবস্থাতেই জ্ঞানবান্ হইয়া চিত্তবিশ্রান্তি-বৃদ্ধির জন্য স্বপুত্র, মিত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, শিখা, যজ্ঞোপবীত, যাগ, স্বাধ্যায়াদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বসম্বন্ধ বিসর্জ্জন করিয়া দেহের উপযোগার্থ এবং লোকোপকারার্থ দণ্ড, কৌপীন ও আচ্ছাদন ধারণ করিবে। জ্ঞানিবৃন্দের অর্থসিদ্ধির জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ হইলেও জ্যোতিষ্টোমযাগে "কৃষ্ণবিষাণদ্বারা কণ্ডুয়ন করিবে" প্রভৃতি প্রতিপত্তিবৎ ইহাকে লৌকিক ও বৈদিকত্যাগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি এ কথা বল, অধুনা 'জ্ঞানামৃত-সন্তুষ্ট কৃতকৃত্য ব্যক্তির কোন কর্ত্তব্য নাই এবং যে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তব্য-কর্ম্মের বশীভূত, তিনি তত্ত্বজ্ঞ নহেন' এই স্মৃতির বিরোধ হয়, তাহা নহে, কেন না, জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও যে ব্যক্তির চিত্তবিশ্রান্তি ঘটে নাই, তাহার মন পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং বিশ্রান্তির জন্য কর্ত্তব্যকার্য্যের সদ্ভাবে কৃতকৃত্যতা হইতে পারে না; অতএব চিত্তবিশ্রান্তির অন্তরায় কারণই

দৃষ্টফল এবং তাহার সম্ভাবহেতু শ্রবণাদি বিধির ন্যায় নানা দৃষ্টফল কল্পনা হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানাভিলাষীর ন্যায় জ্ঞানী গৃহস্থ ব্যক্তিও নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, উপবাস ও জাগরণাদি কর্ম্ম করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এখানে বন্ধাদিশব্দে ভৃত্য, পশু, ক্ষেত্রাদিলৌকিকপরিগ্রহাদি এবং "শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ" প্রভৃতি চকারে তদর্থোপযুক্ত পদবাক্যপ্রমাণ শাস্ত্র, বেদের পোষক ইতিহাস-পুরণাদি গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঔৎসুক্য দূর করিবার জন্য প্রয়োজন কাব্যনাটকাদি শাস্ত্রেরও ত্যাগ বুঝিতে হইবে আর সর্ব্বকর্ম্মশব্দে লৌকিক, বৈদিক, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিষিদ্ধ কাম্যকর্ম্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। পুত্রাদি বিসর্জ্জন করিলেই ঐহিকভোগেরও বিসর্জ্জন হইল। আর সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন করিলেই চিত্তবিক্ষেপকারিণী পরকালের ভোগাশার বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড-বিসর্জ্জন করিলে ব্রহ্মাণ্ডলাভের কারণস্বরূপ বিরাট্ পুরুষের উপাসনারও ত্যাগ হয় এবং অব্যাকৃত আত্মলাভের হেতুস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের আরাধনা থাকে না। আর "আচ্ছাদনঞ্চ" এই চকারদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পরমহংসবৃন্দ পাদুকাগ্রহণ করিতে পারে। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, পরমহংস ব্যক্তি কৌপীনদ্বয়, বস্ত্র, শীত-নিবারিণী কন্থা এবং পাদুকাগ্রহণ করিবে, কিন্তু এই সমস্ত ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। কৌপীন গ্রহণ

করার কারণ এই যে, উহা দ্বারা লজ্জাদি নিবারণ হয়, এইমাত্র স্বদেহের উপভোগ। দণ্ডধারণ করার হেতু এই যে, উহা দ্বারা গোসর্পাদির দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। আচ্ছাদনশব্দে শীতবস্ত্রাদি ধারণ করিবে এবং পাদুকাগ্রহণ করিলে উচ্ছিষ্টদেশ-স্পর্শাদির নিবারণ হইয়া থাকে। দণ্ডাদি ধারণ করিলে যদি লোকে বিবেচনা করে যে, এই ব্যক্তি উত্তমাশ্রমী, তাহা হইলে তাহাকে প্রণাম ও ভিক্ষাদানের ইচ্ছা হয়; সুতরাং লোকের পুণ্য জন্মে, ইহাই লোকোপকার। আর সন্ন্যাসগ্রহণে শিষ্টাচাররক্ষণও হইয়া থাকে॥ ৪॥

তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কো মুখ্যঃ? ইতি চেদয়ং মুখ্যো ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখং ন যজ্ঞোপবীতং ন স্বাধ্যায়ং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ন চ শীতং ন চোষ্ণম্॥ ৫॥

পরমহংসগণের কৌপীনাদিগ্রহণের অনুকল্পত্ব প্রতিপাদনাভিলাষে কৌপীনাদি পরিগ্রহের মুখ্যত্ব প্রতিষেধ করিতেছেন।—পরমহংস যোগিগণের কৌপীনাদিগ্রহণ মুখ্যকল্প নহে, উহা অনুকল্প, পরন্তু সন্ন্যাসিবৃন্দের দণ্ডধারণই মুখ্য, সুতরাং দণ্ডপরিত্যাগ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রান্তরে বিবৃত আছে যে, সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বদাই দণ্ডাত্মসংযোগ কর্ত্তব্য, ক্ষণকালও দণ্ডবিসর্জ্জন করিয়া গমন করিবে না।

বিশেষতঃ "দণ্ডত্যাগে শতং চরেৎ" প্রভৃতি প্রমাণে দণ্ড-ত্যাগে শতবার প্রাণায়ামরূপ প্রায়শ্চিত্তস্মরণ আছে। যদি বল, পরমহংস যোগিবৃন্দের মুখ্য কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—ইহাই পরমহংসগণের মুখ্য যে, পরমহংস যোগী ব্যক্তি দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত, স্বাধ্যায় ও আচ্ছাদন নিরুদ্ধ করিয়া গমন করিবে না। বালকেরা যেরূপ যৎকালে, ক্রীড়াতে আসক্ত থাকে, তখন তাহাদিগের শীতাদি বোধ থাকে না, তদ্রূপ যোগিগণ নিরন্তর পরমাত্মাতে আসক্ত থাকে; সুতরাং যোগী পরম-হংসের শীত, উষ্ণ ও বর্ষাদির বোধ থাকে না; অতএব তাহাদের শীতাদিনিবারণ নিমিত্ত সুখভোগ হয় না॥ ৫॥

ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানঞ্চ ষড়ূর্শ্মিরহিতং ন শব্দং ন স্পর্শং ন রূপং ন রসং ন গন্ধং ন চ মনো-হপ্যেবং নিন্দা-গর্ব্ব-মৎসর-দম্ভ-দর্পেচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-রোষ-লোভ-মোহ-মদ-হর্ষাসূয়াহঙ্কারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে॥ ৬॥

পরমহংসগণের সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান নাই, কেহ স্তুতিবাদ করিলেও তাঁহারা প্রীত হয়েন না, বা তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেও বিষণ্ণ হয়েন না, আর যখন তাঁহারা আত্মাতিরিক্ত পুরুষান্তর স্বীকার করেন না, তখন

তাঁহাদিগের কি মান কি অপমান সকলই সমান। আর তাঁহাদিগের শত্রু, মিত্র, রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বভাবও নাই এবং ষড়ূর্ম্মি, (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু) ইহাদিগের কিছুই পরমহংস যোগিগণের লক্ষ্য হয় না, কেন না, ক্ষুত্তৃষ্ণা দেহধর্ম্ম এবং যোগিবৃন্দ আত্মনিষ্ঠ ; সুতরাং তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসাদি না থাকাই উচিত। আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মন, এই সমস্তও পরমহংসদিগের সমান। সমাধিসময়ে যোগিগণের শীতাদি না থাকিলেও উত্থান-দশাতেও সংসারিবৎ নিন্দাদিক্লেশ বিঘ্নসম্পাদন করিতে পারে না, যেহেতু, তাঁহারা নিন্দা, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দর্প, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, রোষ, মোহ, মদ, হর্ষ, অসূয়া ও অহঙ্কারাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। পরমহংসগণ অবিরোধী পুরুষ, তাঁহাদিগের রোষ ও মদসম্ভব নাই, অর্থাৎ নিজ মাহাত্ম্যের যে দোষোক্তি, তাহাই নিন্দা ; আমি অন্য হইতে অধিক, এই প্রকার চিত্তবৃত্তিই গর্ব্ব, আমি বিদ্যা ও ধনাদিদ্বারা অমুকের তুল্য হইব, এই প্রকার বুদ্ধিই মাৎসর্য্য ; পরের নিকট জপধ্যানাদি-প্রদর্শনই দম্ভ ; তিরস্কারাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দর্প ; ধনাদির বাসনাই ইচ্ছা ; শত্রুনাশাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দ্বেষ ; অনুকূল দ্রব্যপ্রাপ্তি হইলে যে বুদ্ধির স্বাস্থ্য, তাহাই সুখ ; ইহার বিপরীতই দুঃখ ; স্ত্রীপ্রভৃতির বাসনাই কাম ; অভীষ্ট অর্থের

নাশজন্য যে বুদ্ধির চপলতা, তাহাই ক্রোধ ; প্রাপ্তধনত্যাগে যে অসহিষ্ণুতা, তাহাই লোভ ; হিতে অহিতবুদ্ধি এবং অহিতে হিতবুদ্ধিই মোহ ; চিত্তস্থিত সন্তোষপ্রকাশক মুখবিকাশাদিহেতু যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই হর্ষ ; পরগুণে যে দোষপ্রদর্শন, তাহাই অসূয়া ; দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আত্মত্বভ্রম, তাহাই অহঙ্কার। পূর্ব্বকথিত বাসনাক্ষয়াভ্যাস দ্বারা এই সমস্ত নিন্দাদি পরিহার পুরঃসর যোগিবৃন্দ অবস্থান করেন। যোগিগণের শরীর বিদ্যমান আছে ; সুতরাং কি প্রকারে তাঁহারা নিন্দাদি বিসর্জ্জন করিতে পারেন ? এই আশঙ্কানিরাসার্থ বলিতেছেন।—যোগিবৃন্দ নিজ দেহকে মৃতবৎ দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের নিন্দাদিত্যাগে কোন বাধা নাই। পূর্ব্বে যে দেহকে আত্মীয়জ্ঞান করিতেন, যোগসিদ্ধির পর তাঁহারা চৈতন্যস্বরূপ হইয়া সেই দেহকে শববৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। যেরূপ লোকে স্পর্শভয়ে দূর হইতে শব দর্শন করে, যোগীরা তদ্রূপ দেহে আত্মবৃত্তি হয়, এই আশঙ্কায় দেহকে শববৎ তুল্য বোধে আত্মানুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যতস্তদ্বপুধ্বস্তং সংশয়-বিপরীত-মিথ্যাজ্ঞানানাং যো হেতুস্তেন নিত্যনিবৃত্তঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পরমহংস যোগিবৃন্দ দেহকে শবতুল্য বোধ করেন। এই শ্রুতিতে তাহার

হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।—যেহেতু, উক্ত দেহ চিদাত্মভাব হইতে নিরাকৃত; সুতরাং চৈতন্যভ্রষ্ট শরীরের শবতুল্যতাই সঙ্গত; কাজেই দেহবিদ্যমানেও নিন্দাদিত্যাগ ঘটিতে পারে। যেরূপ উৎপন্ন দিগ্‌ভ্রম সূর্য্যোদয়দর্শনে নিবৃত্ত হইলেও কদাচিৎ তাহার অনুবর্ত্তন হয়, তদ্রূপ চিদাত্মাতে সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইলে নিন্দাদির প্রসঙ্গ হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলা যাইতেছে।—আত্মা কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট অথবা কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মশূন্য প্রভৃতি সংশয়জ্ঞান এবং দেহাদিরূপই আত্মা, অথবা তাহার বিপরীত। ইহাদিগের হেতু চারি প্রকার। "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখ্যাতিরবিদ্যা" এই পাতঞ্জলসূত্রেই ইহা প্রদর্শিত আছে, অর্থাৎ অনিত্য পর্ব্বত, নদী, সমুদ্রাদিতে নিত্যত্বভ্রান্তিই প্রথম হেতু, অশুচি পুত্রকলত্রাদিতে শুচিভ্রম দ্বিতীয় হেতু, দুঃখাত্মক কৃষিবাণিজ্যাদিতে সুখভ্রম তৃতীয় হেতু আর গৌণাত্মা পুত্রাদি এবং অন্নময়াদিকোষে মুখ্যাত্মত্বভ্রমই চতুর্থ হেতু। এই সমস্ত সংশয়াদির হেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের আচ্ছাদক অজ্ঞান ও বাসনা, মহাবাক্যার্থজ্ঞানে এই অজ্ঞানের নাশ হয় এবং যোগাভ্যাসে বাসনার শান্তি হইয়া থাকে। যোগিগণের ভ্রান্তির অভাবনিবন্ধন কোন প্রকারেও তাহাদিগের সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ এই দুইটি সংশয়াদির হেতু যে অজ্ঞান ও বাসনা, যোগিগণের এই দুইটি হেতুই নিবৃত্ত আছে। যোগিবৃন্দের

অজ্ঞান ও বাসনার নিবৃত্তি নিরন্তরই থাকে ; সুতরাং পুনরায় সেই অজ্ঞান ও বাসনার উদ্ভব অসম্ভব। অতএব বুঝা গেল যে, পরমহংস যোগী নিরন্তর অজ্ঞানশূন্য ॥ ৭ ॥

তন্নিত্যবোধঃ তৎস্বয়মেবাবস্থিতিরিতি ॥ ৮ ॥

অতঃপর যোগী পরমহংসবৃন্দের যে বাসনা ও অজ্ঞান নিরন্তর নিবৃত্ত থাকে, তাহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।— পরমাত্মাতেই যোগিবৃন্দের নিত্যজ্ঞান আছে, তাঁহারা "যোগী হি বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" এই শাস্ত্রানুসারে যোগবলে চিত্তবিক্ষেপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা করিয়া থাকেন ; সুতরাং যোগিবৃন্দের জ্ঞানের নিত্যতা বুঝিতে পারা যায় এবং জ্ঞানের নিত্যতা হেতু জ্ঞাননাশ্য অজ্ঞান ও বাসনার নিত্যনিবৃত্তি হইতে পারে ; সুতরাং যিনি বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্ম, তৎস্বরূপ স্থির করিয়া তাঁহাদিগের অবস্থিতি হয়, তাঁহারা নিরন্তর পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন ॥ ৮ ॥

তং শান্তমচলমদ্বয়ানন্দবিজ্ঞানঘন এবাস্মি তদেব মে পরমং ধাম তদেব শিখা চ তদেবোপবীতঞ্চ যদা পদে নিত্যপূতস্থঃ তদেবাবস্থানম্ ॥ ৯ ॥

যে পরমাত্মা শান্ত (রোষাদিবিক্ষেপশূন্য), অচল (গমনাগমনাদিক্রিয়াবিহীন) এবং অদ্বয়, (স্বগত স্বজাতীয়

ও বিজাতীয় ভেদশূন্য) সেই সচ্চিদানন্দই একরসস্বরূপ; আমিই সেই পরমাত্মা এবং সেই ব্রহ্মই মদীয় শ্রেষ্ঠ ধাম, পরমহংসবৃন্দ এই প্রকার চিন্তা করিবে। অতঃপর পরমহংসগণের আচারত্যাগে দোষ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন।—জ্ঞানই পরমহংসগণের শিক্ষা, জ্ঞানই যজ্ঞোপবীত এবং জ্ঞানই কর্ম্মাঙ্গমন্ত্র ও ব্রহ্ম। "সশিখং বপনং কৃত্বা" প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মোপনিষদে আথর্ব্বণিকগণকর্ত্তৃক কেবল জ্ঞানই স্বীকৃত হইয়াছে। সেই জ্ঞান সঞ্চিত হইলেই যোগিবৃন্দ নিত্যপূতস্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া যে অবস্থিতি করেন, তাহাই জ্ঞানিগণের অবস্থান; কিন্তু এই গ্রন্থ শিষ্টদিগের আদরণীয় নহে ॥ ৯ ॥

পরমাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভগ্নঃ যা সা সন্ধ্যা। সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যাজ্যাদ্বৈতে পরমস্থিতিঃ ॥১০॥

এক্ষণে সন্ধ্যালোপে দোষ আশঙ্কা করিয়া বলা যাইতেছে।—জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানে উভয়ের যে পার্থক্য, তাহাই সন্ধ্যা, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান জন্মিলে তাহাদিগের যে ভেদবোধ, এই একত্ববুদ্ধিই জীব ও ব্রহ্মের সন্ধিতে জাত; সুতরাং ইহাই দিবারাত্রির সন্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান সন্ধ্যাক্রিয়ার তুল্য; অতএব পরমহংসগণের বাহ্যসন্ধ্যা-বিসর্জ্জনে প্রত্যবায় নাই। পরমহংসগণের মার্গ

কি? "স্বপুত্র" প্রভৃতি বাক্যে তাহার উত্তর কথিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের স্থিতি কিরূপ? "মহাপুরুষ"প্রভৃতি বাক্যে তাহারও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, অধুনা তাহাই সবিস্তার উপসংহার করিতেছেন।—ফলতঃ পরমহংসবৃন্দ যাবতীয় কাম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অদ্বৈত পরমাত্মাতে অধিষ্ঠান করিবে। কামনা বিদ্যমান থাকিলেই রোষ-লোভাদির উৎপত্তি হয়, সুতরাং কামনাবিসর্জ্জনে সমস্ত চিত্তদোষই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; অতএব বাজসনেয়ীরা বলিয়া থাকেন যে, কামময়ই পুরুষ॥ ১০॥

জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ॥
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্।
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ॥ ১১॥

পরমহংসগণের কর্ম্মমার্গবিসর্জ্জনে দোষ না হইলেও চতুর্থাশ্রমবিহিত লিঙ্গত্যাগে দোষ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন।—ত্রিদণ্ডিগণের তিন প্রকার দণ্ড আছে;—বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড। একদণ্ডীদিগের দণ্ড দুই প্রকার;—জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ড। দক্ষ ইহা-দিগের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, বাগ্দণ্ডে মৌন অবলম্বন করিবে, কাষ্ঠদণ্ডে ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিবে এবং মানসদণ্ডে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। বাগাদির দমনহেতু মৌনাদিকে

যেরূপ দণ্ড বলা যায়, তদ্রূপ জ্ঞানই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকার্য্যের দমনহেতু জ্ঞানের দণ্ডত্ব হইতেছে! যে পরমহংস এই জ্ঞানদণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারই নাম মুখ্যদণ্ডী। চিত্তবিক্ষেপ দ্বারা জ্ঞানদণ্ডের বিস্মৃতি হইতে পারে, এই জন্য জ্ঞানদণ্ডের স্মারকস্বরূপ কাষ্ঠদণ্ড গ্রহণ করে ইহা জানিয়াও যে পরমহংস কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বেশকরণার্থ কাষ্ঠদণ্ড গ্রহণ করেন, সেই পরমহংস নানাপ্রকার যাতনোপেত ঘোর মহারৌরবনামক নিরয়ে নিমগ্ন হন। যে হেতু, পরমহংসবৃন্দ বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যজ্ঞান ত্যাগ করত সকলই আহার করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার বেশাদি করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দণ্ডধারণ সর্ব্বথা নিন্দিত। যিনি এই প্রকার জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ডের উত্তমতা-ধমতা বুঝিয়া কেবল জ্ঞানদণ্ডই গ্রহণ করেন, তিনিই মুখ্য পরমহংসপদবাচ্য ॥ ১১ ।

আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্বষট্কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ভিক্ষুঃ ॥ ১২ ॥

পরমহংস যোগিবৃন্দের কাষ্ঠদণ্ডধারণ না হইলেও তাঁহাদিগের অপরাপর আচরণ কি প্রকার, এই আশঙ্কা-নিরাসার্থ বলা যাইতেছে।—পরমহংসগণ নগ্ন হইয়া থাকিবে এবং তাঁহারা প্রণাম করেন না। শ্রুতিতে কথিত আছে

যে, পরমহংসগণ নির্নমস্কার ও নিঃস্তুতি। আর শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াতেও তাঁহাদিগের স্বধাশব্দ উচ্চারণ করিতে নাই; অন্যে তাঁহাদিগকে নিন্দা করিলে তাঁহাদিগের কষ্টের শান্তি হয় এবং তাঁহারা কাহারও নিন্দা বা স্তুতিবাদ করিবেন না; বষট্‌কার উচ্চারণেও তাঁহারা অধিকারী নহেন। পরমহংস ভিক্ষুকেরা কোন নিয়মের বশীভূত হইবেন না॥ ১২॥

নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রো ন ধ্যানং নোপাসনঞ্চ ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথক্ নাপৃথক্ নাহং ন ত্বম্ ন সর্ব্ব-ঞ্চানিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুর্হাটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ন লোকং নাবলোকনঞ্চ॥ ১৩॥

পূর্ব্বকথিত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, "পরমহংস যোগিবৃন্দের কোন নির্ব্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাঁহারা কোন নিয়-মের বশীভূত নহেন, তাঁহারা যথেচ্ছাচারী; ভিক্ষাচরণ, জপ, শৌচ, স্নান, ধ্যান, দেবার্চ্চন, এই ষট্‌কর্ম্ম রাজদণ্ডের ন্যায় পরমহংসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।" এই শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগের ভিক্ষাচরণাদি নির্ব্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে। অধুনা মুখ্যের ভেদদর্শিত্বহেতু তাহাও সম্ভবিতেছে না। এই অভি-প্রায়ে বলিতেছেন।—পরমহংস যোগিগণের আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই, মন্ত্র নাই এবং ধ্যান বা উপাসনা কিছুই নাই। ধ্যানশব্দার্থ স্মরণ এবং উপাসনাশব্দার্থ পরিচর্য্যা;

সুতরাং ধ্যান ও উপাসনার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পরমহংস-বৃন্দের যেরূপ স্তুতিনিন্দাদি লৌকিক ধর্ম্ম নাই, তদ্রূপ দেবার্চ্চনাদি শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম এবং তত্ত্বমস্যাদি জ্ঞানশাস্ত্রীয় ধর্ম্মও নাই। সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ তৎ-পদের লক্ষ্য এবং শরীরাদিবিশিষ্ট চৈতন্য ত্বং-পদের বাচ্য, এই প্রকার লক্ষ্যালক্ষ্যও তাঁহাদিগের নাই, অর্থাৎ যোগিগণ লক্ষ্যালক্ষ্য-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। চিৎপদার্থ জড় হইতে পৃথক্ ইত্যাদি প্রকারে তাঁহাদিগের পৃথক্ অপৃথক্ বোধ নাই, আর স্বশরীরনিষ্ঠবাচ্য অহং এবং পরশরীরনিষ্ঠবাচ্য ত্বং পদার্থ, এই প্রকার বোধও পরমহংসগণের থাকে না। যেহেতু, তাঁহাদিগের মন ব্রহ্মে বিশ্রান্ত থাকে; সুতরাং সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই প্রকার জ্ঞানও পরমহংসগণের অসম্ভব। তাঁহারা সর্ব্বদা বাসার্থ কোন আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, নিয়ত অনাশ্রয়ে অবস্থিতি করিবেন। যদি তাঁহারা সর্ব্বদা বাসের জন্য কোন মঠাদি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সেই মঠে মমতা জন্মে এবং সেই মঠের হ্রাসবৃদ্ধিতে মনের বিক্ষেপ হইতে পারে। এই প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য নহে, কেন না, তাহাতে মমতা জন্মিলে মনের চাঞ্চল্য ঘটিতে পারে; সুতরাং যোগী পরমহংসবৃন্দ ভিক্ষাচরণ ও আচমনার্থ সুবর্ণরৌপ্যাদি পাত্র গ্রহণ করিবেন না। যম বলিয়াছিলেন যে, কাঞ্চননির্ম্মিত পাত্র ও কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত পাত্র

যতিগণের পক্ষে অপাত্রমধ্যে গণনীয় ; অতএব জ্ঞানী ভিক্ষুক-বৃন্দ তাহা পরিত্যাগ করিবেন ; আর পরমহংস যোগিগণ লোক পরিত্যাগ করিবেন অর্থাৎ শিষ্যাদিগ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ অথবা তাঁহারা জনসমাজে গমন করিবেন না, পরন্তু নিকটে কোন ব্যক্তি সমাগত হইলেও তাঁহারা সে লোকের প্রতি নেত্রপাত করিবেন না ॥ ১৩ ॥

অথাবলোকনমাত্রেণ অবাধক ইতি চেৎ তদ্‌বাধকোঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কসো ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং যো ন দৃষ্টঞ্চ ন স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে ॥ ১৪ ॥

ইত্যগ্রে যোগিগণের লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারবশতঃ বাধকসমূহের ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, অধুনা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অত্যন্ত বাধক প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার বর্জ্জন কথিত হইতেছে।—যদিও পরমহংসগণের বাধকসম্ভব আছে বটে, তথাপি তাঁহারা দর্শনমাত্রই অবাধক হইতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহারা দর্শনমাত্র সকল বিঘ্ন দূর করিতে সমর্থ হন। হিরণ্যাদিই যোগিগণের যোগসাধনে বিশেষ বাধক, তাহাতেও যোগের বিঘ্ন জন্মাইতে সমর্থ হয় না। যোগীরা কাঞ্চনের

বাসনা করিয়া তাহা দর্শন করিলে তাঁহারা ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, অন্য সকলই মিথ্যা, এই প্রকার অস্বীকারেই ব্রহ্মহত হইতেছেন। হিরণ্যের প্রতি আদর করিলেই তাঁহাদিগের ঐ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। *স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যিনি "ব্রহ্ম নাই" এই প্রকার বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানীকে হিংসা করেন* এবং যিনি অভূত ব্রহ্মবাদী, এই তিন জনই ব্রহ্ম-হত্যাকারী বলিয়া কথিত। কিংবা যে পরমহংস কাঞ্চনের আদর করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপভাগী হইয়া নিরয়ে নিমগ্ন হন। যে যোগী কাঞ্চনের প্রতি আদর করিয়া তাহা স্পর্শ করেন, তিনি চণ্ডাল সদৃশ হন। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যে ভিক্ষু সজ্ঞানে রেতস্ত্যাগ করেন এবং যিনি দ্রব্য সংগ্রহ করেন, এই দুই প্রকার ভিক্ষুই নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। আর যে পরমহংস কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন, তিনি আত্মহত্যাপাপে নিমগ্ন হন, অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মার হিরণ্যসঙ্গিত্বহেতু ভোক্তৃত্ব-স্বীকার করেন। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যিনি একরূপে বিদ্যমান, আত্মাকে অন্যরূপে প্রতিপাদন করেন,সেই আত্মা-পহারী তস্কর কি পাপ না করিতে পারে? শ্রুতিও আত্ম-হত্যাকারীর অন্ধতামিস্র নামক নিরয় নিরূপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মহত্যাকারী, তাঁহারা ইহধাম হইতে পরধামে যাইয়া সূর্য্যাবিহীন এবং তমসাচ্ছন্ন স্থানে গমন

করে। আর যে সমস্ত যোগী কাঞ্চনপ্রাপ্তিকামনায় তাহা দর্শন করেন না, স্পর্শ করেন না, গ্রহণ করেন না, বাসনা করেন না, পরন্তু কাঞ্চনের দর্শন, স্পর্শন ও গ্রহণের ন্যায় বাসনাপূর্ব্বক কাঞ্চনবৃত্তান্ত শ্রবণ, তাহার গুণকথন এবং তাহার ক্রিয়াদি ব্যবহারও পাপহেতু; সুতরাং হিরণ্য-ত্যাগী ব্যক্তিরাই সর্ব্বকাম-বিশিষ্ট হইতে পারেন ॥ ১৪ ॥

দুঃখেনোদ্বিগ্নঃ সুখে নিস্পৃহঃ ত্যাগো রাগে সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন প্রমোদঞ্চ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গতিরুপরমতে জ্ঞানে স্থিরস্তুঃ য আত্মন্যেবাবস্থীয়তে স এব যোগী চ স এব জ্ঞানী চ॥ ১৫ ॥

স্থিতপ্রজ্ঞত্বই কামনাবিনাশের ফল বলিয়া অভিহিত অর্থাৎ যিনি দুঃখে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং সুখে কামনা করেন না, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। সুখ ও দুঃখে যিনি চঞ্চল হন না, সুতরাং সুখদুঃখের সাধনও তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। পরমহংসবৃন্দ ফলানপেক্ষী হেতু ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধন বস্তুতে আসক্তি বিসর্জ্জন করেন,যেহেতু,তাঁহারা শুভাশুভ সমস্ত বিষয়েই বাসনাহীন। যাঁহারা আসক্তি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রতিকূল দ্রব্য দেখিয়া হিংসা করেন না এবং অনুকূল দ্রব্যেও তাঁহাদের আনন্দবোধ হয় না। তাঁহাদিগের যাবতীয়

ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়, অর্থাৎ সুখসাধনে বা দুঃখদূরী-করণে যোগিগণের কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তি থাকে না। ফল কথা, যিনি জ্ঞানসাধনে নিশ্চল হইয়া আত্মাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই যোগী আর তিনিই জ্ঞানী। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে, বিরাগী জ্ঞানতৎপর যোগীর যে সুখ হয়, সুরপতি ইন্দ্র কিংবা সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিরও সেরূপ সুখ হইতে পারে না। পরন্তু ইন্দ্রিয়ের উপরতি হইলে কদাচ আত্মার নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে কোন অন্তরায় জন্মিতে পারে না। পরমহংস-গণের স্থিতি কি প্রকার? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও সবিস্তার উত্তর পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অধুনা পুনরায় কাঞ্চনত্যাগ-প্রসঙ্গে তাহাই বিশদীকৃত হইল॥ ১৫॥

যৎ পূর্ণানন্দৈকরসবোধঃ তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি॥ ১৬॥

ইতি পরমহংসোপনিষৎ সমাপ্তা।

অতঃপর জ্ঞানিবৃন্দের সন্ন্যাসের উপসংহার হইতেছে।— যাঁহার পূর্ণানন্দরসজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, যে যোগী জ্ঞানসুধাপানে তৃপ্তিলাভ করি-য়াছেন, ইহধামে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য দৃষ্ট হয় না। পরন্তু

যাঁহার ইহধামে কর্ত্তব্য আছে, তিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ নহেন। উপনিষদাদির অধ্যায়ান্তে শেষবাক্য বারদ্বয় পাঠ্য; এই জন্ম "তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি" এই বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

ইতি শুক্লযজুর্ব্বেদীয় পরমহংসোপনিষৎ সমাপ্ত।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

সামবেদীয়-

সন্ন্যাসোপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ অথাহিতাগ্নির্ম্রিয়তে প্রেতস্থ মন্ত্রৈঃ সংস্কারোপতিষ্ঠতে স্বস্তো বাশ্রমপারং গচ্ছেয়মিতি। এতান্ পিতৃমেধিকানোষধিসম্ভারান্ সম্ভৃত্যারণ্যে গত্বা অমাবস্থায়াং প্রাতরেবাস্তেঽগ্নানুপসমাধায় পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধতর্পণং কৃত্বা ব্রাহ্মেষ্টিং নির্ব্বপেৎ। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদযস্থ জ্ঞানময়ং তপস্তস্মৈষাহুতির্দ্দিব্যা অমৃতত্বায় কল্পতামিত্যেবমত ঊর্দ্ধং যদ্‌ব্রহ্মাভ্যুদয়াদিবৃঞ্চ লোকমিদমমুঞ্চ সর্ব্বং সর্ব্বমভিজস্থ্যঃ সর্ব্বশ্রিয়ং দধতু সুমনস্থমানা ব্রহ্মযজ্ঞানমিতি ব্রহ্মণেঽথর্ব্বণে প্রজাপতয়েঽনুমতয়েঽগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত ইতি হুত্বা যজ্ঞযজ্ঞং

গচ্ছেত্যগ্নাবরণী হুত্বা চিৎসথায়মিতি চতুর্ভিরনুবাকৈরা-
জ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। তৈরেবোপতিষ্ঠতে অথাগ্নেরগ্নি-
মিতি চ দ্বাবগ্নী সমারোপয়েৎ ব্রতবান্ স্যাদতন্দ্রিত
ইতি॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

যোগাভ্যাসবলে যাঁহাদিগের আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই সমস্ত জ্ঞানিবৃন্দের সন্ন্যাসাশ্রয়ই কর্ত্তব্য, এই হেতু সন্ন্যাস ও তাহার ইতিকর্ত্তব্যতানির্ণয়ার্থ সন্ন্যাসোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। আহিতাগ্নি ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মন্ত্র দ্বারা সেই প্রেতের সংস্কার করিতে হয়। আর যদি এরূপ বাসনা থাকে যে, সুস্থ হইয়া চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসগ্রহণ করিব, তাহা হইলেও মন্ত্র দ্বারা সংস্কার করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্রাদ্ধার্হ ওষধি সকল আহরণ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক অমাবস্যা তিথিতে প্রভাতে অন্ত্যেষ্টির জন্য আহবনাদি অগ্নিসমাধানানন্তর পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া ব্রাহ্ম ইষ্টিসম্পাদন করিবে, অর্থাৎ "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদির্যস্য জ্ঞানময়ং তপস্তস্মৈষাহুতির্দ্দিব্যা অমৃতত্বায় কল্পতাং" এই মন্ত্রে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এই প্রকার শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্ববেত্তা হয়। তদনন্তর "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ" প্রভৃতি এবং "ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়ে ব্রহ্মোদ্দেশে চরুহোম

করিয়া অথর্ব্বাদির উদ্দেশে, অর্থাৎ "যদব্রহ্মাভ্যুদয় দিবঞ্চ" প্রভৃতি এবং ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং" প্রভৃতি দুইটি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ব্রহ্মণে স্বাহা, অথর্ব্বণে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা এবং "অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" এই প্রকারে চারিটি আহুতি দিয়া "যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ" প্রভৃতি দুইটি মন্ত্রে অগ্নিতে অরণী, (মন্থানকাষ্ঠদ্বয়) ফেলিয়া দিবে। তাহার বিশেষ এই—"যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ কৃষ্ণগতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা"এই মন্ত্রে অধরারণী আর "এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে বাকঃ সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা" মন্ত্রে উত্তরারণী প্রক্ষেপ করিতে হয়। পরে "ওঁ চিৎসখায়ং" প্রভৃতি অনু-বাক্‌-চতুষ্টয়োক্ত মন্ত্রসমূহে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। "স সর্ব্বজ্ঞঃ" প্রভৃতি মন্ত্রার্থ যথা—যে ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ, (সকল পদার্থের জ্ঞাতা), তিনিই সর্ব্ববিদ্‌, অর্থাৎ প্রাপ্তকাম হইয়া সকল প্রাপ্ত হন এবং যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহার উদ্দেশে যে দিব্য আহুতি প্রদান করিবে, ইহা অমৃত হউক এবং তিনিও অমৃত ; অতএব আমারও অমৃতত্ব হউক। "যদ্‌ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ যথা—যে নক্ষত্রে ব্রহ্মা স্বর্গ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং অদৃশ্যমান পরলোক এই সকল জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে অভিজিৎ কহে ; নক্ষত্র সর্ব্বজনন-কর্ত্তা এবং সুমনস্যমান, এই জন্য ঐ নক্ষত্র সর্ব্বপ্রকার শ্রীপ্রদাম করুক। এই অভিজিৎ নক্ষত্র ব্রহ্মদৈবত ; সুতরাং ইহার স্তবেই ব্রহ্মার স্তব সিদ্ধ হয়। অধুনা "ব্রহ্মযজ্ঞানং

প্রথমং” এই মন্ত্রের অর্থ বিবৃত হইতেছে।—জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মাই অগ্রে মুখ্য বেদজ্ঞান প্রবোধিত করিয়াছেন, এই ব্রহ্মার মুখ্য উপমা নাই, অর্থাৎ ইনি সর্ব্বতোভাবে উপমা-বর্জ্জিত। আর ইনি সৎ ও অসৎ সকলের উৎপত্তি বিবৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ সদসৎ যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। এই প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া অনুবাকোক্ত প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। এই অনুবাক্‌চতুষ্টয় পরে বিবৃত হইল। ইহার অর্থ অনাবশ্যক, কেবল মন্ত্র-মাত্রেই ফললাভ হয়; সুতরাং এই অনুবাকোক্ত মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক আহুতি দিয়া উপাসনা করিবে, তাহাতেই মন্ত্র প্রকা-শিত দেবতা প্রসন্ন হন। প্রথম অনুবাকে একষষ্টিসংখ্য, দ্বিতীয় অনুবাকে ষষ্টিসংখ্য, তৃতীয় অনুবাকে সপ্তত্রিংশৎ এবং চতুর্থ অনুবাকে একোননবতিসংখ্য মন্ত্র আছে, সর্ব্ব-সাকল্যে চারিটি অনুবাকের মন্ত্রসংখ্যা সপ্তচত্বারিংশদধিক-দ্বিশত। এই অনুবাক্-চতুষ্টয়কথিত মন্ত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ আজ্যাহুতি প্রদান পূর্ব্বক সেই সমস্ত মন্ত্রে উপাসনা করিবে। তৎপরে “ময্যগ্নে অগ্নিং গৃহ্লামি” প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি সমারোপণ করিবে, অর্থাৎ আত্মাগ্নিতে জীবকে নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার অগ্নিসমারোপণ দ্বারা সাধক ব্রতনিষ্ঠ ও নিরলস হইতে পারে॥ ১॥

ইতি প্রথম খণ্ড॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তত্র শ্লোকাঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে খিন্নো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
বেদানধীত্যানুজ্ঞাত উচ্যতে গুরুণাশ্রমী॥ ১॥

অতঃপর পূর্ব্বকথিত মন্ত্র সকলের সম্মতি প্রকাশিত হইতেছে।—প্রথমে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ক্রমান্বয়ে এই সকল আশ্রমানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণ করা উচিত। সাধক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুসেবাতৎপর হইয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক গুরুদেবের অনুমতি লইয়া দারা ও অগ্নিগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহারই নাম গৃহস্থাশ্রমী॥ ১।

দারমাহৃত্য সদৃশমগ্নিমাদায় শক্তিতঃ।
ব্রাহ্মীমিষ্টিং যজেত্তাসামহোরাত্রাণি নির্ব্বপেৎ॥ ২॥

তৎপরে সেই আশ্রমী ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে সদৃশ দারা গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসবিধির জন্য অগ্নিষ্টোমাদি সংস্কার সমাধা করিয়া পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মী ইষ্টি (যাগ) করিবে, দেবতাবৃন্দের সন্তুষ্ট্যর্থ দিবানিশি এই যাগ সমাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ একদিন ও একরাত্রি অনাহারে থাকিয়া নিশাভাগে জাগরণ পূর্ব্বক এই যাগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এই যাগ দিবারাত্রিসাধ্য কর্ম্ম॥ ২॥

সংবিভজ্য সুতানর্থৈর্গ্রাম্যকামান্ বিসৃজ্য চ।
চরেত্ত বনচর্য্যেণ শুচৌ দেশে পরিভ্রমন্ ॥ ৩ ॥

অনন্তর পুত্রদিগকে স্বীয় অর্থ বিভাগ করিয়া দিয়া রমণী-সাঙ্গ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তীর্থাদি পবিত্র স্থলে পর্য্যটন করত বনে বনে পরিভ্রমণ করিবে। আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইলে দ্বাদশরাত্রি যাবৎ দুগ্ধ ও হোমাবশিষ্ট বস্তু ভক্ষণ পূর্ব্বক বনে পরিভ্রমণ করত ব্রাহ্মেষ্টি করিবে ॥ ৩ ॥

বায়ুভক্ষ্যোঽম্বুভক্ষ্যো বা বিহিতা নোত্তরৈঃ ফলৈঃ।
স্বশরীরে সমারোপঃ পৃথিব্যাং নাশ্রুপাতকাঃ ॥ ৪ ॥

উক্ত বনপর্য্যটনসময়ে কেবল বায়ু বা কেবল জল সেবন পূর্ব্বক অবস্থিত থাকিবে এবং যাহারা দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা ভিক্ষার্থ গ্রামে গমন করিবে। কিন্তু এ স্থলে দীক্ষার অভাব হেতু গ্রামে গমনও নিষিদ্ধ; সুতরাং তাহারা বৃক্ষাদি-জাত ফল দ্বারা জীবনধারন করিবে এবং উক্ত যোগিগণ ভাবী স্বর্গাদি ফলসাধনে যত্নবান্ হইবেন না। আর ইহাঁরা নিজ শরীরেই অগ্নি সমারোপণ করেন, অর্থাৎ কোষ্ঠাগ্নিতে বাহ্যাগ্নি সমারোপণ করেন। কেন না, পরমহংস-দীক্ষাতে উদরাগ্নিতে লৌকিকাগ্নির সমারোপ পরমহংসোপনিষদে কীর্ত্তিত আছে। যখন এই প্রকারে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে, তখন তদীয় পুত্রগণ পিতার জন্য ধরাতলে অশ্রুপাত করিবে না ॥ ৪ ॥

সহ তেনৈব পুরুষঃ কথং সন্ন্যস্ত উচ্যতে।
সনামধেয়স্তু স কিং যস্মিন্ সন্ন্যস্ত উচ্যতে ॥ ৫ ॥

যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করা সাগ্নিকের উচিত, *ইহাই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে কি প্রকারে তাহার অগ্নিত্যাগ হইতে পারে? এই জন্য কথিত হই-*তেছে।—সাগ্নিক ব্যক্তিকে কোন প্রকারেও সন্ন্যাসী বলা যায় না, এই অগ্নিহোত্রীয় শ্রুতিতে অগিশব্দার্থ চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, ওঙ্কাররূপ অগ্নিই ধ্যেয় এবং তাহা কদাচ ত্যাজ্য নহে। সুতরাং অগিহোত্রীরা আজীবন অগ্নি পরিত্যাগ করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাগ্নিক ব্যক্তিরা ওঙ্কার ত্যাগ করিবে না। যে অগ্নির বিদ্যমানে পুরুষকে সন্ন্যাসী কহে, তাহাই প্রণবাগ্নি, সেই অগি কি নামবিশিষ্ট? তাহা নহে। অগ্নি যেরূপ আহবনীয়াদি শব্দবাচ্য, এই প্রণবাগ্নি তদ্রূপ কোন শব্দবাচ্য নহে,যেহেতু, প্রণবাগ্নি ব্রহ্মার্থক এবং প্রণব যে ব্রহ্মাতিরিক্ত, ইহা অভিমত নহে, পরন্তু ব্রহ্ম কোন শব্দবাচ্য নহে। সুতরাং সন্ন্যাসে এই প্রণবাগ্নি বিসর্জ্জন করিতে নাই ॥ ৫ ॥

তস্মাৎ ফলবিশুদ্ধাঙ্গো সন্ন্যাসং সহতেঽর্চ্চিমান্।
অগ্নিবর্ণং নিষ্ক্রামতি বানপ্রস্থং প্রপদ্যতে ॥ ৬ ॥

অগ্নি প্রত্যক্ষ সন্ন্যাসবিরোধিরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবিরোধী নহে, কেননা, এই প্রণবরূপ অগ্নিই ব্রহ্মস্বরূপ ফলদাতা। তথাপি যদি অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সাধিত এবং ব্রহ্মলোকলাভের হেতুভূত সুকৃতাখ্য তেজের *বিপ্রতিপত্তি থাকে, যেহেতু, সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্ম-*লোকলাভের কারণভূত ফলাভাব আছে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, সন্ন্যাসিবৃন্দের অগ্নিবর্ণ তেজ বহির্গত হয় এবং ঐ তেজই সন্ন্যাসের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করে। "সুকৃত-মপ্যস্য সুজনা দুষ্কৃতং দুর্জ্জা উপজীবন্তি" এই শ্রুতিতে বুঝা যায় যে, যাহারা সন্ন্যাসাধিকারী অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করে নাই, তাহাদিগের যে লোক নিরূপিত আছে, সেই লোক বানপ্রস্থেরই উপযুক্ত ॥ ৬ ॥

লোকান্তার্য্যয়া সহিতো বনং গচ্ছতি সংযতঃ।
ত্যক্ত্বা কামান্ সন্ন্যস্যতি ভয়ং কিমনুষ্ঠতি ॥ ৭ ॥
কিং বা দুঃখং সমুদ্দিশ্য ভোগাংস্ত্যজতি সুস্থিতান্।
গর্ভবাসভয়াদ্ভীতঃ শীতোষ্ণাত্যাং তথৈব চ।
গুহাং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি পরং পদমনাময়ম্ ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বীর মুক্তি হয় না কেন? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—বানপ্রস্থ ব্যক্তি সংযত হইলেও গ্রামাদি হইতে পত্নীর সহিত বনে গমন করে। সুতরাং বুঝা যায় যে, বানপ্রস্থগণ সংযত হইয়াও পত্নীর সহিত পুণ্যসঞ্চয় করে এবং তাহারা ব্রহ্মলোকাদি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ হইতে পারে না। অধুনা মধ্যস্থ ব্যক্তি সন্ন্যাসফলজিজ্ঞাসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে ব্যক্তি বিষয় পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাস অবলম্বন করে, সেই পুরুষ কি ভয়দর্শন করে? কিংবা কোন দুঃখের উদ্দেশে ঘৃণ্যরূপে নিশ্চয় করিয়াও সুস্থির ভোগ পরিত্যাগ করে? ইহার উত্তরে সন্ন্যাসপ্রয়োজন কথিত হইতেছে।—যদিও সংসারে থাকিয়া সুকৃত সঞ্চয় করে বটে, কিন্তু সেই পুণ্যপ্রভাবে কদাচ নরকভোগ হয় না, তথাপি পুণ্য হ্রাস পাইলেই পুণ্যলভ্য স্বর্গাদি লোক হইতে অবতরণ হয়; অতএব তাহাদিগের গর্ভবাসপরিহার অশক্য। অতএব সেই গর্ভবাসভয়ে বিত্রস্ত এবং পুণ্যশীল দেহীর শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বপরিহার কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীরা সংসারভয়ে ভীত হইয়া বলেন যে, যে স্থানে কোন উপদ্রব নাই, আমরা তদ্রূপ গুহাদি স্থলে প্রবেশ করিতে বাসনা করি। সন্ন্যাসগ্রহণসময়ে গুরু "ত্যক্ত্বা কামান্" প্রভৃতি মন্ত্র এবং শিষ্য "গর্ভভীরুভয়াদ্ভীত" প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিবেন ॥ ৭-৮ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি সন্ন্যস্যাগ্নিমপুনরাবর্ত্তনং মন্যুর্জ্জায়ামাবহদিতি। অথাধ্যাত্মমন্ত্রান্ জপন্ দীক্ষামুপেয়াৎ। কাষায়বাসাঃ কক্ষোপস্থ-লোমযুতঃ স্যাদিতি। ঊর্দ্ধ্বকো বাহুবিমুক্ত-মার্গো ভবত্যনয়ৈব চেম্ভিক্ষাশনং দধ্যাৎ পবিত্রং ধারয়ে-জ্জন্তুসংরক্ষণার্থম্॥ ১॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

সন্ন্যাসে অগ্নি প্রভৃতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় তাহা স্বীকার করিলে দোষ হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—অগ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবে না, কেন না, সন্ন্যাসে দারগ্রহণ নিষিদ্ধ। ইহার হেতু এই যে, সন্ন্যাসীরা দারপরিগ্রহ করিলে মন্যুনামা রুদ্রগণ তাহা হরণ করিয়া থাকে, সুতরাং সন্ন্যাসিপত্নীতে রুদ্রগণই অধিকারী। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই সন্ন্যাস ত্যাগরূপ, ইহা দীক্ষাস্বরূপ নহে। তাহাতেই স্ত্রীপ্রভৃতির নিষিদ্ধতাহেতু পুনরায় স্বীকারাশঙ্কা নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি সন্ন্যাসীদিগের অগ্নিসেবাদিও না রহিল, তবে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা অধ্যাত্মমন্ত্র জপ করিতে

করিতে দীক্ষা লইবে। যাহাতে দিব্যভাব প্রদান করে ও যাবতীয় দোষ বিদূরিত হয়, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ ব্রত-বিশেষ। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, যেহেতু, দিব্যজ্ঞান প্রদান করে ও পাপপুঞ্জকে আশু ক্ষয় করে, এই জন্য তন্ত্রজ্ঞ মনীষীরা ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা এই দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল তাহা পালন করিবে। সন্ন্যাসীরা কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কক্ষ ও উপস্থস্থিত লোম ব্যতীত অন্য লোম বপন করিবে, ঊর্দ্ধ্ববাহু হইয়া থাকিবে। আর তাহারা অপ্রতিবন্ধমার্গ হইবে অর্থাৎ সন্ন্যাসিবৃন্দ ধৈর্য্যশালী হইয়া নিরন্তর অবস্থান করিবে; সুতরাং তাহাদিগের কোন প্রকার আন্তরায়ই থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসীরা কেবল ভিক্ষাপাত্রমাত্র ধারণ করিবে, ইহাকেই তাহাদিগের প্রতিগ্রহ বলে, অন্য কিছুই প্রতিগ্রহ করিতে পারে না। আর মশকাদি দূরীকরণার্থ পবিত্র চামর এবং জলজন্তুনিবারণার্থ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

তত্র শ্লোকাঃ।

কুণ্ডিকাঞ্চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহৌ।
শীতোষ্ণঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনন্তথা ॥ ১ ॥

পূর্ব্বখণ্ডে সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বপরিত্যাগ কর্ত্তব্য, ইহাই বলা হইয়াছে, অধুনা যতিরা যে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই বিবৃত হইতেছে।— ভিক্ষাপাত্র, চমস (কাষ্ঠময় পাত্রবিশেষ),শূন্যে ভাণ্ডরক্ষার্থ শিক্য (শিকা), বিষ্টপত্রয়, (আসনবিশেষ) পাদপরিত্রাণার্থ উপানহদ্বয়, শীতোষ্ণনিবারিণী কন্থা, কৌপীন এবং আচ্ছাদনার্থ বস্ত্রখণ্ড, এই সমস্ত যতিরা ধারণ করিবে ॥ ১ ॥

পবিত্রং স্নানশাটীঞ্চ উত্তরাসঙ্গং ত্রিদণ্ডকম্।
অতোঽতিরিক্তং যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং তদ্‌বর্জ্জয়েদ্‌যতিঃ ॥ ২ ॥

যতি সন্ন্যাসীরা পবিত্র স্নানশাটী, জলশোধনার্থ বস্ত্রখণ্ড, উত্তরীয় বসন ও ত্রিদণ্ড এই সমস্ত সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করিতে পারে এবং যতিরা অন্য সকল সাংসারিক পদার্থ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২ ॥

নদীপুলিনশায়ী স্যাদ্দেবাগারেষু বাহ্যতঃ।
নাত্যর্থং সুখদুঃখ্যাভ্যাং শরীরমুপতাপয়েৎ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসীরা নদীর তটে শয়ন করিবে, পরন্তু ব্যাঘ্র-বর্ষা-দির ভয় বিদ্যমান থাকিলে অন্য স্থলেও শয়ন করিতে পারে অর্থাৎ মন্দিরের বহির্দ্দেশে শয়ন করিয়া থাকিবে। যতিরা সুখে বা দুঃখে দেহকে উপতাপিত করিবে না অর্থাৎ সুখার্থ বা দুঃখদূরীকরণার্থ যত্নবান্ হইবে না॥ ৩ ॥

স্নানং দানং তথা শৌচমদ্ভিঃ পূতাভিরাচরেৎ।
স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্ ॥ ৪ ॥

যতিরা স্নানতর্পণাদিতে রত থাকিয়া বিশুদ্ধ জল দ্বারা শৌচাচার করিবে। কোন ব্যক্তি স্তব করিলে তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না, কিংবা কোন ব্যক্তি নিন্দা করিলেও তাহাদিগকে অভিশাপ দিবে না॥ ৪ ॥

ভিক্ষাদি বৈদলং পাত্রং স্নানদ্রব্যমুদাহৃতম্।
এতাং বৃত্তিমুপাসীনা ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি তে॥ ৫ ॥

যতিগণের ভিক্ষাচরণ নিষিদ্ধ নহে এবং কেহ অর্দ্ধখণ্ড ফল দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে দোষ নাই। আর ভিক্ষা-পাত্র ও স্নানদ্রব্য এই সমস্ত তাহাদিগের গ্রাহ্যবস্তু। সন্ন্যাসী

ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযত করিবে। কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয়নিয়োগ করিতে নাই ॥ ৫ ॥

বিদ্যায়া মনসি সংযোগো মনসাকাশশ্চাকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োর্জ্জ্যোতির্জ্জ্যোতিষ আপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ইত্যেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে তদভ্যাসেন প্রাণাপাণৌ সংযম্য ॥ ৬ ॥

কার্য্য ও কারণের ঐক্যহেতু ব্রহ্ম হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম হইতেই জীবের উদ্ভব হইয়াছে; সুতরাং জীবেরও ব্রহ্মত্ব উপপন্ন হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলা যাইতেছে।—বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানের অধিকরণ মন এবং মন হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, এই প্রকারে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতে উক্তরূপ ভূত ও দেহাদির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মই জ্ঞানবান্, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিংবা মনেতে বিদ্যার সংযোগ, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়। সুতরাং মনেতে জ্ঞান লয় প্রাপ্ত হইলে তৎকার্য্যভূত সমস্তই লীন হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম অজর, অমর, অক্ষর ও অব্যয়। কি কার্য্য দ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই আকাঙ্ক্ষায় বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারাই

তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণ ও অপানবায়ু সংযত করিয়া পূর্ব্বকথিত যোগানুসন্ধান করিলেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটে॥ ৬॥

বৃষণাপানয়োর্ম্মধ্যে পাণী আস্থায় সংশ্রয়েৎ।
সন্দশ্য দশনৈর্জ্জিহ্বাং যবমাত্রে বিনির্গতাম্॥ ৭॥

অবিলম্বে সিদ্ধিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ কিরূপে হয়, অতঃপর তাহাই কহিতেছেন।—সাধক গুহ্যের ঊর্দ্ধে এবং অণ্ডকোষের নিম্নভাগে হস্তযুগল স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম আশ্রয় করিবে এবং যবমাত্র জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দন্ত দ্বারা দংশন করত প্রাণায়াম করিতে থাকিবে॥ ৭॥

মাষমাত্রাং তথা দৃষ্টিং শ্রোত্রে স্থাপ্য তথা ভ্রুবি।
শ্রবণে নাসিকে ন গন্ধায় ন ত্বচং স্পর্শয়েৎ॥ ৮॥

যে সাধক আশু যোগসিদ্ধিলাভের বাসনা করেন, তিনি মাষমাত্র দৃষ্টি সঙ্কুচিত করত বৃষণোপরি স্থাপন করিয়া প্রাণায়াম করিবেন এবং ভ্রূযুগলের উপরি দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবেন। অমৃতবিন্দূপনিষদে বিবৃত আছে যে, বুদ্ধিমান্ সাধক পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে, এবং নিম্নভাগে দৃষ্টি স্থাপন-পূর্ব্বক প্রাণসংযম করিবে, এখানে তাহাই বলা হইল,

অর্থাৎ নিম্নভাগে বৃষণে এবং উর্দ্ধদেশে জ্রযুগলে দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণায়াম কথিত হইল। পরে কর্ণে ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। কিন্তু নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখা গন্ধগ্রহণের জন্য নহে, কর্ণে দৃষ্টিস্থাপন শব্দশ্রবণের জন্য নহে এবং বৃষণাদি অধোদৃষ্টিতে কামোদ্ভব হইয়া স্ত্রীর স্মরণ হইতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন।—বৃষণাদিতে দৃষ্টিস্থাপন করিবে, কিন্তু চর্ম্ম স্পর্শ করিবে না, অর্থাৎ বৃষণাদিতে দৃষ্টি রাখিবে বটে, কিন্তু তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে চিত্তসংযোগ করিবে না, কেবল একাগ্রচিত্তে প্রাণায়াম-সাধন করিবে ॥ ৮ ॥

অথ শৈবং পদং যত্র তদ্‌ব্রহ্ম তৎ পরায়ণম্ ।
তদভ্যাসেন লভ্যেত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইল যে, প্রাণায়ামসময়ে ইন্দ্রিয়ে চিত্তনিবেশ করিবে না, অধুনা সন্দেহ হইতেছে যে, চিত্ত কোথায় স্থাপন করিবে, এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ বলা যাইতেছে।—যে স্থলে ব্রহ্ম-পদ বিদ্যমান; তথায় চিত্ত স্থাপন করিবে। সেই ব্রহ্মপদকেই পরম-গতি বলে। পূর্ব্বপূর্ব্ব-জন্মসঞ্চিত যোগাভ্যাসবলে সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৯ ॥

অথ তৈঃ সম্ভৃতৈর্ব্বায়ুঃ সংস্থাপ্য হৃদয়ং তপঃ।
ঊর্দ্ধং প্রপদ্যতে দেহাদ্ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানমব্যয়ম্॥ ১০॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

যদি অনেক-জন্ম-সঞ্চিত যোগাভ্যাস থাকে, তাহা হইলে কি প্রকার ফললাভ হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক প্রাণায়ামাদি-সাধন একত্র হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। তৎপরে প্রাণবায়ু সেই সাধন দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া দেহের ঊর্দ্ধভাগে গমন করত মূর্দ্ধা ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা অব্যয় পরব্রহ্মকে লাভ করে॥ ১০॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড॥ ৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথায়ং মূর্দ্ধানমস্য দেহৈষা গতির্গতিমতাং যে প্রাপ্য পরমাং গতিং ভূয়স্তে ন নিবর্ত্তন্তে পরাৎ পরমবস্থাৎ পরাৎ পরমবস্থাদিতি ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

পূর্ব্বকথিত যোগ অভ্যাস করিলে কি প্রকার অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—পূর্ব্বোক্তরূপে যোগ-সাধন করিলে প্রাণবায়ু মূর্দ্ধাকে বিক্ষেপ করত ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়ায় উপচয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রকৃষ্ট গতি। এই গতি অপেক্ষা সাধুগণের সদ্গতি আর নাই। যদি বল, যাহারা মুক্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহাদিগেরও পুনর্জ্জন্ম ঘটিতে পারে; সুতরাং সাধন বিফল, এই আশঙ্কার দূরীকরণার্থ বলিতেছেন।—যে সমস্ত ব্যক্তি একবারমাত্র ঐ গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করে না। কেননা, ইহাই পরাৎপরাবস্থা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির অবস্থা

হইতেও এই অবস্থা শ্রেষ্ঠ। যাহাদিগের এই প্রকার অবস্থা ঘটে, তাহারা সেই অবস্থা হইতে নিবৃত্ত হয় না। পরমেশ্বর সত্যসংকল্প, তিনি একবার যাহা করেন, তাহার অন্যথা হয় না এবং তিনি দত্তাপহারীও নহেন, একবার কোন ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিলে কদাচ পুনরায় তাহা অপহরণ করেন না; সুতরাং মুক্তপুরুষের সংসারে পুনরাগমন নাই। উপনিষদাদির শেষ বাক্য দুইবার পাঠ্য, ইহাই বৈদিক রীতি। এই জন্যই "পরাৎপরমবস্থাৎ" এই শেষবাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

নীলরুদ্রোপনিষৎ ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অপশ্যং ত্বাবরোহন্তং দিবিতঃ পৃথিবীমবঃ ।
অপশ্যমস্যন্তং রুদ্রং নীলগ্রীবং শিখণ্ডিনম্ ॥ ১ ॥

অস্পর্শযোগ-নিরূপণ হইয়াছে। অধুনা উক্ত যোগ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পরমগুরু যোগসিদ্ধিপ্রদ নীলরুদ্রকে স্তব করা যাইতেছে।—যিনি সুরপুরী হইতে ধরাধামে অবরোহণ করিতেছেন, যিনি দুষ্টগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই নীলগ্রীব চন্দ্রচূড় রুদ্রকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥১॥

দিব উগ্রো অবারুক্ষৎ প্রত্যষ্ঠাদ্ভূম্যামধি ।
জনাসঃ পশ্যতে মহং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্ ॥ ২ ॥

সুরপুরী হইতে রুদ্রদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই বসুন্ধরায় স্থিতিসাধন করিয়াছেন, তিনিই বসুমতীর অধিপতি এবং তিনিই সকল ব্যক্তিকে যথাযথ স্থলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; অতএব সেই বিলোহিত নীলরুদ্রকে দর্শন কর॥ ২॥

এষ এত্য বীরহা রুদ্রো জলাসভেষজাঃ।
যস্তেহক্ষেমমনীনশদ্-বাতোকারোহপ্যেতু তে॥ ৩॥

সেই নীলরুদ্রদেব সৌম্যমূর্ত্তিতে উপস্থিত হন এবং পাতকপুঞ্জ সংহার করিয়া থাকেন। সলিলজাত ওষধি-সমূহেও তাঁহারই অধিষ্ঠান জ্ঞাত হওয়া যায়। রুদ্রের সন্নিধানমাত্রই সলিলক্ষিপ্ত ওষধি-রাশির শক্তি উৎপন্ন হয়। হে রুদ্র! তোমার সান্নিধানে অশুভ দূরীভূত হয়। যে যোগ সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই যোগ তোমারই কার্য্যভূত। যে যোগে অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই যোগও তোমার লাভ হইলেই সার্থক হইয়া থাকে। অধুনা তুমি যোগসিদ্ধির শুভকর হইয়া এই অভিষেক-সলিলে আগমন কর, অর্থাৎ অভিষেকসময়ে নিকটবর্ত্তী হইয়া থাক॥ ৩॥

নমস্তে ভবভাবায় নমস্তে ভামমন্যবে।
নমস্তে অস্তু বাহুভ্যামুতোত ইষবে নমঃ॥ ৪॥

হে রুদ্র! তুমি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির হেতু, তোমাকে প্রণাম; তুমি রোষ এবং মন্যু অর্থাৎ রোষের পূর্ব্বাবস্থাও তোমারই স্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বাণরূপী, তোমাকে প্রণাম ॥ ৪ ॥

যামিষুং গিরিশন্তং হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র! তাং কৃণু মা হিংসীঃ পুরুষাম্মম ॥ ৫ ॥

হে গিরিরক্ষক! তুমি পর্ব্বতের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য যে শর ধারণ করিয়াছ, তাহার মঙ্গল কর, মৎসম্বন্ধীয় কোন পুরুষের প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করিও না ॥ ৫ ॥

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি।
যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥ ৬ ॥

হে পর্ব্বতপতে! আমি তোমাকে শুভকর কথায় ইহাই বলিতেছি যে, আমাদিগের এই বিশ্ব যাহাতে রোগহীন ও সুমনস্ক হইতে পারে, তুমি তাহার উপায়বিধান্ কর ॥ ৬ ॥

যা তে ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ।
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো মৃড় জীবসে ॥ ৭ ॥

হে মৃড়! তোমার যে শুভকরী ধনুর্জ্যা এবং মঙ্গলকর কার্ম্মুক আছে, সেই জ্যা (ধনুকের গুণ) এবং

কাৰ্ম্মুক দ্বারা আমাদিগের জীবনার্থ আমোদিত হও, কিংবা আমাদিগকে জীবিত রাখ ॥ ৭ ॥

যা তে রুদ্র! শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশং ত্বাভিচাকশৎ ॥ ৮ ॥

হে রুদ্র! হে গিরিশ! তোমার যে অঘোরা, পাতক-হারিণী * তনু আছে, সেই কল্যাণকরী তনু দ্বারা আমাদিগকে প্রকাশিত কর, ইহাই তোমার নিকট আমাদিগের প্রার্থনা ॥ ৮ ॥

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুর্ব্বিলোহিতঃ।
যে চেমে অভিতো রুদ্রাশ্রিতাঃ সহস্রশো
বৈষাং হেড় ঈমহে ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

হে রুদ্র! এই যে তোমার লোহিতবর্ণ, অরুণপিঙ্গলবর্ণ ও তাম্রবর্ণ বিগ্রহ এবং সমস্তাৎ যে সহস্র সহস্র রুদ্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগকেও স্তব করি এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রার্থনা করি ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

---

* অঘোরা—শান্তরূপিণী।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অদৃশন্ ত্বাবরোহন্তং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্।
উত ত্বা গোপা অদৃশন্নুত ত্বোদহার্য্যঃ।
উত ত্বা বিশ্বা ভূতানি তস্মৈ দৃষ্টায় তে নমঃ॥ ১॥

হে রুদ্র! যে সময় তুমি ধরাধামে অবতরণ কর, তৎ-কালে সলিলহারিণী গোপিকারা ত্বদীয় নীলগ্রীব বিলোহিত-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তদনন্তর সর্ব্বভূতই তোমাকে প্রত্যক্ষ করিল, তুমি যোগিবৃন্দেরও অদৃশ্য, তুমি করুণা পুরঃসর আবির্ভূত হইয়াছিলে এবং সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার করুণা ব্যতীত কেহ তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে। তোমাকে প্রণাম করি॥ ১॥

নমোঽস্তু নীলশিখণ্ডায় সহস্রাক্ষায় বাজিনে।
অথো যে অস্য সত্বানস্তেভ্যোঽহমকরং নমঃ॥ ২॥

হে রুদ্র! তুমি নীলবর্ণ চূড়া ধারণ করিয়াছ, ত্বদীয় সহস্র নেত্র বিদ্যমান আছে এবং তুমি বাণরূপী, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার যে সমস্ত গণ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকেও প্রণাম॥ ২॥

নমাংসি ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে।
উভাভ্যামকরং নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে॥ ৩॥

হে রুদ্র! তুমি অস্ত্ররূপী অবিস্তৃতরূপ প্রগল্ভ এবং শরাসনধারী; তোমাকে বাহুযুগল দ্বারা প্রণাম করি॥ ॥

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়ো রাজ্ঞোর্জ্জ্যাম্।
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরস্তা ভগবো বপ॥ ৪॥

হে রুদ্র! তুমি সংগ্রামসময়ে অরিপ্রত্যরিভূত নৃপতি-দ্বয়ের শরাসনের গুণ অবিস্তৃত কর, কেননা, নৃপতিগণের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে লোকের কষ্ট হইতে পারে; সুতরাং তুমি যুদ্ধনিবারণ কর। ভগবন্! ত্বদীয় করে যে সমস্ত শর আছে, তাহাদিগকেও বিমুখ কর, অর্থাৎ তুমি লোকের প্রতি রোষপ্রদর্শন করিও না॥ ৪॥

অবতত্য ধনুস্ত্বং সহস্রাক্ষ! শতেষুধে!।
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ শম্ভুরাভরঃ॥ ৫॥

হে রুদ্র! তুমি ইন্দ্ররূপে ব্রহ্মাণ্ড পালন কর, ইহাই প্রার্থনা। হে সহস্রলোচন! (ইন্দ্ররূপধারিন্!) তুমি শরা-সনে জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক শররাশির মুখ তীক্ষ্ণ কর, তুমি শত শত অস্ত্রধারী হইয়া বিরাজ কর, অধুনা আমাদিগের মঙ্গলরূপী অর্থাৎ সুখপ্রদ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ৫॥

বিজ্যং ধনুঃ শিখণ্ডিনো বিশল্যো বাণবাম্নুত।
অনেশন্নস্যেষবঃ শিবো অস্য নিষঙ্গতিঃ ॥ ৬ ॥

হে রুদ্র! তুমি সমগ্র শত্রুসংহার করিলে তোমার শরাসন গুণশূন্য এবং তোমার তূণীর সারহীন হউক। শত্রু-সংহার সাধিত হইলে কার্ম্মুকে গুণারোপ ও শরপূর্ণ তূণীর অনাবশ্যক। অতএব শররাজি অদৃশ্য এবং নিষঙ্গ মঙ্গলকর হউক ॥ ৬ ॥

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্ত‍ু বিশ্বতঃ
অথো য ইযুধিস্তবারে! অস্মিন্নিধেহি তম্ ॥

হে রুদ্র! তুমি আমাকে ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরিত্রাণ কর, তৎপরে ত্বদীয় যে ইষুধি (তূণীর) আছে, তাহাতে শর-রাজি স্থাপন কর ॥ ৭ ॥

যা তে হেতির্স্মীঢুষ্টম! হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়া ত্ব বিশ্বতো অস্মানপক্ষ্ময়া পরিভুজ ॥ ৮ ॥

হে মীঢ়ুষ্টম রুদ্র! তোমার হস্তে যে কার্ম্মুক বিদ্যমান, সেই শরাসনের গুণ দূর করিয়া নির্গুণ শরাসন দ্বারা আমা-দিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমার কিঙ্কর ॥ ৮ ॥

নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ৯ ॥

হে রুদ্র! তোমার যে সমস্ত ভুজঙ্গ ধরণীর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে প্রণাম করি, আর যে সমস্ত সর্প গগনমার্গে ও স্বর্গে অবস্থিত আছে, তাহাদিগকেও নমস্কার। ভুজঙ্গগণ নিরন্তর লোকসকলকে হিংসা করে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের ভয় হইতে পরিত্রাণ কর॥ ৯॥

যে চামী রোচতে দিবি যে চ সূর্য্যস্য রশ্মিষু।
যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ॥ ১০॥

হে রুদ্র! যে সমস্ত ভুজঙ্গ সুরপুরে বিরাজমান আছে, যাহারা আদিত্যরশ্মিতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং যে সমস্ত সর্প জলগর্ভে বাস করিতেছে, সেই সকল ভুজঙ্গ তোমারই গণ, তাহাদিগকে প্রণাম করি॥ ১০॥

যা ইষবো যাতুধানানাং যে বা বনস্পতীনাম্।
যে বাবটেষু শেরতে তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ॥ ১১॥

হে রুদ্র! যে সমস্ত সর্প রাক্ষসগণের শরস্বরূপ, যাহারা তরুতে, যাহারা বিবরে শয়ন করিয়া আছে, সেই সমস্ত সর্পই তোমার গণ, সুতরাং তাহাদিগকে প্রণাম॥ ১১॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড॥ ২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

যঃ স্বজনান্নীলগ্রাবো যঃ স্বজনান্ হরিরুত।
কল্মাষ-পুচ্ছমোষধে! জম্ভয়াশ্বরুন্ধতি ॥ ১ ॥

নীলরুদ্রকে বিবিধ প্রকারে স্তুতিবাদ করিয়া অধুনা মহিষরূপী কেদারেশ্বরকে স্তব করিতেছেন।—যে শিব ভক্তবাৎসল্যবশতঃ স্বীয় ভক্তবৃন্দের প্রতি নীলগ্রীব এবং হরিতবর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ মহিষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, হে ওষধি! তুমি আশু সেই মহিষরূপীর কৃষ্ণপাণ্ডুরবর্ণ পুচ্ছ বীর্য্যশালী কর। ১ *

বভ্রুশ্চ বভ্রুকর্ণশ্চ নীলগলমালঃ শিবঃ পশ্য।
শর্ব্বেণ নীলশিখণ্ডেন ভবেন মরুতাং পিতা ॥ ২ ॥

সেই মহিষরূপী কেদারেশ্বরের কোন অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ, সুতরাং তিনি পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার গলদেশে নীলবর্ণ মালা বিদ্যমান, এই নীলশিখণ্ডধারী শিবই সুরগণকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন ॥ ২ ॥

* যখন কেদারেশ্বরকে মহিষরূপী বলিয়া বর্ণন করা যাইতেছে, তখন তাঁহার পুচ্ছ অবশ্য আছে।

বিরূপাক্ষেণ বভ্রূণাং বাচং বদিষ্যতো হতঃ।
সর্ব্বনীলশিখণ্ডেন বীর! কর্ম্মণি কর্ম্মণি ॥ ৩ ॥

যে ব্রহ্মা শরীরমাত্রের উৎপাদক, সেই ব্রহ্মাও বিরূপাক্ষ নীলশিখণ্ডধারী নীলগ্রীবরূপী ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে বীরবৃন্দ! তোমরা বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কার্য্যেই তাঁহাকে দর্শন কর, অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যেই নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে স্মরণ কর ॥ ৩ ॥

ইমামস্য প্রাশং জহি যেনেদং বিভজামহে।
নমো ভবায় নমঃ সর্ব্বায় নমঃ কুমারায় শত্রবে ॥ ৪

হে রুদ্র! তুমি জনসাধারণে বাক্যনিবারণ কর, অর্থাৎ বেদকথিত প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জন কর। এই বাক্য দ্বারাই আমরা জগৎকে বিভক্ত করিতেছি, অর্থাৎ ইহা কর্ম্মক্ষেত্র এবং ইহা ভোগক্ষেত্র, এই প্রকারে বিভাগ করিয়া থাকি। অধুনা সেই উভয়কে প্রণাম করি, এবং কাল যাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ নহে, সেই সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

নমো নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভাপ্রপাদিনে।
যস্য হরী অশ্বতরৌ গর্দ্দভাবভিতঃ সরৌ ॥ ৫ ॥

তস্মৈ নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভাপ্রপাদিনে ।
নমঃ সভাপ্রপাদিনে ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

সেই সর্ব্বসভার সভ্য নীলশিখণ্ডধারী ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ইহাঁর উভয়দিকে অশ্বতরদ্বয় ও গর্দ্দভযুগল পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই নীলশিখণ্ডধারী ঈশ্বরকে প্রণাম করি। উপনিষদাদির সমাপ্তকালীন বাক্য বারদ্বয় পাঠ্য, ইহাই রীতি,এই বৈদিক নিয়ম অনুসারে এই নীলরুদ্র উপনিষদেও "নমঃ সভাপ্রপাদিনে" এই বাক্য বারদ্বয় উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

চুলিকোপনিষৎ।

———oo———

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অষ্টপাদং শুচির্হংসং ত্রিসূত্রং মণিমব্যয়ম্।
দ্বিবর্ত্তমানং তেজসৈদ্ধং সর্ব্বঃ পশ্যন্ ন পশ্যতি ॥ ১ ॥

আত্মপ্রত্যক্ষই যোগসাধনের ফল, সেই আত্মা অতি সমীপবর্ত্তী বটে, কিন্তু লোকে কণ্ঠগত হারের ন্যায় গুরূপদেশ ভিন্ন কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং সেই আত্মবোধনার্থ এই চুলিকোপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে—যেরূপ কণ্ঠাবয়ব মণিময় উজ্জ্বল ত্রিগুণিত বামদক্ষিণ দুই পার্শ্বে অবস্থিত সাতিশয় প্রভাববান্ হার সকল লোকই দেখিয়াও দেখিতে পায় না, সেই প্রকার ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টপাদসম্পন্ন উজ্জ্বল হংস, অর্থাৎ অজ্ঞানহারক ধর্ম্মার্থকামাত্মক ত্রিসূত্রান্বিত কিংবা সত্ত্বাদি-গুণত্রয়বান্,

অথবা ইড়াদি নাড়ীত্রয়যুক্ত মণিপ্রকাশক অব্যয়, একরূপী স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ শরীরে বর্ত্তমান এবং স্বীয় প্রভায় প্রজ্বলিত পরমাত্মাকে দেখিয়াও কেহ দর্শন করিতে পায় না ॥ ১ ॥

ভূতসম্মোহনে কালে ভিন্নে তমসি চৈশ্বরে।
অন্তঃ পশ্যতি সত্ত্বস্থং নির্গুণং গুণকোটরে ॥ ২ ॥

অধুনা আত্মদর্শনের উপায় বিবৃত হইতেছে।—ভূত-গ্রামের মোহকারী কৃষ্ণবর্ণ ঐশ্বরীয় অন্ধকার, অর্থাৎ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে সকলেই নিকটে তাঁহাকে দর্শন করিতে পায়। অজ্ঞাননাশ হইলেই তিনি বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে থাকেন এবং নির্গুণ হইয়া গুণকোটরমধ্যে জলদমালায় আদিত্যের ন্যায় উদিত হয়েন; সুতরাং সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে ॥ ২ ॥

অশক্যঃ সোঽন্যথা দ্রষ্টুং ধ্যেয়মানঃ কুমারকঃ।
বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্ ॥ ৩ ॥
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ।
সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা পুরা ॥ ৪ ॥

অজ্ঞানের নিরাস হইয়া দিব্যদৃষ্টি না জন্মিলে বাহ্যদৃষ্টিতে ভাবনা দ্বারা সেই অজর পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করিতে

সমর্থ হয় না। ঋতু যেমন সৃষ্টির জন্য নারীকে চিন্তা করে, তদ্রূপ পরমাত্মা বিকারজননী অষ্টরূপা অজা নিত্যা প্রকৃতিকে ধ্যান করেন, অর্থাৎ জগদুৎপত্তির জন্য প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, প্রকৃতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মই মদীয় যোনি এবং আমিই তাঁহাতে গর্ভধারণ করি, তাহাতেই ভূতগ্রামের উৎপত্তি হয়। আর সেই পরমাত্মা কর্তৃক আরূঢ়া, প্রেরিতা ও অধিষ্ঠিতা হইয়াই প্রকৃতি পুরুষার্থ (পুরুষের ভোগ্য) প্রসব করিয়াছেন ॥ ৩-৪ ॥

গৌরনাদবতী সা তু জনিত্রী ভূতভাবিনী।
অসিতা সিতরক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ ॥ ৫ ॥

প্রকৃতি পরমাত্মার দোগ্ধ্রী গোরূপিণী বলিয়া জানিবে। পরন্তু সাধারণ গাভীতে যেমন হাম্বারব করে, এ গাভী সেরূপ করে না। ইনি নাদরহিতা। ফল কথা, প্রকৃতি সচেতন ও ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী, সুতরাং তাঁহার কোন শব্দ নাই, কিংবা গৌরবর্ণা অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধানা এবং নাদসম্পন্না অর্থাৎ বেদপ্রবর্ত্তিকা। আর এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্টা এবং এই প্রকৃতিই ঈশ্বরের কামধেনুস্বরূপ অর্থাৎ যথেষ্ট কার্য্য করিয়া থাকেন। মহানারায়ণীয়ে এবং ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও এই প্রকৃতি লোহিতকৃষ্ণবর্ণা অজাস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥৫ ॥

পিবন্তি নাম বিষয়মসঙ্খ্যাতাঃ কুমারকাঃ।
একস্তু পিবতে দেবং স্বচ্ছন্দেন বশানুগঃ॥ ৬॥

জীব অসংখ্য, তাহারাই ভোগ করে এবং ঈশ্বর এক, তিনি ভোগরহিত। অসংখ্য জীবগণ শব্দ ও অর্থভোগ করে, একমাত্র ঈশ্বর জীবকুলকে বিষয়ভোগ করাইতেছেন. অর্থাৎ তিনি স্বয়ং বিষয়ভোগ না করিয়াও ভোগের প্রযোজক। জীব প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডবাসীরা ঈশ্বরের আশ্রিত পরিবার বলিয়া গণ্য॥ ৬॥

ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রথমং প্রভুঃ।
সর্ব্বসাধারণীং দোগ্‌ধ্রীমিজ্যমানাং সুযজ্বভিঃ॥ ৭॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে ঈশ্বরের অভোক্তৃত্ব কথিত হইয়াছে, ফল কথা, তাঁহার সর্ব্বথা অভোক্তৃত্ব নাই। সর্ব্ব-প্রভু ভগবান্ ঈশ্বর প্রথমে ধ্যান ও দর্শন এই ক্রিয়াদ্বয় দ্বারা প্রকৃতিকে ভোগ করেন এবং তাহারই উচ্ছিষ্ট অন্য সকলে ভোগ করিয়া থাকে। ধ্যান ও দর্শনই ঈশ্বরের ভোজন। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, অমরগণ ভোজন করেন বা পান করেন না, দর্শনমাত্রই তাঁহাদিগের সন্তোষ জন্মে। সেই প্রকৃতি সর্ব্বধারিণী, (সমভোগ্যা ও অব্যাকৃতরূপা) এবং সেই প্রকৃতিই দোগ্‌ধ্রী গোরূপা, সুতরাং সাধু যাজ্ঞিকবৃন্দ হব্যকব্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করে॥ ৭॥

পশ্যন্ত্যস্যাং মহাত্মানং সুপর্ণং পিপ্পলাশনম্ ।
উদাসীনং ধ্রুবং হংসং স্নাতকাধ্বর্য্যবো হবেৎ ॥ ৮ ॥

বিহঙ্গগণ যেরূপ তরুরাজির ফলভোগ করিয়া অন্যান্য বৃক্ষে প্রস্থান করে, তদ্রূপ জীব এক দেহে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া দেহান্তরে প্রস্থান করিয়া থাকে। যিনি পরমাত্মা, তিনি উদাসীন, অধ্বর্য্যু ও স্নাতকপ্রভৃতিরা (যজ্ঞীয়পুরোহিতবিশেষ) হোম করিয়া সেই সনাতনহংস পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, কিংবা যোগক্ষেমাদি দ্বারা অবগত হইতে পারেন ॥ ৮ ॥

শংসন্তমনুশংসন্তি বহ্বৃচঃ শস্ত্রকোবিদাঃ ।
রথন্তরে বৃহৎ সাম্নি সপ্তৈবৈতে চ গীয়তে ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে অধ্বর্য্যুদিগের ফলনির্ণয় পূর্ব্বক অধুনা হোতার ফল নির্ণয় করিতেছেন।—সপদবন্ধ মন্ত্রই ঋক্-শব্দের অর্থ এবং ঐ মন্ত্র গীয়মান হইলেই তাহাকে স্তুতি কহে অর্থাৎ কেবল মন্ত্ররূপা স্তুতি এবং গীয়মান স্তুতি উভয়ই শস্ত্র, এই শস্ত্রনিপুণ ব্যক্তি অর্থাৎ ঋগ্বেদী, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী সকলেই সেই পরমাত্মার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর রথন্তর, বৃহৎ সাম, বৈরূপ, বৈরাজ, মহাসাম, রৈবত ও বামদেব্য এই সাত প্রকার সামও সেই পরমাত্মাকে কীর্ত্তন করিতেছে ॥ ৯ ॥

মন্ত্রোপনিষদং ব্রহ্ম পদক্রমসমন্বিতম্।
পঠন্তে ভার্গবা হ্যেতদথর্ব্বাণো ভৃগূত্তমাঃ ॥ ১০ ॥

আথর্ব্বণিকগণের ব্যাপার কিরূপ, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—ভার্গবগণ যে পদক্রমবিশিষ্ট মন্ত্র ও উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল সেই ব্রহ্মাই কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মচারী চ ব্রাত্যশ্চ স্কম্ভোপ্যপলিতস্তথা।
অনড্বান্ রোহিতোচ্ছিষ্টঃ পঠ্যতে ভৃগুবিস্তরে ॥ ১১ ॥
কালঃ প্রাণশ্চ ভগবানাত্মা পুরুষ এব চ।
শিবো ভবশ্চ রুদ্রস্ত ঈশ্বরঃ পুরুষস্তথা ॥ ১২ ॥
প্রজাপতির্ব্বিরাট্ চৈব পার্ষ্ণিঃ সলিলমেব চ।
স্তূয়তে মন্ত্রসংযুক্তৈরথর্ব্ববিহিতৈর্ব্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অধুনা ভার্গবীয় গ্রন্থের বিষয় বিবৃত হইতেছে।—অথর্ব্ববেদীয় বিরাট্ ভৃগু গ্রন্থে ব্রহ্মচারী, ব্রাত্য, স্কম্ভ, অপলিত, অনড্বান্, রোহিত্, উচ্ছিষ্ট, কাল, প্রাণ, ভগবান্, আত্মা, পুরুষ, শিব, ভব, রুদ্র, ঈশ্বর, প্রজাপতি, বিরাট্, পার্ষ্ণি ও সলিল এই সমস্ত শব্দ পঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত শব্দের অর্থপ্রতিপাদনে সেই পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন এবং মন্ত্রবিশিষ্ট অথর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্য ঐরূপ শব্দরাজি দ্বারা সেই বিভু (সর্ব্বাধ্যক্ষ) ঈশ্বরেরই স্তুতি করা

হইয়াছে। ব্রহ্মচারী ওব্রাত্যাদি শব্দার্থনির্ণয় দ্বারা পরমেশ্বরই স্থিরীকৃত হইয়াছেন॥ ১১-১৩॥

তং ষড়্বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশমথাপরে।
পুরুষং নির্গুণং সাঙ্খ্যমথর্ব্বাণঃ শিরো বিদুঃ॥ ১৪॥

পৌরাণিকেরা ষড়্বিংশতি তত্ত্বনির্ণয় দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য বাদীরা সপ্তবিংশতি পদার্থ দ্বারা আত্মতত্ত্বনিরূপণ করিয়া থাকেন। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, ষড়্বিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি ইহাদিগকেই ষড়্বিংশতত্ত্ব কহে। উক্ত ষড়্বিংশতত্ত্ব ও চিত্ত সর্ব্বসাকল্যে সপ্তবিংশ পদার্থ হয়। সাংখ্যেরা নির্গুণ পুরুষ বলিয়া পরমাত্মাকে বর্ণন করেন এবং আথর্ব্বণিকেরা শিরঃশব্দে পরমাত্মাকে নির্ণয় করিয়া থাকেন। পরন্তু সাংখ্যেরা বলেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা যায়; জ্ঞানগম্য অন্য উপায় দ্বারা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব॥ ১৪॥

চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তদর্শনম্।
অদ্বৈতং দ্বৈতমিত্যেতত্ত্রিধা তং পঞ্চধা তথা॥ ১৫॥

কপিলমতাবলম্বীরা চতুর্ব্বিংশতিপদার্থ কীর্ত্তন পূর্ব্বক তদুপরি পঞ্চবিংশতিপদার্থরূপে ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর অব্যক্ত অথচ ব্যক্তদর্শন, স্পষ্টরূপে কেহ

তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। পরন্তু তাঁহার কার্য্য-ভূত এই প্রকৃতি দেখিয়াই পরমাত্মাকে অবগত হইতে হয়। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ডের মূল; সেই প্রকৃতি কোন প্রকারে বিকৃতিভাবাপন্ন হয় না। সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি সপ্তপদার্থ জন্মে এবং সেই সপ্তপদার্থ হইতে আবার ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় পদার্থ বিকৃতিভূত। বেদান্তবাদীরা অদ্বৈতরূপে, কণাদমতাবলম্বীরা দ্বৈতরূপে, অন্যান্যবাদীরা কেহ গুণভেদে ত্রিধা, কেহ বা পঞ্চভূতরূপে পঞ্চধা পরমাত্মাকে কীর্ত্তন করেন। শ্রুত্যং-ন্তরপ্রমাণে দেখা যায়, পরমাত্মা একধা, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা ও একাদশধা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ মতভেদেই পর-মেশ্বর একদ্বিত্রিরূপে নির্ণীত হইতেছেন॥ ১৫॥

ব্রহ্মাদ্যং স্থাবরান্তঞ্চ পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষঃ।
তমেকমেব পশ্যন্তি পরিশুদ্ধং বিভুং দ্বিজাঃ॥ ১৬॥

দ্বিজ অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক বেদজ্ঞগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যভূত নিখিল বস্তুকে অদ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সর্ব্বাধ্যক্ষ পরমাত্মরূপে প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই এই পরি-দৃশ্যমান অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়, তদ্ব্যতীত বিশেষ আর কিছুই নাই, এই প্রকারে বেদজ্ঞগণ পরমাত্মাকে অবগত হন॥ ১৬॥

যস্মিন্ সর্ব্বমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্‌বুদাঃ সাগরে যথা॥ ১৭॥

বেদজ্ঞগণ কহেন, সেই ব্রহ্মে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হইয়াছে, ব্রহ্মেই বর্ত্তমান আছে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়। সমুদ্রাদিতে যেমন বুদ্‌বুদ জন্মিয়া সেই সমুদ্রাদিতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্মে সঞ্জাত হইয়া ব্রহ্মেই লয় পাইয়া থাকে॥ ১৭॥

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চা ব্যক্ততাং যযুঃ।
নশ্যন্তে ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্‌বুদা ইব॥ ১৮॥

ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই বিনশ্বর অর্থাৎ সমুদ্রে যেরূপ বুদ্‌বুদ জন্মিয়া সমুদ্রেই বিনাশ পায় এবং পুনরায় উৎপন্ন হইয়া সেই সমুদ্রেই লয় পাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই ভাব-পদার্থ সমুদায়ই পরমাত্মা হইতে জন্মিয়া পরমাত্মাতেই লয় পায়, পুনরায় সেই সকল ব্যক্ত হয় এবং পুনরায় অব্যক্ত হয়। একমাত্র পরমেশ্বর হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে॥ ১৮॥

ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতঞ্চৈব কারণৈর্ব্ব্যঞ্জয়েদ্‌বুধঃ।
এবং সহস্রশো দেবং পর্য্যস্তস্তং পুনঃ পুনঃ॥ ১৯॥

এই দেহ সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং অনুমান দ্বারা তাঁহাকে অবগত হইতে হয়। রথ চলিতেছে দেখিলেই

যেরূপ বোধ হয়, নিশ্চয়ই এই রথমধ্যে একজন পরিচালক আছে, তদ্রূপ দৈহিক কার্য্যদর্শন দ্বারা পরমাত্মার অনুমান করা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনুমান দ্বারাই পরামাত্মাকে বিদিত হইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগ দ্বারা সহস্র সহস্রবার জন্মমরণাদিতে আবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবে, অর্থাৎ উক্তরূপে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই জীবের মুক্তি ঘটে ॥ ১৯ ॥

য এবং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণো নিয়তব্রতঃ।
অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৃণাঞ্চোপতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥

যে ব্রাহ্মণ পিত্রাদির শ্রাদ্ধসময়ে এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার প্রদত্ত অন্নপানাদিতে পিত্রাদির অক্ষয় তৃপ্তিসঞ্চার হয়, আর কোন প্রকার অপবিত্র অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহা পিতৃলোক গ্রহণ করেন না। শ্রাদ্ধ করিয়া এই উপনিষদ্রূপ স্তুতি পাঠ করিলে আশু সেই অপবিত্র অন্নাদির দোষ দূর হইয়া পিতৃলোকের সন্তোষ উৎপন্ন হয় ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম ব্রহ্মবিধানন্তু যে বিদুর্ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তে লয়ং যান্তি তত্রৈব লীনাস্থা ব্রহ্মশায়িনে।
লীনাস্থা ব্রহ্মশায়িনে ॥ ২১ ॥

যে ব্রাহ্মণাদিরা কূটস্থব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানোপায়ভূত উক্ত উপনিষদাদি অবগত আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মে অন্তিমে

বিলীন হন অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাব বাসনা করিলেই তাঁহাদের বাগাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ব্রহ্মকে অবলম্বন করে এবং আশু তাঁহারা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইয়া যান। বৈদিক রীতি এই প্রকার প্রচলিত আছে যে উপনিষদের শেষ বাক্য বারদ্বয় পাঠ্য, এই জন্য "লীনাত্মা ব্রহ্মশায়িনে" এই শেষবাক্য দুইবার উচ্চারিত হইল ॥ ২১ ॥

ইতি চূলিকোপনিষৎ সমাপ্ত।

সামবেদীয়-

আরুণেয়োপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ আরুণিঃ প্রজাপতের্লোকং জগাম তং গত্বোবাচ, কেন ভগবন্ কর্ম্মণ্যশেষতো বিসৃজামীতি। তং হোবাচ প্রজাপতিস্তব পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ বন্ধাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপ-বীতঞ্চ যাগঞ্চ সূত্রঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক-মহর্লোক-জনলোক-তপোলোক-সত্যলোকঞ্চ অতল-পাতাল-বিতল-সুতল-রসাতল-মহাতল-তলাতলং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ বিসৃজেৎ, দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ, শেষং বিসৃজেৎ শেষং বিসৃজেদিতি ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তির সন্ন্যাসলাভের বিষয় এই উপনিষদে কীর্ত্তিত। বিষ্ণুপদপ্রদর্শনই ইহার আবশ্যকীয় বিষয় এবং যাহারা সংসারনিবৃত্তিকামী, এই উপনিষদে তাহাদেরই অধিকার আছে। আরুণি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! কি উপায়ে সংসারে

হেতুভূত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি, এই বিষয়ে উপদেশ করুন্। আরুণির বচন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি মমতার অবলম্বনস্বরূপ পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, জ্ঞাতি প্রভৃতি উপকারী ব্যক্তিগণ, স্ত্রী, শিখা, যজ্ঞোপবীত, সন্ধ্যা, যাগ, ধনাদি, সূত্র, পুস্তকাদি অর্থাৎ যোগপ্রতিপাদকগ্রন্থ, বেদচতুষ্টয়, ষড়ঙ্গ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, এই সমস্ত ঊর্দ্ধলোক এবং অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, নিতল ও মহাতল এই সমস্ত অধোলোক অর্থাৎ ইহারা পাদতল, তদগ্র গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু ও তদূর্দ্ধভাগরূপে উপাস্য হইলেও হেয় এবং ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ বিরাট্দেহ, অসদ্বিষয় ও মনোরথ বিসর্জ্জন করিবে। এই সমস্ত পরিহার পুরঃসর দেহযাত্রা-সম্পাদনার্থ দণ্ড, আচ্ছাদন ও কৌপীন ধারণ করিবে, অর্থাৎ গোসর্পাদি দূরীকরণার্থ দণ্ড, লজ্জা, শীত, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রশান্তির জন্য আচ্ছাদন ও জলপাত্র, এই সমস্ত গ্রহণ করিবে, আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। উষ্ণীষাদি গ্রহণ করা প্রাণান্তেও সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থো বা লৌকিকাগ্নীনুদরাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। গায়ত্রীঞ্চ স্ববাচাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। উপবীতং শিখাং ভূমাবপ্‌সু বা বিসৃজেৎ। কুটীচরো ব্রহ্মচারী কুটুম্বং বিসৃজেৎ, পাত্রং বিসৃজেৎ, পবিত্রং বিসৃজেৎ, দণ্ডান্‌ লোকাংশ্চ বিসৃজেৎ, লৌকিকাগ্নীংশ্চ বিসৃজেদিতি হোবাচ। অত ঊর্দ্ধমমন্ত্রবদাচরেৎ ঊর্দ্ধগমনং বিসৃজেৎ। ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ. সন্ধিং সমাধাবাত্মন্যাচরেৎ, সর্ব্বেষু বেদেস্বারণ্যকমাবর্ত্তয়েৎ, উপনিষদমাবর্ত্তয়েদুপনিষদমাবর্ত্তয়েদিতি ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

কিরূপ ব্যক্তি সন্ন্যাসে অধিকারী, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।—গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী কিংবা বানপ্রস্থগণ লৌকিকাগ্নি (স্বর্গাদিলোকলাভের হেতুভূত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অগ্নিকে) কোষ্ঠাগ্নিতে সমারোপ করিবে, অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি করিয়া "সম্যগগ্নে" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্ব্বাণপূর্ব্বক অগ্নিসমারোপ কর্ত্তব্য। আর সাবিত্রী দেবতা ও অন্যান্য মন্ত্র সফল স্বী বাক্যরূপ বহ্নিতে "স্ববাচাগ্নৌ" প্রভৃতি মন্ত্রে সমারো করিবে। তৎপরে শিখা ও উপবীতকে শুদ্ধ জলে, ত প্রাপ্তিতে শুদ্ধভূমিতে এবং শুদ্ধজললাভে সেই শুদ্ধজ "ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিব ব্রহ্মচারী ব্যক্তি কুটীর আশ্রয় পূর্ব্বক কুটুম্ব (পুত্রা

পরিবর্জ্জন করিবে, ভিক্ষাপাত্র ত্যাগ করিবে, জলবিশুদ্ধ বসন বিসর্জ্জন করিবে, এবং বৈণবদণ্ড ও লৌকিক অগ্নিও পরিত্যাগ করিতে হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মা আরুণিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তৎপরে স্বাধ্যায়ের বিস্পৃষ্টতাহেতু অমন্ত্রক স্নানাচমনাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যদি বল, মন্ত্রাদি বিসর্জ্জন করিলে কি প্রকারে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকলাভ হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, সন্ন্যাসিগণ ঊর্দ্ধগমন বিসর্জ্জন করিবে, তাহারা স্বর্গলোকাদি গমনের বাসনা করিবে না। যদি সন্ন্যাসীর স্বর্গলোকাদির-বাসনা না থাকিল, তবে আচমনাদিরও আবশ্যক নাই। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—তাহারা সন্ধ্যাত্রয়ের পূর্ব্বে মৌষল, (অমন্ত্র) স্নান করিবে। তবে সন্ধ্যাকালে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যাকালে সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাতে পরমাত্মস্বরূপ চিন্তা করিবে। পূর্ব্বে যে স্বাধ্যায়-ত্যাগ বলা হইয়াছে, তাহার বিশেষ এই যে, সর্ব্ববেদের মধ্যে আরণ্যক, অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিপাদক ভাগ অবশ্য পাঠ্য এবং তাহার অর্থচিন্তা করিবে। অতএব সন্ন্যাসিগণের উপনিষৎ পাঠ করা বিধেয়, নচেৎ তাহাদিগের প্রকৃতজ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং যদি জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে স্বাধ্যায়মন্ত্রাদিবিসর্জ্জন কেবল পতিত্বফল হইতে পারে॥ ১॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড॥ ২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

খল্বহং 'ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং ব্রহ্ম সূত্রমহমেব বিদ্বান্ ত্রিবৃৎসূত্রং ত্যজেদ্‌বিদ্বান্ য এবং বেদ। সন্ন্যস্তং ময়া সন্নাস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া ইতি ত্রিঃকৃত্বোর্দ্ধং বৈণবং দণ্ডং কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ। ঔষধবদশনমাচরেদোষধবদশন-মাচরেৎ। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্ত ইতি ব্রুয়াৎ। সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে মত্তঃ। সখাসি মা গোপায় ঔজঃ সখাসি ইন্দ্রস্য বজ্র ইতি। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চাপরিগ্রহঞ্চ সত্যঞ্চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত॥ ১॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও পরম উপনিষৎ আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য পাঠ করিবে। সত্যাদির ন্যায় আমি, অর্থাৎ অহঙ্কারো-পলক্ষিত শোধিত জীবচৈতন্যই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান করিতে হয়, ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই সত্য নহে, এই প্রকার বোধ হইলেই সর্ব্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তি হইয়া পরমানন্দ-লাভ হইয়া থাকে। অধুনা প্রবন্ধভেদ হইলে কি প্রকারে অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সূত্রপটন্যায়ে অভেদনিরূপণার্থ ব্রহ্মের সূত্ররূপতা বিবৃত হইতেছে।—ব্রহ্মই জগতের সূচনা করেন, এই জন্য তাঁহার নাম সূত্র। যেরূপ তন্তুই দীর্ঘে প্রস্থে প্রসারিত

হইয়া বস্ত্রসূচনা করে, এই জন্য তাহার নাম সূত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎস্বরূপ বসনের সূচনা করেন বলিয়া সূত্রনামে অভিহিত হন অর্থাৎ কার্য্য কারণের অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ব্রহ্মই জগৎব্রহ্মাণ্ডের সূত্র। সেই জগৎসূচয়িতা ব্রহ্মের মায়াতে জীব মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাবৎই জীবের মোহ বিদ্যমান থাকে, পরন্তু সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তখন আর মোহ থাকে না। যেহেতু, মোহের সম্ভব হয় না, কারণ, মায়াধীশ্বরের মায়াভিভব কোন প্রকারেও হইতে পারে না। যিনি ঐ প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি ত্রিবৃত সূত্র বিসর্জ্জন করিবেন। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য। "আমি সকল ত্যাগ করিলাম, আমি সকল ত্যাগ করিলাম, আমি সকল ত্যাগ করিলাম" বারত্রয় এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে অর্থাৎ ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণ সহকারে "সন্ন্যস্তং ময়া, সন্ন্যস্তং ময়া, সন্ন্যস্তং ময়া" এই প্রকার পাঠান্তে লোকত্রয়ের শ্রবণার্থ যাহা করিবে, তাহা পুনরায় গ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি নিন্দার্হ ও বধ্য হয়। এইরূপে রূপত্রয় অঙ্গী-কার পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৈণবদণ্ড ও কৌপীন ধারণ করিবে। পরে ঔষধসেবনবৎ অনাহার করিতে হইবে। অনন্তর বলিবে, মৎসকাশে সর্ব্বভূতের অভয় হউক,

কেন না, আমি ব্রহ্ম এবং আমা হইতেই সর্ব্বভূত প্রবৃত্ত হইতেছে। সুতরাং মৎসকাশে কাহারও ভয়ের আশঙ্কা নাই, কখনও পিতৃসকাশে ভয়ের সম্ভব থাকে না। অতঃপর দণ্ডগ্রহণের মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—দণ্ডকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিবে, তুমি মদীয় সখা, আমাকে গোসর্পাদি হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি দেহশক্তিরূপ সখা এবং ইন্দ্রের অশনিতুল্য শত্রুর ভয়বিনাশক। তুমি আমার পাপপুঞ্জ দূর কর। ই প্রকারে বারত্রয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৈ (বংশনির্ম্মিত) দণ্ডের উপরিভাগ দক্ষিণ করে স্থাপন করত দণ্ড ও লজ্জানিবারণার্থ কৌপীন ধারণ করিবে এবং ঔষধের ন্যায়,অর্থাৎ আহারে প্রীতি না থাকিলেও দেহ-রক্ষার্থ আহার করিবে। কদাচ রসেতে আসক্তি রাখিবে না। হে মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ যুবতীদিগের স্মরণ, কীর্ত্তন, তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, তাহাদিগের উপভোগে সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি, এই সকল পরিহার, অহিংসা, অপরিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ড-কৌপীনাদি ব্যতীত পরিগ্রহবর্জ্জন, সত্য, সপ্রমাণ প্রিয় ও হিত বাক্য এবং অস্তেয় এই পঞ্চ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। প্রাণান্তেও তোমার ব্রহ্মচর্য্যাদি পঞ্চধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে না; করিলে তাহাদিগকে মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়॥ ১॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথাতঃ পরমহংসপরিব্রাজকানামাসনশয়নাভ্যাং ভূমৌ ব্রহ্মচারিণাং মৃৎপাত্রং বালাবুপাত্রং দারুপাত্রং বা। কামক্রোধলোভমোহদম্ভদর্পাসূয়ামমত্বাহঙ্কারানৃতাদীন্ পরিত্যজেৎ, বর্ষাসু ধ্রুবশীলোঽষ্টৌ মাসানেকাকী যতিশ্চরেৎ, দ্বাবেব বা চরেৎ দ্বাবেব বা চরেদিতি॥ ১॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

পরমহংসগণের ব্রহ্মচর্য্যাদিপঞ্চকস্থৈর্য্যরূপ পারমহংস্য ধর্ম্ম কি প্রকার, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যেহেতু, পূর্ব্বকথিত মন্ত্রপাঠ ও দণ্ডগ্রহণান্তে ব্রহ্মচর্য্যাদি রক্ষণ না করিলে তাহাদিগের সিদ্ধিলাভ ঘটে না। সুতরাং সেই সকল ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যাঁহারা কেবল আমিই হংসস্বরূপ, তদ্ভিন্ন নহে, এই প্রকার বোধে গৃহবন্ধ বিসর্জ্জন করত গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমহংসপরিব্রাজক। এই পরমহংসপরিব্রাজকগণের ভূমিতে আসনগ্রহণ ও শয়ন করা কর্ত্তব্য। তাহারা দিবাভাগে ভূমিতে উপবেশন এবং নিশাভাগে সেই ভূভাগে শয়ন করিবে। যতিগণের আসনবন্ধই উপবেশন এবং বাহ্যবিষয়বিস্মৃতিই শয়ন। সুতরাং পর্য্যঙ্কাদি পরিত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। ব্রহ্মচারীরা জল ব্যবহারার্থ মৃৎপাত্র, অলাবুপাত্র কিংবা দারুময় পাত্র ধারণ করিবে। হস্তই তাহাদিগের

ভোজনপাত্র, তৈজসপাত্র ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচারীরা কাম (মৈথুনেচ্ছা) কিংবা বিষয়মাত্রবাসনা, রোষ, লোভ, মোহ, অর্থাৎ অশুচি দুঃখাত্মক দেহে শুচি ও সুখাত্মবুদ্ধি, দম্ভ (আমি অতি ধার্ম্মিক এই প্রকার অভিমান) দর্প (অন্যকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাতে আধিক্যবুদ্ধি), অসূয়া (পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা), মমত্ব (পরেতে সম্বন্ধবুদ্ধি),অহঙ্কার (জাতি, গুণ ও কর্ম্মের অভিমান), অনৃত (অহিত, অপ্রিয় ও অপ্রমাণ-দৃষ্টার্থ বাক্য) এবং হর্ষশোক ও সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব বিসর্জ্জন করিবে। পরিব্রাজকশব্দের তাৎপর্য্যে বোধ্যগম্য হয় যে, যতিরা সকল স্থানে গমন করিতে পারে, ইহার অপবাদ বিবৃত হইতেছে।—যতি ব্যক্তি বর্ষাঋতুতে অষ্টমাস একাকী পরিভ্রমণ করিবে। যেরূপ কুমারীর করদ্বয়স্থিত কঙ্কণ একত্র হইলেই শব্দ হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন থাকিলে শব্দ হয় না আর সমান-স্বভাবশালী হইলে দুই ব্যক্তিও একত্র থাকিতে পারে, অর্থাৎ অধ্যাত্মকথারস আস্বাদন পূর্ব্বক একত্র হইয়া কালযাপন করিবে। ফল কথা, এরূপ স্বভাববিশিষ্ট হইলে অধিক ব্যক্তিও একত্র সমবেত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে পারে। পাণ্ডবদিগের ঐকমত্য ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের একত্র পরিভ্রমণে কোন দোষ ঘটে নাই॥ ১॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড॥ ৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

খলু বেদার্থং যো বিদ্বান্ সোপনয়নাদূর্দ্ধমেতানি প্রাগ্‌বা ত্যজেৎ পিতরং পুত্ত্রমগ্ন্যুপবীতং কর্ম্ম কলত্রঞ্চান্যদপীহ। যতয়ো হি ভিক্ষার্থং গ্রামং প্রবিশন্ত্যাদরপাত্রং পাণিপাত্রং বা। ওঁ হি ওঁ হি ওঁ হীত্যেতদুপনিষদং বিন্যসেৎ, খল্বেতদুপনিষদং বিদ্বান্ য এবং বেদ পালাশং বৈল্বমাশ্বত্থং দণ্ডমজিনং মেখলাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ত্যক্ত্বা শূরো য এবং বেদ। তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ তদ্‌বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমিতি এবং নির্ব্বাণমনুশাসনমিতি বেদানুশাসনমিতি বেদানুশাসনমিতি॥ ১॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥ ৫॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষৎ সমাপ্তা॥

সন্ন্যাসগ্রহণে যেরূপ আশ্রমক্রমরীতি নাই, তদ্রূপ সন্ন্যাসে উপনয়ননিয়মও নাই। যিনি বেদার্থ-বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উপনয়নের অগ্রে অথবা পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্মান্তরীণ পুণ্যহেতু উপনয়ন ভিন্নও কোন হেতুতে বেদার্থ-পরিজ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তি উপনয়নের অগ্রেই সকল বিসর্জ্জন করিবে। ভরত, ঐতরেয়, দুর্ব্বাসা, ব্যাস, শুক প্রভৃতি

বাল্যাবস্থাতেই, দুস্ত্যাজ্য জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যতি পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অগ্নি, উপবীত, গৃহক্ষেত্রাদি যে যে দ্রব্য স্বভাবপ্রিয়, তাহাও বিসর্জ্জন করিবে। যতিরা কদাচ সর্ব্বদা গ্রামে অবস্থিতি করিবে না, তাহারা ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবে, উদর-পাত্র অথবা করপাত্রে ভিক্ষা করিবে, অন্য কোন জলপাত্র বা ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে না, অর্থাৎ এক অঞ্জলি-প্রমাণ ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, কিংবা মুখব্যাদান করিলে তাহাতে যে পরিমাণ বস্তু ধরে, তাহাই গ্রহণ করিবে। আর নিরন্তর "ওঁ ওঁ ওঁ" এই মন্ত্র জপ করিবে, এই প্রকারে ত্রিরাবৃত ওঁশব্দে পরমাত্মাই বোধ হয় এবং তৎকল্পোক্ত ন্যাসাদিও করিবে। যে উপাসক ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অর্থতঃ ও শব্দতঃ ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম বিদিত হইতে সমর্থ হন অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দ অর্থ-বোধ করিয়া অভ্যাস করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মচারিগণের সন্ন্যাসগ্রহণে পূর্ব্বগৃহীতদণ্ডে দণ্ডগ্রহণ সিদ্ধ হয় না, এই জন্য সন্ন্যাসগ্রহণে পলাশ, বিল্ব বা অশ্বত্থদণ্ড গ্রহণ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়াভিপ্রায়ে উক্ত পলাশাদি ত্রিবিধ দণ্ড আছে, পরন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্ন্যাসে অধিকারী নহে; সুতরাং কেবল ব্রাহ্মণেরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দণ্ডের অপ্রাপ্তিতে পর পর দণ্ড-গ্রহণের ব্যবস্থা বোদ্ধব্য। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সন্ন্যাসগ্রহণে ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে, অন্য বর্ণের নাই।

আর সন্ন্যাসীরা মৃগচর্ম্ম মেখলা (কুশনির্ম্মিত কটিবন্ধনরজ্জু,) যজ্ঞোপবীত, লৌকিকাগ্নি ও সমিধহোমাদি এই সমস্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শূর (কামাদি শত্রুবিজয়ী) হইবে; কামাদি বিজয়ে অসমর্থ হইলে সন্ন্যাসগ্রহণে কোন ফল নাই। যাঁহার বেদার্থ বোধ হইলে প্রকৃত অধিকার জন্মে এবং সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতারূপে জ্ঞান হয়, তিনিই প্রকৃত শূর (সাধকশ্রেষ্ঠ)। অধুনা উক্ত সন্ন্যাসফলের পরিজ্ঞাপক দুইটি মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা দিব্যদৃষ্টি দ্বারা মুক্তপুরুষগণের প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদ নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। যেরূপ নির্ম্মল গগনে চক্ষু পরিব্যাপ্ত হইলে আবরকাভাবে তাহা বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া থাকে, বিষ্ণুর পাদদ্বয় তদ্রূপ (জ্ঞানময়)। যদি বল, এই প্রকার বিষ্ণুপদ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—গুরুদেবের উপদেশেই ঐ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর ব্রাহ্মণেরই উপদেশাধিকার জানা যায়। যাহারা বিমন্যু (কামক্রোধাদি-পরিশূন্য) কিংবা যাহাদিগের স্তুতিনিন্দায় তুল্য জ্ঞান এবং যাঁহারা অজ্ঞানরূপ অনিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই বিষ্ণুর সেই পরমপদ দীপিত করেন, অর্থাৎ পরহিতার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপসংহারে বিবৃত হইতেছে,—ইহাই মোক্ষোপদেশ, অর্থাৎ ব্রহ্মা এই প্রকারে মোক্ষোপদেশ করিয়া অনুশাসন করিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মাই যে এই

ওঙ্কারোপাসনারূপ মোক্ষানুশাসন করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহা বাস্তবিক বেদের আদেশ। ইহা প্রজাপতির অনুশাসন, এই প্রকার স্বীকার করিলে বেদের লৌকিকাশঙ্কা হয়। আর আরুণি ও প্রজাপতির আখ্যায়িকা এই কথা কেবল স্তুত্যর্থ বোদ্ধব্য। শব্দরাশিস্বরূপ সর্ব্ববেদেই সর্ব্ববর্ণা-শ্রমাদির ব্যবস্থা হেতু। রাজশাসনের ন্যায় এই অনুশাসন রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তস্করেরা যেরূপ রাজশাসন অবহেলা করিয়া শূলে আরোপিত হয়, তদ্রূপ বেদের শাসন লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যও সংসারশূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উপনিষদাদির শেষবাক্য দুইবার পাঠ্য, ইহাই বৈদিক রীতি ; এই জন্য "বেদানুশাসনং" এই বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কঠশ্রুত্যুপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ যোঽনুক্রমেণ সন্ন্যসতি স সন্ন্যস্তো ভবতি। কোঽয়ং সন্ন্যাস উচ্যতে? কথং সন্ন্যস্তো ভবতি? ॥ ১ ॥

আশ্রমানুসারে যে সন্ন্যাস, তাহাই মোক্ষের পক্ষে উপযুক্ত; রাগ বিদ্যমানে আশ্রম-ব্যুৎক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহা মোক্ষের যোগ্য হয় না, এই অভিপ্রায়ে কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ প্রারব্ধ হইতেছে। এই উপনিষৎ প্রজাপতি ও সুরবৃন্দের উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপ আখ্যায়িকাত্মক। প্রজাপতি বলিয়াছেন,—ব্রহ্মচারী ব্যক্তি বেদপাঠপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ আশ্রমানুক্রমে যে সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। তখন সুরবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সন্ন্যাস কাহাকে কহে, কিরূপেই বা সন্ন্যাস হয়? ॥ ১ ॥

য আত্মানং ক্রিয়াভিঃ সুগুপ্তং করোতি, মাতরং পিতরং ভার্য্যাং পুত্রান্ সুহৃদো বন্ধূনমুমোদয়িত্বা যে চাস্যর্ত্বিজ-

স্ত্বান্ সর্ব্বাংশ্চ পূর্ব্ববদ্‌বৃণীত্বা বৈশ্বানরীমিষ্টিং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ, যজমানস্যাঙ্গান্ ঋত্বিজঃ সর্ব্বৈঃ পাত্রৈঃ সমারোপ্য ॥ ২ ॥

যিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি নিত্যনৈমিত্তিকাদি-ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে সুগুপ্ত (নিষ্কলুষ) করেন, পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ যেরূপ অগ্নিষ্টোমাদিতে ব্রতনিষ্ঠ হইবে, সন্ন্যাস-সময়ে জনক, জননী, পুত্র, পত্নী, সুহৃদ্ ও বন্ধু প্রভৃতির প্রাতি-সাধন পূর্ব্বক পুরোহিতদিগকে বরণ করিয়া বৈশ্বানর-দেবতা যজ্ঞ করিবে, কিংবা পুরোহিতগণকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা অর্পণ করিবে। তৎপরে ঋত্বিক্‌গণ যজমানের হস্ত, মুখ, নাসিকাদি অঙ্গসকল যথাযোগ্য পাত্রে সমারোপ করিয়া বহ্নিতে প্রাণসমারোপ করিবে, অর্থাৎ যজমানের মৃত্যু হইলে চিতাতে সমারোপণ পূর্ব্বক যে অঙ্গ যে পাত্রে স্থাপন করিতে হয় (যেরূপ স্থালীতে দক্ষিণ কর, স্রুবেতে নাসিকা প্রভৃতি), সেই সেই পাত্রে সেই সেই অঙ্গ সমা-রোপণ করিবে ॥ ২ ॥

যদাহবনীয়ে গার্হপত্যে অন্নাহার্য্যপচনে সভ্যাবসথ্য-য়োশ্চ প্রাণাপান-ব্যানোদান-সমানান্ :সর্ব্বান্ সর্ব্বেষু সমারোপয়েৎ সর্ব্বান্ সর্ব্বেষু সমারোপয়েৎ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

কোন্ অগ্নিতে কোন্ প্রাণাদি সমারোপ কর্ত্তব্য, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—আহবনীয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিগ্-ভাগে প্রাণ, গার্হপত্য অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্ভাগে অপান, অন্বাহার্য্যপচন, অর্থাৎ দক্ষিণদিগ্ভাগে ব্যান, আর উত্তর-দিগ্ভাগস্থ সভ্য ও অবসথ্য অগ্নিতে উদান এবং সমান-নামক বায়ুর সমারোপ করিতে হয়। এই প্রকারে সর্ব্ব অগ্নিতে সর্ব্বপ্রাণ সমারোপ করিলেই যতিগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। যতিগণের বিদেহশুদ্ধির জন্যই উক্ত অঙ্গাদি সমারোপ বোদ্ধব্য। ঐ প্রকারে অঙ্গাদিতে ও পাত্রাদিতে সমারোপ করিলে যতিরা শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সশিখান্ কেশান্ নিষ্কৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতং নিষ্ক্রম্য পুত্রং দৃষ্ট্বা ত্বং ব্রহ্মা ত্বং যজ্ঞস্ত্বং সর্ব্বমিত্যনুমন্ত্রয়েৎ। যদ্যপুত্রো ভবতি, আত্মানমেবং ধ্যাত্বানপেক্ষমাণং প্রাচীমুদীচীং বা দিশং প্রব্রজেৎ, চতুর্ষু বর্ণেষু ভৈক্ষচর্য্যং চরেৎ, পাণিপাত্রেণাশনং কুর্য্যাৎ, ঔষধবৎ প্রাশ্নীয়াৎ, যথালাভমশ্নীয়াৎ, প্রাণসন্ধারণার্থং যথা মেদোবৃদ্ধির্ন জায়তে॥ ১॥

যতি-ব্যক্তি শিখা-সমন্বিত সমস্ত কেশ মুণ্ডন পূর্ব্বক জলে যজ্ঞোপবীত বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে গমনোপক্রম করিবে। তৎকালে পুত্রকে দর্শন পূর্ব্বক বলিবে, তুমি ব্রহ্মা, তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই সর্ব্বস্ব। সাধক অপুত্র হইলে "আমিই ব্রহ্মা, আমিই যজ্ঞ, আমিই সকল" এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূর্ব্বদিকে কিংবা উত্তরদিকে গমন করিবে। চারিবর্ণের নিকটেই ভিক্ষাচরণ করা সন্ন্যাসীর অধিকার। তাহারা হস্তপাত্রেই আহার করিবে, ঔষধবৎ অর্থাৎ ভোজনে প্রীতিশূন্য হইয়া দেহরক্ষার্থ ভোজন করিবে। যথাপ্রাপ্ত ভোজন করাই তাহাদের কর্ত্তব্য, আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহার্থ ব্যস্ত হইবে না। প্রাণধারণার্থমাত্র আহার করিবে, যাহাতে দেহের মেদোবৃদ্ধি না হয়, এই ভাবে সাবধান হইয়া আহার করিবে॥ ১॥

কৃশীভূত্বা গ্রামে একরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং চতুরো মাসান্ বার্ষিকান্ গ্রামে বা নগরে বাপি বসেৎ, বিশীর্ণং বস্ত্রং বল্কলং বা প্রতিগৃহ্নমাণো নান্যৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ! যদ্যশক্তো ভবতি যো ন ক্লেশঃ স তপ্যতে তপ ইতি॥ ২॥

যতিরা সন্ন্যাসগ্রহণান্তে কামাদিবিকার-দূরীকরণার্থ কৃশ হইয়া গ্রামে একরাত্রি এবং নগরে পঞ্চরাত্রি অবস্থান করিবে, এই প্রকারে বর্ষাঋতুর চারিমাস গ্রামে কিংবা নগরে থাকিবে এবং জীর্ণ বস্ত্র অথবা বল্কল পরিধান করিবে, নূতন বা অধিক বস্ত্রাদি গ্রহণ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। যতিদিগের বৃহৎবস্ত্র-স্বীকার শ্রুতিনিষিদ্ধ। যদি বস্ত্রাদি পরিত্যাগে অক্ষম হয়, তবে বস্ত্রমাত্র গ্রহণ করিতে পারে। আর যাহারা শীতোষ্ণাদিহিষ্ণু অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া তপস্যা করিতে অক্ষম নহে, তাহারা তপস্যা করিবে॥ ২॥

যো বা এবংক্রমেণ সন্ন্যসতি যো বা ব্যুত্তিষ্ঠতি কিমস্য যজ্ঞোপবীতম্? কা বাস্য শিখা? কথং বাস্যোপ-স্পর্শনমিতি॥ ৩॥

যিনি এইরূপে জনক, জননী ও পুত্রকলত্র পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুক্রমে, বা ব্রহ্মচর্য্যাদিক্রম আশ্রয়

না করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তাঁহার যজ্ঞোপবীত কি? শিখা কি? এবং তাঁহার আচমনাদি কি? অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণের যজ্ঞোপবীত-ধারণ, শিখাগ্রহণ ও আচমনাদিব্যতিরেকে কি প্রকারে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে? ॥ ৩ ॥

তান্ হোবাচ ইদমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞোপবীতং যদাত্মধ্যানং বিদ্যা সা শিখা নীরৈঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতৈঃ কার্য্যাং নির্ব্বির্ত্তয়ন্নুদপাত্রে জলতীরে নিকেতনং হি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ ৪ ॥

উক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর বিবৃত হইতেছে।—ব্রহ্মা সুরগণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিতেছেন। —সন্ন্যাসীরা যে চিন্তা করেন, তাহাই তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত; তাঁহাদিগের আত্মজ্ঞানই শিখা। আর সন্ন্যাসীরা সর্ব্বত্রাবস্থিত সলিল দ্বারা কার্য্যসম্পাদন করিবে এবং জলতীরে অবস্থিতি করিবে। ব্রহ্মবাদীরা এইরূপে সন্ন্যাসিগণের আচার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

অস্তমিত আদিত্যে কথং বাস্যোপস্পর্শনমিতি। তান্ হোবাচ যথাহনি তথা রাত্রৌ নাস্ত নক্তং ন বা দিবা। তদপ্যেতদৃষিণোক্তং সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি। য এবং বিদ্বান্ নৈতেনাত্মানং সন্ধত্তে সন্ধত্তে ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

পুনরায় সুরবৃন্দ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি জলতটেই সন্ন্যাসিগণের অবস্থিতি বিধেয় হইল, তবে তাহারা সূর্য্যাস্তে কি প্রকারে আচমনাদি করিবে? কেম না, রাত্রিকালে তড়াগাদির জলস্পর্শ নিষিদ্ধ আছে। তখন ব্রহ্মা সুরবৃন্দকে বলিলেন,—সন্ন্যাসীরা যেরূপ দিবাতে আচমনাদি করিবে, নিশাভাগেও তদ্রূপ আচমনাদি করিতে পারে। তাহাদিগের দিবারাত্রিভেদে কার্য্যের কোন প্রভেদ নাই। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের পক্ষেই নিশাভাগে তড়াগাদির জলস্পর্শ নিষিদ্ধ, বেদে ইহা কথিত আছে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, একমাত্র দিনই নিত্য, অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের নিকট দিবারাত্রি-বিচার নাই। যেহেতু, তাহা করিতে গেলে আত্মানুসন্ধান হয় না, সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রয় কর্ত্তব্য। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, সন্ন্যাস ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়েন

সম্পাদিতা প্রকাশিতা চ।

আবৃত্তিঃ প্রথমা

কলিকাতা-রাজধান্যাম্

১৬৬ সংখ্যক-বহুবাজারষ্ট্রীটস্থ-"বসুমতী-প্রেসাখ্য"-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা।

১৩২৪

মূল্য ১৲ এক টাকা।

॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ
জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব-নিষ্ঠ মনীষীরা ঈশ্বর-তত্ত্ব-নিরূপণে তৎপর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-প্রসঙ্গে ব্রহ্মনিরূপণার্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই বিশ্বসৃষ্টির প্রতি ব্রহ্মই কি কারণ? অথবা অকারণেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে? আমরাই বা কেন জন্মধারণ পূর্ব্বক জীবিত আছি? প্রলয়সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিবৃন্দের জীব কোথায় বাস করে আর কি কারণেই বা আমাদিগকে সুখদুঃখভোগের অধীন হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়? ১॥

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥

কালই কি জগদুৎপত্তির হেতু? দেখিতে পাইতেছি, কালে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে; সুতরাং কালকে সৃষ্টির হেতু বলিলে অসঙ্গত হইতে পারে না। কিংবা স্বভাবই কি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির কারণ? যেমন বহ্নিতে উষ্ণতা, জলে শৈত্য ইত্যাদি গুণ স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুর নৈসর্গিক গুণেই বোধ হয় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নিয়তি কি এই সমগ্র অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির হেতু? * কিংবা কোন বিনা কারণে হঠাৎই কি এই বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে? অথবা আকাশাদি ভূতপঞ্চক এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণ? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মাকেই কি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বলিয়া বোধ হয়? এই সমস্ত বিষয় স্থির করা কর্ত্তব্য। যদি কালাদিকে জগৎ কারণ বলা যায়, তাহা হইলে এই সন্দেহ জন্মে যে, কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা (আকস্মিক প্রাপ্তি), আকাশাদি ভূতপঞ্চক ও আত্মা, ইহারা একত্র

* পাপপুণ্যাদি প্রাক্তনক্রিয়াকেই নিয়তি বলে।

হইয়া কি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতেছে, অথবা পৃথগ্‌রূপেই ইহার উৎপাদন করিতেছে ? কালাদিকে পৃথগ্‌রূপে সৃষ্টির হেতু বলিয়া বিবেচনা হয় না, কারণ, আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে, দেশ, কাল ও নিমিত্ত ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের একটি পদার্থও সমুৎপন্ন হয় না, সুতরাং কালাদিকে পৃথগ্‌রূপে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির কারণ বলা যাইতে পারে না। তবে আকাশাদি ভূতপঞ্চক একত্র হইয়াই কি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিতেছে ? ইহাও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, দেখা যায়, ভূতপঞ্চকের বিলয় ঘটিলেও আত্মা বর্ত্তমান থাকে, তবে জীবাত্মাকেই ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির হেতু বল। তাহাও অসম্ভব ; যে হেতু, জীবাত্মা স্বাধীন নহে, জীব নিরন্তর সুখদুঃখের হেতুভূত পাপপুণ্যকর কার্য্যের বশীভূত থাকে, সুতরাং কর্ম্মানুবর্ত্তী আত্মার ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব ॥ ২ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির নানা হেতু দেখিয়া অধুনা প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।—ব্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ মনীষিগণ সদ্‌গুরুর আশ্রিত ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া এই নিরূপণ

করিয়াছেন যে, পরমাত্মা পরাৎপর পরমেশ্বর যখন মায়ার (প্রকৃতির) আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় তাঁহার কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি হইতেই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হয়। ঈশ্বরের সেই শক্তিকে অপর কেহ দেখিতে পায় না। ঐ শক্তি নিরন্তর নিজগুণ দ্বারা সমাবৃত থাকে। প্রকৃতির কার্য্য পৃথিবী প্রভৃতি, মানবগণ তাহাই দেখিতে পায়; কিন্তু তাহার হেতু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ কর্ত্তৃক কাল, স্বভাব ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত কারণ-সমূহ নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে; কাল ও আকাশাদি ভূতগ্রাম তাঁহার অধীন। সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরমেশ্বরই এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদক; তদ্ব্যতীত আর কাহারও কিছু সৃষ্টির সামর্থ্য নাই, ইহাই মীমাংসিত হইল॥ ৩॥

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্॥ ৪॥

অধুনা ব্রহ্মচক্রের বিষয় বলা যাইতেছে।—এই ব্রহ্ম-চক্রই অনাদি ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির হেতু বলিয়া তত্ত্বদর্শী সুধীগণ স্থির করিয়াছেন। অসীম আকাশ সেই চক্রের নেমি (শেষ সীমা)। প্রকৃতির সত্ত্বাদি ত্রিগুণ দ্বারা ঐ ব্রহ্মচক্র

সমাচ্ছাদিত আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই ভূতপঞ্চক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ষট্‌ক সর্ব্বসমেত ষোড়শ পদার্থ চক্রের প্রান্তসীমা। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই বিকারপঞ্চক, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি ও অষ্টসিদ্ধি এই পঞ্চাশটি চক্রের অর (পাখা)। নেত্র, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, চর্ম্ম, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই ইন্দ্রিয়দশক এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দ এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়বিষয়, এই কুড়িটি চক্রের প্রত্যর (চক্রপাখার দৃঢ়তাসাধক কীলক-স্বরূপ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি; ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই অষ্টধাতু; অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য; জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ ভাব; ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ, পিশাচ এই অষ্ট দেব এবং দয়া, শান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টবিধ গুণ ইহাকেই ছয় প্রকার অষ্টবর্গ বলে। ব্রহ্মাণ্ডে এই ছয় প্রকার অষ্টবর্গ বিদ্যমান আছে।

স্বর্গ, পুত্র ও অন্নাদির বাসনাকে ব্রহ্মচক্রের পাশ কহে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান ঐ ব্রহ্মচক্রের মার্গত্রয় এবং পাপ ও পুণ্য, দেহ ও ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি ইত্যাদি দুই দুইটিকে ব্রহ্মচক্রের নিমিত্ত বলা যায়॥ ৪॥

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ॥ ৫॥

যে ব্রহ্মচক্রের উল্লেখ হইল, অধুনা উহাকে নদীরূপে বর্ণনা করা যাইতেছে।—নেত্র, কর্ণ, নাসা, রসনা ও ত্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ঐ নদীরূপ ব্রহ্মচক্রের জল। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ কারণীভূত এই ভূতপঞ্চক দ্বারা ঐ নদী অতি ভীমমূর্ত্তি ধরিয়া বক্রভাবে বিদ্যমান আছে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ুঃও উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চককে ঐ নদীর তরঙ্গ বলা যায়। নেত্রাদি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক-জন্য কারণস্বরূপ মনঃ এই সংসাররূপ নদীর মূল। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই ইন্দ্রিয়বিষয়পঞ্চক ঐ নদীর আবর্ত্ত (জলপাক বা ঘূর্ণি); ঐ আবর্ত্তেই প্রাণিবৃন্দ নিমগ্ন হয়। গর্ভদুঃখ, জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ ও মৃত্যুদুঃখ এই পঞ্চবিধ দুঃখে ঐ নদীর বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ,

লোভ ও মোহে পরিপূর্ণ বলিয়া ঐ নদী যার পর নাই দুঃখদায়িনী ॥ ৫ ॥

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মচক্রস্বরূপ এই বিশালব্রহ্মাণ্ড কীটাদি যাবতীয় জীবকুলের জীবনক্ষেত্র। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডেই প্রাণিবৃন্দের বিলয় ঘটিতেছে। জীবকুল যে এই ব্রহ্মচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বিবিধ যোনিতে বিচরণ করিতেছে, জীব ও পরমাত্মার ভেদবোধই তাহার প্রধান হেতু। যখন নিত্যজ্ঞানবলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জীবের মুক্তি ঘটে। ইহা দ্বারা এই বুঝিতে পারা গেল যে, যাহারা অনাত্মদেহে আত্মজ্ঞান করিয়া জীব ও ঈশ্বরকে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগকে এই সংসারে বার বার জন্ম-মরণাদি ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া চক্রভ্রমিবৎ ভ্রমণ করিতে হয় এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে যাহাদের অভেদজ্ঞান হয়, তাহাদিগকে আর সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না; তাহারা অনন্তকাল নিত্যসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মায়িক ব্রহ্মই জগৎসৃষ্টির হেতু এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষ ঘটে; কিন্তু মায়াত্যাগ না হইলে কখন মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, তখন মোক্ষ একেবারে অসম্ভব হইল। এই বিষয়ের উপসংহারে বলা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম মায়াযুক্ত হইয়াই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন সত্য, কিন্তু উপাসনাসময়ে সেই নির্গুণ পরংব্রহ্মকেই উপাসনা করিবে। গুরুসকাশে গমন করিয়া মায়াবিরহিত ব্রহ্মের উপাসনা করিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। সংসারের সহিত ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই, সাংসারিক কোন কার্য্যেই তিনি লিপ্ত নহেন। তিনি নির্গুণ, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সকল বস্তুতেই তিনি নির্লিপ্ত, অচল, কূটস্থ ও নিত্য। ব্রহ্মতত্ত্বদর্শী মনীষীরা সেই নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে নিরত ও জন্মজরামরণাদি সংসারমায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া পরংব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগকে আর যোনিযন্ত্রণায় সংক্লিষ্ট হইতে হয় না ॥ ৭ ॥

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ৮॥

ইত্যগ্রে কেবলমাত্র পরংব্রহ্মই স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-বোধ হইলেই মানবগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ উপাধিগত ভেদ ব্যতীত জীব ও পরমেশ্বরে আর কোন প্রভেদ নাই। সেই ঈশ্বরই ব্যক্ত ও অব্যক্ত কার্য্যকারণ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন। অনীশ্বর জীব ভোগে আসক্ত হইয়া অবিদ্যার কর্ম্মস্বরূপ ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক বশীভূত হইয়া বিদ্যমান আছে; সুতরাং সোপাধিক জীব ও নিরু-পাধি পরমাত্মার অভেদবোধ দ্বারা জীব সংসারপাশ ছেদন পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে॥ ৮॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥ ৯॥

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইল যে, ব্যক্তাব্যক্ত এই ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই রক্ষিত হইতেছে এবং জীবাত্মা ইন্দ্রিয়-গ্রামের বশীভূত হইয়া বিদ্যমান আছে, কেবলমাত্র যে

জীব ও পরমের পার্থক্য, তাহা নহে, আরও বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পরমাত্মা সর্ব্ববিৎ, কিন্তু জীব অজ্ঞ। পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ও অজ্ঞ অনীশ্বর জীব উভয়ই জন্মরহিত। অদ্বিতীয় নিত্য প্রকৃতির আশ্রয় বশতই আত্মা জীব উপাধি ধারণ করত ভোগকর্ত্তা হইয়া থাকে। ভোগ্য পদার্থপুঞ্জ প্রকৃতির বিকারস্বরূপ। আত্মার অন্ত নাই, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ, তিনি অকর্ত্তা; সংসারধর্ম্মে তিনি কদাচ লিপ্ত নহেন। পরমাত্মা, জীব ও প্রকৃতি এই তিনটি বস্তুকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলেই পরংব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে; সুতরাং মোক্ষলাভ হয় ॥ ৯ ॥

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধানাদ্‌যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥

এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড নিত্য নহে, নশ্বর। সেই চিদানন্দময় অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রাণিবৃন্দের অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া দেন। সেই অদ্বিতীয় প্রধান পুরুষ-প্রবরের আশ্রয়েই জীব ভোগ্যপদার্থ সকল ভোগ করে। সেই পরমপুরুষের নামকীর্ত্তন, পরমাত্মাতে ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগসাধন ও নিরন্তর আমিই সেই ব্রহ্মের অংশ, এই-

রূপ তত্ত্বনির্ণয় দ্বারা মনুষ্য জগৎসংসারের মায়া হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং মুক্তিপদের অধিকারী হয়॥ ১০॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং
দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥ ১১॥

পরমেশ্বরের ধ্যান দ্বারা যে কি ফল হয়, তাহা যার পর নাই অদ্ভুত। তাঁহার ধ্যানমহিমা আশ্চর্য্য। কিয়ৎপরিমাণে তদীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেও পুত্রকলত্রাদিসংসারমায়াস্বরূপ অজ্ঞানপাশ ছেদন করা যায়। সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারিলে আর অজ্ঞানজনিত ক্লেশরাশি বিদ্যমান থাকে না এবং জন্ম-জরা-মরণাদি সংসারযাতনা ভোগ করিতে হয় না। ব্রহ্মধ্যানের তৃতীয় ফল এই যে, পরমেশ্বরের চিন্তা করিলে প্রাণিবৃন্দ চরমসময়ে দেহান্তর ধারণ পূর্ব্বক দেবযানপথে তৎসকাশে গমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নিখিল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, তৎপরে ঐশ্বর্য্যভোগের তৃষ্ণা প্রশমিত হইলে পূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মে অনুপম আনন্দ প্রাপ্ত হয়। তাহার সে সুখের হানি কোন কালেই ঘটে না॥ ১১॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১২ ॥

পরংব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয়, সুতরাং যত্নসহকারে সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নিরন্তর স্বীয় আত্মাতে ধ্যান করিবে। জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বর ভিন্ন এই সংসারে আর কিছুই জ্ঞাতব্য বিষয় নাই। একমাত্র পরমাত্মা পরমেশ্বরই এই সংসারে আরাধনীয়। তাঁহার উপাসনা দ্বারাই জন্ম সার্থক হয়। যে সকল ব্যক্তি সেই ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির ধ্যান করে, তাহারাই পরমশান্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্ব্যতীত কাহারও ভাগ্যে উক্তরূপ শান্তিলাভের আশা নাই। অতএব জীব, ভোগ্য পদার্থ ও সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর এই তিনকে অভিন্নরূপে বিদিত হইয়া নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করিবে। আত্মাতে ব্রহ্ম-চিন্তা করিলেই তৎপ্রসাদে মুক্তিলাভ হয়। স্বীয় আত্মাতে ব্রহ্মধ্যান অর্থাৎ আত্মনির্ণয় না করিয়া যদি শত শত তীর্থে ভ্রমণ করা যায়, তাহাতেও কোন ফল দর্শে না। হস্তস্থ অন্ন ত্যাগ পূর্ব্বক কুর্পর (কনুই) লেহন করিলে কি কদাচ ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে? যাহারা আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যলাভের আশায় তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করে, তাহারা কাচমূল্যে হস্তলগত মহামূল্য মণিও বিস-র্জ্জন করিতে পারে ॥ ১২ ॥

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগুহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১৩ ॥

প্রণব (ওঁ) এই শব্দ আত্মতত্ত্ব-নিরূপণের প্রধান সহায় ও নিদান। যেরূপ অরণি-(অগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠ) মধ্যস্থ বহ্নি অদৃশ্যভাবে থাকে, কাহারও নেত্রগোচর হয় না এবং কাষ্ঠমধ্যে যে বহ্নি বিদ্যমান আছে, তাহাও উপলব্ধ হয় না, অনন্তর যখন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করা যায়, তখন ঐ কাষ্ঠ হইতে বহ্নির আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ প্রণব দ্বারা শরীরমন্থন করিলে আত্মতত্ত্ব বিদিত হইতে পারা যায়। অর্থাৎ সদ্গুরু-সকাশে উপদিষ্ট হইয়া একাগ্রমনে ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে আত্মাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১৪ ॥

যাহারা স্ব-শরীরকে অরণি (অগ্ন্যাধানকাষ্ঠবিশেষ) ও ওঙ্কারকে উত্তরারণি (ঘর্ষণকাষ্ঠস্বরূপ) করিয়া ব্রহ্মচিন্তনরূপ ঘর্ষণ করে, তাহারা জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা নিগূঢ় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥ ১৫॥

তিলমধ্যে যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে তৈল বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তাহা দেখা যায় না, পরে যন্ত্র দ্বারা ঐ তিলসকল নিপীড়ন করিলে আশু তিল-মধ্যস্থ তৈল বহির্গত হয়, যেরূপ দধিতে সর্ব্বদাই ঘৃত বিদ্যমান আছে, মথনের অগ্রে তাহা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ঐ দধি মন্থন করিলেই ঘৃত প্রত্যক্ষ হয়, যেরূপ নদীখাতে আপাততঃ জলের আবির্ভাব হয় না, কিন্তু ভূমিখনন করিলে জল সমুত্থিত হয়, যেরূপ অরণিগর্ভে যে বহ্নি আছে, তাহা মন্থানদণ্ডদ্বারা ঘর্ষণ না করিলে প্রজ্বলিত হয় না, যখন উভয় কাষ্ঠে পরস্পর সংঘর্ষ হয়, তখন আশু প্রজ্বলিত অগ্নি বহির্গত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতের হিতসাধন, ইন্দ্রিয়সংযম ও মননাদি তপস্যা দ্বারা স্বীয় আত্মাতে পরাৎপর পরম ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে॥ ১৫॥

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরমিতি॥ ১৬॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

যেরূপ দুগ্ধমধ্যে তাহার সারভূত ঘৃত বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন। কোন স্থলেও তাঁহার অপ্রকাশ নাই, তিনি সর্ব্ববস্তুর সার-রূপে বিদ্যমান। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই স্বীয় অবিদ্যা-(অজ্ঞান) নাশের ও তপস্যার মূলীভূত নিদান। তিনিই সাধুগণকে সৎকর্ম্ম করাইয়া বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। উপ-নিষৎ দ্বারাই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রতিপাদিত করা যায়। উপনিষৎসমূহে তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৬॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নিং জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরত্ ॥ ১ ॥

কিরূপে ধ্যান করিতে হয়, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যখন ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে নিরত হইয়া বাহ্যবিষয় হইতে চিত্তকে সংযত করত একাগ্রমনা হইয়া পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সূর্য্য-দেবের উপাসনা করিবে। এই আদিত্যদেব সেই পরাৎপর পরমাত্মার তেজঃস্বরূপ বহ্নি দর্শন পূর্ব্বক এই ব্রহ্মাণ্ডে তেজঃ বিস্তার করিতেছেন এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি অধিদেবগণ সেই পরংব্রহ্মের মাহাত্ম্যপ্রভাবে স্ব স্ব আধিপত্য প্রকাশ করিতেছেন। আমরা যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য-দর্শনে তাহা দেবকৃত বলিয়া বিবেচনা করি, তৎসমস্ত সেই পরমপুরুষ পরংব্রহ্মের মহিমা ব্যতীত আর কাহারও মাহাত্ম্যের ফল নহে ॥ ১ ॥

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্ববর্গেয়ায় শক্ত্যে ॥ ২ ॥

যখন আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সদ্‌গুরুর প্রসাদে দেহেন্দ্রিয় সুস্থির করি, তখন স্বর্গলাভের নিদান পরমাত্মধ্যানে যথাশক্তি প্রয়াস পাই। এই প্রকারে

দৃঢ়সংকল্প হইয়া সেই আত্মতত্ত্বচিন্তা করিলে পরম আনন্দ-লাভ হয় ॥ ২ ॥

যুক্তায় মনসা দেবান্ স্বর্বর্য্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥৩॥

যখন ধ্যান করিবে, তখন সূর্য্যদেব-সকাশে এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়,—হে দিনকর! আমাদিগের ইন্দ্রিয়-গ্রামকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত করুন। আমাদিগের নেত্র সামান্য রূপদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া ব্রহ্মরূপদর্শনে নিযুক্ত হউক; শ্রুতিপুট সামান্য কথা শ্রবণ না করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত আকর্ণন করুক। বাগিন্দ্রিয় অসৎকথা পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করুক। জিহ্বা চর্ব্ব্যচোয্যাদি রসবোধে ক্ষান্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বরসাস্বাদে নিযুক্ত থাকুক। এইরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্রহ্মতত্ত্বসাধনে নিরত হউক। ব্রহ্মজ্যোতিতে আলোক লাভ করিয়া যাহাতে আমরা অতুল আনন্দ অনুভব করিতে পারি, আপনি তাহাই করুন ॥ ৩ ॥

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনা বিদেক ইন্
মহো দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ৪ ॥

বিপ্রগণ নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের মধ্যে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ব্রহ্মময় সূর্য্যদেবের জ্যোতিঃ চিন্তা করিবে। এইরূপ করিলেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্ববৃহৎ সূর্য্যদেবের যথেষ্ট স্তব সম্পাদিত করা হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা সেই পরমাত্মার স্তুতিবাদ করে, তাহারাই পরিণামে প্রকৃত ফলের অধিকারী হয়॥ ৪॥

যুজে বা ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি-
র্ব্বিশ্লোকা যন্তি পথ্যেব সূরাঃ।
শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ ৫॥

হে মানববৃন্দ! তোমরা কারণস্বরূপ পরংব্রহ্মে আসক্ত হও, অর্থাৎ প্রণামাদি দ্বারা ব্রহ্মে মন নিযুক্ত কর। সেই পরাৎপর পরব্রহ্মে চিত্ত বিনিবেশিত করিলে তোমাদের অতুলকীর্ত্তি আবহমানকাল স্থায়ী হইবে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি সুরবৃন্দগণ সেই জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের পুত্র। তাঁহারা সেই প্রভুব মাহাত্ম্যপ্রসাদেই সুরপুরে নিজ নিজ আধিপত্য করিতেছেন॥ ৫॥

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাভিযুঞ্জতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ॥ ৬॥

সূর্য্যের নিকট যেরূপে প্রার্থনা করিতে হয়, যেরূপে উপাসনা করিতে হয়, তাহা ইত্যগ্রে কথিত হইয়াছে। কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা-দিগের সেই কর্ম্মের ফলে ভোগলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং বহ্নি যে কার্য্যে মথন-ভরণাদি করেন, পবন যাহাতে পবিত্রীভূত হইয়া শব্দপ্রয়োগের আনুকূল্য করিয়া থাকেন এবং চন্দ্র যে কার্য্যের পরিপূর্ণতা প্রদান করেন, সেই সেই কর্ম্মে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমাদি স্বর্গসাধন কার্য্যে চিত্ত বিনিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, প্রাণায়াম ইত্যাদি সমাধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিলেই পূর্ণানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়, কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে তত্ত্ব-জ্ঞানের সম্ভাবনা কখনই নাই॥ ৬॥

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্বম্।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ॥ ৭॥

যে প্রকারে আদিত্যরূপী ব্রহ্মের আরাধনা করিতে হয়, তাহা কথিত হইল, ঐ প্রণালীতে ব্রহ্মারাধনাতে অনুরক্ত হও। তদ্রূপ উপাসনাতে ভোগহেতু স্মৃতিবিহিত ও শ্রুতিবিহিত ক্রিয়াকাণ্ড বন্ধন করিতে পারে না। তেজোময় ব্রহ্মধ্যান দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ক্রিয়া-কাণ্ড ভস্মীভূত করিয়া ফেলে॥ ৭॥

নিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বকামী মনীষীরা বক্ষঃপ্রদেশ, গলদেশ ও শীর্ষ-প্রদেশ উন্নত করিয়া দেহকে ঋজুভাবে স্থাপনান্তে উপ-বেশন পূর্ব্বক হৃদয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংস্থাপন (নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় মনের সহিত সংযোগ) করিয়া সদ্গুরু-সকাশে লব্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করিবে। এই প্রকার চিন্তার ফলে ব্রহ্মাক্ষরস্বরূপ প্রণব-রূপ ভেলা দ্বারা ভীতিসঙ্কুল সংসারস্রোতঃ লঙ্ঘন পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। প্রাণায়ামের ফল এই যে, উহা দ্বারা নৈসর্গিক অবিদ্যাজনিত সংসারমায়া দূরীভূত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বাসীতঃ।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥

প্রাণায়ামের প্রণালী কি, অধুনা তাহাই বিবৃত হই-তেছে।—সুধী ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া প্রথমতঃ প্রাণবায়ু সংযম করিবে। তদনন্তর অন্যান্য চেষ্টা পরিহার পুরঃসর

প্রাণবায়ু ক্ষীণ হইলে নাসাপুট দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরি-ত্যাগ করিবে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস নিবন্ধন বায়ুধারণ করিলে চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। চিত্ত বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চলীভাব ধারণ করিলে তখন সেই চিত্ত একমাত্র ব্রহ্মানুসন্ধানে আসক্ত হয় ॥ ৯ ॥

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

কিরূপে ব্রহ্মচিন্তা করিতে হয়, অধুনা তাহা বিবৃত হইতেছে।—সাধক প্রথমতঃ একটি গুহাস্থল আশ্রয় করিবে। ঐ স্থান বিশুদ্ধ, সমতল, প্রস্তর অগ্নি ও বালুকা-রহিত, নিঃশব্দ, জলাদি উপভোগদ্রব্যশূন্য ও নির্ব্বাত হইবে, সেই স্থানে সমাসীন হইয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে এবং পরংব্রহ্মে চিত্ত সংযোগ করিতে হইবে। যে স্থলে কোন প্রকার ধ্যানবিঘ্নের সম্ভাবনা নাই এবং সংসারমায়া উপ-স্থিত হইয়া বিমোহিত করিতে সমর্থ না হয়, ধ্যানক্রিয়ায় তাদৃশ স্থান মনোনীত করাই যোগীদিগের কর্ত্তব্য ॥ ১০ ॥

নীহার ধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥

যোগাভ্যাস করিলে সে সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে।—যাহারা ব্রহ্মচিন্তনে নিরত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি নীহারবৎ বিমলতা ধারণ করে। পরে ধূমবৎ আভা পরিলক্ষিত হয়, তৎপরে সূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ তেজঃপুঞ্জ লক্ষিত হইয়া থাকে, অবশেষে অগ্নিবৎ দীপ্যমান অত্যুষ্ণ বায়ু যেন প্রবাহিত হইতেছে, এই প্রকার বোধ হয়। কোন কোন সময়ে বোধ হয় যেন, আকাশমার্গ খদ্যোতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কখন বা তড়িচ্ছটাবৎ আলোকমালা লক্ষিত হয়। আবার কখন বা স্ফটিকবৎ আভা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন বা এইরূপ প্রতীতি জন্মে যেন, পুরোভাগে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। এই সমস্ত লক্ষণই ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ। এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট ;হইলেই যোগাভ্যাস সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ ১২ ॥

যখন পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পাঞ্চ-ভৌতিক যোগজ্ঞান হয়, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজঃ হইতে রূপ, বায়ু হইতে শ্রুতিশক্তি ও আকাশ হইতে শব্দ এই সমস্ত পঞ্চভূতগুণজ্ঞান জন্মে, তখন সাধকের দেহের যাবতীয় দোষ যোগাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়, রোগজরাদি দুঃখপরম্পরা তাহাকে ক্লেশপ্রদানে সমর্থ হয় না। উক্ত যোগদ্বারাই মানবগণ জরামরণাদিশূন্য হইয়া অনন্তকাল নিত্যসুখের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১২॥

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদাঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥ ১৩॥

যে ব্যক্তি যোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দেহ নিরন্তর লঘুভাব ধারণ করে, তদীয় শরীরে অনুক্ষণ আরোগ্য বিরাজ করে, কোন বিষয়ে কোনরূপ বাসনা জন্মে না। বর্ণ সমুজ্জ্বল ও কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্যশোভা বৃদ্ধি পায়, নিরন্তর শুভ গন্ধ আঘ্রাত হইতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে মলমূত্রাদির লাঘব হয়। তত্ত্বদর্শী মনীষীরা এই সমস্তকে যোগপ্রবৃত্তির প্রথম চিহ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাহাদিগের দেহে পূর্ব্বকথিত লক্ষণ সকল পরিলক্ষিত হয়, তাহারাই প্রকৃত

নিত্য সুখভোগ করিতে পারে ও তাহারাই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত ॥ ১৩ ॥

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধাতম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥

যদি স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বস্তু সকল মৃত্তিকাদি দ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহা হইলে যেমন তাহাদের সমুজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশিত হয় না, কিন্তু অগ্নিসন্তপ্ত ও জলধৌত হইলে তাহাদের নৈসর্গিক তেজঃ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ মানববৃন্দ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানপ্রভাবে আত্মাকে সমুজ্জ্বল করিয়া নরজন্ম সার্থক করেন এবং যাবতীয় শোকসন্তাপ অতিক্রম পূর্ব্বক মোক্ষপদবীতে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্ব্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৫ ॥

যখন স্বীয় আত্মা স্বপ্রকাশ হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করে (আমিই পরংব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ অভেদজ্ঞান জন্মে), তখন জীব অজ্ঞানজনিত সংসারমায়াবর্জ্জিত সনাতন

পরাৎপর অদ্বিতীয় পরংব্রহ্মকে বিদিত হইয়া সংসারপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ১৫॥

এষ হি দেবঃ প্রদিশোহনুসর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স বিজাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥ ১৬॥

সেই দেবাদিদেব পরমাত্মাকেই পূর্ব্বাদিদিক্‌বিদিক্‌স্বরূপ বলিয়া জানিবে। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের আদি, তিনিই পুনরায় শিশুরূপে জঠরে জন্ম ধারণ করেন, তিনি সকলের আদিপুরুষ, সর্ব্বজীবেই তিনি বিরাজ করিতেছেন, এই প্রকারে নিজ আত্মাতে পরমাত্মার জ্ঞান করিতে হয়॥ ১৬॥

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ ১৭॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপণিষৎসু দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ॥

যোগসাধনাদির প্রয়োজনীয়তা যেমন বিবৃত হইল, নমস্কারাদিও তদ্রূপ আবশ্যক। যিনি বহ্নিমধ্যে জ্যোতীরূপে, বারিগর্ভে শৈত্যরূপে এবং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমান আছেন, যাঁহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে, শস্যমধ্যে যিনি

সাররূপে ও তরুরাজিতে ফলস্বরূপে বিদ্যমান, সেই চরাচর-কর্ত্তা আদিনাথ পরমেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি॥ ১৭॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

য একো জালবান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ
সর্ব্বাঁল্লোকানীশিত ঈশিনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১ ॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মাকেই জগৎস্বরূপ ও জগৎকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। তিনি যে সময়ে মায়ার সহিত একত্র হইয়াছিলেন, তখনই নিজ শক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারই স্বকীয় মায়াবলে এই সমস্ত লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তিনিই কখন স্বীয় প্রভুশক্তি দ্বারা আবির্ভূত হন, আবার কোন সময়ে বা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের এই সমস্ত কার্য্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হই জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায় ॥ ১ ॥

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশিনীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ২ ॥

একমাত্র ব্রহ্মই নিজ শক্তিবলে সমগ্র জগতের সৃষ্টি

করিয়াছেন ; এই জন্যই তত্ত্বদর্শী সুধীবৃন্দ এক ব্রহ্মকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করেন। জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে অন্য কোন কারণের সাহায্য তাঁহাদিগের নিকট স্বীকৃত নহে। সেই পরংব্রহ্ম সকলের আদি, তিনি অখিল ভুবন সৃষ্টি করিয়া রক্ষা করিতেছেন এবং প্রলয়সময়ে কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক অখিল ভুবন সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহারই মাহাত্ম্যপ্রসাদে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে ॥ ২ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমীং জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৩ ॥

সেই বিরাট্ পুরুষের নেত্রকমল সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনি সকল বস্তুই দেখেতে পান। সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বদ্রব্যেই তাঁহার বাহু এবং অশেষ ব্রহ্মাণ্ডেই তাঁহার চরণকমল বিদ্যমান। তাঁহারই বাহু দ্বারা অনন্ত জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় ভূতভাবন পরমাত্মাই মানব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জীব-সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জগৎকারণ জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলাদি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত কারণ ॥ ৩ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি সুরগণের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে স্বস্ব আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যিনি রুদ্ররূপী, যিনি সর্ব্বকর্ত্তা এবং যিনি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরম পুরুষ আমাদিগকে কল্যাণকরী বুদ্ধি অর্পণ করুন, অর্থাৎ যাহাতে আমরা সেই জ্ঞানালোক দ্বারা পরমপদ দর্শন পূর্ব্বক তাহা লাভ করিতে পারি, তাহা করুন ॥ ৪ ॥

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫ ॥

হে রুদ্র! তোমার যে কল্যাণজনক ভীতিহারক অলৌকিক দেহ আছে, সেই দেহ স্মৃতিমাত্র পাপপুঞ্জ বিদূরিত হয়। তুমি পর্ব্বতস্থায়ী হইয়া অখিল ভূমণ্ডলের কল্যাণ বিস্তার করিতেছ। অধুনা এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সেই কল্যাণকর দেহদ্বারা আমাদিগকে দর্শন কর, তোমার শুভকর দর্শনপ্রভাবে আমরা সর্ব্বত্র মঙ্গল লাভ করিব ॥ ৫ ॥

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্রতাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥৬॥

হে গিরিশন্ত! * তুমি জগতে নিক্ষেপণার্থ করে শরাসন ধারণ করিতেছ, সেই শরাসন দ্বারা আমাদিগকে হিংসা করিও না, কল্যাণকর গিরিশত্ব সমর্পণ কর, আমাদিগকে হিংসা করিও না এবং ত্বদীয় সাকার ব্রহ্মরূপ দেখাইয়া জগতের প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর ॥ ৬ ॥

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি॥ ৭ ॥

ব্রহ্মে আত্মসংযোগ পূর্ব্বক সেই পরাৎপর পরংব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই প্রাণিবৃন্দ মোক্ষ লাভ করে। সেই অদ্বিতীয় বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সর্ব্বজীবে গূঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার দেহের ইয়ত্তা নাই। তিনি একাকী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। অদ্বিতীয় সর্ব্ব-জগৎকর্ত্তা পরংব্রহ্মকে বিদিত হইলেই জীবসকল অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে॥ ৭ ॥

---

* যিনি পর্ব্বতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকলের মঙ্গলবিধান করেন, তাঁহাকে গিরিশন্ত বলে।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮ ॥

আমি পরমপুরুর পূর্ণব্রহ্মকে অবগত আছি। তিনি সর্ব্বজীবগত, সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশিত; এই প্রকারে তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলেই অজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞান ও অজ্ঞানজন্য অসার সংসারমায়া পরিত্যক্ত হইলেই জীব মৃত্যুকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত পরমপদলাভের আর কোন উপায় নাই ॥ ৮ ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥ ৯ ॥

সেই পরম পুরুষ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে অতিসূক্ষ্ম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তরুবৎ নিশ্চল, অথচ নিজ মহিমাপ্রভাবে সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি পূর্ণ ও অদ্বিতীয়; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে কুত্রাপি তাঁহার অভাব নাই; তিনি পূর্ণরূপে সর্ব্বস্থানেই

সংস্থিত। অতএব তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলেই সর্ব্বপদার্থ বিদিত হইল ॥ ৯ ॥

তেতো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥ ১০ ॥

কার্য্যকারণস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে যাহারা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়, তাহারাই পরমপদ প্রাপ্ত হয়, অমৃতত্ব লাভ করে এবং যাহারা সেই পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না, তাহারা ভবমায়াপাশে সংবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মই এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ; কিন্তু তিনি কার্য্যকারণ-বিবর্জ্জিত, তাঁহার রূপ নাই এবং তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপপরিশূন্য। এই প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারিলেই অমরত্ব লাভ করিয়া চিরদিন পূর্ণানন্দ ভোগ করা যায়; কিন্তু যাহারা সেই ব্রহ্মকে বিদিত হইতে সমর্থ নহে, তাহারা আবহমানকাল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১ ॥

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই সেই পরমাত্মার মুখ, মস্তক ও গ্রীবাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বজীবের বুদ্ধিরূপ

গুহাতে শয়ান হইয়া রহিয়াছেন। সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত। সুতরাং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সর্ব্ব-বিষয়ে কল্যাণলাভ হয়॥ ১১॥

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥১২॥

সেই পরমাত্মা পরমপুরুষই অতুলমাহাত্ম্যশালী। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকার্য্যে সমর্থ ও সকলের অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আছেন। নিত্য ও জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দ পুরুষই জীবকুলকে পরমকল্যাণকরী পরমপদলাভের বুদ্ধি প্রদান করেন॥ ১২॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১৩॥

সেই পরমপুরুষের দেহ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত; তিনি সক-লের অন্তরাত্মা ও নিরন্তর সর্ব্বলোকের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। তিনিই জ্ঞানের অধিপতি ও মনের প্রযোজক। তিনি স্বয়ং অন্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যাহারা এই প্রকারে সেই পরমপুরুষকে অবগত হইতে সমর্থ হয়,

তাহারাই অমর হইয়া চিরদিন নিত্য-সুখভোগের অধিকারী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪ ॥

সেই পরমাত্মা পরমপুরুষের মস্তক অনন্ত, নেত্র অনন্ত, চরণ অনন্ত এবং পরিমাণও অনন্ত। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহ্যে আবরণ পূর্ব্বক বিরাজিত আছেন ॥ ১৪ ॥

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫ ॥

অসীম ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে, এই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা একমাত্র সেই পরমপুরুষ জীববৃন্দের অমৃতত্ব অর্পণ করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্নদ্বারা যাহা কিছু বর্দ্ধিত হয়, তিনিই তাহার বিধাতা। সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই ব্রহ্মাণ্ডে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে; সকলকেই সেই পরমাত্মা পরমপুরুষের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৬॥

সেই ঈশ্বরের হস্ত সর্ব্বত্রই প্রকাশিত, সর্ব্বত্রই তাঁহার পাদ বিদ্যমান এবং সর্ব্বস্থলে সর্ব্বকালেই সেই বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের নেত্র, মস্তক ও বদন বিদ্যমান। তিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ড আবরণ পূর্ব্বক অবস্থিত। এমন স্থান নাই, জগতে যেখানে তিনি না আছেন। তাঁহার কর্ণ সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান, যেখানে যাহার মুখ হইতে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, সমস্ত তাঁহার শ্রুতিপুটে প্রবেশ করে, যে যে কোন কার্য্য করে, তৎসমস্তই তিনি জানিতে পারেন; তাঁহার অগোচর কিছুই নাই ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎপাতা জগদীশ্বরের নেত্র, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে, অর্থাৎ তিনি সমস্তই শ্রবণ করিতে পান, সমস্তই দেখিতে পান, সমস্ত দ্রব্যের আস্বাদ জানেন ও সকল বস্তুর আঘ্রাণ লইতে পারেন এবং তাঁহার সকল বস্তুরই স্পর্শজ্ঞান আছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অবলম্বন। তিনি ব্যতীত পুরুষশ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয় নাই ॥ ১৭ ॥

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮ ॥

নেত্রযুগল, নাসাযুগল, শ্রুতিযুগল, মুখ, গুহ্য ও উপস্থ এই নবদ্বারসম্পন্ন দেহপুরীতে তিনিই বিজ্ঞানময় আত্ম-স্বরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের অন্তরে ও বাহিরে সেই পরমপিতা পরংব্রহ্ম অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ১৯ ॥

সেই পরমদয়াশীল পরমেশ্বরের লৌকিক হস্ত নাই, অথচ তিনি সমস্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার চরণযুগল দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অতিদূরগমনেও তাঁহার সামর্থ্য আছে; চক্ষুঃ নাই, অথচ ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই তিনি দেখিতেছেন; কর্ণ নাই, অথচ জগতের সকল প্রকার শব্দই তিনি শুনিতে পান। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য্যই জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে; অতএব তাঁহাকেই জগদাদি পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ২০ ॥

সেই পরমপিতা জগদীশ্বর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং মহৎ হইতে মহত্তর। তিনি আব্রহ্মকীট পর্য্যন্ত জীববৃন্দের হৃদয়-কন্দরে আত্মরূপে বিরাজমান আছেন। সেই বিষয়ভোগাসঙ্গপরিশূন্য অদ্বিতীয় মহাপুরুষকে বিদিত হইতে পারিলে সেই করুণাময়ের প্রসাদে শোকমোহাদি-পরিমুক্ত হইয়া অনন্তকাল পরমানন্দ ভোগ করিতে পারা যায়॥ ২০ ॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

আমি সেই নির্ব্বিকার পুরাতন পুরুষশ্রেষ্ঠকে অবগত আছি। তিনি সকলের আত্মস্বরূপ ও গগনবৎ সর্ব্বব্যাপী। এই প্রকারে সেই পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া জন্ম নিবারণ করিতে পারিলেই সেই ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞ মনীষীরা নিত্য পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ২১ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১ ॥

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহেন, অসীমশক্তিবলে স্বার্থনিরপেক্ষ হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিখিল বিশ্ব পরিপালন পূর্ব্বক অন্তকালে লয় করিতেছেন, সেই পরমাত্মা মহাপুরুষ আমাদিগকে কল্যাণকরী মতি অর্পণ করুন। আমরা যেন আর ভবমায়াজালে আবদ্ধ না হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারি ॥ ১ ॥

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥২॥

তিনিই বহ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই পবন, তিনিই সোম, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সলিল এবং তিনিই প্রজাপতি। সেই পরমাত্মা ব্যতীত এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। এই অখিল সংসার ব্রহ্মময় ॥ ২ ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী

ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩॥

হে দয়াময় ভগবন্! তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ, তুমিই শিশু, তুমিই বালিকা এবং তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বত্র জন্মধারণ পূর্ব্বক অনন্ত জগতে বিরাজমান রহিয়াছ ॥ ৩॥

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমস্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভূতানি বিশ্বা ॥ ৪॥

কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর ও রক্তবর্ণ শুকাদি যত নিকৃষ্ট প্রাণী দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই তুমি; গগনমণ্ডলে যে পয়োদ-মালা সমুড্ডীন দেখা যায়, তাহাও তুমি। সংসারে হেমন্তাদি ছয় ঋতু ও লবণাদি সপ্ত সাগর যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও তুমি। কারণ, তুমিই সকলের আত্মস্বরূপ; সুতরাং তোমার আদি বা অন্ত কিছুই নাই; তোমা হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং তুমি ব্যতীত জগৎকারণ আর কিছুই নাই ॥ ৪॥

অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণবর্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।

অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ ॥ ৫ ॥

যে নিত্যা, অদ্বিতীয়া, তেজোরূপিণী, তুল্যাকারা প্রকৃতি অসংখ্য প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, নিত্য বিজ্ঞানাত্মা সেই প্রকৃতির সেবা করিয়া অজ্ঞানতিমির পরিত্যাগ করেন। প্রকৃতির আশ্রয়ে ভোগ্য পদার্থ ভোগ করিয়া আত্মা আচার্য্যাদির উপদেশবাক্যে কামকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৬ ॥

বিহঙ্গদ্বয় যেরূপ এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই জন পতন ও গমন-রূপ পক্ষযুগলসম্পন্ন হইয়া একদা সখ্যভাবে সমানকার একমাত্র দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছেন। তন্মধ্যে জীবাত্মা অবিদ্যাজনিত বাসনার অধীন হইয়া সুখ-দুঃখাদিরূপ সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে আর পরমাত্মা বিবেকশক্তিসহায়ে ঐ সমস্ত ফল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব লাভ করত নিরন্তর সর্ব্বসাক্ষাৎ-কারে বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৬ ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭ ॥

এক দেহ আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু জীবাত্মা অজ্ঞানজনিত কর্ম্মফলে অনুরাগাদি গুরুভারে ক্লিষ্ট হইয়া অলাবুবৎ জলনিমগ্ন হয় আর অনিত্য দেহকে আত্মজ্ঞান করে, "আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র, আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি গুণ-শীল, আমি নির্গুণ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার পত্নীর মৃত্যু ঘটিয়াছে" প্রভৃতিরূপে কাতরভাবে শোক প্রকাশ করিয়া থাকে, শেষে অবিবেক নিবন্ধন প্রেত, তির্য্যক্ ও নরযোনিতে দেহ ধারণ করে। যদি সেই জীব কদাচিৎ কোন করুণাময় সদ্গুরুর উপ-দেশে যোগপথ আশ্রয় পূর্ব্বক অহিংসা, সত্যধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদিতে আসক্ত হইয়া শমাদিগুণবিশিষ্ট হয়, তখন অসং-সারী ও সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কার্য্য, তিনিই সত্য, আর সমস্ত সারহীন। আমিই পরমাত্মার স্বরূপ, এই প্রকারে পরমেতে অভেদ বোধ করিয়া সংসারশোক বিসর্জ্জন করত জীব সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্‌বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮ ॥

গগনবৎ সর্ব্বব্যাপী ত্রিবেদপ্রতিপাদ্য পরংব্রহ্মকে অবলম্বনপূর্ব্বক সুরবৃন্দ নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে না জানে, বৈদিকাদি মন্ত্রে তাহার কি ফল? ঈশ্বরজ্ঞানে অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে মন্ত্র-তন্ত্রে কোন ফল দর্শে না; যাহারা সেই পরমাত্মাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তাহারাই কৃতকৃত্য ॥ ৮ ॥

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ ৯ ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, এতৎসমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই বেদে উক্ত আছে। বেদে আরও কথিত আছে যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জ সেই পরমাত্মা পরম পুরুষ হইতেই সৃষ্ট। তিনি নির্ব্বিকার হইলেও তাঁহারই মহিমা-বলে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হইতেছে। তিনি প্রকৃতিসংযুক্ত হইয়া (ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি উপাধি ধারণপূর্ব্বক) এই অখণ্ড

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন। আত্মাও তদ্রূপ মায়াসংযুক্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করে এবং মায়াবর্জ্জিত হইলেই মুক্ত হইতে সমর্থ হয়॥ ৯॥

মায়া তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১০॥

সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি অদ্বিতীয় বিশ্বকারণ পরংব্রহ্মই মায়া-সংযুক্ত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। তদীয় সেই মায়াকেই প্রকৃতি কহে। তিনি যখন প্রকৃতিসংযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে মায়ী বলা যায়। মায়াসংযুক্ত পরমপুরুষের কল্পিত অবয়ব দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ভ্রান্তিবশে রজ্জুতে যেরূপ সর্প-জ্ঞান হয়, আবার ভ্রম দূর হইলে আর সর্পজ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ মায়ানিবন্ধন পরমেশ্বরের অবয়বাদি কল্পিত হইয়া থাকে। মায়ার অবসান হইলেই একমাত্র সেই চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধ হয় না॥ ১০॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং স চ বিচৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১১॥

সেই কূটস্থ ব্রহ্মই মায়া ও মায়ার ক্রিয়াস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি স্বকীয় শক্তির

সাহায্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। আমিই ব্রহ্মের স্বরূপ, এইরূপে সেই পরমপুরুষকে বিদিত হইতে পারিলেই মুক্তিলাভ ঘটে। তিনি অন্তরাত্মরূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত। মায়াবিশিষ্ট পরমব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয় ও অবসানসময়ে লয় হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, মুক্তিদাতা, বেদাদির স্তবনীয় পরমপুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেই জীব পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়। জীব ঐ প্রকারে শান্তি লাভ করিলে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হয় এবং নিরন্তর আনন্দস্রোতে ভাসমান হইতে পারে ॥ ১১ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১২ ॥

যে সর্ব্ববেত্তা পরমাত্মা পরংব্রহ্মরূপী রুদ্র হইতে সুর-বৃন্দও সঞ্জাত হইয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে অমরগণ স্বস্ব মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ইত্যাদি যাঁহার প্রসাদে নিজ নিজ মহিমা প্রকাশ করিতেছেন, যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে কল্যাণকরী বুদ্ধি প্রদান করুন, আমরা যেন তাঁহার কৃপাভাজন হইয়া মায়াপাশ ছেদনপূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারি ॥ ১২ ॥

যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈহেশস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩ ॥

যিনি ব্রহ্মাদি অমরগণের অধীশ্বর, যে কারণস্বরূপ পরমেশ্বরে ক্ষিত্যাদি যাবতীয় লোক অধিষ্ঠিত আছে, যিনি অদ্বিতীয় ও পরমাত্মা, পরমেশ্বর, যিনি মানবাদি দ্বিপদ ও পশ্বাদি চতুষ্পদ জীববৃন্দের ঈশ্বর, সেই দেবাদিদেব অখিল-নিয়ন্তা ব্রহ্মাণ্ডপাতা জগদীশ্বরকে যজ্ঞাদি দ্বারা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তদীয় উপাসনার বলে সর্ব্বাভীষ্টফল-লাভ হয়। ১৩ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪ ॥

যাঁহাকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়, যিনি প্রকৃতির কার্য্যস্বরূপ দুর্ব্বোধ ভবদুর্গের অন্তঃসাক্ষি-স্বরূপ, যাঁহার রূপের ইয়ত্তা নাই, যিনি একমাত্র অসীম ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টনপূর্ব্বক বিরাজমান, সেই কল্যাণকারণ পরাৎ-পর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই জীব পরম শান্তি প্রাপ্ত

হইতে পারে। আত্মতত্ত্ব বিদিত হইলেই অনিত্য সংসার পরিহার পুরঃসর জীব পরমানন্দলাভে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ১৫ ॥

যখন জীবকুল স্বীয় সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগাবসানে অবসর প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পরংব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই বিশ্বাধিপতি সর্ব্বভূতে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি অব্যক্ত থাকিয়াও সর্ব্বভূতের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া বিরাজমান। সেই সচ্চিদানন্দময় পুরুষে সনকাদি ব্রহ্মর্ষি-বৃন্দ ও ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ ঐক্যবাসনা করেন। সেই বিশ্বাধার সদানন্দ পরমপুরুষকে আত্মার সহিত অভেদভাবে বিদিত হইলেই জীব মৃত্যুপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি সেই পরমানন্দময় পরমাত্মাকে জীবের সহিত অভেদভাবে জানে, তাহাকে সংসারে আর জন্মমৃত্যুজনিত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না ॥ ১৫ ॥

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৬ ॥

সেই পরমেশ্বর পরমসূক্ষ্ম, নিত্যানন্দপূর্ণ ও নিষ্কলুষ। তিনিই জীববৃন্দে সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলেই জীব মুক্তিলাভ করে। ঘৃতের উপর মণ্ডরূপে যেরূপ সার বস্তু থাকে, ঘৃতবান্ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের সারবস্তুস্বরূপ পরমাত্মা অতি সূক্ষ্মভাবে আছেন, তাহা অকস্মাৎ কেহ বুঝিতে পারে না। তিনি মুক্তিকামী ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে অতি সুখপ্রদ। তিনি বিশ্বসংসার পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংস্থিত। তাঁহাকে সম্যক্-প্রকারে জানিতে পারিলে জীব ভবপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে আর তাহাকে ভববন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না ॥ ১৬ ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্ৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াই সন্ন্যাসিগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। এই সর্ব্বব্যাপী দেবাদিদেব পরমপুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তিনিই নিরন্তর সর্ব্ব-জনের হৃদয়স্বরূপ মহাকাশে সমাসীন আছেন। তাঁহাকে যাহারা স্বীয় বিবেকশক্তিবলে তন্ন তন্নরূপে বিদিত হইতে

পারে, তাহারা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে সংসারে আর পুনরায় আগমন করিতে হয় না॥ ১৭॥

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥ ১৮॥

সেই পরাৎপর ব্রহ্ম সকল সময়েই অব্যক্ত আছেন, ভ্রমনিবন্ধন সকলেরই দ্বিধাবোধ হয়। ফল কথা, একমাত্র পরমেশ্বরই ব্রহ্মাণ্ডের উপাস্য। যখন অজ্ঞান-তিমির দূরীভূত হইয়া যায়, তখন দিবা, রাত্রি, সৎ ও অসৎ কিছুই জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরম-পুরুষই হৃন্মন্দিরে প্রকাশ পাইতে থাকেন। তিনি নিত্য এবং তাঁহাকে যাহারা আদিত্যের তেজঃস্বরূপে আরাধনা করে, তাহাদিগের আরাধনাই প্রকৃত আরাধনা। তাঁহার প্রসাদেই গুরুর উপদেশে বিবেকবুদ্ধির সঞ্চার হইয়া থাকে॥ ১৮॥

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১৯॥

সেই অনন্তরূপী পরমাত্মা পরংব্রহ্ম সকল স্থানেই অদৃশ্যভাবে বিরাজিত আছেন, কিন্তু ঊর্দ্ধাদি কোন দিকে ও কোন স্থলে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সেই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি পরমদয়াময় পরংব্রহ্ম অদ্বিতীয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার উপমার বস্তু কিছুই নাই। সেই ঈশ্বরের নাম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত ও তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা সকল স্থলেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। আমরা এই অনন্ত জগতে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর করি, তৎসমস্তই জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছে॥ ১৯॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০॥

আমরা যে সমস্ত স্থল নেত্রগোচর করি, দেখিতে পাই, তন্মধ্যে কোন স্থানেও তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হই না। তিনি আমাদিগের সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অগোচর; তাঁহাকে নেত্রাদি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও দর্শন করিতে পারি না। তাঁহার রূপ কি প্রকার, কেহ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। কেবল নির্ম্মল বুদ্ধি ও সদ্গুরুর প্রসাদে যোগাভ্যাস দ্বারা যাহারা সেই পরংব্রহ্মকে হৃৎপদ্মে ধারণ পূর্ব্বক ধ্যান করিতে পারে, তাহারাই সেই পরাৎপর পরমাত্মাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্মমরণাদির হেতুস্বরূপ অবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান-রূপ বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়॥ ২০॥

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌ ॥ ২১ ॥

সেই জগদ্‌গুরুর কৃপাতেই ইষ্ট, অনিষ্ট, কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধিত হয়; সুতরাং তাঁহাকে উপাসনা করিবে। হে রুদ্র! একমাত্র তুমিই জন্ম, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাশূন্য এবং নিত্য, আর সমস্তই অনিত্য। আমি জন্মজরাদিভয়ে বিত্রস্ত হইয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম এবং মাদৃশ অন্যান্য ব্যক্তি তোমার শরণগ্রহণ করুক। তুমি আমাদিগকে পালন কর, তোমার তত্ত্ব-নিরূপণে উৎসাহ ও শক্তি সমর্পণ করিলেই আমরা ত্বদ্দত্ত শক্তিবলে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হইব ॥ ২১ ॥

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্‌ মা নো রুদ্রভাবিতোঽবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে ॥ ২২ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হে রুদ্র! তোমার উদ্দেশে বহ্নিতে আজ্যাহুতি সমর্পণ করিতেছি। তুমি রুষ্ট হইয়া আমাদিগকে সংহার করিও না। আমাদিগের পুত্র, আমাদিগের গোত্রজাত, আমা-

দিগের আয়ুঃ, আমাদিগের গো ও আমাদিগের অশ্ব এই সকলের মরণ রহিত করিয়া দেও এবং আমাদিগের যে সমস্ত পরাক্রমশালী কিঙ্কর আছে, তাহাদিগেরও মৃত্যু দূরীভূত কর ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাঽবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥ ১॥

সেই পরমব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই নিহিত আছে। সেই পরমেশ্বরের আদি নাই, অন্ত নাই এবং দেশকালাদি দ্বারা তাঁহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানে অব্যক্তরূপে বিরাজমান আছেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুটি তাঁহারই মাহাত্ম্য। অবিদ্যা দ্বারা জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর বিদ্যা মোক্ষ প্রদান করেন। জীব অজ্ঞান নিবন্ধন বার বার জন্মমরণাদি যাতনা ভোগ করিয়া আবদ্ধ থাকে এবং বিদ্যাপ্রসাদে জীব ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া অন্তিমে পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ১॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ॥ ২॥

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা জগৎকারণস্বরূপ ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চককে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি বিশ্বরূপ

পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি প্রথমে সর্ব্ববেত্তা মহর্ষি কপিল, জনক প্রভৃতিকে নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভরণ করিতেছেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেবল তিনিই জানিতেছেন ॥ ২ ॥

একৈকং জলং বহুধা বিকুর্ব্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা যতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩ ॥

সেই পরমাত্মা পরংব্রহ্মই দেব, নর, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মায়াময় সংসারক্ষেত্রে বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বর এক জলকেই নানাস্থানে নানাপ্রকারে বিকৃত করিয়া নানারূপ জীব সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মরীচিপ্রভৃতি পূর্ব্বপ্রজাপতিবৃন্দ তাঁহারই সৃষ্ট। সেই মহাপুরুষ সকল বস্তুর ও সমস্ত প্রাণিবৃন্দের অধীশ্বর ॥ ৩ ॥

সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বদনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪ ॥

সূর্য্যদেব যেমন এক স্থলে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভায় অসীম বিশ্ব আলোকিত করিতেছেন, তদ্রূপ অদ্বি-

তীয় পরংব্রহ্ম নিজ তেজঃপ্রভায় দিক্, বিদিক্ ঊর্দ্ধ ও অধঃ সমস্ত স্থান আলোকিত করিয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, সেই দেবাদিদেব ভগবান্ ভূতভাবন ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই উপাস্য। তিনিই জগৎকারণস্বরূপ পৃথ্ব্যাদি ভূতপঞ্চক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে পৃথিব্যাদি এই অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪॥

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্‌যঃ।
সর্ব্বমেতদ্‌বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্‌যঃ॥ ৫॥
তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্‌বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥ ৬॥

বহ্নির উষ্ণতা, বারির শীতলতা ইত্যাদি যে জগৎ-কারণ জগদীশ্বর হইতে প্রদত্ত, যিনি পাকযোগ্য ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চককে পরিপাক করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়াছেন এবং যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে বিনিযুক্ত করিতেছেন, সেই জগদীশ্বর উপনিষদেও গুপ্ত-ভাবে বিরাজ করিতেছেন। বেদগুহ্য উপনিষদেও যাঁহার

মহিমা প্রকাশিত হয় নাই, সেই ব্রহ্মকারণস্বরূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্মা অবগত হইতেছেন। যে রুদ্রাদি অমরবৃন্দ ও বামদেবাদি মহর্ষিবৃন্দ পূর্ব্বে সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই মৃত্যুকে বশীভূত করত মুক্তিপদ অধিকার করিয়াছেন ॥ ৫-৬ ॥

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৭ ॥

প্রাণ, আপন, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর যে জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানকৃত বাসনার আশ্রয়, সেই জীব ফলাভিলাষী হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং সেই স্বকৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, কার্য্যকারণের বৈলক্ষণ্যে সেই জীব নানাপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করে। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই জীবে বিদ্যমান। জীবের পন্থা তিনটি ;—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান। জীব কখন ধর্ম্ম-মার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক সুখভোগ করে, কদাচিৎ অধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত হইয়া নরকাদিতে ক্লেশ পায়, কখন বা জ্ঞানমার্গে ধাবিত হইয়া মোক্ষপদ প্রার্থনা করে। এই প্রকারে জীব নিজকৃত কর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহপ্যপরোহপি দৃষ্টঃ॥ ৮ ॥

জীবের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠের ন্যায়, আদিত্যের তেজস্বরূপ এবং সঙ্কল্প, অহঙ্কার ইত্যাদির আশ্রয় অর্থাৎ জীব নিরন্তর ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান জীবের নিরন্তরই হইয়া থাকে। ঐ জীব নিজ গুণে, শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে কিংবা স্বকল্পাত্মিকা বুদ্ধিযোগে অতিসূক্ষ্ম পরমাত্মাকে বিদিত হইতে পারে॥ ৮ ॥

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে॥ ৯ ॥

একটি কেশকে শতাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক অংশকে পুনরায় শতাংশে বিভক্ত করিলে ঐ বিভক্ত অংশ যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম। সুতরাং ঐ জীবের সূক্ষ্মতা সহজেই অনুমেয়। তথাপি ঐ জীব অনন্তকালস্থায়ী॥ ৯ ॥

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ ১০ ॥

জীব স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসকও নহে। জীব যে সময় যে দেহ আশ্রয় করে, তখন তদ্রূপে প্রকাশ পায়। জীব দেহধারী হইলেই আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি কৃশ, আমি স্থূল ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে ॥ ১০ ॥

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে ॥ ১১ ॥

প্রথমে ইচ্ছা, পরে ইন্দ্রিয়ব্যাপার, তৎপরে দৃষ্টিপাত, অবশেষে মোহ উপস্থিত হয়। এই প্রকারে জীব শুভাশুভ ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করে। অন্নপানাদি দ্বারা যেরূপ দেহের পুষ্টিসাধন হয়, জীব সেইরূপ নিজকৃত কর্ম্মানুসারে স্ত্রী, পুং, নপুংসক বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দেব, মনুষ্য প্রভৃতিরূপে অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥

জীব নিজগুণে স্থূল, সূক্ষ্ম ও দেবদেহ পরিগ্রহ করে। বিহিত আচরণ দ্বারা পুণ্যসঞ্চার হয়, সেই পুণ্যবলে জীব

শ্রেষ্ঠ শরীর প্রাপ্ত হয় এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলে পাপ-রাশি অর্জ্জিত হইয়া থাকে; সেই পাপফলে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অবশেষে পুনরায় কর্ম্মফলে যথাসম্ভব শরীর প্রাপ্ত হয়॥ ১২॥

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৩॥

এই প্রকারে অবিদ্যাজনিত কামকর্ম্মফলভোগের অনু-রাগে আবদ্ধ হইয়া জীব শরীরে আত্মভাবজ্ঞানে সংসার-চক্রে প্রেতযোনি, পশুযোনি ও নরযোনিতে বিচরণ করে। তৎপরে হয় ত কোন সময়ে পুণ্যপ্রভাবে ঈশ্বরার্থ কর্ম্মা-নুষ্ঠান করিয়া সংসারানুরাগাদি পাপাশয় বিসর্জ্জন পুরঃ-সর ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্মফলের বাসনা ত্যাগ করিয়া শমদমাদি সাধনপ্রভাবে পরংব্রহ্মকে বিদিত হয় এবং তখন মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অনাদি, অনন্ত, গহন-সংসারে সুগুপ্ত, বিশ্বস্রষ্টা, অনন্তরূপী, বিশ্বব্যাপক পর-মাত্মাকে যে জীব অভিন্নভাবে পরিজ্ঞাত হয়, সেই জীব অবিদ্যাজনিত নিখিল সংসারমায়া হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদলাভে অধিকারী হয় এবং অসীম আনন্দ অনুভব করিতে থাকে॥ ১৩॥

ভাবগ্রাহ্যমনোড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥ ১৪ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু পঞ্চমোঽধ্যায় ॥ ৫ ॥

ভাববলে পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় অর্থাৎ যাহার অন্তঃকরণে তৎপ্রতি অটলা নির্ম্মল ভক্তি আছে সেই তাঁহাকে পাইতে পারে। পরমেশ্বর শরীর-বিহীন, ভক্তি ও অভক্তির কারণ, বিশুদ্ধ (অবিদ্যা ও তৎকার্য্যভূত মায়াদি-রহিত) ও প্রাণিবৃন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে পরমাত্মা পরমপুরুষকে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, ভৌতিক দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অলৌকিক অক্ষয় বিগ্রহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল তাহারা অতুল আনন্দ ভোগ করিতে পারে ॥ ১৪ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ১ ॥

অনেক কবির মত এই যে, পদার্থ সকলের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন, কালই জগদুৎপত্তির মূলকারণ। ঐ সমস্ত পণ্ডিত অবিবেকী ও তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত নহেন। সূক্ষ্মরূপে অনুশীলন করিলে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্যই জগৎসৃষ্টির প্রকৃত কারণ বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্যপ্রসাদে এই ব্রহ্মচক্র ঘূর্ণ্যমান হইতেছে ॥ ১ ॥

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥ ২ ॥

যে পরাৎপর পরমেশ্বর নিরন্তর এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তিনি কালেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্ববেত্তা ও অবিদ্যাদি দোষবর্জ্জিত। তাঁহার আদেশেই

ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে; অতএব পূর্ব্বে যে ক্ষিতি, অপ্, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতকে জগৎকারণ বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, অধুনা সে সন্দেহের নিরাস হইয়া গেল ॥ ২ ॥

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৩ ॥

জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর ক্ষিত্যাদি সৃষ্টি করিয়াই সৃষ্টি-ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় দর্শন পূর্ব্বক পৃথিব্যাদি প্রকৃতির সহিত আত্মার যোগসংঘটন করিলেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি জগদীশ্বরের প্রকৃতি। কোন স্থলে বা এক, কোথাও দুই, কখন বা তিন ও কোন কোন স্থলে অষ্ট-প্রকৃতির সঙ্গে যোগ করিয়া জীবসৃষ্টি করিলেন। কাল-সহকারে তিনিই সেই আত্মাতে কামাদি সূক্ষ্মগুণ যোজিত করিয়া দিলেন ॥ ৩ ॥

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্‌যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥ ৪ ॥

মানবগণ সাত্ত্বিক, রাজসিক কি তামসিক যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্ত ক্রিয়া ও চিত্তবৃত্তি সকলই পরমেশ্বরে অর্পণ করিবে। কোন কর্ম্মে আত্মসম্বন্ধ রাখিতে নাই। এই প্রকারে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অভাব হইলে পূর্ব্বকৃত ক্রিয়াও বিলুপ্ত হয়। যে ব্যক্তির কর্ম্মক্ষয় হয়, অবিদ্যাজনিত সংসারমায়া তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; সে সেই মায়া হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দভোগের অধিকারী হয়॥ ৪ ॥

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকালোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্॥ ৫॥

যে ব্যক্তি বিষয়রূপবিষস্পর্শে অন্ধীভূত, সে কি প্রকারেই বা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইবে, কি প্রকারেই বা মুক্তি লাভ করিবে? তাহার উপায় এই—সেই পরমাত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ, তিনিই দেহসংযোগের কারণস্বরূপ মায়ার হেতু। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, ভাবি এই তিন কালের আদি। প্রাণীর ন্যায় তিনি উপাধিবিশিষ্ট নহেন। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার রূপ। সেই পরমপুরুষ হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকারে সেই পরংব্রহ্মকে নিজ আত্মাতে অভেদভাবে ধ্যান করিলে জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে॥ ৫॥

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে২য়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬ ॥

পরমেশ্বরের আকার সংসারবৃক্ষের ন্যায় নহে, কালের ন্যায়ও নহে। তিনিই এই সংসারসৃষ্টির কারণ। তিনি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, পাপহারী ও অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। সেই নিত্য বিশ্বাধার পরমপুরুষকে নিজ আত্মাতে "আমিই ব্রহ্মের স্বরূপ" এই প্রকার অভেদরূপে চিন্তা করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৬ ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্-
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৭ ॥

সেই পরমেশ্বর বৈবস্বত প্রভৃতি মনুর অধিপতি, তিনি ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দের পরম দৈবতস্বরূপ, তিনি ব্রহ্মাদি প্রজাপতিবৃন্দের অধীশ্বর; তিনি পরমেরও পরম, তিনি স্বর্গাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের অদ্বিতীয় অধিপতি; তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডের পূজনীয় বলিয়া জানি। এই প্রকারে সেই পরমাত্মাকে হৃন্মন্দিরে চিন্তা করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৭ ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮ ॥

সেই পরমাত্মার দেহ নাই, নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে সমধিক শক্তিবিশিষ্ট কাহাকেও দৃষ্ট হয় না, শ্রুতও হয় না। সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও অলৌকিক বিবিধ কার্য্য দেখিতেছি। তাঁহার জ্ঞানপ্রবৃত্তি সকল বস্তুতে দৃষ্ট হইতেছে। তিনি সবলে অখিল সংসারকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকারে সেই জগদাধারকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৮ ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯ ॥

এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সেই পরমেশ্বরের পতি কেহ নাই, তাঁহাকে আদেশ দিতে সমর্থ হয়, এরূপ কেহই নাই, হেতু দর্শনে তাঁহার অনুমান করা যাইতে পারে, এরূপ কোন বস্তুও ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হয় না। তিনিই সকলের কারণ, সর্ব্বকারণাধীশ্বরেরও অধীশ্বর, তাঁহার জনকও নাই,

অধীশ্বরও নাই। এই প্রকারে সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্তিপদ লাভ হয় ॥ ৯ ॥

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্‌ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০ ॥

যেমন ঊর্ণনাভ নিজ দেহ হইতে সূত্র বাহির করিয়া আত্মদেহকে আবৃত করে, পরমপুরুষ পরমেশ্বর সেইরূপ স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বত্র গুপ্তভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মে অভিন্ন বুদ্ধি সমর্পণ করুন; তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রকৃত-রূপে অবগত হইয়া পরমপদলাভের অধিকারী হইতে পারিব ॥ ১০ ॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১১ ॥

সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পরিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কারণে পরমার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। সেই অদ্বিতীয় দেবাদিদেব বিশ্বপিতা সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিদ্য-মান, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মস্বরূপ।

আমরা যে কোন কর্ম্ম করি, তিনি তৎসমস্তই জানেন। তিনি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, প্রাণিবৃন্দ যাহা কিছু করে, তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা। তিনিই জীবকে চৈতন্য প্রদান করেন, তিনি নির্গুণ। এই প্রকারে পরমাত্মাকে বিদিত হইলেই জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২॥

একমাত্র পরমেশ্বরই স্বাধীন, স্বতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্য করিবার শক্তি জীবের নাই। "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি স্থূল, আমি কৃশ" জীব এই প্রকারে নিজ দেহে আত্মজ্ঞান করে, সেই সমস্ত জীবেরও কারণ পরমেশ্বর। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে আত্মস্থ করিয়া যাহারা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, সেই সকল মনীষীই নিত্য সুখ লাভ করে, অপরের ভাগ্যে সে সুখের আশা নাই॥ ১২॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।

তৎ কারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

যে কিছু নিত্য বস্তু আছে, পরমেশ্বরই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনিই চেতনাবান্‌গণের চৈতন্যদাতা, কেবল তিনিই প্রাণি-বৃন্দের ভোগ্য দ্রব্য বিধান করেন, সেই সাঙ্‌খ্যযোগাধি-গম্য জগৎকারণ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে যাবতীয় মায়াপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ১৩ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৪ ॥

আদিত্যদেবও সেই পরমাত্মার নিকটে প্রকাশ পাইতে সমর্থ নহেন, তাঁহাকে আলোকিত করিতে চন্দ্রেরও সামর্থ্য নাই, তারকাগণ তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, সুতরাং বহ্নি তৎসকাশে কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তিনি স্বয়ং প্রকাশিত, জগৎ তাঁহারই অনু-করণ করে। সেই পরমাত্মার দীপ্তি দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৫ ॥

সংসারে যে অবিদ্যা ভববন্ধনের কারণ, পরমাত্মা সেই অবিদ্যার সংহার করেন। তিনিই অবিদ্যাদাহকারী বহ্নি-স্বরূপ। তিনি জলবৎ নির্ম্মল চিত্তে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে বিদিত হইতে পারিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তদ্ব্যতীত পরমপদলাভের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৫॥

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
স সারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬ ॥

সেই পরমাত্মাই বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্ববেত্তা; তিনিই সকলের আত্মা ও কারণ; তিনিই কালকর্ত্তা; তাঁহারই নিয়মে শীতবসন্তাদি ঋতু, সংবৎসর ও যুগাদি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি সত্ত্বাদি ত্রিগুণের আশ্রয়, সর্ব্ববেত্তা ও অব্যক্ত। তিনিই বিজ্ঞানাত্মা ও জীবাত্মার অধীশ্বর, তিনিই সত্ত্বাদি ত্রিগুণের ঈশ্বর এবং তিনিই সংসারে স্থিতি, মোক্ষ ও বন্ধনের মূল কারণ ॥ ১৬ ॥

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।

য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায় ॥ ১৭ ॥

সেই পরাৎপর পরমপিতা জ্যোতির্ম্ময়; তাঁহার প্রভায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইতেছে। তিনি জরামরণশূন্য, তিনিই সকলের স্বামিত্বে বিদ্যমান, তিনি সর্ব্ববেত্তা, তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ, তাঁহার অগম্য স্থান নাই। তিনি এই অসীম বিশ্ব পালন করিতেছেন। তিনি নিরন্তর এই জগৎকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ব্যতীত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হেতু আর কি আছে? ১৭॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ ১৮ ॥

যিনি ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহা হইতে ঋগ্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি আত্মস্থ বুদ্ধির প্রকাশ করেন, মোক্ষকাঙ্ক্ষীরা সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমদেবের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। সেই পরম-পিতার প্রসাদেই জীবের বিশুদ্ধবুদ্ধি পরমেশ্বরে আসক্ত হইয়া থাকে॥ ১৮ ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥১৯॥

সেই পরমপিতা পরংব্রহ্ম অবয়ববিহীন, তিনি কোন কার্য্যেই লিপ্ত নহেন, স্বীয় মাহাত্ম্যবলে তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি অবিকারী, অনিন্দনীয় ও সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। তিনিই মুক্তিপদলাভের সেতু-স্বরূপ। তদীয় প্রসাদে সাধকবৃন্দ ভবসংসারের পারে গমন করিতে সমর্থ হয়। তিনি প্রজ্বলিত কাষ্ঠের ন্যায় দীপ্তিশালী ॥ ১৯ ॥

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

জীব আত্মতত্ত্ব জানিলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, নতুবা মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। যেমন চর্ম্ম সর্ব্ব-দেহব্যাপী ও গগন জগদ্ব্যাপী, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে না পারিলে মানবগণের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ বিদূরিত হয় না। যে পর্য্যন্ত স্বীয় আত্মাতে পরমজ্ঞান উদিত না হয়, তদবধি মনুষ্যগণ পূর্ব্বোক্ত তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া প্রেত-যোনি, পশুযোনি ও নরযোনিতে বার বার ভ্রমণ করে। যে সময় নিজ আত্মাতে সেই পূর্ণানন্দ পরংব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান জন্মে, তখন জীব পূর্ণব্রহ্মময় হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তপঃপ্রভাবাদ্‌বেদপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্ ॥ ২১ ॥

যিনি সদ্‌গুরুর প্রসাদে শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শ্বেতাশ্বতর-নামা মহামুনি, যাহারা চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা ইত্যাদি তপস্যাবলে কৈবল্য-মুক্তির উদ্দেশে তদধিকারসিদ্ধ্যর্থ বহুজন্ম যাবৎ সম্যক্ উপাসনা দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্বীয় শরীরে ভোগবাসনা পরিহার পুরঃসর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সমস্ত ঋষিদের সকাশে এই পরমপূত ব্রহ্মজ্ঞান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মবিজ্ঞানশাস্ত্র বামদেব, সনক ইত্যাদি ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিবৃন্দের সেবিত। তাঁহারা এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানশাস্ত্র আশ্রয় পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার গুরুপরম্পরায় ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। গুরু ব্যতীত কোন কর্ম্মে কেহ কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। ॥ ২১ ॥

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২ ॥

বেদান্ত, উপনিষৎ ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই নিখিল

পুরুষার্থসাধন ব্রহ্মবিজ্ঞান গুপ্ত আছে। ইহাই প্রাচীন বাক্য। গুরুদেব এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রশান্তচিত্ত পুত্র বা শিষ্যকে সমর্পণ করিবেন। গুরু বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবন, যদি পুত্র বা শিষ্যের মন হইতে বিষয়ানুরাগ বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল বিবেকের সঞ্চার না হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন প্রকারে তাদৃশ পুত্র বা শিষ্যকে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দিবেন না ॥ ২২ ॥

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দময় জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরে অটলা ভক্তি রাখে আর যাহার দেবতা ও গুরুতে অভেদজ্ঞান জন্মিয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যা তাহাদের নিকট প্রকাশ্য। গুরু-সকাশে ব্রহ্মবিদ্যায় উপদিষ্ট না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রাপ্তির আশা নাই। যেমন মস্তক উষ্ণ হইলে বারি-রাশির অন্বেষণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই, যেরূপ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজন ব্যতীত ক্ষুধা-শান্তির সাক্ষাৎ কারণ নাই, তদ্রূপ গুরু-প্রসাদ ভিন্ন ব্রহ্মপদলাভেরও অন্য কোন উপায় নাই ॥ ২৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

শান্তিপাঠঃ।

—:•:—

ওঁ ॥ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবা-
বহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

(গুরু ও শিষ্য) আমাদিগের এই উভয়কে পরমেশ্বর রক্ষা করুন। গুরু যেন নিরলস হইয়া আমাদিগকে আত্মতত্ত্ববিদ্যা সমর্পণ করেন এবং আমরাও যেন নির্ব্বিঘ্নে উপদিষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। তিনি আমাদিগকে বিদ্যা ও উপদেশগ্রহণে শক্তি প্রদান করুন। তাঁহার প্রসাদে আমরা যে বিদ্যাভ্যাস দ্বারা তেজস্বী হইয়াছি, সেই বিদ্যা এবং গৃহীত উপদেশ সমস্ত সফল হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হউক। অধিকন্তু আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেন কদাচ বিদ্বেষভাবের সঞ্চার না হয়।

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সম্পূর্ণ।

॥ ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ ।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন

সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ ।

কলিকাতা-রাজধান্যাম্,

১৬৬ সংখ্যক-বহুবাজারষ্ট্রীটস্থ-"বসুমতী-মেসিনাখ্য"-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্ ।

১৩২৪

মূল্য ১।।০ টাকা ।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাৎ যত্র ক্বচন গচ্ছতি তদেব মন্যেত তদবিমুক্তমেব ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ ॥ ১ ॥

যোগনিষ্ঠ পরমহংসগণ কি প্রকার পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক কি ভাবে অবস্থিত থাকেন, পরমহংসোপনিষদে তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরমহংসগণ কি প্রকারে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইবেন, কিরূপ স্থানে ও কিরূপ দেহভাগে তাঁহাদিগের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, কোন্ বয়সে পারমহংস্যাধিকার জন্মে, পারমহংস্য অবলম্বন করিলে তাঁহারা

কিরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, পরমহংসবৃন্দের আচার কি প্রকার, পারমহংস্য আশ্রয়ের পরিণাম ফল কি, এই পারমহংস্য সম্প্রদায় কোন্ ব্যক্তি হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কে কে, উহারা কি ভাবে দেহত্যাগ করিবেন ? এই সমস্ত জানিবার জন্য সত্যকামনামক জাবালপুত্রের উপজ্ঞাত উপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। সুরগুরু যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই যে দেবতাদিগের দেবপূজাস্থল মোক্ষদায়ক কুরুক্ষেত্র, ইহারই বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতির প্রশ্ন শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিতেছেন,—কুরুক্ষেত্রই অবিমুক্ত, অর্থাৎ সুরবৃন্দ মোক্ষের আশায় শিবসমীপে স্থান প্রার্থনা করিলে শিব ঐ কুরুক্ষেত্রকে মুক্তির আয়তন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের পূজাস্থান এবং সর্ব্বজীবের মোক্ষ প্রাপ্তির আস্পদ। দেবগণও পুণ্যলাভ কামনায় ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, সুতরাং যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্রকে অবিমুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করিবে ; কেন না, ঐ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের পূজাক্ষেত্র এবং ঐ স্থানই সর্ব্বভূতের মুক্তিলাভের একমাত্র আয়তন ॥ ১ ॥

অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি তস্মাদবিমুক্তমেব

নিষেবেত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞ-বল্ক্য ॥ ২ ॥

বারাণসীক্ষেত্র যে অপরাপর স্থল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে এই স্থানে জীবমাত্রেরই প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে রুদ্রদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যড়ক্ষর তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করেন অর্থাৎ শব্দদ্বারা ঐ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাহার অর্থ উপদেশ প্রদান করেন। এই তারকব্রহ্ম নাম-প্রভাবে জীববৃন্দ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিফলের অধি-কারী হয়। অতএব অবিমুক্ত স্থান সেবা করা কর্ত্তব্য, স্থান কখনও পরিত্যাগ করিবে না। সুরগুরু স্বয়ং ইহাই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞ্যবল্ক্যং য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্ত উপাস্যঃ য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ৩ ॥

নামত দেশ পরিজ্ঞাত হইলে লিঙ্গত দেশপরিজ্ঞানার্থ বলা যাইতেছে।—অত্রি-ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যসকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, কিরূপে তাঁহাকে অবগত হইবে, তদ্বিষয় বর্ণন করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অবিমুক্ত স্থানেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়। কেননা, যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, অবিমুক্তস্থানেই তাঁহার অধি-

ষ্ঠান। বৃহদারণ্যক মুনির ন্যায় মুনিবৃন্দ প্রশ্নকর্ত্তা, যাজ্ঞবল্ক্য সমাধানকারী, আর জনক সভ্য; অতএব এই বিষয়ে জল্পনামাত্রেরও আশঙ্কা নাই ॥ ৩ ॥

সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি ॥ ৪ ॥

অত্রি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই অবিমুক্তস্থান কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বারণা ও নাশীতে প্রতিষ্ঠিত। পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, বারণা ও নাশী কাহাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—যাহা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়কৃত দোষ দূর করে, তাহাই বারণা এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপ বিনষ্ট করিয়া দেয়, তাহাকেই নাশী বলে। এই বারণা ও নাশী এই উভয়ের সংযোগবশেই বারাণসী হইয়াছে, অর্থাৎ বারণা ও নাশীর মধ্যস্থিত স্থানকেই অবিমুক্ত কহে। স্কন্দপুরাণে বিবৃত আছে যে, অশী ও বারণা এই দুইয়ের মধ্যভাগে যে মহত্তর স্থান অবস্থিত আছে, উহার পরিমাণ পঞ্চক্রোশ। দেবগণও তথায় প্রাণত্যাগের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বারাণসীতে মৃত্যু ঘটিলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪ ॥

কতমশ্চাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এষঃ দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীতি ॥ ৫ ॥

লৌকিক ও পুরাণপ্রথিত অধিভূত অবিমুক্ত স্থান বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা আধ্যাত্মিক অবিমুক্তস্থান বিষয়ক প্রশ্ন হইতেছে, অর্থাৎ যে যে অবিমুক্ত স্থান কথিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অবিমুক্ত স্থান কি? ইহার উত্তর এই যে, ভ্রূ ও ঘ্রাণের যে সন্ধি, তাহাকেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, ইড়া ভগবতী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা যমুনা নদী, যে ব্যক্তি এই দুইয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রয়াগ স্থান বিদিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিকে বেদবিদ্ কহে। এখানে প্রয়াগশব্দে নাসাগ্র; সুতরাং তাহার পূর্ব্বভাগে ভ্রূমধ্যে অবিমুক্ত স্থান অধিষ্ঠিত। ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যস্থ স্থানের সন্ধিত্ববিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে :— যেহেতু ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যভাগ স্বর্গলোক এবং যাহা পরম স্বর্গ, অর্থাৎ যাহা হইতে জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়, এই উভয়ের সন্ধিই ভ্রূ ও নাসিকার মধ্য। নাসিকামূলের উপরিদেশকে স্বর্গ এবং ললাটের পরভাগকে সত্যলোক বলে, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দেহমধ্যেও ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থিতি আছে। গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান, দেহেও তৎসমস্ত অধিষ্ঠিত। পাতাল, পর্ব্বত, লোক, দ্বীপ, সমুদ্র, শূন্য ও গ্রহবৃন্দ এই সকলই দেহপিণ্ডমধ্যে অবস্থিত। পাদের নিম্নভাগকে

তল এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগকে বিতল কহে। জানুযুগল সুতল, বন্ধনসমূহ নিতল, দেহের ঊর্দ্ধভাগ তলাতল, গুহ্যদেশ রসাতল ও কটিদেশ পাতাল। এই প্রকারে মনীষিগণ দেহাভ্যন্তরে তলবিতলাদি সপ্তপাতাল দৃষ্টি করিয়া থাকেন। নাভিমধ্যে ভূর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধভাগে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, কণ্ঠে মহর্লোক, বদনে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহারন্ধ্রে সত্যলোক। এই প্রকারে শরীরমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন অধিষ্ঠিত আছে। ত্রীকোণ স্থানে সুমেরুপর্ব্বত, অধঃকোণে মন্দরগিরি, দক্ষিণকোণে কৈলাসপর্ব্বত, বামভাগে হিমালয়, ঊর্দ্ধভাগে নিষধাচল, দক্ষিণে গন্ধমাদনপর্ব্বত এবং বামরেখাতে রমণপর্ব্বত আছে, এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্তকুলপর্ব্বতের অধিষ্ঠান জানা যায়। ইহা ভিন্ন মাংসমধ্যে কুশদ্বীপ, শিরাতে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, অস্থিমধ্যে জম্বূদ্বীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, চর্ম্মে শাল্মলদ্বীপ কেশে প্লক্ষদ্বীপ, নখে পুষ্করদ্বীপ, রোমরাজিতে গোমেদদ্বীপ বিদ্যমান। এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্তদ্বীপের অধিষ্ঠান জানিবে। মূত্রে ক্ষীরোদসমুদ্র, দুগ্ধে ইক্ষুসমুদ্র, শ্লেষ্মাতে সুরাসমুদ্র, মজ্জাতে ঘৃতসমুদ্র, রসেতে রসসমুদ্র, শোণিতে দধিসমুদ্র, লম্বিকাস্থানে স্বাদূদকসমুদ্র এবং শুক্রমধ্যে গর্ভোদসমুদ্র অধিষ্ঠিত। নাদচক্রে সূর্য্য ও বিন্দুচক্রে চন্দ্র বিদ্যমান। নেত্রযুগলে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, কণ্ঠে গীষ্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিতে শনি, বদনে রাহু এবং বায়ুস্থানে

কেতু অধিষ্ঠিত। এই প্রকারে দেহমধ্যে নবগ্রহের অধিষ্ঠান জানিবে। এইরূপে চরণতল হইতে মস্তক যাবৎ দেহ বিভক্ত হইয়াছে ; এই জন্যই স্বর্গলোক ও পরলোকের সন্ধি বিবৃত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

এতদ্বৈ সন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ্ উপাসতে ইতি সোঽবিমুক্ত উপাস্য ইতি। সোঽবিমুক্তং জ্ঞানমাচষ্টে যো বৈ তদেবং বেদ ॥ ৬ ॥

সন্ধ্যাদিকর্ম্মবর্জ্জিত যোগীর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি উক্ত সন্ধিকেই সন্ধ্যা বলিয়া আরাধনা অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত সন্ধিস্থানগত জ্যোতির্ধ্যানই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধ্যা, কারণ, সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলসুখই ব্রহ্মবিজ্ঞানসুখের অন্তর্গত। গীতাতে বর্ণিত আছে যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলে যে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণের সেই সমস্ত ফললাভ হয়। সেই আত্মা অবিমুক্ত বারাণসীতে অধিষ্ঠিত ; সুতরাং অবিমুক্ত ভ্রূমধ্যে তাহার আরাধনা করিবে। যিনি এই প্রকারে অবিমুক্ত স্থানে আত্মোপাসনা করেন, তিনিই শিষ্যদিগকে প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ দিতে সমর্থ ॥ ৬ ॥

অথ হৈনং ব্রহ্মচারিণ উচুঃ কিং জপ্যেনামৃতত্বং ব্রূহীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ শতরুদ্রিয়েণেত্যেতান্যেব হ বা

অমৃতস্য নামানি এতৈর্হ বা অমৃতো ভবতীতি এবমেবৈত-
দ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমে ব্রহ্মের আরাধনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তাঁহা-
দিগের অনন্ত অব্যক্ত পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্মাচিন্তা করিবার
সামর্থ্য থাকে না; সুতরাং প্রথমাধিকারিগণের ব্রহ্মচিন্তনের
সহজপন্থা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মচারিগণ
প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কি প্রকার জপের ফলে মুক্তিলাভ
ঘটে, তাহা বল। এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,
যাহারা প্রথমাধিকারী, শতরুদ্রিয় জপদ্বারা তাহারা ব্রহ্মের
আরাধনা করিবে। "নমস্তে" ইত্যাদি ষট্‌ষষ্ঠি, "যঃ সোমে-
ত্যাদি" অষ্টনীলরুদ্রসূক্ত, ষোড়শ ঋক্, "নমস্তে" ইত্যাদি
মন্ত্রদ্বয়, "এষ তে" ইত্যাদি দুই মন্ত্র "বিদ" ইত্যাদি দুই
মন্ত্র এবং "মীঢুষ্টম" ইত্যাদি চারিটী মন্ত্র,এই সমুদায়ই শত-
রুদ্রিয়নামে কথিত। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, যজুর্ব্বে
দীরা এই শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করিলে তাহাদিগের পাপ
বিনাশ পায় এবং আত্মশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষ
পাইয়া থাকে, কিংবা দ্রোণপর্ব্বপঠিত শতরুদ্রিয় স্তোত্রই
পরমহংসদিগের উচিত, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মচারিগণের এই
উপদেশ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অথ হৈনং জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ
ভগবন্! সন্ন্যাসং ব্রূহীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ব্রহ্মচর্য্যং

পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ॥ ৮ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অবিমুক্ত উপাসনা দ্বারা যদি সন্ন্যাসিগণেরই মোক্ষ হইল, তবে আর কেহ অন্য আশ্রম গ্রহণ করিবে কেন ? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা যাইতেছে।—রাজর্ষি বিদেহরাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি সন্ন্যাসাধিকার এবং সন্ন্যাসবিধি মৎসকাশে বর্ণন করুন। জনকের প্রশ্নের উত্তরে ঋষিবর বলিলেন, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; কেন না, বেদপাঠ না করিলে কোন ক্রিয়াই সিদ্ধ হইতে পারে না। পরে ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, যেহেতু, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকরত সন্তান উৎপাদন না করিলে কোনপ্রকারে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সুতরাং গার্হস্থ্যস্বীকারের পর বনবাস অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ বনবাসে থাকিয়া তপঃসাধনদ্বারা সমস্ত পাপ দূর করিবে। যেহেতু পাপী তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী নহে। পরে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবে। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও তপস্যা এই তিন প্রকার কর্ম্মদ্বারা যথাক্রমে ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও দেব-ঋণ এই তিন ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক মোক্ষসাধনে মনোনিবেশ করিবে। স্মৃতিতে বিহিত আছে যে, বেদপাঠকরতঃ জপনিষ্ঠ হইয়া পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক অগ্ন্যাধ্যান

করিবে এবং সাধ্যানুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষলাভে চিত্ত-সন্নিবেশ করিবে। আর ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হইবে এবং অতিথিসৎকার ও শ্রাদ্ধ করিয়া সত্যভাষী হইয়া থাকিবে। এই প্রকার করিলে গৃহস্থ ব্যক্তিরও মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, আশ্রমান্তর পরিগ্রহও জ্ঞানসাধন; অতএব জ্ঞানবান্ যাজ্ঞ-বল্ক্যের ক্রমত সন্ন্যাসগ্রহণ বিরুদ্ধ নহে ॥ ৮ ॥

যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্র-জেৎ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মচারীর কি প্রকারে আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়, তাহা তৃতীয় খণ্ডে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচারিগণের বিবাহ ব্যবহারও দেখা যায়। অধুনা আশঙ্কা হইতেছে যে, যাহারা বিবাহাদিকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, তাহাদিগের কি প্রকারে আত্মজ্ঞানলাভ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বৈরাগ্যপটু লোকেরও ক্রমত সন্ন্যাসসম্ভব হয়, অতএব জ্ঞান প্রশ্নের উপপত্তি হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যদিও গার্হস্থ্যাদি স্বীকার না করিয়া অনিয়মে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে বিরক্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মেতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি-হেতু সন্ন্যাসসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ও বনবাস

ভিন্ন সন্ন্যাস-সম্ভব হইলেও এতজ্জন্মাবিচ্ছিন্নব্রতাদি সন্ন্যাস-সিদ্ধির অঙ্গ নহে; তথাপি অব্রতী বা ব্রতী হউক, স্নাতক (কৃতবিদ্য) বা ব্রতান্তে কৃতস্নান হউক, কি অস্নাতক হউক, অগ্নিহোত্রাগ্নিক হউক কি অনগ্নিক হউক, যখন সংসারবিরক্ত হইবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে ॥৯॥

তদ্‌বৈকে প্রাজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি। তদু তথা ন কুর্য্যাদাগ্নেয়ীমেব কুর্য্যাৎ অগ্নির্হ বৈ প্রাণঃ প্রাণমেব তথা করোতি। ত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাৎ এতয়ৈব ত্রয়ো ধাতবো যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি ॥ ১০ ॥

অধুনা সন্ন্যাসবিধি বিবৃত হইতেছে।—প্রাজাপত্যনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অনেককেই দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, অরণ্যে বা গৃহে বেদবিহিত সদক্ষিণ প্রাজাপত্যযজ্ঞ করিয়া আত্মাতে বহ্নির আরোপ করিবে। কেবল মোক্ষে চিত্তনিবেশ করিলেই কার্য্য সফল হয় না, সুতরাং আগ্নেয় যাগ করিবে; কেন না, বহ্নিই প্রাণ, এই জন্য প্রাজাপত্য পরিহার পুরঃসর আগ্নেয় যাগ করা কর্ত্তব্য। আর প্রাণ ও মন এই উভয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষৎশ্রুতিতে দৃষ্টান্তোপন্যাস দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আগ্নেয় যাগেরই সামর্থ্যাতিশয় দৃষ্ট হয়; যেহেতু, যেখানে প্রাণ, সেই

স্থানেই মন; যেখানে মন, সেই স্থানেই সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং যে স্থানে ইন্দ্রিয়, সেই স্থানেই বিষয়; সুতরাং আগ্নেয় যাগেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। এই সমস্ত যাগ হইতেও ত্রৈধাতবীয় যাগ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিবেদের ধাতু অর্থাৎ রস আছে এবং ইহাতে ঐন্দ্রযাগ ও বৈষ্ণব যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যজ্ঞে দ্বাদশকপাল পুরোডাশই হবিঃ-স্বরূপ; এই হবিঃ তণ্ডুলপিষ্টবেষ্টিত যবপিষ্টরূপ। সর্ব্বস্বদানে এই যজ্ঞসিদ্ধি হয়, এই যজ্ঞেই সন্ন্যাসাধিকার বিদ্যমান। "দ্বে সহস্রে ভূয়ো বা দদ্যাৎ স এতয়া যজেত" প্রভৃতি শতপথব্রাহ্মণীয় শ্রুতিতে উক্ত যাগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ যাগে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ধাতুত্রয় বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য উক্ত যাগকে ত্রৈধাতব কহে ॥ ১০ ॥

অয়ং তে যোনি ঋত্বিজো যতো জাতঃ প্রাণাদরোচথাঃ। তং প্রাণং জানন্নগ্নে! আরোহ অথা নো বর্দ্ধয় রয়িম্ ইত্যনেন মন্ত্রেণাগ্নিমাজিঘ্রেৎ। এষ হ বা অগ্নের্যোনির্যঃ প্রাণঃ প্রাণং গচ্ছ স্বাহেত্যেবমেবৈতদাহ। গ্রামাদগ্নিমাহৃত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাঘ্রাপয়েৎ ॥ ১১ ॥

"বায়োরগ্নিঃ' প্রভৃতি শ্রুতি এবং অনুভব দ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে, হে অগ্নে! বায়ুই তোমার যোনি (উৎ-

পত্তিস্থান) কেন না, তুমিই গর্ভাধানসময় প্রাপ্ত হইয়া থাক। এখন অগ্নির প্রাণ-যোনিত্ববিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন পিতার সংযোগে পুত্র প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ প্রাণ হইতে অগ্নি প্রকাশ পায়; সুতরাং তুমিই প্রাণের হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছ। "হে অগ্নে! তুমি প্রাণকেও জ্ঞাত হইয়া আমার প্রাণারূঢ় হও। অনন্তর প্রাণাবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কুলে ধনবৃদ্ধিপূর্ব্বক পোষণ কর", এই মন্ত্রে বহ্নির আঘ্রাণ করিবে। অনন্তর পুত্রাদির শ্রেয়ঃসাধন মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন।—এই বহ্নির যোনিস্বরূপ প্রাণ গমন কর, অর্থাৎ "অয়ং তে যোনি ঋত্বিজ" প্রভৃতি মন্ত্রে গ্রাম হইতে বহ্নিসঞ্চয়পূর্ব্বক আঘ্রাণ করিবে। সন্ন্যাসোপনিষদে এই প্রকার হোমবিধি বিবৃত আছে ॥ ১১ ॥

যদ্যগ্নিং ন বিন্দেদপ্সু জুহুয়াৎ আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহেতি হুত্বা উদ্ধৃত্য প্রাশ্নীয়াৎ সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষমন্ত্রঃ ত্রয্যেবং বদেৎ, এতদ্‌ব্রহ্মৈতদুপাসিতব্যম্ এবমেবৈতদ্‌ভগবন্নিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১২ ॥

মহাবনাদিতে সন্ন্যাসেচ্ছা হইলে; "সেই দিনেই অগ্ন্যাধান করিবে।" এই প্রকার বিধি হেতু সেই কালেই অগ্ন্যাধান

করা উচিত; কিন্তু তৎকালে বহ্নির অলাভে কি কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে। যদি অগ্নিপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা ঘটে, তবে জলেতে আহুতি প্রদান করিবে। "আপ হ বা ইদমগ্র আসন্" প্রভৃতি শ্রুতিতে জলই সর্ব্ব-দেবতার হেতু বলিয়া কথিত আছে এবং কার্য্যও কারণের অতিরিক্ত নহে; সুতরাং জলই সর্ব্বদেবস্বরূপ, এই জন্য অগ্নির অপ্রাপ্তিতে জলে আহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। জলে আহুতি প্রদানের মন্ত্র যথা,—"আমি সমস্ত দেবতাকে হোম করিতেছি," এই বলিয়া স্বাহান্তমন্ত্রে হোমসাধনপূর্ব্বক পাত্র হইতে সাজ্য চরু লইয়া সেবন করিবে। এই মোক্ষমন্ত্র অনাময় অর্থাৎ এই মন্ত্রে ঐ নিয়মে হোম করিলে বিনাবিঘ্নে মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাই বেদে উক্ত আছে। অতএব এই সন্ন্যাসলক্ষণ বস্তুভূত ব্রহ্মকে জানিবে। যেহেতু,ব্রহ্মপরিজ্ঞানই মোক্ষের কারণ; সুতরাং মোক্ষার্থি-গণের ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য, যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার অঙ্গী-কার করিয়া ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যম্ পৃচ্ছামি ত্বা যাজ্ঞ-বল্ক্য! অযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণ ইতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ইদমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞোপবীতং য আত্মা প্রাশ্যা-চম্যায়ং বিধিঃ পরিব্রাজকানাম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণ যে উপবীত ত্যাগ করিবে, তৎসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ

য়া প্রশ্ন করিলে তদুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—অত্রিনামা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভগবন্! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি আত্মা, তিনিই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত। সমস্ত কর্ম্মফলই এই আত্মধ্যানের অন্তর্গত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, আত্মধ্যানই জীবকুলের বন্ধ ও মুক্তির হেতু; সুতরাং শঙ্কা নিবৃত্তি করিয়া শেষ প্রাশন করত আচমন করিবে. এবং আচমনান্তে পূর্ব্ববৎ বহ্নির আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্নির অভাবে জলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাই পরিব্রাজকগণের পক্ষে ব্যবস্থা। অধিকন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ সর্ব্বথা বিধেয় ॥ ১৩ ॥

বীরাধ্বানে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা ॥ ১৪ ॥

বীরাধ্বানাদি পঞ্চ উক্ত ব্যবস্থার অতিদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ বীরাধ্বানে, অনাশকে, সলিলমধ্যে, বহ্নিপ্রবেশে ও মহাপ্রস্থানেই এই যজ্ঞাদিবিধি নির্ণীত আছে। আদিত্যপুরাণে যে উক্ত বীরাধ্বানাদি পঞ্চ কথিত আছে, তাহা এই—যে ব্যক্তি মহাপাপী হইয়া দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, শরীর-বিনাশের সময় উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ হইলেও স্বর্গাদি মহাফলকামনায় প্রদীপ্ত

বহ্নিতে প্রবেশ করিবে, কিংবা অনশন করিবে, অথবা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, মহাপথে প্রস্থান করিবে, হিমালয়চূড়ায় আশ্রয় লইবে কিংবা প্রয়াগে বটশাখার অগ্রভাগ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। এই প্রকার করিলে সর্ব্বপাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উত্তমলোক প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু আত্ম-হত্যা করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ দ্বারা মহাপাতক বিনাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ দিব্য ভোগলাভ হয়। ঐরূপ তপস্যাতে নর-নারী প্রভৃতি সকলেই অধিকারী। বীরা-ধ্বানে অগ্নিপুরাণে ফল কথিত আছে যে,যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সেই শূর স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হয় না, ইহাকেই বীরাধ্বান, বীরশয্যা, বীরস্থান বা বীরস্থিতি কহে। অনাশক বিষয়ে ভবিষ্যোত্তরে যে ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই—অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জনই অনাশক নামে অভিহিত। জলপ্রবেশে সপ্তসহস্র বর্ষ, অগ্নিপ্রবেশে একাদশসহস্র বর্ষ, উচ্চস্থান হইতে পতনে ষোড়শসহস্র বর্ষ, মহাযজ্ঞে ষষ্টিসহস্রবর্ষ, গোগ্রহে মরণে অশীতিবর্ষ এবং অনাহারে প্রাণত্যাগে অনন্তকাল সদগতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জলপ্রবেশ এবং বহ্নিপ্রবেশের ফল কথিত হইল। ব্রহ্মপুরাণে যে মহাপ্রস্থানের ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই—মহাপ্রস্থানযাত্রা অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না,উক্ত প্রস্থানে

মৃত্যু ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে সদ্যঃ স্বর্গফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১৪॥

অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতীতি। যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা সন্ন্যসেৎ॥ ১৫॥

আনুষঙ্গিক পরিব্রজ্যা নির্ণীত হইল, অধুনা প্রকৃত পরিব্রাজকতা স্থিরীকৃত হইতেছে।—যাহারা পরিব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে, তাহারা গৈরিকাদি দ্বারা কষায়িত বসন ধারণ পূর্ব্বক মস্তকমুণ্ডন করিয়া অপরিগ্রহ হইবে (স্ত্রীপুত্রাদির সংসর্গ বিসর্জ্জন করিবে)। পরে বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধিসাধন পূর্ব্বক দ্রোহ-বর্জ্জন করিবে এবং সতত লোকসমাগমশূন্য হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে। এইরূপ উপাসনাতে অনশনাদি দ্বারা শরীরত্যাগ করিতে হয় না। আতুর ব্যক্তি কেবল বাক্যে ও মনে সন্ন্যাসাবলম্বন করিবে। শক্তির অভাবে তাহাদিগের কেবল বাক্য ও মনোদ্বারা আরাধনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়॥ ১৫॥

এষঃ পন্থা ব্রহ্মণা হানুচিতঃ তেনৈবেতি সন্ন্যাসো ব্রহ্মবিদিত্যেবমেবৈষ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য॥ ১৬॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সন্ন্যাসপন্থা কি প্রকৃত, না কল্পিত? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—এই সন্ন্যাসপন্থা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বোধিত, এই সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসিগণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সুতরাং জানা গেল যে, এই সন্ন্যাসপন্থা কল্পিত নহে; অত্রিঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক "ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য!" এই প্রকার সম্বোধন দ্বারা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করিলেন॥১৬॥

তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতু-দুর্ব্বাসা-ঋভু--নিদাঘ--জড়ভরত-দত্তাত্রেয়--রৈবতক--প্রভৃতয়োঽব্যক্ত-লিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ॥ ১৭॥

সন্ন্যাসের কল্পিতত্বশঙ্কা দূর করিবার জন্য পুনরায় পরমহংস-সম্প্রদায় প্রদর্শন করিতেছেন।—সংবর্ত্তক, অরুণনন্দন শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এবং রৈবতক, এই আট জন পরমহংসের নাম পুরাণে প্রথিত আছে। তদ্ব্যতীত পরমহংস-সম্প্রদায়ও ছিল, ইহাঁরা অব্যক্তলিঙ্গ, অর্থাৎ ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রমবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিতেন এবং অনুন্মত্ত ছিলেন। আর কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় ছিলেন; দত্তাত্রেয় মদিরা ও স্ত্রী সেবন করিতেন॥ ১৭॥

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শক্যং জলপবিত্রং পাত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ইত্যেতৎ সর্ব্বং ভূস্বাহেত্যপ্‌সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ ॥ ১৮ ॥

পরমহংসবৃন্দ ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য (দ্রব্যরক্ষার্থ রজ্জুনির্ম্মিত আধার বা শিকা), বসন, জলবিশুদ্ধ পাত্র, (কুণ্ডিকাচমসাদি) এবং কন্থা, কৌপীন, উত্তরীয় বসন, শিখা ও যজ্ঞোপবীত এই সকল "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে সলিলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মানুসন্ধান করিবে ॥ ১৮ ॥

যথা জাতরূপধরো নির্গ্রন্থো নিষ্পরিগ্রহঃ তত্তদ্‌ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্ত কালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্ উদরপাত্রেণ লাভালাভয়োঃ সমো ভূত্বা শূন্যাগার-দেবগৃহ-তৃণ-কূট-বল্মীকবৃক্ষমূল-কুলাল-শালাগ্নিহোত্রগৃহ-নদী-পুলিন-গিরিকুহরকন্দরকোটর-নির্জ্জর-স্থণ্ডিলেষু তেষ্বনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যান-পরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠোঽশুভকর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি, স পরমহংসো নাম পরমহংসো নামেতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-জাবালোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

যে ব্যক্তি জন্মকালীন রূপধারী অর্থাৎ নির্ব্বস্ত্র, গ্রন্থানুশীলনরহিত হইয়া পরিগ্রহবিসর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-

মার্গে সম্যক্ সম্পন্ন ও শুদ্ধমনা হইয়া জীবনধারণার্থ যথাযথ সময়ে উদরপূরণোপযুক্ত ভিক্ষাচরণ পূর্ব্বক লাভালাভে তুল্যজ্ঞানী হইয়া শূন্যাগার, দেবগৃহ, পর্ণশালা, বল্মীক, তরুমূল, কুলালশালা, অগ্নিহোত্রগৃহ, নদীতট, গিরিকুঞ্জর, কন্দর, কোটর, নির্ঝর ও স্থণ্ডিল, এই সমস্ত স্থলে বাস করিয়া যত্নবান্, নির্ম্মল, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া শুভাশুভক্রিয়া সমূলে পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাস দ্বারা শরীরবিসর্জ্জন করেন, তাঁহাকেই পরমহংস বলা যায়। উপনিষদাদিতে অধ্যায়-শেষে অন্তব্যাক্য দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়, এই জন্য "পরমহংসো নাম" দুইবার বিবৃত হইল ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় জাবালোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ

পিণ্ডোপনিষৎ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মেন নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ দেবতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণমিদবব্রুবন্।
মৃতস্য দীয়তে পিণ্ডং কথং গৃহ্ণন্ত্যচেতসঃ? ॥ ১ ॥

পিণ্ডোপনিষৎ বিবৃত হইতেছে কেন, তাহার কারণ এই যে, সংসারমোক্ষার্থ সন্ন্যাসোপনিষৎ ও পরমহংসোপনিষৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু সন্ন্যাসবর্জ্জিত ও সংসারে যাহারা বিপন্ন, তাহাদের গতি কি হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্যই এই উপনিষৎ বিবৃত হইতেছে।—কোন সময়ে সুরবৃন্দ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া পিতামহসকাশে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! মনুষ্যগণের মরণান্তে শরীর চেতনাবিহীন হয়; সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া মনুষ্যেরা পিণ্ডপ্রদান করিয়া থাকে। ঐ প্রদত্ত পিণ্ড অচেতন মৃতেরা গ্রহণ করে কি প্রকারে? ॥১॥

ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চসু পঞ্চধা।
হংসস্ত্যক্ত্বা গতো দেহং কস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ ? ॥২॥

সুরবৃন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর ভিন্ন হইয়া দেহগত পঞ্চভূত মহাভূতে বিলীন হইলে আত্মা সেই শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কোন্ স্থানে প্রস্থান করে ও কোথায় অবস্থিতি করে ? ॥ ২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অহং বসতি তোয়েষু অহং বসতি চাগ্নিষু।
অহমাকাশগো ভূত্বা দিনমেকন্তু বায়ুগঃ ॥ ৩ ॥

পিতামহ কহিলেন,—আত্মা দেহত্যাগান্তে জলে এবং বহ্নিতে অবস্থিতি করে। পরে আকাশগামী হইয়া একদিনমাত্র বায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকে। পরে ভোগোচিত দেহ জন্মে এবং সেই দেহ দ্বারা পিণ্ড গ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

প্রথমেন তু পিণ্ডেন কলানাং তস্য সম্ভবঃ।
দ্বিতীয়েন তু পিণ্ডেন মাংস-ত্বক্-শোণিতোদ্ভবঃ ॥ ৪ ॥

মানবগণের মরণান্তে সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পুত্রাদিরা প্রথম দিবসে যে পিণ্ড দান করে, তাহাতে ষোড়শকলার সম্ভব হয় এবং তৎপরদিন যে দ্বিতীয় পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা হইতে মৃত ব্যক্তির মাংস, চর্ম্ম এবং

রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ এবং ষড়িন্দ্রিয় ইহাদিগকেই যোড়শকলা কহে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়েন তু পিণ্ডেন মতিস্তস্যাভিজায়তে।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন অস্থিমজ্জা প্রজায়তে ॥ ৫ ॥

তৃতীয় দিনে মৃতের উদ্দেশে পুত্রাদি কর্ত্তৃক যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই পিণ্ডে তাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তৎপর-দিবসে যে চতুর্থ পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে অস্থি ও মজ্জা জন্মে ॥ ৫ ॥

পঞ্চমেন তু পিণ্ডেন হস্তাঙ্গুল্যঃ শিরো মুখম্।
ষষ্ঠেন কৃতপিণ্ডেন হৃৎকণ্ঠং তালু জায়তে ॥ ৬ ॥

পঞ্চম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তৎফলে মৃতব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলি, শিরঃ ও মুখ জন্মে। ষষ্ঠদিনে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই ষষ্ঠপিণ্ড হইতে হৃদয়, কণ্ঠ এবং তালুর উৎপত্তি হয় ॥ ৬ ॥

সপ্তমেন তু পিণ্ডেন দীর্ঘমায়ুঃ প্রজায়তে।
অষ্টমেন তু পিণ্ডেন বাচং পুষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥ ৭ ॥

মনুষ্যের মৃত্যুর পর পুত্রাদিরা সপ্তম দিবসে যে পিণ্ড-

দান করে, তাহা হইতে দীর্ঘায়ু হয় এবং অষ্টম পিণ্ড দ্বারা বাক্য পুষ্ট ও মৃত ব্যক্তি বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

নবমেন তু পিণ্ডেন সর্ব্বেন্দ্রিয় সমাহৃতিঃ।
দশমেন তু পিণ্ডেন ভাবানাং প্লবনং তথা ॥
পিণ্ডে পিণ্ডে শরীরস্য পিণ্ডদানেন সম্ভবঃ।
পিণ্ডদানেন সম্ভব ইতি ॥ ৮ ॥

ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

মৃত ব্যক্তির মরণান্তে তাহার উদ্দেশে নবম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়সমাবেশ হয় এবং দশম পিণ্ড দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসাদির উদ্বোধ হয়, এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদানে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের উৎপত্তি হইয়া একটি দেহ গঠিত হয়। এই অর্থ গরুড়পুরাণেও কথিত আছে, ভগবান্ গরুড়কে উপদেশ করিয়াছেন, ইহা শ্রুতিমূলক। বিশেষতঃ মস্তক হইতে উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। ভগবান্ গরুড়কে বলিয়াছেন যে, প্রথম পিণ্ডে মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ডে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় পিণ্ডে হৃদয় এবং চতুর্থ পিণ্ডে ঐ সমস্তের পুষ্টি হয়। আর পঞ্চম পিণ্ডে নাভি, ষষ্ঠে কটি, সপ্তমে গুহ্য, অষ্টমে উরু,

নবমে জানু ও পাদ জন্মে এবং দশম পিণ্ডে ক্ষুধার উদয় হইয়া থাকে। এই পিণ্ডদানের বিশেষ এই যে, দশম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা আমিষের সহিত প্রদান করা কর্ত্তব্য। কেননা, দেহে জীবসঞ্চার হইলেই তাহার ক্ষুধা হয়, অতএব সামিষ পিণ্ডদান করা বিধেয়। আমিষ-বিহীন পিণ্ড দিলে তাহার ক্ষুধার শান্তি হয় না॥ ৮ ॥

ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্ত॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

আত্মোপনিষৎ।

—:*:—

প্রথমঃ খণ্ড

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অথাঙ্গিরাস্ত্রিবিধঃ পুরুষঃ তদ্‌যথা—বাহ্যাত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা চেতি ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি পিণ্ডগ্রহণে বিরক্ত, তাহার পরমাত্মবোধের জন্য আত্মদ্বয়-নির্ণয়পূর্ব্বক নিরঞ্জন সংসারাতীত পরমার্থনিরূপণার্থ আত্মোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। পিতামহ চতুরানন দেবর্ষিবৃন্দ-সকাশে পিণ্ড নিরূপণ করিলে অঙ্গিরানামক ঋষি তাঁহাকে বলিলেন,—আত্মা তিন প্রকার;—বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। এই ত্রিবিধ আত্মার লক্ষণ কিরূপ, তাহা কথিত হইতেছে ॥ ১ ॥

ত্বগস্থি-মাংস-মজ্জা-লোমাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠ-পৃষ্ঠি--বংশ--নখ-গুল্ফোদর-নাভি--মেঢ্র--কট্যূরু--কপোল--ভ্রূ--ললাট--বাহু-পার্শ্ব-শিরো-ধমনিকাক্ষীণি শ্রোত্রাণি ভবন্তি জায়তে ম্রিয়তে ইত্যেষ বাহ্যাত্মা নাম॥ ২ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১ ॥

নেত্র, অস্থি, মাংস; মজ্জা, রোম, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, মেরুদণ্ড, নখ, গুল্‌ফ, জঠর, নাভি, মেঢ্র, কটি, উরু, গণ্ড ভ্রূ, ললাট, বাহু, পার্শ্ব, শির, শিরা, চক্ষু ও শ্রোত্র এই সমস্ত যাহাদের বিদ্যমান আছে এবং যাহা ষড়্‌ভাববিকারসম্পন্ন, তাহাকেই বাহ্যাত্মা বলে *॥ ২ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

---

* ষড়্‌ভাববিকার যথা—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, ক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টিকে ষড়্‌ভাব বলে অর্থাৎ যাহাদের জন্ম আছে, স্থিতি আছে, বৃদ্ধি আছে, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি আছে, ক্ষয় আছে ও বিনাশ আছে, তাহারাই ষড়্‌ভাববিকারসম্পন্ন।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথান্তরাত্মা নাম পৃথিব্যপ্-তেজো-বায়্বাকাশ-মিচ্ছাদ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-মোহ-বিকল্পনাদিভিঃ স্মৃতি-লিঙ্গোদাত্তানুদাত্ত-হ্রস্বদীর্ঘ-প্লুত-স্খলিত-গর্জ্জিত-স্ফুটিত--মুদিত-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-প্রলয়-বিজৃম্ভিতাদিভিঃ শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ পুরাণং ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি শ্রবণঘ্রাণাকর্ষণ-কর্ম্মবিশেষণং করোতি এষোঽন্তরাত্মা নাম ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অন্তরাত্মা কাহাকে বলে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে।—যিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, মোহাদি ও ত্রিবিধ কল্পনাদি দ্বারা উপলক্ষিত; যিনি স্মৃতি, লিঙ্গ ও উদাত্ত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই সমস্ত স্বর, স্খলিত, গর্জ্জিত, স্ফুটিত, নৃত্য, গীত, বাদিত্র, প্রাগ ও জৃম্ভাদিযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিতেছেন,

আঘ্রাণ করিতেছেন, আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, মনন করিতেছেন, আর যিনি বোদ্ধা, যিনি কর্ত্তা, যিনি বিজ্ঞানময় পুরুষ, যিনি পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও শ্রবণ, আঘ্রাণ, আকর্ষণাদিসম্পন্ন বিশেষ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই অন্তরাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ পরমাত্মা নাম যথাক্ষরমুপাসনীয়ঃ। স চ প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-সমাধি-যোগানুমানাধ্যাত্ম-চিন্তনম্ ॥ ১ ॥

বাক্য ও মনোদ্বারা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব? সুতরাং সেই অক্ষর পরমাত্মাকে যে প্রকারে আরাধনা করিয়া জানা যাইতে পারে, আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি ত্বৎসকাশে সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে অবগত হইতে বাসনা করি। অঙ্গিরার এই প্রশ্ন শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন, একমাত্র বেদের দ্বারাই সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়, সুতরাং মনোদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। কিন্তু মনের সংস্কার না হইলে অসংস্কৃত মনোদ্বারা পরমাত্মাকে গ্রহণ করা অসম্ভব। এই হেতু প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সমাধি প্রভৃতি যোগ দ্বারা মন সংস্কৃত হইলে অনুমান করিয়া পরমাত্মাকে বিদিত হইবে ॥ ১ ॥

বটকণিকা শ্যামাক-তণ্ডুলো বালাগ্রশত-সহস্র-বিকল্পনাদিভির্ন লভ্যতে নোপলভ্যতে ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন

শুষ্যতে ন ক্লিদ্যতে ন দহ্যতে ন কম্পতে ন ভিদ্যতে ন ছিদ্যতে নির্গুণঃ সাক্ষীভূতঃ শুদ্ধো নিরবয়বাত্মা কেবলঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলো নিরঞ্জনো নিরভিমানঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বর্জ্জিতো নির্ব্বিকল্পো নিরাকাঙ্ক্ষঃ ॥ ২ ॥

এখন আশঙ্কা করিতে পার যে, সেই পরমাত্মা বিভু, তাঁহার পরিমাণ বিশ্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং কি হেতুতে তিনি প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন না? ইহার উত্তর এই যে, যেমন বটবীজ অতি সূক্ষ্ম হইয়া মহান্ শাখাপ্রশাখাদি-সম্পন্ন বটবৃক্ষ সৃষ্টি করে এবং যেরূপ শ্যামাক তণ্ডুল অতি সূক্ষ্ম হইয়াও বৃহৎ গুচ্ছ জন্মায়, তদ্রূপ পরামাত্মা অতি সূক্ষ্ম, অথচ এই বৃহৎ জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। আর যদি আশঙ্কা কর যে, যাহারা পরমাত্মাকে বীজতুল্য জ্ঞান করে, তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, তিনি বীজের ন্যায় হইলেও প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন না, কেননা, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, একটি কেশকে শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক অংশ যেমন সূক্ষ্ম হয়, বীজও তদ্রূপ সূক্ষ্ম, পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হেতু সর্ব্বদাই তাঁহার প্রত্যক্ষলাভ অসম্ভব। পরমাত্মাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তিনি শুষ্ক হয়েন না বা পচিয়া গলিত হয়েন না, তাঁহাকে কেহ ভস্মীভূত করিতে সমর্থ নহে,

তিনি কম্পিত হয়েন না। তাঁহাকে অভেদ্য, অচ্ছেদ্য বলিয়া জানিবে। তাঁহার জন্ম, মরণ, শোষ, ক্লেদ, দাহ, কম্প, ভেদ, ছেদ এই সকলের নিষেধপ্রযুক্ত তাঁহার কোন ক্রিয়াও নাই। তিনি নির্গুণ, সাক্ষী ও সর্ব্বদ্রষ্টা; তিনি স্বতঃসিদ্ধ এবং শুদ্ধ (সহজ বা আগন্তুক মলরহিত), সাবয়ব, আত্মভেদ-বর্জ্জিত, সজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিত, সূক্ষ্ম অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে। তিনি ষোড়শকলাশূন্য, আগন্তুক-মলহীন এবং অহঙ্কারাদি দোষবিরহিত। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই এবং গন্ধ নাই, অর্থাৎ তিনি বাহেন্দ্রিয়-দোষশূন্য নির্ব্বিকল্প (মনো-দোষশূন্য) এবং আকাঙ্ক্ষাদিবুদ্ধিদোষবিহীন ॥ ২

সর্ব্বব্যাপী সোঽচিন্ত্যোঽবর্ণ্যশ্চ পুনাত্যশুদ্ধান্যপূতানি নিষ্ক্রিয়ঃ সংস্কারো নাস্তি ইত্যেষ পরমাত্মা পুরুষো নাম এষ পরমাত্মা পুরুষো নাম ॥ ৩

ইতি আত্মোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলেও তিনি আকাশাদির আস্পদ; কেননা, তিনি সর্ব্বব্যাপী। বাস্তবিক পরমাত্মার অণু বা মহত্ত্বাদি কোন প্রকার পরিমাণ নাই। ভগবান্ স্বীয় মহিমাবলে সকল স্থল ব্যাপিয়া আছেন; সুতরাং তিনি ঈশ্বর, অচিন্তনীয় এবং তাঁহাকে বর্ণন করিতে কোন-

রূপে কাহারও সাধ্য নাই। তিনি নিষ্ক্রিয় অথচ ধ্যানস্থ হইলে অপবিত্র চণ্ডালাদি ও পাপাদিকলুষিত প্রাণীকে পবিত্র করিয়া থাকেন, অর্থাৎ চণ্ডালাদিরাও তদ্ধ্যানবলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যদিও আগমাদিতে চতুর্থ জ্ঞানাত্মা কথিত আছে, * তথাপি জীব ও পরমাত্মার অভেদহেতুই বেদান্ত ত্রিবিধ আত্মার নির্ণয় করেন। গীতাতে উক্ত আছে যে, লোকে ক্ষর ও অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এই সর্ব্বভূতই ক্ষর, এবং যিনি কূটস্থ, তাঁহাকে অক্ষর কহে। যিনি এতদ্ভিন্ন উত্তম পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা। আর পরমাত্মা স্বয়ং অসঙ্গ; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বপ্রজ্ঞা নাই। ইহাই পরমাত্মার লক্ষণ। বৈদিক নিয়ম এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে যে, উপনিষদের শেষবাক্য দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়, এই কারণে "এষ পরমাত্মা পুরুষো নাম" এই শেষ বাক্য দুইবার কীর্ত্তিত হইল ॥ ৩

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

আত্মোৎপনিষৎ সমাপ্তা ॥

---

* আগমাদির মতে আত্মা চতুর্বিধ,—শরীরাত্মা, অন্তরাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

ব্রহ্মোপনিষৎ

নারায়ণকৃত-দীপিকাসমেতা ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা ।

কলিকাতা রাজধান্যাং ;
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ ।

১৩১৮

ব্রহ্মোপনিষৎ

॥ ওঁ ॥ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ওঁ ॥

ওঁ শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং ভগবন্তং পিপ্পলাদং পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোপনিষদারম্ভা ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদায়িনী ।
চতুঃখণ্ডা তু দশমী শমিনাং হৃদয়ঙ্গমা ॥

ইদানীং চতুরবস্থস্য চতুঃস্থানস্য যস্যাত্মনো নির্গুণধ্যান-সিদ্ধয়ে স্বস্বরূপং সর্ব্বং বক্তব্যমিতি ব্রহ্মোপনিষদারভ্যতে ওঁ শৌনক ইতি। ওঁ অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি। নাভিঃ হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধেতি। তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতীতি গ্রন্থো দ্বিতীয়-খণ্ডাদৌ পঠিতঃ। প্রথমখণ্ডাদাবপি কেচিৎ পঠন্তি, স পাঠো নাতিপ্রয়োজনঃ অর্থসম্বন্ধাভাবাৎ। মাহশালঃ মহত্যঃ শালা গৃহা যস্য স তথা। অঙ্গিরসং গোত্রতঃ অপত্যাপত্যাং অবান্তরভেদোপচারাৎ। পিপ্পলাদং নামতঃ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্ ॥ ১ ॥

একদা গৃহস্থ-প্রবর শৌনক অঙ্গিরাকুলসম্ভব মহর্ষি পিপ্পলাদকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

দিব্য ব্রহ্মপুরে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি কথং সৃজন্তি কস্যৈষ মহিমা বভূব যো হ্যেষ মহিমা বভূব ক এষঃ ॥ ২ ॥

প্রশ্নানাহ দিব্য ইতি। দিব্যে বাগাদিদেবনিবাসার্হে ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানে ব্রহ্মপুরে শরীরে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি বাগাদয়ঃ, কথং ইতি শেষঃ। কিমাধারা বাগাদয়ঃ শরীরে প্রতিষ্ঠিতা ইতি প্রথমঃ প্রশ্নঃ। সৃজন্তীত্যত্রাপি কথমিতি সংবধ্যতে। কিং-বলেন স্বস্ববিষয়েষু ব্যাপ্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ। এষ দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। কস্যৈষ মহিমা বৃদ্ধ্যাদিবিস্তারো জাত ইতি তৃতীয়ঃ। যো হি এক এষ প্রত্যক্ষো মহিমা বভূব, ক এষঃ কিন্তত্ত্বকঃ, মহিম-তত্ত্ব-প্রশ্নদ্বারা মহত এব তত্ত্বং পৃষ্টং বেদিতব্যমিতি চতুর্থঃ ॥ ২ ॥

শৌনক কহিলেন, দিব্য, বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের বাসার্হ, ব্রহ্মোপলব্ধিস্থল এই দেহে বাগাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃসুরগণ কি আশ্রয় করত অবস্থিত আছেন? কোন্ বলে নিজ নিজ বিষয়ে নিরত হন? কাহার মহিমায় এই দেহের বৃদ্ধি প্রভৃতি সাধিত হয়? চতুর্থতঃ যিনি এই মহিমান্বিত, তিনি কে এবং তাঁহার স্বরূপই বা কি? ২ ॥

তস্মৈ স হোবাচ ব্রহ্ম-বিদ্যাং বরিষ্ঠাং প্রাণো হ্যেষ আত্মা আত্মনো মহিমা বভূব ॥ ৩ ॥

উত্তরমাহ তস্মৈ ইতি। স পিপ্পলাদঃ, হ প্রসিদ্ধো, উবাচ পরিতো বিচার্য্য বভাষে ব্রহ্মবিদ্যাং, সর্ব্বৈরপি প্রশ্নৈর্ব্রহ্মণ এব পৃষ্টত্বাৎ ব্রহ্মবিদ্যেয়ম্। বরিষ্ঠাম্ অতিশয়বতীম্। প্রাণো হ্যেষ ইতি। কিং ভৌতিকঃ নেত্যাহ আত্মেতি। যস্মিন্ দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতা,

যদ্বলেন চ সৃজন্তি যস্যৈব মহিমা যচ্চ মহিম্নস্তত্ত্বং স এব আত্মেত্যর্থঃ। সামান্যেনেদং চতুর্ণামপ্যুত্তরম্, আত্মনঃ প্রাণত্বং প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ অতএব তথা প্রাণ ইতি ভগবৎসূত্রম্। বিশেষেণ তৃতীয়স্যোত্তরমাহ আত্মন ইতি ॥ ৩ ॥

পিপ্পালাদ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শৌনককে ব্রহ্মবিদ্যাশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন। যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়াধি াতৃ দেববৃন্দ অধিষ্ঠিত, যাহার প্রভাবে নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত ও এই মহিমা যাহার, তাহাই প্রাণস্বরূপ আত্মা। সেই আত্মার মহিমা বিবৃত হইতেছে ॥ ৩ ॥

দেবানামায়ুঃ স দেবানাং নিধনমনিধনম্ ॥ ৪ ॥

প্রথমস্য বিশেষত উত্তরমাহ দেবানামিতি। দেবানাং বাগাদীনাং আয়ুঃ জীবিতম্, "আত্মা কো হ্যেবান্যৎ কঃ প্রাণ্যাদ্‌যদ্যেষ আত্মা আনন্দো ন স্যাৎ" ইতি শ্রুতেঃ। আত্মসত্তয়ৈব তেষাং সত্তালাভাৎ। তদেব বিবৃণ্বন্নাহ স ইতি। নিধনং মরণং অনিধনং জীবনম্ ॥ ৪ ॥

অধুনা সবিস্তার প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। বাগাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেববৃন্দের আত্মাই আয়ু। * আত্মসত্তা দ্বারাই ইহাদের অস্তিত্বপ্রাপ্তি হয়; অতএব ইহাদের কি জীবন কি মৃত্যু উভয়ই আত্মার বশীভূত ॥ ৪ ॥

দিব্যে ব্রহ্মপুরে বিরজং নিষ্কলং শুভ্রমক্ষরং যদ্ব্রহ্ম বিভাতি স নিষচ্ছতি ॥ ৫ ॥

---

* আয়ু—জীবন।

স ক্কাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ দিব্যে ব্রহ্মপুরে ইতি। চতুর্থমুত্তরয়তি বিরজমিত্যাদি। যৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা বিভাতি প্রকাশতে তৎ-বিরজং নিরবদ্যতত্ত্বং নিষ্কলং কলা বিদ্যাকার্য্যং প্রাণাদি তদ্র-হিতম্। নিষেধমুখেনোক্ত্বা বিধিমুখেনাপ্যাহ শুভ্রমিতি। শুভ্রং উজ্জ্বলং প্রকাশাত্মকম্। অক্ষরং অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি, "অশ্নাতের্ব্বা সরোঽক্ষরমিতি" স্মৃতেঃ। কথং সৃজন্তীত্যস্য দ্বিতীয়স্যোত্তরং স ইতি। নিযচ্ছতি নিয়মনং করোতি। নিয়মনং বৃহদারণ্যকে অন্তর্যামিব্রাহ্মণে, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবীং নিয়ময়তি যং পৃথিবী ন বেদ এষ স আত্মা অন্তর্য্যাম্য-মৃত" ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশতিভিঃ পর্য্যায়ৈর্ব্ব্যাখ্যাতম্॥ ৫ ॥

এই আত্মা কোন্ স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহাই প্রকটিত হইতেছে।—এই দেহই মনোহর ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান; এই দেহমধ্যেই ব্রহ্ম বা আত্মা অবস্থিত। তিনি দোষবিহীন, প্রাণাদিবিহীন, প্রকাশাত্মক ও বিনাশরহিত। এই আত্মা কর্তৃকই বাগাদি নিজ নিজ বিষয়ে নিয়োজিত রহিয়াছে॥ ৫॥

মধুকর রাজানং মাক্ষীকবৎ। যথা মাক্ষীকৈকেন তন্তুনা জালং বিক্ষিপতি তেনাপকর্ষতি তথৈবৈষ প্রাণো যদা যাতি সংসৃষ্টমাকৃষ্য ॥ ৬ ॥

তত্র প্রত্যেকং পৃথিব্যাদীনাং নিয়ন্তৃত্বমুক্তং অত্র তু একধা রাজানং ইত্যাহ মধুকররাজানমিতি। মধুকরা ইন্দ্রিয়াণি তেষাং তদভিমানিনং জীবং নিযচ্ছতি, তেন সর্ব্বাণি নিয়তানি

ইত্যুক্তং ভবতি। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাদচ্ ন কৃতঃ। একস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বে দৃষ্টান্তমাহ মাক্ষীকবদিতি। মক্ষিকাভির্জ্জীবতি মাক্ষীকঃ ঊর্ণনাভো লূতাখ্যকীটবিশেষঃ তদ্বৎ। তদ্বিবৃণোতি যথেতি। যথা মাক্ষীকা, ছান্দসমীকারস্য দীর্ঘত্বং টাপ্ চ। লূতা একেন তন্তুনা নালরূপেণ দ্বারেণ জালং স্বকুলায়ং বিক্ষিপতি স্বশরীরাৎ বহিষ্করোতি তেনৈব একেন তন্তুনা অপকর্ষতি তৎস্থানাদন্তর্নয়তি। বক্ষ্যতি "ঊর্ণনাভির্যথা তন্তূন্ সৃজতে সংহরত্যপি। জাগ্রৎ স্বপ্নে তথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ॥" ইতি। লূতাস্থানীয় আত্মা তন্তুস্থানীয়াঃ প্রাণাঃ জালস্থানীয় বাগাদি। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ তথৈবৈষ প্রাণো যদা যাতি গচ্ছতি তদ সংসৃষ্টমাকৃষ্য গচ্ছতি বাগাদিসঙ্ঘাতং গৃহীত্বৈব যাতি। যথোক্তম্ যথা সুহয়ঃ যড়্‌বিংশশঙ্কূন্ সংখিদেৎ এবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদদিতি ॥ ৬ ॥

ইহাঁ কর্ত্তৃকই ইন্দ্রিয়াভিমানী জীব নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। ঊর্ণনাভ যেরূপ একটিমাত্র নালরূপ দ্বার দ্বারা নিজ দেহ হইতে অসংখ্য নাল (সূত্র) বিনিষ্ক্রান্ত করে, পুনরায় সেই নাল দ্বারাই বহির্দ্দেশ হইতে নালরাশি অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তদ্রূপ জীব যৎকালে শরীর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয় তৎকালে বাগাদি সকলকে লইয়াই প্রস্থান করিয়া থাকে॥ ৬॥

প্রাণদেবতাস্তাঃ সর্ব্বা নাড্যঃ সুস্বপে শ্যেনাকাশবৎ। যথা খং শ্যেনমাশ্রিত্য যাতি স্বালয়মেবং সুষুপ্তঃ॥ ৭ ॥

ননু বাগাদ্যাকর্ষণে প্রাণস্য তৈঃ কঃ সম্বন্ধঃ ইতি প্রশ্নে নাড়ী দ্বারক ইত্যুত্তরিতে নাড়ীভিঃ প্রাণস্য কঃ সম্বন্ধ ইতি শঙ্কা স্যা

ানপনেতুমাহ প্রাণেতি। প্রাণো দেবতা যাসাং তাঃ প্রাণ-
বতাঃ, তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বাঃ নাড্যঃ সুষুম্নাদয়ঃ। যাতীত্যুক্তং,
ৎ কদা ইত্যপেক্ষায়ামাহ সুস্বপে ইতি। সুতরাং স্বপনং সুস্বপঃ
ষুপ্তিঃ, তত্র সুষুপ্তিকালে যাতীত্যর্থঃ। এতৎ মরণ-মূর্চ্ছাদের-
্যপলক্ষণম্। ক্ব যাতীতি প্রশ্নে স্বালয়ং যাতীত্যুত্তরম্। তত্র
ষ্টান্তঃ শ্যেনাকাশবদিতি। বিবরণং যথেতি। শ্যেনো যথা খং
াকাশমাশ্রিত্য স্বালয়ং যাতি, তথা সুষুপ্তঃ স্বালয়ং ব্রহ্ম
াতি ॥ ৭ ॥

নাড়ী-সমূহ প্রাণদেবতা অর্থাৎ প্রাণই সুযুম্নাদি নাড়ী-
মূহের দেবতা; নাড়ী-সমূহের যে কিছু ক্রিয়া আছে, তৎ-
মস্তই প্রাণ বা আত্মা দ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্যেন যেমন
াকাশ আশ্রয় পূর্ব্বক স্বীয় আলয়ে গমন করে, তদ্রূপ সুষুপ্তি-
ময়ে এই সমস্ত নাড়ী স্বীয় আলয়স্বরূপ আত্মাতে বিলয়
াপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মপদার্থকে লাভ করে ॥ ৭ ॥

ব্রূতে যথৈবৈষ দেবদত্তো যষ্ট্যাদিনা তাড্যমানো ন যতি
াবমিষ্টাপূর্ত্তৈঃ শুভাশুভৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৮ ॥

যথা কুমারো নিষ্কাম আনন্দমুপযাতি তথৈবৈষ দেবদত্তঃ
প্নে আনন্দমভিযাতি ॥ ৯ ॥

কথং জ্ঞায়তে স্বালয়ং ব্রহ্ম যাতি ন যত্র কুত্রচিৎ ইতি পৃষ্টে
ুত্তরমাহ ব্রূতে ইতি। উত্থিতঃ সন্ সুখমহমস্বাপ্সমিতি লোকান্
দতি, তেন আনন্দং স্বালয়ং গতঃ আনন্দাচ্চাগত ইতি জ্ঞায়তে
ানন্দশ্চ ব্রহ্ম। ননু শুভাশুভেষু কর্ম্মসু সৎসু কথমানন্দানুভবঃ

সুষুপ্তেঽপি স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য শুভাশুভভাবং প্রতিপাদয়িতুং দৃষ্টান্ত-মাহ যথৈবৈষ ইতি। যথৈব এষ দেবদত্তঃ যষ্ট্যাদিনা কাষ্ঠেনাপি তাড্যমানো ন যতি ন যাতি, ছান্দসো হ্রস্বঃ। ন গচ্ছতি ন পলায়তে, সুষুপ্তে তৎ কস্য হেতোঃ ইতরানুভবাভাবাদিত্যেব, তদপি কুতঃ কারণাধর্ম্মাভাবাদেব। এবমনেন নিদর্শনেন ইষ্টাপূর্ত্তৈঃ ইষ্টাপূর্ত্তয়োঃ কর্ত্তা তৎফলৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৮ ॥

নন্থ যথা সুষুপ্তে দুঃখহেতুরধর্ম্মোঽপি নাস্তি,তৎ কুত আনন্দানুভব ইত্যাশঙ্ক্য যদ্যপি ধর্ম্মহেতুক আনন্দো নাস্তি, তথাপি নিত্যানন্দো বর্ত্ততে,সোঽনুভূয়তে ইত্যুত্তরিতে কিং তত্র প্রমাণং ইতি পৃষ্টে অনুভবং প্রমাণয়তি যথেতি। নন্থ তথাপি ক্রীড়নকাদি-নিমিত্ত আনন্দো ভবিষ্যতীত্যত আহ নিষ্কাম ইতি। তদুক্তম্,—
"দ্বাবেব চিন্তায়ামুক্তৌ পরমানন্দ-সংপ্লুতৌ। যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরঙ্গতঃ" ইতি। স্বপ্নে সুষুপ্তে ॥ ৯ ॥

সুষুপ্তিসময়ে জীব ব্রহ্মকে লাভ করে, আর কুত্রাপি গমন করে না বলা হইল, ইহার হেতু এই যে, নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রা-ভঙ্গে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এইরূপ বলে যে, 'সুখে নিদ্রিত হইয়া-ছিলাম' অর্থাৎ 'আনন্দধামে গমন করিয়াছিলাম।' এই বাক্যে ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি। শুভাশুভ কর্ম্ম অসংখ্য আছে, কিন্তু সুষুপ্তি-কালেই আনন্দানুভব হইবার কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তর বিবৃত হইতেছে।—যেরূপ সুষুপ্ত দেবদত্তকে যষ্টি দ্বারা তাড়না করিলেও সে পলায়ন করে না, কারণ, তখন তাহার কেবল-মাত্র আনন্দেরই অনুভব হয়, অন্য পদার্থের উপলব্ধি থাকে

না, তদ্রূপ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী না হইলে যাগাদিকারী যাগাদি-জন্য শুভাশুভফলে লিপ্ত হন না। যেমন বালক সততই আনন্দ অনুভব করে, কেন না, তাহার কোনও কামনাই নাই, তদ্রূপ সুষুপ্ত দেবদত্তও সুপ্ত্যবস্থায় নিষ্কামতা নিবন্ধন কেবলমাত্র আনন্দেরই উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮—৯ ॥

বেদ এব পরং জ্যোতির্জ্জ্যোতিষ্কামো জ্যোতিরানন্দয়তে ॥ ১০ ॥

নন্বানন্দঃ সুখং তৎ সুষুপ্তৌ জ্ঞানাভাবেন কথং ভাসতে, অত আহ বেদ এবেতি। বেত্তীতি বেদঃ জানাত্যেবেত্যর্থঃ। যতঃ পরং জ্যোতিঃ পরং সাধননিরপেক্ষং আত্মজ্যোতিঃ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাদিতি"শ্রুতেঃ। নন্ যদ্যপি বেদস্তথাপি নিষ্কামঃ কথমানন্দং পশ্যেদত আহ জ্যোতিষ্কাম ইতি। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইতি শ্রুতেরাত্মনো নিত্যকামত্বাৎ জ্যোতিষ্কামঃ সন্ আত্মরূপং জ্যোতিঃ আনন্দয়তে আনন্দরূপমনুভবতি, সুষুপ্তাবন্যকামাভাবে পরিশেষসিদ্ধমাত্ম-কামত্বং বিমলতঃ সকামঃ পুরুষত্বাজ্জাগ্রৎ পুরুষবৎ। ন চ পরমাত্মনি ব্যভিচারঃ পক্ষতুল্যত্বাৎ "আপ্তকাম আত্মকাম" ইতি শ্রুতেঃ। তথাস্যাত্মনঃ সকামত্বম্ ॥ ১০ ॥

আনন্দ অর্থে সুখ। সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের অস্তিত্বলোপ পায়, তৎকালে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—সুষুপ্তিকালে আত্মজ্ঞানীর সম্বন্ধে একমাত্র পরমজ্যোতিঃপদার্থের উপলব্ধি হয়। সেই জ্যোতিঃপদার্থ-কেই সুখ বা আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিবে, অতএব আত্ম-

জ্ঞানী ব্যক্তি সুষুপ্তি অবস্থায় সুখ বা আনন্দেরই উপভোগ করিয়া থাকেন। ১০॥

ভূয়স্তেনৈব স্বপ্নায় গচ্ছতি জলোকাবৎ। যথা জলৌকা অগ্রমগ্রং নয়ত্যাত্মানং নয়তি পরং সন্ধয় যৎ পরং নাপরং ত্যজতি স জাগ্রদভিধীয়তে॥ ১১॥

ইদানীং স্বপ্নাবস্থামাহ ভূয় ইতি। তেনৈব যেন যথা সুষুপ্তিং গতঃ তেনৈব যথাবৃত্য স্বপ্নায় স্বপ্নং প্রাপ্তুং গচ্ছতি। জলৌকাবদিতি। জলৌকা তৃণস্থকীটবিশেষঃ। দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি যথেতি। সা যথা অগ্রং পাদাগ্রং অগ্রং তৃণং পাদাগ্রদেশং নয়তি প্রাপয়তি পাদাভ্যাং গৃহ্ণাতি গৃহীত্বা তত্র আত্মানং দেহং নয়তি স্বয়ং গচ্ছতি তত্রেত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা। পরং সন্ধয় পরং অগ্রে বর্ত্তমানং তৃণাদিকং সন্ধায় অভিপ্রেত্যেত্যর্থঃ ছান্দসং ধাতোর্হ্রস্বত্বম্। অয়মর্থঃ,সা যথা উত্তরং গৃহীত্বৈব পূর্ব্বং ত্যজতি,এবময়ং স্বপ্নদেহাত্মালম্ব্যৈব পূর্ব্বাবস্থাং সুষুপ্ত্যাদিরূপাং ত্যজতি জাগ্রদাত্মালম্ব্যৈব স্বপ্নাদি ত্যজতি এবং মরণে দেহান্তরমালম্ব্যৈব পূর্ব্বং দেহং ত্যজতি। তদুক্তম্, যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মানুগো বশ” ইতি তথা। যথা তৃণজলৌকা তৃণস্যান্তং গত্বা ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ। ইদানীং জাগ্রৎস্থানমাহ যৎপরমিতি। যৎ পরং উত্তরং অপরং পূর্ব্বং ন ত্যজতি অবস্থাত্রিতয়ানুগতং যত্র পশ্যতি স জাগ্রদভিধীয়তে। জাগ্রতি হি স্বপ্নসুষুপ্তয়োরপ্যনুসন্ধানং [illegible]তি। যদ্বা, যৎ যচ্চ পরং ধর্ম্মং অপরং অধর্ম্মং ন ত্যজতি শুভাশুভ[illegible]কারী ভবতি, স জাগ্রৎ। স্বপ্নে তু কৃতং শুভাশুভং ন ফলতি॥ ১১

জীব জলৌকা-নামক কীটবৎ যেরূপে সুষুপ্তি অবস্থা লাভ করে, সেইরূপেই স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উক্ত কীট যেরূপ প্রথমে তৃণের অগ্রভাগ ধারণ পূর্ব্বক দেহে গমন করে, দেহ গ্রহণমাত্র পূর্ব্বগৃহীত তৃণ ছাড়িয়া দেয়, তদ্রূপ জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সুষুপ্ত্যবস্থা পরিত্যাগ করে; পুনরায় জাগ্র-বস্থা প্রাপ্ত হইলে আবার স্বপ্নাবস্থা ত্যাগ করিয়া থাকে। এই-রূপ মরণসময়েও শরীরান্তর আশ্রয় পূর্ব্বক পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিয়া থাকে। অধুনা জাগ্রদবস্থার বিষয় বিবৃত হইতেছে।— য অবস্থায় জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন না দেয়, শুভাশুভ কার্য্যের অধিকারী হয়, তাহাকেই জাগ্রদবস্থা কহে ॥ ১১ ॥

যথৈবৈষ কপালাষ্টকং সন্নয়তি তমেব স্তন ইব লম্বতে বেদ-দবযোনিঃ ॥ ১২ ॥

নন্বেকস্যানেকাবস্থাশ্রয়ত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ যথৈ-বষ ইতি। এষ দেবদত্তাদিঃ যথা অষ্টৌ কপালানি সন্নয়তি একালং বহতি, তথা একোঽপ্যাত্মা অনেকাবস্থাং বহতীত্যর্থঃ। ন্নু সঙ্কোচবিকাশাত্মকমবস্থাদ্বয়ং কথমেকরূপে আত্মনি ইত্যা-শঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাধয়তি তমেবেতি। তমেব আত্মানং আবির্ভাব-তিরোভাব-স্বভাবমপ্যবস্থাদ্বয়ং লম্বতে শ্রয়তি স্তন ইব সঙ্কোচ-বিকাশাত্মকঃ একরূপাং স্থিরং, স জাগ্রদেব বেদ দেবযোনিঃ বেদযোনিঃ দেবযোনিশ্চ ॥ ১২ ॥

যদি বল, আত্মা একমাত্র, তাঁহার এরূপ নানা অবস্থা হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।— যেরূপ এক দেবদত্ত এক

সময়েই অষ্টকপাল বহন করে, তদ্রূপ আত্মা একমাত্র হইলেও নানা অবস্থা বহন করেন। যদি বল, আত্মা একরূপ, সঙ্কোচ বিকাশাত্মক দ্বিবিধ অবস্থা তাঁহার কিরূপে সম্ভবে? দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—সঙ্কোচ বিকাশাত্মক স্তন যেমন একরূপ নারীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই দ্বিবিধ অবস্থা আবির্ভাব-তিরোভাবস্বভাব হইলেও উহা আত্মাকে আশ্রয় করে। এই জাগ্রদবস্থাই বেদযোনি ও দেবযোনি অর্থাৎ শুভাশুভ কার্য্যের হেতু॥ ১ ॥

যত্র জাগ্রতি শুভাশুভং নিরুক্তং অস্য দেবস্য সম্প্রসারোঽন্তর্যামী খগঃ কর্কটকঃ পুষ্করঃ পুরুষঃ প্রাণো হিংসা পরাপরং ব্রহ্মাত্মা দেবতা বেদয়তি॥ ১৩॥

কথং জ্ঞায়তে জাগ্রদেব বেদদেবযোনিঃ ন স্বপ্নাদিরিতি, তত্রাহ যত্রেতি। যত্র জাগ্রতি পদস্থানে অস্য দেবস্য শুভাশুভং নিরুক্তং নিতরামুক্তং শুভাশুভফলঞ্চ বেদদেবাপানং তেন তে জাগ্রদুৎপন্না ইতি ভাবঃ। নিতরামুক্তমিত্যুক্তত্বাৎ স্বপ্নেঽপি কিয়ানপি ফলসম্বন্ধো ভবতীতি লক্ষ্যতে, অতএব স্বপ্ননিমিত্ত রেতঃস্খলনাদৌ প্রায়শ্চিত্তস্মরণং শাস্ত্রে। স দেবঃ সম্প্রসার সম্যক্ প্রসারোঽস্মাৎ লোকস্যেতি। অন্তর্য্যামী অন্তঃস্থিতে নিযচ্ছতি বাগাদীন্, অয়ং সংগচ্ছতীত্যস্য উপসংহারঃ। খগে দেশান্তরস্থবস্তুগ্রাহিত্বাৎ। কর্কটঃ জলচরপ্রাণিভেদঃ স এব কামিতয়া বক্রগতিমত্ত্বাৎ কর্কটকঃ, পুষ্করঃ গগনং তদ্বৎ স্বচ্ছঃ পুরুষঃ পুরি দেহে বসতি, প্রাণঃ প্রাণকর্ত্তা তেন প্রাণ ইত্যুচ্যতে। হিংসা হিংসকো হিংস্রঃ, পরাপরং পরং কারণং অপর

কার্য্যং সগুণনির্গুণভেদেন বা স এব ব্রহ্ম। তর্হি কিং দেহিনো ভিন্নং নেত্যাহ আত্মেতি। আত্মা প্রত্যক্ তেন ব্রহ্মাত্মনোরভেদ ইত্যর্থঃ। সা দেবতা বেদয়তি সর্ব্বচেতনত্বাৎ নান্যাঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি শ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

যদি বল, এই জাগ্রদবস্থাই যে দেবযোনি ও বেদযোনি, তাহা কিরূপে জানিব? তদুত্তরে বলা যাইতেছে। জাগ্রদবস্থাতে পুরুষের শুভাশুভ হয়। এই পুরুষ হইতেই এই লোকের সম্যক্ আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই পুরুষ শরীরাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিজ নিজ কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত করেন। এই পুরুষই পক্ষিসদৃশ বলিয়া অভিহিত। কারণ, ইনি অন্য দেশ হইতে বস্তু গ্রহণ করেন। ইনি কর্কটাখ্য জলচর জীবের তুল্য। কেন না, ইহাঁর গতি বক্র। ইনি দেহরূপ পুরীতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহাদির পুষ্টিসম্পাদন করেন, এই জন্য ইহাঁকে পুরুষ কহে। ইনি প্রাণ শব্দেও অভিহিত; কেন না, প্রাণের উপর ইহাঁর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। ইনি হিংসা করেন, এই হেতু ইহাঁকে হিংসক বলা যায়। ইনিই আবার কার্য্যকারণরূপী হইয়া যাবতীয় বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

স এবং বেদ ন পরং ব্রহ্মধাম ক্ষেত্রজ্ঞমুপৈতি স পরং ব্রহ্মধাম ক্ষেত্রজ্ঞমুপৈতি ॥ ১৪ ॥

ফলমাহ স এবমিতি। ধাম সর্ব্বাধারং প্রকাশাত্মকং বা, ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষিণমুপৈতি স্বাত্মতয়া প্রতিপদ্যতে ১৪ ॥

এইরূপে আত্মাকে যিনি বিদিত হইতে সমর্থ হন, তিনিই সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৪॥

অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি নাভিঃ হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধেতি॥ ১৫॥

পুরুষস্য উক্তলক্ষণস্য স্থানানি তত্র ধ্যানে সতি শীঘ্রমভিব্যক্তেঃ। নাভিঃ মণিপূরচক্রং হৃদয়ং অনাহতং কণ্ঠং কণ্ঠঃ বিশুদ্ধিচক্রং মূর্দ্ধা আজ্ঞাচক্রম্॥ আধারাদ্যনেকধ্যানস্থানসত্ত্বেঽপি প্রাশস্ত্যার্থং চতুর্ণাং গ্রহণম্। যদুক্তম্—"আধারে প্রথমে চক্রে দ্রুতকাঞ্চনসন্নিভে। নাসাগ্রদৃষ্টিরাত্মানং ধ্যাত্বা যোগী সুখী ভবেৎ। স্বাধিষ্ঠানে শুভে চক্রে সন্মাণিক্যশিখোপমে। নাসাগ্রদৃষ্টিরাত্মানং ধ্যাত্বা যোগী সুখী ভবেৎ।" ইত্যাদি॥ ১৫॥

এই যে পুরুষের কথা বলা হইল, ইনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও চারিটি স্থলে ইহাঁর হঠাৎ অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য ইহাঁর চারিটি স্থান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেই স্থানচতুষ্টয় নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক। ইহা ব্যতীত মূলাধারাদি আরও ধ্যানস্থল আছে বটে, কিন্তু এই স্থানচতুষ্টয়ই প্রশস্ত॥ ১৫॥

তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি॥ ১৬॥

নাভি—মণিপূরচক্র। হৃদয়—অনাহতচক্র। কণ্ঠ—বিশুদ্ধচক্র। মস্তক—আজ্ঞাচক্র।

নন্থ কিমেতানি স্থানানি নির্দ্দিশ্যন্তে সাধারাদীনি ইত্যত আহ তত্রেতি। তত্র তেষু স্থানেষু বিভাতি বিশেষেণ ভাতি অল্প-ধ্যানেন প্রকাশতে ॥ ১৬ ॥

যদি বল যে, মূলাধারাদি অন্যান্য স্থান বিদ্যমানেও নাভি প্রভৃতি স্থানচতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট হইল কেন, তবে কি মূলাধারাদি স্থান ধ্যানের উপযুক্ত স্থল নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—উল্লিখিত নাভি প্রভৃতি চারিটি স্থানেই চতুষ্পাদ ব্রহ্ম বিশেষভাবে প্রাদুর্ভূত হন অর্থাৎ অল্পধ্যানেই তাঁহার উপলব্ধি হয় বলিয়াই ঐ চারি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥১৬॥

জাগরিতং স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়মিতি। জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণুঃ, সুষুপ্তে রুদ্রঃ, তুরীয়ে পরমক্ষরম্। স আদিত্যশ্চ বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স পুরুষঃ স প্রাণঃ স জীবঃ সোঽগ্নিঃ সেশ্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে য পরং ব্রহ্ম বিভাতি ১৭ ॥

কে পাদা ইত্যত আহ জাগরিতমিতি। এষাং পাদত্বং পর্য্যায়ব্যাপৃতত্বাৎ আরোপিতত্বেনানুত্তমাঙ্গত্বাৎ প্রবৃত্তেস্তদধীনত্বাচ্চ। স চতুরবস্থঃ আত্মা আদিত্যাদিঃ। সেশ্বরশ্চেতি। স ঈশ্বরশ্চ। জাগ্রৎ ইতি। ব্রহ্মণো বিশেষণং, দেদীপ্যমানমিত্যর্থঃ। তেষাং জাগ্রদাদীনাম্ । ১৭ ॥

উপরিস্থ ষোড়শ সূত্রে ব্রহ্ম চতুষ্পাদ বলিয়া উল্লিখিত হইল। সংপ্রতি পাদের অর্থ বিবৃত হইতেছে।–পাদ চারিটি ;—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়। জাগ্রদবস্থাপন্ন আত্মা ব্রহ্মা, স্বপ্নাবস্থাপন্ন আত্মা বিষ্ণু, সুষুপ্তাবস্থাপন্ন আত্মা রুদ্র এবং তুরীয়া-

বস্থাপন্ন * আত্মা পরমাক্ষর (পরমাত্মা) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁকে আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, পুরুষ, প্রাণ, জীব, অগ্নি ও ঈশ্বরও বলা যায়। যাবতীয় অবস্থাতেই পরমব্রহ্ম অভিব্যক্ত আছেন ॥ ১৭ ॥

স্বয়মমনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্বর্জ্জিতম্। তত্র লোকা ন লোকাঃ দেবা ন দেবাঃ বেদা ন বেদাঃ যজ্ঞা ন যজ্ঞাঃ মাতা ন মাতা পিতা ন পিতা স্নুষা ন স্নুষা চাণ্ডালো ন চাণ্ডালঃ পৌল্কশো ন পৌল্কশঃ শ্রমণো ন শ্রমণঃ পশবো ন পশবঃ তাপসো ন তাপস ইত্যেকমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি ॥ ১৮ ॥

তস্য স্বরূপমাহ স্বয়মিতি। জ্যোতির্বর্জ্জিতঃ কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি-রহিতমপি জ্যোতীরূপমেব। স্নুষা পুত্রবধূঃ শূদ্রাদ্ব্রাহ্মণ্যাং জাতশ্চাণ্ডালঃ। পৌল্কশ ইতি। নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাতঃ পুল্কশঃ ভিক্ষুঃ স এব পৌল্কশঃ। শ্রমণ ইতি। সোঽপি নীচজাতিভেদঃ। "শ্রমণো জাতিভেদে চ শ্রমণো নিন্দ্যজীবিনি" ইতি বিশ্বঃ ॥ ১৮ ॥

পরমব্রহ্মের স্বরূপ যে কীদৃশ, তাহাই বর্ণিতে হইতেছে।— ইনি মনোরহিত। ইহাঁর কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই; অথচ ইনি প্রকাশস্বরূপ। একমাত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতেছেন; অতএব স্বর্গাদি লোক, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ, দেব, যজ্ঞ, মাতা, পিতা, পুত্রবধূ, চণ্ডাল, পুল্কশ, হীন জাতি, পশু, তাপস কিছুরই সত্তা নাই ॥ ১৮ ॥

---

* জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত যে অবস্থা, তাহারই নাম তুরীয় অবস্থা।

হৃদ্যাকাশে তদ্বিজ্ঞানমাকাশং তৎ শুষিরমাকাশং তদ্বেতং হৃদ্যাকাশং তস্মিন্নিদঞ্চ বিচরতি যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতং প্রোতম্ ॥১৯॥

ক ভাতি কিংরূপঞ্চ ব্রহ্ম ইত্যত আহ হৃদীতি। বিজ্ঞানং চিদ্রূপং আকাশং স্বচ্ছং তদ্ব্রহ্ম। উভয়োরাকাশয়োরবিশেষ-মাশঙ্ক্য ক্রমেণ দ্বয়োর্লক্ষণে আহ তৎ শুরিরমিতি। মন্ত্রেঽপ্যুক্তম্ —"হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশ্বস্যায়তনং মহৎ" ইতি॥ ১৯॥

ব্রহ্মরূপ বস্তু কোন্ স্থানে প্রকাশ পাইতেছেন এবং তাঁহার স্বরূপ কীদৃশ, তাহাই বলা যাইতেছে।—ব্রহ্মরূপ পদার্থ হৃদয়াকাশে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি বিজ্ঞান অর্থাৎ চিদ্রূপ এবং স্বচ্ছ। বাহ্য আকাশ ও ব্রহ্মরূপ আকাশ পৃথক্ বস্তু। ব্রহ্মরূপ আকাশকে হৃদয়ে অনুভব করিতে হয় এবং উহা জ্ঞাতব্য বস্তু; কিন্তু বাহ্য আকাশ ছিদ্রস্বরূপ, কিছুই নয় হৃদয়-প্রদেশ ব্রহ্ম-পদার্থের বিচরণস্থান অর্থাৎ তিনি হৃৎপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। নিখিল দৃশ্যবস্তুই ওতপ্রোতভাবে ইহাঁতে সংস্থিত আছে ॥ ১৯ ॥

খং বিভোঃ প্রজা সংবিজ্ঞায়েরন্ ॥ ২০ ॥

এতজ্জ্ঞানস্য ফলং সর্ব্বজ্ঞতামাহ খং বিভোরিতি। বিভোঃ প্রজাঃ সম্যক্ জ্ঞায়েরন্, যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভাবতীত্যর্থঃ। যচ্ছান্দোগ্যে স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

অধুনা ব্রহ্মজ্ঞানের কি ফল, তাহাই বিবৃত হইতেছে।— ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা অবগত হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়॥ ২০॥

ন তত্র দেবা লোকা ঋষয়ঃ পিতর ঈশতে প্রতিবুদ্ধঃ সর্ব্ববিদিতি॥ ২১॥

ফলান্তরমাহ ন তত্রেতি। তত্র জ্ঞানিনি দেবা ঋষয়ঃ পিতরশ্চ ন ঈশতে ঋণত্রয়াতীতো ভবতীত্যর্থঃ। প্রতিবুদ্ধো যঃ স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বমাত্মত্বেন বুদ্ধবান্। ন হ্যাত্মন এব ভয়ং ভবতীতি হেতোঃ॥ ২১॥

ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হয় অর্থাৎ সর্ব্বপদার্থে আত্মদর্শী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞানী, দেবগণ, পিতৃগণ বা ঋষিগণ তৎসকাশে কোন বিষয়েরই প্রার্থী হন না অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সে কি দেবঋণ, কি পিতৃঋণ, কি ঋষিঋণ সমস্ত ঋণ হইতেই মুক্তিলাভ করে॥ ২১॥

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। হৃদি প্রাণশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎ সূত্রঞ্চ যন্মহৎ॥ ২২॥

বিদিতবেদিতব্যস্য সন্ন্যাসং বিবক্ষুর্ব্বাহ্যদেবপূজাদিত্যাগঃ সাহসমিত্যাশঙ্ক্যান্তরেব সর্ব্বমস্তীতি প্রতিপাদয়তি মন্ত্রো হৃদিস্থা ইতি। দেবতাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারশ্চ, প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ, প্রাণঃ মুখ্যপ্রাণঃ, জ্যোতিঃ বিষয়প্রকাশঃ। শুদ্ধং ব্রহ্ম চ সর্ব্বমূল-ভূতমব্যক্তমপি হৃদ্যেবাস্তীত্যাহ ত্রিবৃদিতি। সত্ত্বরজস্তমসাং পরস্পরসঙ্করেণ নবগুণমব্যক্তং ত্রিবৃৎ সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গং বাহ্যং নবতন্তুকঞ্চ সূত্রং প্রকৃতিশ্চ তন্তবঃ মহৎ অব্যাকৃতং নিষ্পন্নমুপবীতম্॥ ২২॥

পরমজ্ঞাতব্য ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, বাহ্য পূজাদিতে তাঁহার আর কোন আবশ্যক নাই। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ, বাগাদি মুখ্য প্রাণ ও জ্যোতিঃ এই সমস্তই তদীয় হৃৎপ্রদেশে অধিষ্ঠিত থাকে এবং যাহা শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বমূলীভূত অব্যক্ত পদার্থ, তাহাও তাঁহার হৃদয়দেশে অধিষ্ঠান করে। এই হেতুই বলা যাইতেছে যে, সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয়ের সাঙ্কর্য্য নিবন্ধন অব্যক্তস্বরূপ, সর্ব্ব-কর্ম্মাঙ্গ নবতন্তুময় সূত্রে ব্রহ্মস্বরূপ ঐ সূত্র (উপবীত) মহদ্বস্তু ॥ ২২ ॥

হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি ॥ ২৩ ॥

হৃদি প্রাণশ্চেতি মন্ত্রস্থং হৃদীতি পদং ব্যাচষ্টে হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতীতি ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বকথিত (দ্বাবিংশতি সূত্রোক্ত) 'হৃদি প্রাণ' এই বাক্যের হৃদয় শব্দ দ্বারা চৈতন্যপদার্থেরই উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ হৃদয়ে (চৈতন্যে) সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥ ২৪ ॥

স্থূলোপবীতস্য বাচকং পরিধানমন্ত্রমাহ যজ্ঞেতি। প্রতিমুঞ্চ পরিধেহি। হে শিষ্য, বলং বলপ্রদং তেজঃ তেজঃপ্রদঞ্চ অস্তু তব ইতি মন্ত্রার্থঃ। অয়ং মন্ত্রোঽপি হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

বাহ্য উপবীতধারণের মন্ত্র কথিত হইতেছে।—যে উপবীত চৈতন্যে অধিষ্ঠিত আছে, তাহা ধারণ কর, কেন না, এই সূত্রে

হৃৎপ্রদেশাধিষ্ঠিত চৈতন্যে বিদ্যমান; সুতরাং হৃদয়ের উপরি-ভাগেও ইহা ধারণ কর। এই উপবীত বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের তেজস্বিতা ও ব্রহ্মবর্চ্চসাদি অর্পণ করুক। ইহা জীবস্বরূপ, পরমোৎকৃষ্ট, পরমপবিত্র, দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সঞ্জাত, আয়ু-র্ব্বৃদ্ধিকর ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ। এই উপবীত সর্ব্ববিধ অবিদ্যা হইতে মুক্তি প্রদান করুক। ইহা শ্বেতোজ্জ্বল পদার্থ, ইহা দ্বারা শিষ্য তেজ ও বল লাভ করুক এই মন্ত্রও হৃৎপ্রদেশস্থ চৈতন্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্‌বুধঃ। যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ ॥ সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্। তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। তৎ সূত্রং ধারয়েদ্‌-যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান্॥ বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ। ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্‌যঃ সচেতনঃ ॥ ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ। সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্॥ তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ। জ্ঞানশিখিনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ ॥ জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম্। অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা ॥ স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বানিতরে কেশধারিণঃ ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মাঙ্গভূতৈতদুপবীতত্যাগেন সন্ন্যাসযোগমাহ সশিখমিতি। শিখা ন রক্ষণীয়া। বহিঃসূত্রং বাহ্যোপবীতং বুধঃ বিপ্রঃ তস্যৈ-বাধিকারাৎ। সূচনাদিতি। সূচ্যতে বেদান্তৈর্ন সূচ্যতে তৎ

সূত্রম্। নোচ্ছিষ্ট ইতি। এতম্মূলা নান্নদোষেণ মস্করীতি স্মৃতিঃ॥ ২৫ ॥

বাহ্য যজ্ঞোপবীত কর্ম্মাঙ্গভূত জানিবে। উহা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসযোগ গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানী, তিনি সশিখ মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক বাহ্যসূত্র ত্যাগ করিবেন। অবিনশ্বর পরমব্রহ্মস্বরূপ সূত্রই ধারণ করা কর্ত্তব্য। বেদান্ত দ্বারা পরব্রহ্মের প্রতিপাদন হইয়াছে এবং তিনি বেদান্ত দ্বারাই সূচিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম সূত্র। এই পরমপদই সূত্র বলিয়া অভিহিত। যিনি এই সূত্রকে অবগত হইয়াছেন, তিনিই বেদপারদর্শী। সূত্রে যেরূপ মণিসকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ এই ব্রহ্মসূত্রে সমস্তই গ্রথিত রহিয়াছে। যিনি যোগজ্ঞ তত্ত্বদর্শী, তাঁহার পক্ষে এই ব্রহ্মসূত্রধারণ কর্ত্তব্য। সুধী ব্যক্তি অত্যুত্তম যোগাবলম্বন পূর্ব্বক বহিঃসূত্র ফেলিয়া দিবেন। ব্রহ্মময় সূত্র ধারণ করিলেই তাঁহাকে প্রকৃত চেতনাবান্ বলা যায়। এই সূত্র ধারণ করিলে অপবিত্রতা বা উচ্ছিষ্টের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানযজ্ঞোপবীতবান্ ব্যক্তি অন্তর্গত সূত্র ধারণ করিলেই তাঁহাকে প্রকৃত সূত্রজ্ঞ ও যজ্ঞোপবীতবান্ বলা যায়। জ্ঞানরূপ শিখাধারণ করিলে, জ্ঞাননিষ্ঠাসম্পন্ন হইলে এবং জ্ঞানযজ্ঞসূত্রধারী হইলেই পরমপবিত্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। জ্ঞানময়ী শিখাধারণ করিলে বহিঃশিখাও তৎসকাশে তিরস্কৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ যিনি জ্ঞানশিখাধারী তত্ত্ববিৎ, তিনিই শিখী বলিয়া অভিহিত। জ্ঞানবান্ হইয়া কেবলমাত্র বাহ্যশিখা ধারণ করিলে কেশরাশিমাত্র ধারণ করা হইয়া থাকে॥

কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ। তৈঃ সন্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতম্॥ ২৬॥

ধ্যানাভ্যাসং বিধাতুং বীতরাগাণাং কর্ম্মণ্যনধিকারাৎ সরাগাণামেব তদিত্যাহ কর্ম্মণীতি। যে ব্রাহ্মণাদয়ঃ ত্রয়ঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতাঃ সরাগাঃ, তৈরেব বহিঃ সূত্রং সম্যক্ ধার্য্যং ন নিবৃত্তৈর্হি যস্মাৎ কর্ম্মাঙ্গং স্মৃতম্। অঙ্গিনিবৃত্তৌ অঙ্গস্যাপ্রয়োজনত্বাৎ॥ ২৬॥

বৈদিক কার্য্যে নিরত বিপ্রাদি ত্রিবর্ণের পক্ষে বহিঃসূত্র ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না, উহা ক্রিয়াঙ্গ॥ ২৬॥

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতঞ্চ তন্ময়ম্। ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ॥ ২৭॥

নিবৃত্তস্য শিখাসূত্রাদিত্যাগে প্রত্যবায়াভাবং বক্তুং তয়োরূপকমাহ শিখেতি। ব্রহ্মবিদঃ বেদবিদঃ॥ ২৭॥

বেদজ্ঞ সুধীগণ বলিয়া থাকেন, যিনি জ্ঞানময়ী শিখা ও জ্ঞানময় সূত্র ধারণ করিয়াছেন, তিনিই নিখিল ব্রাহ্মণের অবলম্বন॥ ২৭॥

ইদং যজ্ঞোপবীতন্তু পরমং যৎ পরায়ণম্। স বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ স যজ্ঞঃ স চ যজ্ঞবিৎ॥ ২৮॥

বাহ্যোপবীতিভ্যো জ্ঞানোপবীতিনো বিশেষমাহ ইদমিতি। ইদং জ্ঞানাখ্যং যজ্ঞোপবীতম্। যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ আত্মা তস্য উপবীতং বেষ্টকং তদাকারমিতি যাবৎ। তৎ পরিত্রং বাহ্যাপেক্ষয়া।

তচ্চ যৎপরায়ণং যস্য পরময়নং স বিদ্বান্ স যজ্ঞঃ স বিষ্ণুঃ। কিঞ্চ [ঞ্চা] বিরক্তস্য যজ্ঞাদিত্যাগে প্রত্যবায়োঽস্তি। যদুক্তম্— পরিব্রাড়বিরক্তশ্চেদ্বিরক্তশ্চ গৃহী তথা। কুম্ভীপাকে বিনশ্যেতে দ্বাবুভৌ কমলাননে ইতি ॥ ২৮ ॥

পরমজ্ঞানযজ্ঞসূত্রই যাঁহার অবলম্বন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি-কেই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতধারী বলা যায়; তিনিই বিষ্ণুস্বরূপ ও বিষ্ণুজ্ঞ ॥ ২৮ ॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ,সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৯॥

যল্লাভেন বিধিবৈবশ্যং বন্ধো নিবৃত্তঃ, যৎপ্রসাদাদ্দিব্যং চক্ষুরাপ্তং, মৃত্যুমুখাচ্চ নিষ্ক্রান্তঃ, তং প্রেষ্ঠতমং মন্ত্রাভ্যাং স্তৌতি এক ইতি। একস্য সতো নানাভূতেষু স্থিতিরলৌকিকো ধর্ম্মঃ। ন চ সত্তাদৌ দৃষ্টত্বাল্লৌকিক ইতি বাচ্যম্। তৎস্বরূপাতিরিক্তস্য সত্তাদেরনভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বব্যাপী। একস্য সতঃ সর্ব্বাঙ্গেন সর্ব্ব-ব্যাপ্তিরত্যদ্ভুতম্। সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। একস্য সর্ব্বান্তরত্বে দৃষ্টান্তো নাস্তি। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ তৎফলদাতা। সর্ব্বভূতাধিবাসঃ অধিকো বাসঃ সর্ব্বাবস্থাশ্রয়ত্বাব্যভিচারাৎ। যদ্বা সর্ব্বভূতান্যধিবসতি। কর্ম্মণ্যণ্। অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম্মেত্যধিকরণস্য কর্ম্মত্বম্। সর্ব্ব-ভূতস্থ ইত্যর্থঃ। সাক্ষী সাক্ষাদীক্ষতে ন ত্বিন্দ্রিয়াদিব্যবধানেন। চেতা ইতি। চিতিরন্তর্ভাবিতেত্যর্থঃ। চেতয়িতেত্যর্থঃ অথবা পৃথিব্যাদিসঞ্চয়কর্ত্তা। কেবলঃ সজাতীয়বিজাতীয়ভেদশূন্যঃ। নির্গুণঃ অদ্বিতীয়ত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে অশেষ বন্ধনের বিমোচন হয়, যাঁহার প্রসাদে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি মৃত্যুকবল হইতে মুক্তি প্রদান করেন, সেই পরম পদার্থকে দুইটি মন্ত্র দ্বারা স্তুতিবাদ করা যাইতেছে।—এক দিব্যপদার্থ সর্ব্বজীবে গূঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ; কর্ম্মফলপ্রদ ও সর্ব্বভূতের অবলম্বন। ইনি যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির দ্রষ্টা, চিন্ময়, অদ্বিতীয় ও নির্গুণ বস্তু ॥ ২৯ ॥

একো মনীষী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং সন্তং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মানং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ৩০ ॥

একো মনীষী। অসাধারণঃ পণ্ডিতঃ। অনেন জ্ঞানশক্তিরুক্তা। নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং মধ্যে একঃ ক্রিয়াবান্। নির্দ্ধারণস্য স্বজাতীয়াপেক্ষত্বাৎ। অনেন ক্রিয়াশক্তিরুক্তা। একং আত্মানং সন্তং যো বহুধা করোতি মায়িত্বাৎ। আত্মস্থম্ বুদ্ধিস্থম্। ধীরাঃ ধীমন্তঃ। শাশ্বতী শান্তিঃ মোক্ষঃ। ন ইতরেষাম্ উক্তসাধনরহিতানাম্ ॥ ৩০ ॥

যিনি এক অসাধারণ পণ্ডিত অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিমান্ এবং নিষ্ক্রিয় পদার্থসমূহের মধ্যে ক্রিয়াশক্তিমান্, যিনি মায়া নিবন্ধন এক আত্মাকে বহুবিধ আকারে প্রকাশিত করেন, এরূপ বুদ্ধিস্থিত আত্মাকে যে সুধীগণ নেত্রগোচর করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হন, অপরের সে আশা নাই ॥ ৩০ ॥

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ৩১ ॥

আত্মানং বুদ্ধিম্। নিগূঢ়বৎ। লূকানিক্ষিপ্তেন তুল্যং স্থিতম্। দেবং পশ্যেৎ সাক্ষাৎ কুর্য্যাৎ॥ ৩১॥

বুদ্ধিকে অরণি ও ওঙ্কারকে উত্তরারণি করত ধ্যানরূপ মন্থন অভ্যাস করিলেই প্রকাশমান আত্মাকে নিগূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে॥ ৩১॥ *

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণিষু চাগ্নিঃ। এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥৩২॥

আত্মা ঈশঃ। আত্মনি বুদ্ধৌ। সত্যেন বাঙ্নিয়মেন। তপসা শরীরনিয়মেন। অনুপশ্যতি তেন গৃহ্যতে॥ ৩২॥

যেরূপ তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, স্রোতঃ-সমূহের মধ্যে জল ও অরণির মধ্যে বহ্নি থাকে, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি মৌন ও তপশ্চরণ দ্বারা এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত॥ ৩২॥

ঊর্ণনাভির্যথা তন্তূন্ সৃজতে সংহরত্যপি। জাগ্রৎস্বপ্নে তথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ॥ ৩৩॥

---

* যজ্ঞার্থ অগ্নি-প্রজ্বালনের সময় যে দুইখানি কাষ্ঠে পরস্পর ঘর্ষণ করিতে হয়, তাহার উপরিস্থ কাষ্ঠের নাম উত্তরারণি ও নিম্নস্থ কাষ্ঠের নাম অরণি। এই কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে যেমন অগ্নির উৎপাদন হয়, সেইরূপ ওঙ্কারের ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

জাগ্রৎ জীবঃ। তথা স্বপ্নে স্বপ্নদশাং গচ্ছতি। পুনঃ স্বপ্নাদা গচ্ছতে জাগ্রদ্দশাং গচ্ছতি॥ ৩৩॥

যেমন উর্ণনাভ কীট তন্তুজালের উৎপাদন করিয়া পুনরায় আত্মাতে সংহার করে, তদ্রূপ জীব জাগ্রদবস্থায় স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদি অঙ্গসমূহ প্রসারিত করত পুনরায় স্বপ্নাবস্থাকালে আপনাতেই সংহার করিয়া থাকে॥ ৩৩॥

পদ্মকোশপ্রতীকাশং শুষিরঞ্চাপ্যধোমুখম্। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥ ৩৪॥

হৃদয়ে ধ্যেয়ত্বাৎ হৃদয়লক্ষণমেবাহ পদ্মেতি। শুষিরং মুখে শুষিঃ বিলং অস্যাস্তি তৎ। অধোমুখং কদলীকোষবৎ। হৃদয়ং মাংসময়ং পদ্মং তদজ্ঞেয়ং তদেব বিশ্বস্যায়তনং সর্ব্বস্য আস্থানম্। নন্থ সূক্ষ্মেঽত্র কথং বিশ্বং মাতীত্যত আহ মহদিতি। নন্থ বিরোধঃ মহত্ত্বানুপলম্ভাৎ। অতএব কেচিৎ শূন্যং তত্ত্বং প্রতিপন্নাঃ। অপরে জ্ঞানস্যৈবান্তরাৎ সাকারং জ্ঞানম্। অনির্ব্বচনীয়ং বিশ্বমিত্যাচার্য্যাঃ। বটবীজন্যায়মপরে। বস্তুতত্ত্বস্ত্বেকো দেব এব জ্ঞাতুমর্হতি। অনুভবস্তু হৃদ্যেব বস্তুমাত্রস্যাস্তি বহিঃস্থমপ্যন্তরেব ভাতি। অন্তঃশূন্যানাং ন কিঞ্চিদ্ভাতি অতোঽনুভবানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা হৃদয়স্য মহত্ত্বং সিদ্ধম্॥ ৩৪॥

হৃদয় পরমাত্মার ধ্যানস্থল, এই হেতু হৃদয়ের স্বরূপ বিবৃত হইতেছে।—এই দেহে একটি মাংসময় পদ্ম আছে, তাহারই নাম হৃদয়। উহা রন্ধ্রময়, অধোমুখ ও পদ্মকোষতুল্য। হৃদয় সকলের আস্পদ। হৃদয় সূক্ষ্ম, অতএব তাহাতে বিশ্বপ্রকাশের

সম্ভাবনা কোথায় ? এই আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, উহা মহৎ পদার্থ ॥ ৩৪ ॥

নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং বিনির্দ্দিশেৎ। সুষুপ্তং হৃদয়স্থস্তু তুরীয়ং মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥

অবস্থাবিশেষে পুংসঃ স্থানভেদমাহ নেত্রস্থমিতি। স্বপ্নং স্বপ্নবন্তম্। হৃদয়স্থমিতি পুরীততি স্থিতম্। তুরীয়মিতি। তদুক্তম্— "মনসা সহ বাগীশ্বা ভিত্ত্বা ব্রহ্মার্গলং ক্ষণাৎ। পরামৃতমহাম্ভোধৌ বিশ্রান্তিং তত্র কারয়েৎ॥" ইতি ॥ ৩৫ ॥

অধুনা অবস্থাভেদে পুরুষের স্থানভেদ বলা যাইতেছে।— আত্মা যখন নেত্রে অধিষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাকে জাগ্রদবস্থাপন্ন, যখন কণ্ঠে অধিষ্ঠান করেন, তখন স্বপ্নাবস্থাপন্ন, যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন, তখন সুষুপ্তাবস্থাপন্ন কহে ॥ ৩৫ ॥

যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সন্ধত্তে পরমাত্মনি। তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্ ॥ নিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাক্কায়ক্লেশবর্জ্জিতা। সন্ধিনী সর্ব্বভূতানাং সা সন্ধ্যা হ্যেকদণ্ডিনাম্ ॥ ৩৬ ॥

তদ্ধ্যানমেব সন্ধ্যেত্যাহ যদেতি। নিরোদকা নির্গতমার্জ্জনতাদ্যুদকং যস্যাঃ সা। তথা সন্ধিনী একত্ববোধিকা ॥ ৩৬ ॥

আত্মার ধ্যানই সন্ধ্যা বলিয়া অভিহিত হয়। যৎকালে বুদ্ধিযোগে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্ধান করা যায় (জীব ও পরমাত্মার অভেদ ভাবনা করা যায়), তাহার নাম সন্ধ্যা; অতএব আত্মধ্যানই সন্ধ্যা শব্দে অভিহিত। এ হেতু সন্ধ্যাবন্দন অবশ্য করিবে। ধ্যানরূপ সন্ধ্যা করিতে

সলিলের প্রয়োজন হয় না; মন্ত্রপাঠজন্য বাগিন্দ্রিয়ের অথবা শরীরেরও কোন কষ্ট নাই। এই সন্ধ্যাপ্রভাবেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। একমাত্র দণ্ডীরাই ইহার অনুষ্ঠান করিবে॥ ৩৬॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দমেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥ সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্॥ ৩৭॥

আনন্দং আনন্দঃ। এতৎ এষঃ। যং পরমানন্দং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে। যমিত্যস্য বিশেষণদ্বয়ং সর্ব্বেতি॥ ৩৭॥

যে পদার্থ মন ও বাগিন্দ্রিয়ের অগোচর, সুধীগণ সেই পরমানন্দ-পদার্থকে বিদিত হইয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। আত্মা সর্ব্বব্যাপী। দুগ্ধের মধ্যে যেরূপ ঘৃত বিদ্যমান, তদ্রূপ এই আত্মা অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন॥ ৩৭॥

আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্। সর্ব্বাত্মৈকত্বরূপেণ তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্। ইতি॥ ৩৮॥

ইদানীমেতদ্‌গ্রন্থস্য নাম নির্ব্বক্তি আত্মেতি। ব্রহ্ম আত্মা তস্য উপনিষৎ বিদ্যা সৈব তপঃ তস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি শ্রুতেঃ। তস্য মূলং পরং কারণং অয়ং গ্রন্থ ইত্যুপচারাৎ গ্রন্থোঽপি ব্রহ্মোপনিষদিত্যর্থঃ। তৎ তস্মাৎ। নিরুক্ত্যন্তরমাহ সর্ব্ব (র্ব্বে) মিতি।

সর্ব্বং ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্রহস্যজ্ঞানং যস্যাঃ সা ব্রহ্মোপনিষদিত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ইতিশব্দশ্চ তদ্দ্যোতকঃ ॥ ৩৮ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং ব্রহ্মোপনিষদ্দীপিকা ॥

এই গ্রন্থ 'ব্রহ্মোপনিষৎ' নামে অভিহিত হইল কেন, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মোপদেশই মূল বলিয়া ইহার নাম 'ব্রহ্মোপনিষৎ' হইল। কিংবা এই উপনিষদ্‌বিদ্যাপ্রভাবে সর্ব্বং ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের সঞ্চার হয় বলিয়া ইহার 'ব্রহ্মোপনিষৎ' নাম হইল ॥ ৩৮ ॥

ইতি ব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

—:*:—

অথর্ব্ববেদীয়-

শিব-উপনিষৎ।

———:*:———

॥ ওঁ ॥ রুদ্রায় নমঃ ॥

ওঁ ॥ দেবা হ বৈ স্বর্গলোকমায়ংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন্ কো ভবানিতি। সোঽব্রবীদহমেকঃ প্রথমমাসীদ্বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি। সোঽন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ, দিশশ্চান্তরং প্রাবিশৎ, সোঽহং নিত্যানিত্যো ব্যক্তাব্যক্তো ব্রহ্মা ব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণঞ্চ উদঞ্চোঽহম্ অধশ্চোর্দ্ধশ্চাহং দিশশ্চ প্রতিদিশশ্চাহং পুমানপুমান্ স্ত্রিয়শ্চাহং সাবিত্র্যহং গায়ত্র্যহং ত্রিষ্টুব্জগত্যনুষ্টুপ্ চাহং ছন্দোঽহং সত্যোঽহং গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিরাহবনীয়োঽহং গৌরহং গৌর্য্যহমৃগহং যজুরহং সামাহমথর্ব্বাঙ্গিরসোঽহং জ্যেষ্ঠোঽহং শ্রেষ্ঠোঽহং বরিষ্ঠোঽহমাপোঽহং তেজোঽহং গুহ্যোঽহমরণ্যোঽহমক্ষরমহং ক্ষরমহং পুষ্করমহং পবিত্রমহমুগ্রঞ্চ বলিশ্চ পুরস্তাজ্জ্যোতিরিত্যহমেব সর্ব্বেভ্যো মামেব

স সর্ব্বঃ সমা যো মাং বেদ স দেবান্ বেদ সর্ব্বাংশ্চ বেদান্ সাঙ্গানপি ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈশ্চ গাং গোভির্ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণ্যেন হবির্হবিষা আয়ুরায়ুষা সত্যেন সত্যং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মং তর্পয়ামি স্বেন তেজসা। ততো হ বৈ তে দেবা রুদ্রমপৃচ্ছন্ তে দেবা রুদ্রমপশ্যম্ তে দেবা রুদ্রমধ্যায়ন্ তে দেবা ঊর্দ্ধবাহবো রুদ্রং স্তুবন্তি ॥ ১॥

অথর্ব্বশিরসো দীপিকা।

রুদ্রাধ্যায়োঽথর্ব্বশিরঃ সপ্তখণ্ডো হ্যথর্ব্বণঃ।
শিরো ভিত্ত্বা যতো জাতং ততোঽথর্ব্বশিরঃ স্মৃতম্ ॥

যোগমারূঢ়স্য মহৎপদমারুরুক্ষোর্ম্মুনের্দ্দেবাদিকৃত-বিঘ্নসম্ভাবনাগম্যার্থোপদেশাপেক্ষা চ স্যাৎ, অতো বিঘ্ননিবৃত্তয়ে উপদেশায় চ রুদ্রস্তুতিরারভ্যতে। কিঞ্চ যোগোঽপি তৎপ্রসাদং বিনা ন সিধ্যতি। যথা স্মৃতিঃ—ন সিধ্যতি মহাযোগো মদীয়ারাধনং বিনা। মৎপ্রসাদ-বিহীনানাং মন্নিন্দাপরচেতসাম্। পশূনাং পাশবদ্ধানাং যোগঃ ক্লেশায় জায়তে। সন্ত্যজ্যাজ্ঞাং শিবেনোক্তাং পূজাং সন্ত্যজ্য মামিকাম্॥ ইতি তৎপ্রসাদে চ নির্ব্বিঘ্নসিদ্ধিরুক্তা।

যুঞ্জতঃ সততং দেবি! সর্ব্বলোকময়ং শিবম্। মদ্ধ্যানাসক্তচিত্তস্য তুষ্যন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। তস্মাৎ সম্পূজ্য যুঞ্জীত মৎপ্রসাদেন খেচরী। অন্যথা ক্লিশ্যতেঽত্যর্থং ন সাদ্ধির্জ্জন্মকোটিভিঃ॥ ইতি।

অমৃতবিন্দৌ রুদ্রারাধন-তৎপরস্য ইতি। তস্মাৎ রুদ্রারাধনস্য যোগসিদ্ধাঙ্গত্বেনোক্তত্বাৎ সিদ্ধিমিচ্ছতা রুদ্রোঽপ্যবশ্যং সেব্য ইতি রুদ্র-স্তুতিরারভ্যতে ওঁ দেবা ইতি। আখ্যায়িকাবিদ্যাস্তত্যর্থাঃ দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রাদয়ো বা স্বর্গং সত্ত্ববৃত্তিং কৈলাসং বা ঋষিভির্দ্রতং রুদ্রম্ আত্মানম্ উমাপতিং বা। আসীৎ ব্যত্যয়েন প্রথমপুরুষঃ। বর্ত্তামি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্। সঃ রুদ্রো মল্লক্ষণঃ অন্তরাদন্তরং গুহাদ্‌গুহ্যং প্রবিষ্টঃ দিশো বান্তরং জাতাবেকবচনং দিশাং বিবিধম্ অন্তরম্ প্রাবিশৎ প্রাবিশম্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বব্যাপী চ বভূবেত্যর্থঃ। অপুমান্ নপুং-সকম্। পুষ্করং পদ্মম্। পুষ্করং পঙ্কজে ব্যোম্নি পয়ঃকরিকরাগ্রয়োঃ। ওষধী-দ্বীপ-বিহগ-তীর্থরোগোরগান্তরে ইতি বিশ্বঃ। অহমেব সর্ব্বে ভাবাঃ ব্যোমমেব স ইতি সোঽহমেব সর্ব্বাত্মকোঽপি ব্যোমমেব ব্যোমাত্মতাং শুদ্ধাত্মতাং ন জহামীত্যর্থঃ। ব্যোমশব্দোঽকারান্তোঽয়ম্। তর্হি ত্বমুৎকৃষ্টঃ অন্যে অপকৃষ্টা ইতি ব্রহ্মণি বৈষম্যং স্যাৎ, অত আহ সর্ব্বে সমা ইতি। সমাঃ তুল্যাঃ মত্তো ভেদকৈর্ব্বিশেষৈ রহিতাঃ তেন মত্তোঽন্যন্নাস্তীতি কথমুৎকর্ষাপকর্ষসম্ভব ইতি ভাবঃ। ঐক্যজ্ঞানফলমাহ যো মামিতি। সঙ্গানপি বেদেত্যনুষঙ্গঃ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈস্তর্পয়ামী-ত্যগ্রতনেন সম্বন্ধঃ। ব্রহ্ম বেদঃ স হ্যভ্যাসেন তৃপ্তো ভবতি। তদুক্তং বিদ্যামভ্যসনেনৈব প্রসাদয়িতুমর্হসি ইতি।

গাং স্ত্রিয়ং গোভিঃ পুংভিঃ গোশব্দেন লিঙ্গমেব বিবক্ষিতং ন স্বুরভিত্বমনুগতঞ্চ জাতিঃ। ব্রাহ্মণ্যেন ব্রহ্ম-তেজসা হবিঃ ওদনাদি হবিষা সংস্কারকেণ সর্পিরাদিনা পিত্রাত্মায়ুঃ পুত্রাত্মায়ুষা সত্যেন সত্যং সত্যবাদী সত্যবাদি-দর্শনেন তৃপ্তো ভবতি। এবং ধার্ম্মিকো ধার্ম্মিকস্থ স্বেনেতি যত্তৃপ্তিহেতুস্তন্মমৈব তেজঃ। তদুক্তম্—যা যা প্রকৃতিরুদারা যো যোঽপ্যানন্দসুন্দরো ভাবঃ। যদপি চ কিঞ্চিদ্রমণীয়ং যস্তু শিবস্তত্তদাকারঃ॥ ইতি। যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বম্ ইত্যাদি চ॥ রুদ্রমপৃচ্ছন্ তাৎপর্য্যেণ পারমার্থিকং রূপং পুনরপৃচ্ছন্ অপশ্যন্ যথাভূতং জ্ঞাতবন্তঃ তত উচ্চৈঃ স্তবন্তিস্ম॥ ১॥

অনুবাদ।—অথর্ব্ববেদ সাত ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে রুদ্রাধ্যায় "অথর্ব্ব-শির" এই নামে অভিহিত। অথর্ব্ব-নামক ঋষির শিরোভেদ পূর্ব্বক উৎপন্ন করিয়া ইহার নাম "শির-উপনিষদ্।"

যে সকল ঋষি যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ পদ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নানারূপ দৈব বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা এবং অভীপ্সিত কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে উপদেশ ব্যতীত বাসনাও ফলবতী হয় না। এই জন্য ঋষিরা স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির বিঘ্নীভূত অন্তরায় নিবারণপূর্ব্বক যোগসাধনের উপদেশলাভের বাসনায় প্রথমে রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশেষতঃ ভগবান্ রুদ্রদেবের উপাসনা ব্যতীত যোগসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; এই বিষয়ে ভগবান্ রুদ্রদেবের উক্তি আছে,—আমার উপাসনা ব্যতীত কখনও মহাযোগ সিদ্ধ হয় না। যাহারা আমার কৃপালাভের অযোগ্য ও নিরন্তর আমার নিন্দা করিয়া থাকে, সেই সমস্ত পাশবদ্ধ পশুর যোগসাধন কেবল কষ্টের হেতুভূত হয়। আর যে সমস্ত যোগী আমার সর্ব্বকল্যাণকর রূপ চিন্তা করিতে করিতে যোগসাধনে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি অখিল দেবগণ প্রীত থাকেন, অতএব আমার পূজা করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা হইলেই বিনা বাধায় যোগসাধন সফল হইয়া থাকে। নচেৎ সেই যোগী নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত থাকে এবং কোটিজন্ম যোগসাধন করিলেও তাহার সদ্গতিলাভের আশা নাই। অতএব রুদ্র-দেবের উপাসনাই যোগসিদ্ধির প্রধান অঙ্গ; এই জন্য যোগ-সাধনেচ্ছু যোগিবৃন্দ অবশ্যই রুদ্রদেবের উপাসনা করিবে। এই কারণে যোগনিষ্ঠ দেবগণ যোগসিদ্ধির পূর্ব্বে রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরবৃন্দ যোগসিদ্ধির অন্তরায়-নিবারণ-বাসনায় রুদ্রদেবের উপাসনার্থ স্বর্গধাম কৈলাসপুরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবদেব রুদ্রদেবের স্বরূপ-পরিজ্ঞানার্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?

আমরা আপনার স্বরূপ কিছুমাত্র অবগত নহি। অতএব আমাদিগের প্রতি কৃপাপুরঃসর আপনার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মনোবাসনা ফলবতী করুন। তাহা হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইতে পারি।" তখন দেবাদিদেব রুদ্র অমরগণের অনুরোধের বশীভূত হইয়া নিজস্বরূপকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন,—এই সচরাচর পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বিদ্যমান ছিলাম, এখনও আমিই বিদ্যমান আছি এবং ভবিষ্যতেও কেবল আমিই বিদ্যমান থাকিব; আমি ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই ছিল না, এখনও কিছুই নাই এবং পরেও কিছু বিদ্যমান থাকিবে না। কেবল আমিই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নিত্যবস্তু ও চিরস্থায়ী, তদ্ব্যতীত সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর; সেই রুদ্ররূপী আমিই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্তাব্যক্ত সকল বস্তুতে সাররূপে প্রবিষ্ট আছি, আমিই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া বিদ্যমান আছি, আমিই সকলের আত্মা ও সর্ব্বব্যাপী। নিত্য অনিত্য, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলই আমি; আমিই ব্রহ্মরূপী এবং ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুও আমি। আমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই দিক্‌চতুষ্টয়। আমি ঊর্দ্ধ, আমিই অধঃ এবং আমিই অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান এই সমস্ত বিদিক্‌স্বরূপ। আমি পুরুষ, আমি নপুংসক এবং আমিই স্ত্রী। সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী,

অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দঃস্বরূপ বলিয়া আমাকেই জানিবে। আমিই সত্য, তদ্‌ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা। গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় নামে যে তিন প্রকার অগ্নি আছে, তাহাও আমি। আমি গো, আমি গৌরী, আমি ঋগ্‌বেদ, আমি যজুর্ব্বেদ, আমি সামবেদ এবং আমিই আঙ্গিরস অথর্ব্ববেদ। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আমি সর্ব্বপ্রধান। আমি জল এবং আমিই তেজঃস্বরূপ। আমিই সর্ব্বভূতে অব্যক্তভাবে অধিষ্ঠিত; আমি অরণ্য, আমি নিশ্চল এবং আমিই সচল। আমি পদ্ম, আমিই পবিত্র, অমি উগ্র, আমি বলিষ্ঠ। এই যে সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহাও আমি, আমি সকল ভাবস্বরূপ, আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি আকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত বস্তুই তুল্য, কোন পদার্থের উৎকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্ব নাই, সমস্ত দ্রব্যেই আমার সহিত ঐক্যজ্ঞান করিবে, কোন বস্তুতে ইতরবিশেষ নাই; স্থতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডে সকলকে আমার তুল্য জ্ঞান করিবে, আমি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। যাহারা এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থে আমার সহিত ঐক্যচিন্তা করে, তাহারা সমস্ত দেবতাকে জানিতে পারে এবং সাঙ্গবেদসকল জ্ঞাত হয়। আমারই অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ বেদাভ্যাস করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। আমিই স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন-সম্পাদন করিয়া জগতের সৃষ্টি করিতেছি। আমিই ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মতেজের সহিত সংযো-

জিত করি। আমিই অন্নাদি হোমীয়বস্তুর সহিত সংস্কৃত ঘৃতাদির যোগ করিয়া অমরবৃন্দের তুষ্টিসাধন করিতেছি। আমিই পিতার আয়ুর্দ্বারা পুত্রদিগের আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া দিই। আমিই সত্যবাদীকে সত্যের সঙ্গে এবং ধার্ম্মিককে ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত করি। ফল কথা, ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কার্য্যকারণ প্রত্যক্ষ করিতেছ, সমস্তই মদীয় তেজঃসম্ভূত।" তৎপরে অমরবৃন্দ রুদ্রদেবের প্রকৃতস্বরূপ-পরিজ্ঞানার্থ প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া যথার্থ স্বরূপ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেন। তখন তাঁহারা রুদ্রদেবের সেই প্রকৃত রূপ ধ্যান করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥

ওঁ ॥ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ স্কন্দস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চেন্দ্রস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চাগ্নিস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বায়ুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সূর্য্যস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সোমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ গ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ প্রতিগ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভূস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভুবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ মহস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যা চ পৃথিবী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চান্তরীক্ষং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যা চ দ্যৌস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যাশ্চাপস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ তেজস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ কালস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ যমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ মৃত্যুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চামৃতং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চাকাশং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ বিশ্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ স্থূলং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সূক্ষ্মং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ শুক্লং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ কৃষ্ণং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ কৃৎস্নং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সত্যং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সর্ব্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২ ॥

দীপিকা।—ততো ব্রহ্ম-বিষ্ণুস্কন্দেন্দ্রাগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-সোমাষ্ট-গ্রহাষ্টপ্রতিগ্রহ-ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পৃথিব্যন্তরীক্ষ-দিবপ্-তেজ-আকাশ-কাল-যম-মৃত্যুমৃত-বিশ্ব-স্থূল-সূক্ষ্ম-কৃষ্ণ-কৃৎস্নসত্য-সর্ব্বরূপৈরেক-ত্রিংশৎপর্য্যায়ৈঃ অস্তুবন্ অত্র যমপর্য্যায়ানন্তরমন্তক-পর্য্যায়োঽপি পঠনীয়ঃ, তেন ত্র্যম্বক-মন্ত্রাক্ষর-সঙ্খ্যয়া দ্বাত্রিংশৎ-পর্য্যায়া ভবন্তি। ব্রহ্মরূপেণৈকত্বম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি রুদ্ররূপী ভগবান্ এবং যিনি ব্রহ্মরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিত্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি পরাৎপর পরংব্রহ্ম, যিনি বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক অখিল জগৎ পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি স্কন্দরূপে অমরবৃন্দের সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়া দেবকার্য্য সাধন করত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, সেই রুদ্রদেবকে বার বার ননস্কার করি।

যিনি সনাতন পূর্ণব্রহ্ম, যিনি ইন্দ্ররূপে ব্রহ্মাণ্ডে জলবর্ষণ

পূর্ব্বক জীবাদি সকল পদার্থের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি অগ্নিরূপী হইয়া অনন্ত জগতের পাকক্রিয়াসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি বায়ুরূপী হইয়া জগৎপ্রাণরূপে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি সূর্য্যরূপী হইয়া জগৎপ্রকাশনপূর্ব্বক তাপপ্রদান করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি চন্দ্ররূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সুধাবর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি সূর্য্যপ্রমুখ অষ্টগ্রহরূপী হইয়া বিরাজমান আছেন, সেই সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষ রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অষ্ট-উপগ্রহরূপে ব্রহ্মাণ্ডের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোক-স্বরূপ, সেই রুদ্ররূপী পরমদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি পৃথিবীরূপী হইয়া স্থাবরজঙ্গমাদি পদার্থ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অন্তরীক্ষরূপে জ্যোতিষ্কবৃন্দের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি স্বর্গরূপ ধারণ পূর্ব্বক সুরবৃন্দের আবাসস্বরূপে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি জলরূপ ধারণ পূর্ব্বক সমগ্র জীবজন্তুসহ সচরাচর জগৎকে তৃপ্ত করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

গিনি তেজোরূপী হইয়া অখণ্ডভুবন পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি কালরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের আদি, অন্ত ও মধ্যে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি যমরূপী হইয়া জগতের জীবকুলের ধ্বংসসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি মৃত্যুরূপী হইয়া এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে দিন দিন পরিবর্ত্তিত করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি অমৃতরূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকুলের পুষ্টিসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি আকাশরূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল বস্তুকে অবকাশ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।

যিনি বিশ্বময় অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বব্যাপী হইয়া বিরাজিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি স্থূলরূপে জগতের সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি সূক্ষ্মরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি শুক্লরূপী অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ও নির্ম্মলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি কৃষ্ণবর্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক অনন্ত জগতে অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি সত্যরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, সেই রুদ্ররূপী অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মাকে বার বার নমস্কার করি॥ ২॥

ভূস্তে আদির্ম্মধ্যং ভুবস্তে স্বস্তে শীর্ষং বিশ্বরূপোঽসি ব্রহ্মৈকস্ত্বং দ্বিধা ত্রিধা বৃদ্ধিস্ত্বং শান্তিস্ত্বং পুষ্টিস্ত্বং হুতমহুতং দত্তমদত্তং সর্ব্বমসর্ব্বং বিশ্বমবিশ্বং কৃতমকৃতং পরমপরং পরায়ণঞ্চ ত্বম্। অপামসোমমমৃতা অভূমাগন্মে জ্যোতিরবিদাম দেবান্। কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ। কিমু ধূর্ত্তিরমৃতং মর্ত্ত্যস্য সোমসূর্য্যপুরস্তাৎ সূক্ষ্মঃ পুরুষঃ। সর্ব্বং জগদ্ধিতং বা এতদক্ষরং প্রাজাপত্যং সৌম্যং সূক্ষ্মং পুরুষং গ্রাহ্যমগ্রাহ্যেণ ভাবং ভাবেন সৌম্যং সৌম্যেন সূক্ষ্মং

সূক্ষ্মেণ বায়ব্যং বায়ব্যেন গ্রসতি তস্মৈ মহাগ্রাসায় বৈ নমো নমঃ।

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি ত্বমসি যো নিত্যং তিস্রো মাত্রাঃ পরস্তু সঃ॥

তস্যোত্তরতঃ শিরো দক্ষিণতঃ পাদৌ, য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ, য ওঙ্কারঃ সঃ প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ সঃ সর্ব্বব্যাপী, যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তঃ, যোঽনন্তস্তত্তারং, যত্তারং তচ্ছুক্লং, যচ্ছুক্লং তৎ সূক্ষ্মং, যৎ সূক্ষ্মং তদ্বৈদ্যুতং, যদ্বৈদ্যুতং তৎ পরং ব্রহ্ম, যৎ পরং ব্রহ্ম স একঃ, য একঃ স রুদ্রঃ, যো রুদ্রঃ স ঈশানঃ, য ঈশানঃ স ভগবান্ মহেশ্বরঃ॥ ৩॥

দীপিকা।—বিরাড়্রূপেণ স্তুতিমাহ ভূরিতি। আদিঃ পাদৌ মধ্যম্ উদরম্ ব্রহ্ম রূপেণৈকস্ত্বং দ্বিধা বদ্ধঃ সদসদ্রূপেণ ত্রিধা বদ্ধঃ গুণত্রয়ভেদেন। পরায়ণং পরময়নং স্থানম্। অপামসোমম্ ইতি ত্বয়ি দৃষ্টে সর্ব্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। কৃণবৎ ছিন্দন্ অরাতিঃ শত্রুঃ অস্মান্ প্রতি ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। ধূর্ত্তিঃ হিংস্যাপ্যস্মাকং কিং ত্বদভিরক্ষিতানাং ত্বদ্রূপমাপন্নানাং হিংসাকৃতদোষাভাবাৎ যদ্গীতাসু হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি অথবা শত্রুকৃতা হিংসা ত্বচ্ছরণানস্মান্ ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। অমৃতম্ আদেয়ং মর্ত্ত্যং হেয়ঞ্চ ত্বদাখ্যা কৃতার্থানাং নো নাস্তীত্যর্থঃ। সোমশ্চাসৌ সূর্য্যশ্চ সোমসূর্য্যঃ তেনোভয়াত্মক এক ইত্যর্থঃ। সোমসূর্য্য ইত্যুপ-

লক্ষণং পঞ্চভূতানি সোমসূর্য্যৌ যজমানশ্চেত্যষ্টমূর্ত্তিরীশ্বরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি উদেতীতি শেষঃ। সূক্ষ্মো যঃ পুরুষঃ স এব সর্ব্বং স্থূলং সম্পন্নম্। নন্‌ সর্ব্বভাবাপত্ত্যা কিমর্থং সৃষ্টিং তনোতীত্যত আহ জগদিতি। জগতাং হিতং জগদ্ধিতং এতদক্ষরং ব্রহ্ম জীবভোগাপবর্গার্থং কৃপয়া সৃষ্টিরিতি ভাবঃ। প্রাজাপত্যং প্রজাপতিরূপেণ গ্রসতি তথা ভাবাদিকং তেনৈব রূপেণ পালিতম্ সৌম্যং সোমোঽন্নং যদ্রূপেণাপ্যায়িতং সূক্ষ্মং পুরুষং জীবং গ্রাহ্যং দেবভাবাপন্নম্ অগ্রাহ্যেন কালরূপেণ গ্রসতি স্থূলস্য সূক্ষ্মেঽন্তর্ভাবাৎ বায়ব্যং বায়ব্যেন বাহ্যবায়ুরূপেণ মহাগ্রাসায় উক্তপ্রকারেণ সর্ব্বভক্ষকায় মৃত্যুমৃত্যবে।

হৃদিস্থাঃ অন্তঃকরণবর্ত্তিন্যঃ দেবতাঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ ত্বমন্তর্যামিরূপেণ যো হৃদি ত্বমসি তস্মৈ নমো নমঃ ইত্যন্বয়ঃ, অতএব স্বপ্নে অন্তঃকরণেনৈব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যবহারঃ ইত্যুক্ত্বা ধ্যানেন দেবা উপরতাঃ। ইদানীং শ্রুতেরাখ্যায়িকামুপসংহৃত্য স্বেন রূপেণাহ তিস্র ইতি। তিস্রো মাত্রাঃ অকারোকার-মকারাঃ সর্ব্বদেবময়াঃ পরস্তু অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ সঃ শিবঃ॥

তস্যেতি। মাত্রাত্রয়াতীতো হৃদি ত্বমসীত্যুক্তম্, তত্র সন্দেহঃ কস্যাং দিশি তস্য শিরঃ? কস্যাং বা পাদৌ? ইত্যত উক্তং তস্য পরস্য হৃদিস্থস্য উত্তরতঃ শিরো বর্ত্ততে তেনোত্তরমার্গেণ গতানাং যাতায়াতেন ভবতো রুদ্রমুখাদুপদেশ-

লাভাৎ দক্ষিণতঃ পাদৌ তেন দক্ষিণমার্গগামিনাং গত্যাগতে ভবতঃ পাদয়োর্গমনশীলত্বাৎ য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ স প্রণব ইতি তথা প্রসিদ্ধেঃ; সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বব্যাপকোঽপি ব্রহ্মবাচকত্বাৎ সোঽনন্তঃ অন্যথা সর্ব্বব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ তারম্ শুক্লং নির্ম্মলং সূক্ষ্মম্ ইন্দ্রিয়াদ্যগ্রাহ্যম্। কথং তর্হি তজ্‌জ্ঞানম্? অত উক্তম্ তদ্‌বৈদ্যুতং স্বপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম সর্ব্ববৃহৎ অন্যেষামাত্মলাভস্য তদধীনত্বাৎ অতএবৈকঃ অন্যাত্মনস্তদপেক্ষত্বেন তদনতিরেকাৎ। সঃ রুদ্রঃ একো রুদ্র ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ঈশানঃ স্বতন্ত্রঃ অতএব ভগবান্ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ এষ মহেশ্বরঃ অনবধিকৈশ্বর্য্যঃ সর্ব্বেঽপ্যেতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদেঽপ্যেকার্থাঃ সমানাধিকরণবৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—প্রথমে অমরবৃন্দ সূক্ষ্মরূপে রুদ্রদেবের সর্ব্বময়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক স্তব করিয়া অধুনা বিরাট্‌ভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রুদ্র! এই ভূর্লোক তোমার চরণযুগলদ্বয়, ভুবর্লোক তোমার মধ্যদেশ (উদর) এবং স্বর্লোক তোমার মস্তক; সুতরাং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই স্বরূপ। এই জন্য তোমাকে বিশ্বরূপ বলা যায়: তুমি এক ব্রহ্ম জগতে অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক অসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছ। হে ভগবন্! তুমি সৎ ও অসৎ এই দুই ভাগে আবদ্ধ আছ; জগতের সৎ ও অসৎ সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ। হে ব্রহ্মরূপিন্! তুমি ত্রিগুণ-

ভেদে তিনরূপে আবদ্ধ আছ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ তোমারই মাহাত্ম্য। তুমিই ব্রহ্মাণ্ডে শান্তিরূপে বিরাজমান আছ, তুমিই জীবাদি সমগ্র বস্তুর পুষ্টিস্বরূপ, যে সমস্ত হবনীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তুমি এবং যাহা ক্রিয়ার অযোগ্য, তাহাও তুমি; যে সমস্ত বস্তু দান করা যায়, তাহাও ত্বৎস্বরূপ এবং অপ্রদত্ত পদার্থও তুমি; তুমিই সর্ব্বময় ও তুমি সকলের অতিরিক্ত; তুমি বিশ্বময় ও বিশ্ব হইতে অতীত; কৃত ও অকৃতও তুমি। তুমি পরমপদার্থ, তুমি অপর এবং তুমিই পরমধাম, তোমাকে প্রাপ্ত হইলেই উত্তমা গতি লাভ হয়, তোমাকে জানিতে পারিলে সকল বিষয়ই বিদিত হয়; তোমার দর্শনেই সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; অধুনা আমরা প্রার্থনা করি এই যে, আমাদিগের সেই দিব্য জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হউক। আমাদিগের প্রতি যেন বিপক্ষগণ কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিতে সমর্থ না হয়। আমরা তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিলে শত্রুকৃত হিংসা আমাদিগের কোন বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। যাহারা তোমার শরণাগত, শত্রুকৃত হিংসা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ। তুমি গ্রহণীয় ও পরিত্যাজ্য; যাহারা তোমার তত্ত্ব অবগত হয়, তাহারা সাদরে তোমাকে গ্রহণ করে, তোমার তত্ত্বে যাহারা বিমুখ, তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করে। হে পুরুষোত্তম! তোমার অষ্টবিধ মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষিতিমূর্ত্তিকে শর্ব্ব, জল-

মূর্ত্তিকে ভব, অগ্নিমূর্ত্তিকে রুদ্র, বায়ুমূর্ত্তিকে উগ্র, আকাশ-মূর্ত্তিকে ভীম, যজমানমূর্ত্তিকে পশুপতি, সূর্য্যমূর্ত্তিকে ঈশান, এবং সোমমূর্ত্তিকে মহাদেব কহে। তুমি উক্ত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ-মূর্ত্তি এবং যজমান, সূর্য্য ও সোম এই অষ্টমূর্ত্তিদ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজমান আছ; তুমিই পূর্ব্ব-দিগ্‌ভাগে চন্দ্র-সূর্য্যরূপে উদিত হও, তুমি সর্ব্বময় ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণকর 'ব্রহ্ম' এই অক্ষরদ্বয়, তুমি জীবকুলের ভোগ ও মোক্ষসাধনার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি প্রজাপতিরূপে প্রজাবর্গের পালন করিতেছ, তুমি স্থূলসূক্ষ্মজীবাদি ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থের কর্ত্তা, তুমি কালরূপী হইয়া জীবকুলকে গ্রাস করিতেছ, ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসমস্ত বস্তুতেই অবস্থিতি করিয়া থাক, তুমি সৌম্য পদার্থে সৌম্যরূপে, সূক্ষ্মবস্তুতে সূক্ষ্মরূপে এবং বায়ব্য পদার্থে বায়ুরূপে অবস্থিতি করত গ্রাস কর, তুমি সকলের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী এবং মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যে সমস্ত দেবতা জীবকুলের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতৃরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুরূপে জীবকুলের জীবত্ব সম্পাদন করিতেছেন, তুমিই সেই সেই অন্তর্যামী দেবতা, অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। অকার, উকার, মকার এই ত্রিমাত্রাত্মক সর্ব্বদেবময় যে প্রণব, তাহাও তুমি

এবং তুমিই পরাৎপর সর্ব্বকল্যাণময় শিবরূপে সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে অবস্থিতি কর, সুতরাং তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

সেই হৃদিস্থ পরমপুরুষ রুদ্রদেবের শিরঃ উত্তরদিকে বিদ্যমান আছে, জীব সেই উত্তরমুখে গমনাগমন পূর্ব্বক তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পাদযুগল দক্ষিণদিকে বিদ্যমান ; সেই জন্য জীব দক্ষিণভাগে গমনাগমন করিয়া গমনশক্তি পাইয়াছে। যিনি উত্তরদিগ্‌ভাগে বিদ্যমান আছেন, তিনি প্রণবস্বরূপ, যিনি প্রণব-স্বরূপ, তিনি প্রণবরূপী ; যিনি প্রণবরূপী, তিনি সর্ব্বব্যাপী ; যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি অনন্ত; যিনি অনন্ত, তিনি তারক (পরিত্রাণকর্ত্তা) ; যিনি তারক, তিনি শুক্ল (নির্ম্মল) ; যিনি শুক্ল, তিনি সূক্ষ্ম ; ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ নহে। যিনি সূক্ষ্ম, তিনি বৈদ্যুত (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ); যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ, তিনি পরংব্রহ্ম ; যিনি পরং-ব্রহ্ম, তিনি অদ্বিতীয় ; তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র, তিনি ঈশান এবং যিনি ঈশান, তিনিই ভগবান্ মহেশ্বর ॥ ৩ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণান্ ঊর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি নময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে সর্ব্বব্যাপী, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব যথা স্নেহেন

পললপিণ্ডমিব শান্তরূপমোতপ্রোতমনুপ্রাপ্তো ব্যতিষক্তশ্চ তস্মাদুচ্যতে সর্ব্বব্যাপী। অথ কস্মাদুচ্যতেঽনন্তঃ যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চাস্যান্তো নোপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে তারং, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব গর্ভ-জন্ম-ব্যাধি-জরা-মরণ-সংসার-মহাভয়াৎ তারয়তি ত্রায়তে চ তস্মাদুচ্যতে তারম্। অথ কস্মাদুচ্যতে শুক্লং, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ক্লন্দতে ক্লাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে শুক্লম্। অথ কস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মং যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সূক্ষ্মো ভূত্বা শরীরাণ্যধিতিষ্ঠতি, সর্ব্বাণি চাঙ্গান্যভিমৃশতি তস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মম্। অথ কস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ব্যক্তে মহতি তমসি দ্যোতয়তি তস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম্। অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম, যস্মাৎ পরমপরং পরায়ণঞ্চ বৃহদ্ বৃহত্যা বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম। অথ কস্মাদুচ্যতে একঃ যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ সম্ভক্ষ্য সম্ভক্ষণেনাজঃ সংসৃজতি বিসৃজতি তীর্থমেকে ব্রজন্তি তীর্থমেকে দক্ষিণাঃ প্রত্যঞ্চ উদঞ্চঃ প্রাঞ্চোঽভিব্রজন্ত্যেকে তেষাং সর্ব্বেষামিহ সঙ্গতিঃ। সাকং স একো ভূতশ্চরতি প্রজানাং তস্মাদুচ্যতে একঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ, যস্মাদৃষিভির্নান্যৈর্ভক্তৈর্দ্রুতমস্য রূপমুপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ যঃ সর্ব্বান্ দেবানীশতে ঈশানীভির্জ্জননীভিশ্চ শক্তিভিঃ। অভিত্বা শূরণো নুমো দুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ

স্বদর্শমীশানমিন্দ্রতস্থুষ ইতি তস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ যস্মাদ্ভক্তাজ্ঞানেন ভজত্যনুগৃহ্লাতি চ বাচং সংসৃজতি বিসৃজতি চ সর্ব্বান্ ভাবান্ পরিত্যজ্যাত্মজ্ঞানেন যোগৈশ্বর্য্যেণ মহতী মহীয়তে তস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ তদেতদ্রুদ্রচরিতম্॥ ৪॥

দীপিকা।—পর্য্যায়ত্ব-শঙ্কা-নিবৃত্তয়ে ত্রয়োদশানামপি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদং পৃচ্ছন্তি অথেতি। উর্দ্ধোৎক্রাম-শব্দয়োরোঙ্কার ইতি নিপাতনম্ উপায়স্যোপায়ান্তরা-বিরোধান্ন ব্যাকরণবিরোধঃ শঙ্ক্যঃ। এবমুত্তরেষ্বপি। চতুর্ব্বেদাত্মকং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ অধ্যেতৃভ্যঃ প্রণাময়তি প্রণতং নম্রং করোতি নাময়তি প্রকরোতি তত্তন্ত্রমিব করোতি স প্রণবঃ পললং তিলপিষ্টং তস্য পিণ্ডং গুড়িকা ইব শব্দো বাক্যালঙ্কারে, যথা তিলপিষ্টপিণ্ডং সর্ব্বতঃ স্নেহেন তৈলেন ব্যাপ্তম্ এবং পটে তন্তুমিব কার্য্যমাত্রে ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ তানবিতানভাবমাপন্নং শান্তরূপং ব্রহ্ম উচ্চার্য্যমাণঃ বাচা প্রযুক্তঃ প্রতীতঃ এবং সর্ব্বত্র অনু অনুসৃত্য প্রাপ্তঃ ভেদমাপন্নঃ প্রতিমেব দেবেন তথা বাচকভাবেন ব্যতিষক্তঃ সংবদ্ধঃ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম তদ্রূপেণ ব্যাপ্নোতি বাচকতয়া বা সংবধ্নাতি সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ। এবং প্রণবস্য সর্ব্বব্যাপিত্বাদিকম্ অর্থাভেদবিবক্ষয়া দ্রষ্টব্যম্। উচ্চার্য্যমাণেঽস্মিন্ তস্য ওঙ্কারস্য অন্তো ব্রহ্মৈক্যান্নোপলভ্যতে তেনানন্তঃ। আশু ক্লন্দতে কন্দতে ক্রন্দতে

ধ্বনিরূপেণ ব্যজ্যতে ক্লাময়তি চ উদাত্ততয়া উচ্চারণে প্রযত্নাধিক্যাৎ শরীরং ক্লমযুক্তং করোতি তৎ শুক্রম্ পূর্ব্বো-ত্তরপদয়োরাদ্যন্তলোপঃ। সূক্ষ্মো ভূত্বা অঙ্কুরাবস্থায়ামেবাপি শরীরাণি দেহাবয়বান্ স্বহেতুপ্রাণাভেদেন প্রযত্নাভেদেন ব্রহ্মাভেদেন বা অধিতিষ্ঠতি আরোহতি অভিমৃশতি সংবধ্নাতি ব্যাপ্নোতি চ সূক্ষ্মম্ তস্মাৎ অব্যক্তে মহতি তমসি অবিদ্যায়াং দ্যোতয়তি তন্নিরাসেন ব্রহ্মপ্রকাশং করোতি তৎ বৈদ্যুতম্ পরমপরং সগুণং নির্গুণঞ্চ পরায়ণং পরমগতিঃ তস্মাৎ পরমিত্যন্বয়ঃ।

ব্রহ্মশব্দনিমিত্তমাহ বৃহদিতি। যস্মাৎ বৃহৎ মহৎ তস্মাৎ ব্রহ্মেত্যন্বয়ঃ। নিমিত্তান্তরমাহ বৃহত্যেতি। বৃহত্যা মায়য়া বৃংহয়তি বর্দ্ধয়তি কার্য্যং তেন পরং ব্রহ্ম ওঙ্কারঃ। যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রাণাভিব্যঙ্গান্ বেদান্ অর্থপক্ষে বাগাদীন্ সম্ভক্ষ্য সংহারকালে আত্মন্যুপসংহৃত্য সম্ভক্ষণেন কৃত্বা সংসৃজতি তৈরেকীভবতি স্বয়ম্ভু অজঃ বাচা বিরূপনিত্যয়েতি লিঙ্গাৎ নিত্যং বিজ্ঞানমিতি শ্রুতেশ্চ পুনঃ সিসৃক্ষায়াং বিসৃজতি চেতি কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ মৃদাদিবদেকঃ অতএব কৃতে তু প্রণবো বেদঃ ইত্যাদ্যুপপন্নম্। কারণত্বে-নৈক্যমুক্ত্বা ফলত্বেনাপ্যৈক্যং মন্ত্রেণাহ তীর্থমিতি। তীর্থম্ উপায়ঃ তদ্‌ব্রজনম্ অনুষ্ঠানম্ দিক্‌চতুষ্কগ্রহণং তন্নানাত্বোপ-লক্ষণার্থং নানামার্গৈরপ্যুপায়ৈঃ সর্ব্বেষাম্ ইহ ঈশ্বরে সঙ্গতিঃ ফলত্বেন প্রাপ্তিঃ। সাকং সহৈব সঃ একো ভূতঃ সিদ্ধঃ

চরতি স্বষ্ট্যা প্রবর্ত্ততে ভক্ষয়তি বা প্রজানামশুভ-কর্ম্ম-বিপাকম্ তদুক্তং কবিভিঃ।

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।

ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥ ইতি।

বাচ্যধর্ম্মেণ বাচকো ব্যবহ্রিয়তে। ঋষিভিঃ জ্ঞানিভিঃ দ্রুতং গম্যতে ইতি রুদ্রঃ। ঈশতে ঈষ্টে ইতি ঈশানঃ ঈশ্যতে এভিরিতি ঈশিন্যঃ তাভিঃ দেবান্ স্বেচ্ছয়া নিযুনক্তি অজাতানাং বিনিয়োগাসম্ভবাৎ জননীভিশ্চ শক্তিভিঃ জনয়ন্তি ঈশতে। ঈশানত্বে মন্ত্রসঙ্গতিমাহ অভীতি। হে শূর! ইন্দ্র! পরমেশ্বর! ত্বা ত্বাম্ অভিতো নুমঃ আভিমুখ্যেনাতিশয়েন স্তুমঃ, অদুগ্ধাঃ দুগ্ধরহিতাঃ পয়োহর্থিনো বৎসাঃ ধেনবঃ দোগ্ধ্রীঃ গা ইব স্তুবন্তি, দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা, অদুগ্ধাঃ প্রসূতাঃ ধেনবঃ গাবো বৎসানিবেতি ন ব্যাখ্যাতম্ স্নেহসাম্যেঽপ্যুপাসকস্য মাতৃতা উপাস্যস্য বৎসতেতি হীনোপমাদোষ-প্রসঙ্গাৎ। জগতঃ জঙ্গমস্য তস্থূষঃ স্থাবরস্য ঈশানম্ আদরার্থং পুনঃ প্রয়োগঃ স্ব ঈশং দিব্যদৃষ্টিম্। ভক্তা ভজনকর্ত্তা তস্মৈবার্থো জ্ঞানেনেতি। যদ্বা ভক্তাঃ ভক্তান্ জ্ঞানেন ভজতি সেবতে অনুগৃহ্লাতি চেতি ভগশব্দার্থঃ বাচং বেদাখ্যাং সংসৃজতি ব্রহ্মাদিমুখে বিসৃজতি স্বমুখাদিতি বান্ শব্দার্থঃ। মহেশ্বরশব্দার্থমাহ য ইতি। ভাবান্ বিষয়ান্ পরিত্যজ্য ত্যাজয়িত্বা বেদমুপদিশ্য তদর্থবোধনদ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য-

মুৎপাদ্য অধিকারিণং কৃত্বা দত্তেন আত্মজ্ঞানেন মনঃস্থির-তায়ৈ চ অস্টাঙ্গযোগজৈন্যৈশ্বর্য্যেণ চ ভক্তান্ মহতি পূজয়তি তেন পরানুগ্রহেণ চ মহীয়তে মহিমানং যাতি জগদ্‌বিখ্যাতযশা ভবতি তেন ভগবান্ মহেশ্বরঃ অক্ষরসামোন ত্রিরুর্দ্ধ্বয়াৎ ইতি ন্যায়েনেদং নির্ব্বচনম্।

ননু পরব্রহ্মপর্য্যায়াদারভ্যোচ্চার্য্যমাণ এবেতি কস্মান্নো-ক্তম্ অত আহ তদেতদ্রুদ্রচরিতমিতি। নাম-নামিনোরৈকা-বোধনায়োঙ্কারোপক্রমশ্চ আদিত আরভ্য রুদ্রস্যৈবৈতদ্‌-বর্ণিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বকথিত প্রণবাদি ত্রয়োদশ বিশেষণই একার্থবোধক ও এক রুদ্রদেব-প্রতিপাদক। অধুনা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ঐ সমস্ত বিশেষণ পদের অর্থভেদ বিবৃত হই-তেছে।—প্রথম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে “ওঙ্কার” বলিয়া বিশেষ করিবার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—যেহেতু, সেই রুদ্র-প্রতিপাদক প্রণব উচ্চারণ করিলে আশু প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক ঊর্দ্ধে সংক্রামিত হয়, এই জন্য তাঁহাকে “ওঙ্কার” কহে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে প্রণব বলিয়া বিশেষ করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই,—যেহেতু, প্রণব উচ্চারণমাত্র ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ প্রণত হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদ অভ্যাস করেন, প্রণব উচ্চারণ করিলে, তাঁহাদিগের সেই

অধীত বেদচতুষ্টয় আয়ত্ত হয়। এই জন্য তাঁহাকে প্রণব কহে। তৃতীয় প্রশ্ন এই,—তিনি সর্ব্বব্যাপী কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু, তাঁহার নাম বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করিলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। যেমন তিল-পিণ্ডাভ্যন্তরে তৈল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, যেমন বস্ত্রমধ্যে সূত্ররাজি সর্ব্বত্র সংবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী কহে। চতুর্থ প্রশ্ন এই,—তাঁহাকে অনন্ত বলিবার কারণ কি? এই বিষয়ের উত্তর এই,—যেহেতু, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিলে উর্দ্ধে, অধোদিকে এবং চতুষ্পার্শ্বে কোন দিকেও তাঁহার অন্ত উপলব্ধ হয় না, এই জন্য তিনি "অনন্ত" নামে অভিহিত। পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, সেই মহাপুরুষকে "তারক" বলিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, সাধকবৃন্দ সেই পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করত ধ্যান করিলে আশু গর্ভযাতনা, জন্মযন্ত্রণা, ব্যাধি, জরা ও মরণ-সংকুল সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় এবং তিনিও সেই তারকব্রহ্ম নামদ্বারা অপরকে ত্রাণ করিতে পারেন, এই জন্য সেই রুদ্রদেব "তারক" নামে আখ্যাত। ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, কেন সেই মহাপুরুষ "শুক্ল" শব্দে অভিহিত হন? ইহার উত্তর এই,—সেই পরমাত্মরূপী রুদ্রদেবের নাম উচ্চারণ করিলে প্রযত্নাধিক্য

হেতু দেহ ক্লান্ত হয়, সেই জন্য তিনি "শুক্ল" নামে অভিহিত। সপ্তম প্রশ্ন এই যে, সেই মহাপুরুষ "সূক্ষ্ম" কেন? ইহার মীমাংসা এই,—যেহেতু, তাঁহাকে উচ্চারণ করিলে আশু তিনি সূক্ষ্মরূপে দেহাভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হন, এই জন্য সেই পুরুষোত্তম রুদ্রদেব "সূক্ষ্ম" শব্দে অভিহিত হন। অষ্টম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "বৈদ্যুত" বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই,—যেহেতু, সেই অচিন্তনীয় পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেবের নাম উচ্চারণমাত্র ব্যক্তীভূত মহাতমঃস্বরূপ অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হয়, সেই জন্য তাঁহাকে "বৈদ্যুত" (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ) বলা যায়। নবম প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে "পরব্রহ্ম" কহে কেন? ইহার উত্তর এই যে,—যেহেতু, তিনি পরমপুরুষ পরাৎপর, অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ, প্রাণিকুলের পরমা গতি, চরাচর ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বৃহৎ এবং তিনিই স্বীয় মায়া বিস্তার পূর্ব্বক এই অখিল জগৎ বর্দ্ধিত করিতেছেন; এই জন্য সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ "পরংব্রহ্ম" শব্দে অভিহিত হন। দশম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "এক" বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে,—যেহেতু, সেই ভগবান্ রুদ্রদেব জীবকুলকে সংহারসময়ে বিনাশ করিয়া

(আপনাতে লয় করিয়া) পুনরায় সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি অজ, তাঁহার জন্মদাতা বা নাশকর্ত্তা কেহ নাই, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থকে কার্য্যকারণভেদে নানা প্রকারে বিকৃত করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি তীর্থাদিগমনকে ব্রহ্মলাভের উপায় বোধ করিয়া পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চতুর্দ্দিকস্থ নানাতীর্থে গমন পূর্ব্বক দেহপাতাদি স্বীকার করিয়াও বিবিধরূপ তপস্যা করিয়া থাকে, সেই পরমপুরুষ সনাতন ব্রহ্ম তাহাদিগেরও একমাত্র অবলম্বনস্থান, তাহারা সেই ব্রহ্ম-লাভের বাসনাতেই নানাপ্রকার তীর্থাদি পরিভ্রমণ করে। পরন্তু সেই রুদ্ররূপী মহাপুরুষই সকলের সহিত ভূরাদিলোকে পর্য্যটন করেন, তিনিই সকলের সহিত ঐক্যভাবে বিরাজিত আছেন, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারী; তিনিই প্রজাপুঞ্জের অশুভ কর্ম্মবিপাক ক্ষয় করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্ররূপী ভগবান্ "এক" শব্দে অভিহিত। একাদশ প্রশ্ন এই যে, সেই পরমপুরুষ "রুদ্র" শব্দে অভিহিত হন কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু, কেবল পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ-ঋষিগণই তাঁহাকে বিদিত আছেন, অন্য কেহ সেই মহাপুরুষকে জানিতে সমর্থ নহে; এই জন্য সেই পরম-দেবতাকে "রুদ্র" বলা যায়। দ্বাদশ প্রশ্ন এই যে, তাঁহার "ঈশান" নাম হই-বার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে,—তিনি ঈশানী

শক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেববৃন্দকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জননীশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলকে বশীভূত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নাম "ঈশান"। যেহেতু, অমরবৃন্দ ঈশানকে এই প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন—হে শূর, হে ইন্দ্র, হে পরমেশ্বর! তোমাকে সর্ব্বথা নমস্কার। যেমন দুগ্ধপানেচ্ছু বৎসগণ দুগ্ধলাভের বাসনায় দুগ্ধবতী ধেনুকে প্রার্থনা করে, তদ্রূপ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই অদ্বিতীয় অধীশ্বর রুদ্ররূপী ভগবান্‌কে বন্দনা করেন, এই হেতু তাঁহাকে "ঈশান" নামে অভিহিত করা যায়। ত্রয়োদশ প্রশ্ন এই যে, তবে তাঁহাকে "ভগবান্ মহেশ্বর" বলিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—যেহেতু, সেই পুরুষোত্তম রুদ্রদেব জ্ঞানোপদেশদ্বারা ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনিই বেদবাক্য সৃজন পূর্ব্বক ব্রহ্মার মুখে প্রদান করিয়া বেদচতুষ্টয় প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য সেই পরাৎপর রুদ্রদেব "ভগবান্" শব্দে অভিহিত। "মহেশ্বর" বলিয়া বিশেষণ প্রয়োগের হেতু এই,—যেহেতু, তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে বিষয়ানুরাগ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া বেদোপদেশ করত তদর্থজ্ঞানদ্বারা তাহাদিগের বিষয়বৈরাগ্য সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞানোপদেশের অধিকারী করিয়া ভক্তদিগের মনোবৃত্তির স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধিজনিত মহৈশ্বর্য্যদ্বারা সেই সমস্ত নিজভক্তকে পরিত্রাণ করিয়াছেন

এবং এইরূপ পরানুগ্রহপ্রকাশদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাতযশাঃ হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে "মহেশ্বর" কহে। এই প্রকারে দেবগণ রুদ্রচরিত কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

একো হ দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভ অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মৈ য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশানীভিঃ। প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপ্তা ॥ যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যেনেদং সর্ব্বং বিচরতি সর্ব্বম্। তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

ক্ষমাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলং বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপয়িত্বা তু রুদ্রে রুদ্রমেকত্বমাহুঃ। শাশ্বতং বৈ পুরাণমিষমূর্জ্জেন পশবোঽনুনাময়ন্তং মৃত্যুপাশান্ ॥

তদেতেনাত্মন্নেতেনার্দ্ধচতুর্থেন মাত্রেণ শান্তিং সংসৃজতি পশুপাশবিমোক্ষণম্ যা সা প্রথমা মাত্রা ব্রহ্মদেবত্যা রক্তা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্ব্রহ্মপদম্। যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্‌বৈষ্ণবং পদম্। যা সা তৃতীয়া মাত্রা ঈশানদেবত্যা কপিলা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদৈশানং পদম্। যা সার্দ্ধচতুর্থী মাত্রা সর্ব্বদেবত্যা-

ব্যক্তীভূতা খং বিচরতি। শুদ্ধা স্ফটিকসন্নিভা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেৎ পদমনাময়ম্। তদেতদুপাসীত মুনয়ো বাগ্‌বদন্তি ॥

ন তস্য গ্রহণময়ং পন্থা বিহিত উত্তরেণ যেন দেবা যান্তি যেন পিতরো যেন ঋষয়ঃ পরমপরং পরায়ণঞ্চেতি ॥

বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে বিশ্বং দেবং জাতরূপং বরেণ্যম্। তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তি-র্ভবতি নেতরেষাম্। যস্মিন্ ক্রোধং যাঞ্চ তৃষ্ণাং ক্ষমা-ঞ্চাক্ষমাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলম্। বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপ-য়িত্বা তু রুদ্রে রুদ্রমেকত্বমাহুঃ ॥

রুদ্রো হি শাশ্বতেন বৈ পুরাণেনেষমূর্জ্জেন তপসা নিয়ন্তাগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থল-মিতি ভস্ম ব্যোমমিতি ভস্ম সর্ব্বং হ বা ইদং ভস্ম মন এতানি চক্ষূংষি যস্মাদ্‌ব্রহ্মমিদং পাশুপতং যদ্ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ তস্মাদব্রহ্ম তদেতৎ পাশুপতং পশুপাশ-বিমোক্ষণায় ॥ ৫ ॥

দীপিকা।—ঈশস্য প্রতিজ্ঞাতমৈক্যমুপপাদয়িতুং সাধনানি চ বক্তুমবয়বশঃ প্রণবস্যোপাসনায়াঃ পৃথক্ ফলানি প্রতি-পাদ্য ঈশভক্তিপ্রধানেন জ্ঞানেনৈব পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়িতুঞ্চোত্তরখণ্ড আরভ্যতে একো হ দেব ইতি।

এক এব দেবঃ সর্ব্বা দিশঃ প্রজাতঃ সর্ব্বদিগ্রূপো বভূব দিগ্‌গ্রহণং তৎস্থবস্তূনামপ্যুপলক্ষণম্।

ননু কথমেকস্যানেকত্ব-সম্ভবঃ ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বাশ্চর্য্যে ভগবতি কিং কিং রূপং ন সম্ভবতি? ইত্যাশয়েন পরিহরতি পূর্ব্বো হেতি। পূর্ব্বঃ স উ স এব গর্ভে জগতো মধ্যাবস্থায়াং স এব অন্তোঽপি সর্ব্বান্তে বর্ত্তমানোঽপি। স এব উৎপত্ত্যুপাধিনা কালবিরোধং পরিহরতি স এবেতি। ননু কথমস্যানুভবঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ প্রত্যঙ্ঙিতি। হ জনাঃ আবালস্ত্রী-গোপালাঃ। সার্ব্বজনীনমনুভবং পশ্যতেতি শ্রুতে-র্ব্বচঃ কিং তৎ? সর্ব্বতোমুখঃ আদিত্যবৎ সর্ব্বেষাং সম্মুখঃ প্রত্যঙ্ অবস্থাত্রয়ানুভূয়মানাহম্প্রত্যয়-বেদ্যাত্মরূপেণ তিষ্ঠতি যঃ স ঈশঃ।

দ্বিতীয়গন্ধমপি নিষেধতি এক ইতি। স দ্বিতীয়মৈচ্ছদিতি শ্রুতেঃ প্রাপ্তাং সহায়াপেক্ষাং নিষেধতি ন দ্বিতীয়ায় তস্থাবিতি। তত্তু লীলা-মাত্রং দ্বিতীয়চেতনাভাবাদেকো দ্রষ্টেতি শ্রুতেঃ সঞ্চুকোচ ইতি অন্তকালে প্রলয়কালে সঙ্কোচং কৃতবান্, সংসৃজ্য ব্যাপ্য।

ননু বহবঃ শরীরিণশ্চেতনা দৃশ্যন্তে একত্বস্ত্বীশ্বরাপেক্ষ-মেবেত্যত আহ যো যোনিং যোনিমিতি। সর্ব্বে জীবা ব্যুচ্চরন্তীতি শ্রুতেঃ বিস্ফুলিঙ্গ ইব ততো ভিন্ন এব ইতি ভাবঃ। জ্ঞানশক্তিবৎ ক্রিয়াশক্তিরপ্যেকত্রৈবাস্তীত্যাহ সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং সঞ্চরতি প্রবিশতি বিচরতি নানা

গচ্ছতি চ যেন শক্তিমতা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বগুণৈঃ সম্পন্নঃ স এব সেব্য ইত্যাহ তমিতি। বরদং সকামানামপ্যুপাস্যং দেবং স্বতো দ্রষ্টারম্ ঈড্যং স্তুত্যং বেদানাং নিচায্যং নিতরাং সর্ব্বভাবেন পূজয়িত্বা ইমাম ঈশ্বরাবস্থামেব অত্যন্ত শান্তিং কৈবল্যাখ্যাম্ এতি।

তৎ প্রাপ্ত্যন্তরঙ্গোপায়ানাহ ক্ষমামিতি। হেতুজালস্য হেতুবাদ-কল্পনা-সমূহস্য মূলং কারণভূতাং ক্ষমাং ভূমিম্ অবিবেকদৃষ্টিলক্ষণাং হিত্বা ত্যক্ত্বা বুদ্ধ্যা নিপুণধিয়া সঞ্চিতং স্বীকৃতং বস্তু রুদ্রে স্থাপয়িত্বা সমর্প্য তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ইত্যুক্তত্বাৎ রুদ্রমেব একত্বম্ একভাবমেকরসমেতীত্যনুষঙ্গঃ আহুঃ ইতি আহুরাচার্য্যা ইত্যর্থঃ। কীদৃশং রুদ্রং শাশ্বতং সর্ব্বকাল-ব্যাপিনং পুরাণং পুরাপি নবং ন কদাচিজ্জীর্ণম্ ইষম্ অন্নম্ উর্জ্জেন বলেন সহ পশবঃ দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা পশূন্ অনুনাময়ন্তম্ অধীনীকুর্ব্বন্তঃ ভক্তেভ্যোঽর্পয়ন্তমিতি যাবৎ মৃত্যুপাশান্ নাময়ন্তং ন্যক্কুর্ব্বন্তং তেভ্যো মোচয়ন্তমিতি যাবৎ ভক্তিমুক্তিপ্রদমিত্যর্থঃ॥

ইদানীং প্রণবস্য মাত্রাভেদেন ধ্যানভেদস্য ফলানি বক্তুং প্রথমং প্রাধান্যাৎ চতুর্ম্মাত্রস্য তস্য ফলমাহ তদেতেনাত্মন্নিতি। তৎ তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারাৎ এতেন প্রণবেন আত্মন্ আত্মনি এতেন আদৃতেন আগতেন আত্মপ্রতিপাদকেন অর্দ্ধা চতুর্থী মাত্রা যস্য তেন ওঙ্কারেণ শান্তিং সংসৃজতি ঈশ্বরঃ। তথা পশুপাশ-বিমোক্ষণ-

শান্তিদ্বারা কর্ম্মপাশহানিং করোতি। প্রত্যেকমাত্রাণাং ফলমাহ যা সেতি। প্রথমা অকাররূপা অর্দ্ধচতুর্থী মাত্রা চতুর্থী অর্দ্ধরূপা মাত্রেত্যর্থঃ সর্ব্বদেবত্যা ব্রহ্ম বিষ্ণু-রুদ্র-দেবত্যা অব্যক্তীভূতা অবর্ণকত্বাৎ অব্যক্তীভূতা বর্ণরূপেণানির্ব্বাচ্যা খং মূর্দ্ধানং প্রবিচরতি। শুদ্ধা ইতি বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ পদ্মনামকং সহস্রদলং পদ্মমিতি প্রসিদ্ধম্। তদুক্তম্—মূর্দ্ধ্নি প্রতিষ্ঠিতং পদ্মং সহস্রদলসংযুতম্ ইতি ষোড়শদলং বা। তদিতি তৎ তস্মাৎ কারণাৎ এতৎ পদ্মনামকং পদং চতুর্থমাত্রাদ্বারা উপাস্তে। তস্য পদ্মান্তরবৈলক্ষণ্যমাহ মুনয়ো বাগ্-বদন্তীতি। অবাক্ অধোমুখং যচ্ছ্রুতিঃ অবাঙ্মুখশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—ষোড়শচ্ছন্দসংযুক্তং শিরঃপদ্মাদধোমুখাৎ। নির্গত্যামৃতধারাভিঃ ইতি।

বিশেষান্তরমাহ ন তস্য গ্রহণমিতি। গৃহ্যতে অনেনেতি গ্রহণং নালং তৎ যস্য নাস্তি অধোমুখস্য তস্য মূর্দ্ধোপরি নালত্বাদর্শনাৎ। এতৎ ভিত্ত্বা যে যান্তি তেষাং গতিমাহ অয়মিতি। অয়ং পন্থাঃ ওঙ্কারোপাসন-লক্ষণঃ যেন উত্তরেণ পথা দেবা যান্তি গচ্ছন্তি পিতরঃ জ্ঞানরহিত-কর্ম্মোপাসনেন গচ্ছন্তি। যে ন পিতর ইতি পাঠে যে পিতরঃ তে উত্তরেণ পথা ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। নেষ্টাপূর্ত্তমাত্রকারিণাং জ্ঞানরহিতানামুত্তরেণ পথা গতিরস্তি। অথবা পিতরঃ পিতৃমার্গাধিপাঃ কব্যবালাদয়ঃ তেষাং হি জ্ঞানিত্বাদুত্তরমার্গ এব অত্রাপি

বিশেষঃ কেচিৎ পরমেব যান্তি। যদুক্তম্—ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে মুচ্যন্তে ইতি। কেচিৎ অপরং ব্রহ্মলোকাদি যেষামসতি জ্ঞানপরিপাকে কল্পান্তরে পুনর্জ্জন্ম ভবতি। কেচিৎ পরায়ণং বৈকুণ্ঠ-কৈলাসাদি।

তত্র কে পরমেব যান্তি ইত্যপেক্ষায়ামাহ বালাগ্রমাত্রমিতি। দুর্লক্ষ্যত্বেন সূক্ষ্মত্বোক্তিঃ হৃদয়স্থ মধ্যে দহরে বিশ্বং জাগ্রদবস্থাভিমানিনং দেবং দ্যোতনাত্মকং জাতরূপং সুবর্ণবর্ণং জাতরূপং জগদস্মাদিতি বরেণ্যং বরণীয়ম্ আত্মস্থং বুদ্ধিপ্রকাশকং শান্তিঃ মুক্তিঃ ইতরেষাং তদনভিজ্ঞানাৎ। ইতরেষামপ্রাপ্তে হেতুং ত্যাজয়িতুমাহ যস্মিন্নিতি। যস্মিন্নিতি বিষয়নির্দ্দেশঃ ক্রোধবিষয়ং ক্রোধঞ্চ হিত্বা বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ, যা চ তৃষ্ণাবিষয়া তাঞ্চ তৃষ্ণাং হিত্বা ক্ষমাগ্রহণং সর্ব্বসাধনোপলক্ষণং লব্ধে তত্ত্বে সাধনান্যপি চেত্যর্থঃ যেন ত্যজতি সন্ত্যজৌ ইত্যুক্তেঃ। হেতুজালস্থ বিকল্পরাশেঃ মূলভূতাং ক্ষমাং ভূমিম্ অবিবেকদৃষ্টিঞ্চ হিত্বা বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণধিয়া সঞ্চিতং বিবেকদৃষ্ট্যা রুদ্রে স্থাপয়িত্বা সমর্প্য যজ্জুহোষি যদশ্নাসি ইত্যাদি স্মৃতেঃ। ননু বিষ্ণৌ ব্রহ্মণি চেতি বক্তব্যে রুদ্রে ইতি কিমর্থমুচ্যতে। ইত্যাশঙ্ক্যাহ রুদ্রমিতি। রুদ্রম্ একত্বমাপন্নম্ আহুরাচার্য্যা ইত্যপেক্ষিতম্। অয়ং ভাবঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যো মহেশ্বর এবং শুদ্ধং ব্রহ্ম স এব স্বমহিম্না চিত্তৈশ্বর্য্যেণ নামানি রূপাণি চাপন্ন ইতি।

রুদ্রো হীতি। শাশ্বতেন অনবচ্ছিন্নেন পুরাণেন অপরিণামিনা উর্জ্জেন ঐশ্বর্য্যেণ তপসা চ রুদ্ররূপম্ ইষম্ অন্নং ভূতজাতং নিয়ন্তা। তৃন্ ন লোকেতি ষষ্ঠীনিষেধঃ। সর্ব্বভূতজাতং নিযচ্ছতি ঐশ্বর্য্যতপসোঃ শাশ্বতং রুদ্রস্য দশাব্যয়ত্বাৎ। তথাহি—জ্ঞানং বিরাগিতৈশ্বর্য্যং তপঃ শৌচং ক্ষমা ধৃতিঃ। স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বন্ধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব বা। অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ইতি। ভস্মধারণমীশ্বরস্য প্রসিদ্ধম্। তদ্‌যথা ভস্ম লীলয়া ধৃতং নায়াসকারি তথা জগদপীতি বক্তুমগ্ন্যাদীনাং ভস্মোপমামাহ অগ্নিরিত্যাদি। বিশ্বং ভস্মবিশেষেণ ধৃতমিত্যর্থঃ। স্থলং পৃথিবী সর্ব্বম্ আকাশাদিকমপি ইদং জগৎ চক্ষূংষি ইন্দ্রিয়াণি। ননু কিমর্থমমঙ্গলং ভস্ম দধাতি অত আহ পশুপতে রুদ্রস্যেদং ব্রতম্ যস্মাদিতি। যদ্যপি পূর্ণকামস্য ন চ ব্রতেনাপি প্রয়োজনং তথাপি ভক্তানুগ্রহার্থং ব্রতে ময়া কৃতে ভক্তা অপি তথা কুর্য্যুরিতি। যৎ যস্মাৎ ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেদিতি ব্রতং পশুপতিনা প্রোক্তং পশুপতিনা ধৃতঞ্চ ভস্ম তস্মাৎ ব্রহ্ম জ্ঞেয়মিতি স্তুতিঃ। ফলমাহ তদিতি। পশূনাং জীবানাং পাশস্য বন্ধস্য বিমোক্ষণায় ত্যাগায় এতৎ ব্রতং ভস্মধারণবিধিঃ ফলবিশেষশ্চ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদি দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরের ঐক্যজ্ঞানপ্রতিপাদনার্থ প্রণবোপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রতিপাদন পূর্ব্বক ঈশ্বরভক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পরমার্থসিদ্ধি হয়, এই বিষয় পরিজ্ঞাপনার্থ ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।—একমাত্র পরাৎপর পরমপিতা জগদীশ্বরই যাবতীয় দিক্ ও সেই সেই দিকে স্থিত সমগ্র পদার্থস্বরূপ। তিনি এক হইয়া জগতে নানারূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অসীমমাহাত্ম্যশালী, তাঁহার নিকট কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে; এমন কার্য্য নাই, যাহা তিনি করিতে না পারেন। তিনি জগতের পূর্ব্ব, তিনিই জগতের মধ্য এবং তিনিই জগতের অন্তে বিদ্যমান থাকিবেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্তমাহাত্ম্যশালী পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেবই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালে বিদ্যমান আছেন। সেই ঈশানদেব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখস্বরূপ। তিনি অবস্থাত্রয় অনুভব পূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন এবং তিনিই সকলের পরিজ্ঞেয়; সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিলেই নরজন্মের সাফল্যলাভ হয়।

সেই এক রুদ্রদেব ঈশানীশক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। তিনি অদ্বিতীয়, কাহারও সহায়তার অপেক্ষা করেন না। সেই সর্ব্বেশ্বর জগৎপ্রভু অসীমশক্তি ও অপরিসীম মাহাত্ম্যপ্রভাবে শিশু,যুবা,বৃদ্ধ ও বনিতাদি সকলের ও সর্ব্বপদার্থের অধীশ্বর হইয়া আছেন।

সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ রুদ্রদেবই এই অসীম চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং চরমে প্রলয় করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই রুদ্রদেবই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি ব্যতীত জগৎকর্ত্তা আর কেহ নাই।

পূর্ব্বশ্লোকে কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই স্বীকার করিলেন, কিন্তু নানারূপ চেতনাবিশিষ্ট শরীরী জীবাদি দেখা যায় কেন? এই সন্দেহের মীমাংসা এই,—সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মই প্রতিযোনিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই প্রতিবিম্বমাত্র, তিনিই অনন্ত-জীবরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন। তিনিই সর্ব্বসম্পন্ন ও ব্রহ্মাণ্ডের সেব্য, তিনি বরদ অর্থাৎ সর্ব্বকামীর আরাধ্য। যে ব্যক্তি যে কামনায় তাঁহার আরাধনা করে, তাহার সেই কামনা ফলবতী হয়, দেবগণ তাঁহাকেই স্তব করিয়া থাকেন, অতএব সেই পরমব্রহ্মরূপী ঈশানকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিলে কৈবল্যমুক্তিস্বরূপ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বতন আচার্য্যবৃন্দ ব্রহ্মলাভের যে অসাধারণ হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা এই,—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সাংসারিক হেতুবাদ ও কল্পনার মূলকারণস্বরূপ অবিবেক-দৃষ্টি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বুদ্ধির নৈপুণ্যদ্বারা স্বীকৃত বস্তু

সকল সেই রুদ্রদেবে সমর্পণ করত সর্ব্বব্যাপী পুরাণপুরুষকে এবং যিনি বলের সহিত অন্ন ও পশুকুলকে স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি ভক্তবৃন্দকে অন্ন ও বল প্রদান করেন, যিনি ভক্তবৃন্দের মৃত্যুপাশ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মোচন করেন, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপী রুদ্র-দেবকে প্রাপ্ত হয়।

অধুনা প্রণবের মাত্রাভেদে বিশেষ বিশেষ ফলসাধনার্থ অগ্রে প্রণবের মাত্রাচতুষ্টয়ের ফল বিবৃত হইতেছে।— পূর্ণমাত্র "ওঁ" এই শব্দ চিন্তা করিলে তাহাকে ঈশ্বর সর্ব্বশাস্তি সমর্পণ করেন; তাহার পশুপাশবৎ ভবপাশ ছিন্ন হয়, সে কর্ম্মপাশ ছেদন পূর্ব্বক পরমপদ লাভ করে। ওঙ্কারের অকারস্বরূপ প্রথমমাত্রা ব্রহ্মদৈবত, অর্থাৎ ব্রহ্মাই উক্ত অকাররূপ প্রথমমাত্রার দেবতা। ঐ মাত্রা লোহিত-বর্ণ, যে ব্যক্তি সেই অকাররূপিণী ব্রহ্মদৈবত রক্তবর্ণা প্রথমমাত্রার ধ্যান করে, তাহার নিত্যধাম-ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ওঁকারের দ্বিতীয়মাত্রা উকারস্বরূপা ও কৃষ্ণবর্ণা। যিনি সেই উকাররূপিণী বিষ্ণুদৈবত কৃষ্ণবর্ণা দ্বিতীয়মাত্রাকে ধ্যান করেন, তিনি সনাতন বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন। ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা মকারস্বরূপিণী, রুদ্রদৈবত ও কপিলবর্ণা। যে ব্যক্তি সেই মকাররূপিণী রুদ্রদৈবত কপিলবর্ণা তৃতীয়মাত্রার চিন্তা করে, নিত্যধাম ঈশানপদ তাহার করগত হয়। ওঙ্কারের চতুর্থী মাত্রা সম্পূর্ণ

ওঙ্কারস্বরূপ, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রদৈবত ও অব্যক্তভূতা। ঐ পূর্ণমাত্র ওঙ্কার নিরন্তর সহস্রারকমলে বিচরণ করেন এবং উহা বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বদৈবত পূর্ণমাত্র ওঙ্কারের চিন্তা করে, অনাময় নিত্যধাম পরমপদ তাহার হস্তগত হয়। অতএব পরমপদ মোক্ষধাম-লাভের বাসনায় পূর্ণমাত্র ওঙ্কারের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সহস্রারপদ্ম অধোমুখ মূর্দ্ধাতে অবস্থিত ; ঐ পদ্ম ভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তা করিবে। এই বিষয়ে ঋষিবৃন্দ বলিয়া থাকেন যে, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মধ্যানের এই একমাত্র উপায় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তবে যাহারা উক্ত অধোমুখ সহস্রদলকমল ভেদ পূর্ব্বক পরমব্রহ্মচি দন্ত অক্ষম, তাহাদিগের পক্ষে কেবল এই প্রণবোপাসনারূপ ব্রহ্মধ্যানই শ্রেয়ঃকল্প। ঋষিবৃন্দ এই পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানবিধান করিয়া গিয়াছেন। এই পন্থা আশ্রয় করত ব্রহ্মচিন্তা করিয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার করত পরমধাম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরমপদ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয় এবং কোন কোন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক কামনা করে, তাহাদিগের জ্ঞানের অপরিপাক হেতু আর কল্পান্তরে তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ

ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ, কাশী প্রভৃতি মোক্ষধাম অভিলাষ করিয়া থাকেন।

এই প্রকার বহুবিধ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারা প্রকৃত মুক্তি লাভ করে, তাহা বিবৃত হইতেছে। —যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম, দুর্ল্লভ, সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপ, স্বপ্রকাশমান, ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিপ্রকাশক, আত্মস্থ পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া প্রকৃত শান্তিসুখ প্রাপ্ত হন। সাধারণের অদৃষ্টে সেই অনির্ব্বচনীয় পরম-প্রীতিলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা রোষের বিষয়ীভূত পদার্থসকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই রোষের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছে এবং তৃষ্ণার বিষয়ীভূত পদার্থ সকল পরিহার পূর্ব্বক সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করত সর্ব্ববিধ বিষয়সুখে ক্ষান্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন প্রকার বিষয়সাধন বস্তু যাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে, তাহারাই কেবল সংসারের সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে এবং অবিবেকবুদ্ধিকে আত্মা হইতে বিদূরিত করিয়া বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয় রুদ্ররূপী ব্রহ্মে সমর্পণ করত সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে থাকে। যেহেতু, পুরাতন আর্য্যগণ সেই রুদ্রদেবকেই একমাত্র পরংব্রহ্ম বলেন এবং সেই রুদ্রই ভগবৎশব্দবাচ্য নিত্যশুদ্ধ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

সেই অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেব অসীম মাহাত্ম্য-প্রভাবে সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন বস্তুই তাঁহার জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি, সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব, আত্মসম্বন্ধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব এই দশ প্রকার ঈশ্বরমাহাত্ম্যকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল পদার্থ আছে, তৎসমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধীন। সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ ভস্মধারণচ্ছলে এই অসীম জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভস্মধারণ করেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। তিনি যে ভস্মধারণ করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত ভস্ম নহে; রুদ্রদেব ভস্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছেন। অগ্নি প্রভৃতি সকল বস্তু রুদ্র-দেহে ভস্মরূপে বিদ্যমান। অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী ও আকাশ এই সকল বস্তুই ভস্মস্বরূপ এবং মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামও ভস্ম। পশুপতি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ অমঙ্গলজনক ভস্ম ধারণ করিয়াছেন; ইহাই পশুপতির ব্রত। তিনি ইহাই মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই প্রকার ব্রতাচরণ করিলে আমার ভক্তবৃন্দও তাহা করিবে। যে সমস্ত জীব এই প্রকার ভস্মধারণরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমনে সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে চিন্তা করে, তাহারা অনারাসে এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৫ ॥

যোঽগ্নৌ রুদ্রো যোঽপ্স্বন্তর্য ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ। য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লপে তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্ত্বগ্নয়ে। যো রুদ্রোঽগ্নৌ যো রুদ্রোপ্স্বন্তর্যো রুদ্র ওষধ্বর্বীরুধ আবিবেশ। যো রুদ্র ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো নমঃ। যো রুদ্রোঽপ্সু যো রুদ্র ওষধিষু যো রুদ্রো বনস্পতিষু। যেন রুদ্রেণ জগদূর্দ্ধং ধারিতং পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্ত্তা ধারিতা নাগা যেঽন্তরীক্ষে তস্মৈ রুদ্রায় বৈ নমো নমঃ॥

মূর্দ্ধানমস্য সংসেব্যাপ্যথর্ব্বা হৃদয়ঞ্চ যৎ। মস্তিষ্কাদূর্দ্ধং প্রেরয়ত্যবমানোঽধিশীর্ষতঃ। তদ্বা অথর্ব্বণঃ শিরো-দেবকোষঃ সমুজ্ঝিতঃ। তৎ প্রাণোঽভিরক্ষতি শিরোঽন্তমথো মনঃ। ন চ দিবো দেবজনেন গুপ্তা ন চান্তরীক্ষাণি ন চ ভূম ইমাঃ যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতপ্রোতং তস্মাদন্যং ন পরং কিঞ্চ নাস্তি। ন তস্মাৎ পূর্ব্বং ন পরং তদস্তি ন ভূতং নোত ভব্যং যদাসীৎ। সহস্রপাদেকমূর্দ্ধা ব্যাপ্তং স এবেদমাবরীবর্ত্তি ভূতম্। অক্ষরাৎ সঞ্জায়তে কালঃ কালাদ্-ব্যাপক উচ্যতে। ব্যাপকো হি ভগবান্ রুদ্রো ভোগায়মানো যদা শেতে রুদ্রস্তদা সংহার্য্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্বসিতে তমো ভবতি তমস-আপোঽপ্স্বঙ্গুল্যা মথিতে মথিতং শিশিরে শিশিরং মথ্যমানং ফেনং ভবতি ফেনাদণ্ডং ভবত্যণ্ডাদ্ব্রহ্মা ভবতি ব্রহ্মণো বায়ুঃ বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী সাবিত্র্যা গায়ত্রী গায়ত্র্যা লোকা

ভবন্তি। অৰ্চ্চয়ন্তি তপঃ সত্যং মধু ক্ষরন্তি যদ্‌ধ্রুবম্‌। এতদ্ধি পরমং তপঃ। আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোং নম ইতি॥ ৬॥

অগ্ন্যাদীনাং রুদ্ররূপতয়া রুদ্রস্য চাগ্নিরূপতয়া অগ্ন্যাদ্যধিকরণতয়া চ নমস্কর্ত্তুং মন্ত্রত্রয়মাম্নাতং যোঽগ্নৌ রুদ্র ইত্যাদি। প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যয় ইতি প্রকৃতিভাবঃ ওষধীঃ ব্রীহ্যাদ্যাঃ বীরুধঃ গুল্মা একৈকগ্রহণং প্রদর্শনার্থম্‌॥

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি" স্মৃতেঃ।
"যা যা প্রকৃতিরুদারা যো যোঽপ্যানন্দসুন্দরো ভাবঃ।
যদপি চ কিঞ্চিদ্রমণীয়ং বস্তু শিবস্তত্তদাকারঃ"॥ ইতি চ স্মৃতেঃ।

ইমাঃ ইমানি বিশ্বানি চক্লপে কৃতবান্‌ পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্ত্তা ধারিতেতি। ঋতা সত্যাসত্যা ধারা সতী পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা শেষরূপেণ দিগ্‌গজরূপেণ রাজন্যরূপেণ চ ধারিতা ধৃতা। শেষনাগরূপেণ ধৃতা ইত্যুক্তে পাতাল-এব নাগরূপেণ তিষ্ঠতীতি শঙ্কা স্যাদত আহ নাগা ইতি। তদুক্তং নীলরুদ্রেণ—

"নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো নমঃ॥" ইতি॥

নাগাঃ দিগ্‌গজা বা তেঽপ্যন্তরীক্ষস্থা দন্তৈঃ পৃথিবীং বিভ্রতি।

ইদানীমথর্ব্বশিরসোঽস্য গ্রন্থস্যোৎপত্তি-প্রকারমাহ মূর্দ্ধানমিতি। অথর্ব্বা অথর্ব্বর্ষি-শরীরাধিষ্ঠাতা পবমানঃ বায়ুঃ প্রাণঃ অস্য অথর্ব্বণো মুনেঃ মূর্দ্ধানং সংশীব্য সংশীর্য্য বিদার্য্য মস্তিষ্কাৎ মস্তকাৎ উর্দ্ধঃ সন্ যদস্য হৃদয়ং হৃদিস্থং গ্রন্থরূপং তৎ শীর্ষতঃ অধিশীর্ষে প্রেরয়ৎ প্রেরিতবান্। তদ্বেতি। অধিশীর্ষতঃ শির উর্দ্ধতঃ যস্মাৎ প্রাণেন প্রেরিতং তৎ তস্মাৎ বৈ নিশ্চিতম্ অথর্ব্বণঃ শিরঃ এতদ্গ্রন্থরূপং দেবকোষঃ দেবানামিন্দ্রাদীনাং কোষো নিধিঃ সমুজ্ঝিতঃ সুগোপিতঃ সুরক্ষিতঃ। তদ্গ্রন্থরূপমদ্ভুতং সৎ কেন রক্ষিতম্ অত আহ তৎ প্রাণ ইতি। তৎ শিরঃ প্রাণোঽভিরক্ষতি প্রাণাধীনত্বাদধ্যয়নস্য প্রাণস্য অন্নাধীনস্থিতিকত্বাদন্নমপ্যভিরক্ষতি। তর্হি সুষুপ্তে কস্মান্নাধীত ইত্যত আহ মন ইতি। মনসা মনস্যভিমন্ত্রানধীয়েত্যথাধীত ইতি শ্রুতেঃ মনোঽপ্যভিরক্ষতি ॥

যং দেবমেষোপনিষৎ স্তৌতি তস্যোপনিষদুৎপত্তিপ্রকার-কথনেন মহত্ত্বমুক্ত্বা প্রকৃতং তদেব স্তবনমনুসন্ধত্তে ন চেতি। দেবাদীনাং নবত্বং গুণসঙ্করেণ দ্রষ্টব্যম্ তদ্যথা দ্যোর্লোকঃ সাত্ত্বিক-রাজস-তামসভেদেন ত্রিধা ত্রিবিধোঽপি প্রত্যেকং সঙ্করেণ নবধা এবমন্তরীক্ষং ভূমিশ্চ। যদ্বা জম্বুদ্বীপস্য নবখণ্ডত্বাৎ ইতরয়োরপি তথা খণ্ডাঃ কল্প্যাঃ। দেবজনেন দেবজনকেন অথবা দেবাঃ জনাঃ সেবকা যস্য তেন রুদ্রেণ গুপ্তা গোপিতা রক্ষিতা। ভূম ইমা ইতি ছান্দসো বর্ণ-

লোপঃ ভূময় ইমাঃ গুপ্তা ইতি। ন চ কেবলং গুপ্তাঃ কিন্তু ব্যাপ্তা অপি ইত্যাহ যস্মিন্নিতি। ওতং প্রোতং তন্তুম্বিব পট আততঃ প্রততশ্চ ঊর্দ্ধং তন্তুভিরাবয়নং তির্য্যক্ তন্তুভিঃ প্রবয়নং যস্মাৎ দেবাৎ ন হ্যনৎ পরং ভিন্নমস্তি দেব-সত্তায়তত্বাৎ জগৎসত্বস্য পরম্ উৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানব্যাপ্তিমুক্ত্বা ভূতভবিষ্যতোরপি ব্যাপ্তিমাহ ন তস্মা-দিতি। যৎ ভূতং ভব্যং বা অস্তি তদপি তস্মাৎ পূর্ব্বং পরঞ্চ নাসীৎ ন ভবিষ্যতি চ ইত্যপি বোধ্যম্॥

নম্বেকেন কথমনেকং ব্যাপ্তম্ অত আহ সহস্রেতি। সহস্রপাৎ কার্য্যরূপেণ সহস্রপাচ্চাসাবেকমূর্দ্ধা চ সহস্র-পাদেকমূর্দ্ধা তেন ব্যাপ্তমিদম্ কারণেন কার্য্যব্যাপ্তির্মৃদাদৌ প্রসিদ্ধা ন কেবলং তিল-তৈল-দধি-সর্পিরাদিবৎ ব্যাপ্তিমাত্রম্ কিন্তু স এবাতিশয়েন আবৃণোতি আবরীবর্ত্তি সর্ব্বাংশেন ব্যাপ্নোতি ন তু খলু চক্রাদিবৎ ততোহন্যৎ কিঞ্চিদস্তি অক্ষরাৎ কূটস্থাৎ কালঃ সঙ্কর্ষণঃ হন্তুধিপঃ ক্ষণাদি-ব্যবহার-নিমিত্তভূতঃ সঞ্জায়তে কালাদ্‌ব্যাপক উচ্যতে সতি কালে ব্যাপ্য-ব্যাপক-সংজ্ঞাং লভতে ভোগায়মানঃ সর্পশরীরমিব সর্ব্বতঃ সঙ্কিপ্য যদা শেতে উপরত-ক্রিয়ো ভবতি তদা সংহার্য্যতে সংহর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ॥

সম্প্রতি সৃষ্টিমাহ উচ্ছ্বসিতে ইতি। উচ্ছ্বসিতে কার্য্য-জননোৎসুকে ঈশ্বরে সতি তমঃ অজ্ঞানং প্রসৃতং ভবতি তমসঃ আকাশাদিক্রমেণ আপঃ অপ্সু অঙ্গুল্যা মথিতে মথনে

কৃতে সতি তক্রমিব জা তে ততঃ শিশিরে বিলম্বে সতি শিশিরং শীতং ভবতি শীতার্থাঃ শব্দাঃ বিলম্বার্থা অপি ভবন্তি যথা শীতকোঽয়ং বিলম্বকারীতি গম্যতে। অথবা শিশিরে বায়ৌ বাতি শিশিরং ভবতীত্যর্থঃ। শীতলং সৎ পুনর্ম্মথ্যমানং ফেনো ভবতি ফেনাৎ কালেনাণ্ডং ভবতি ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ বায়ুঃ প্রাণাখ্যঃ মারুতস্তু রসি চরন্ মন্ত্রং জনয়তি স্বরম্ ইত্যুক্তেঃ। বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী গায়ত্র্যাঃ পূর্ব্বাবস্থা ব্যাহৃত্যাখ্যা প্রণবাদক্ষরত্রয়াদ্ব্যাহৃতিত্রয়ম্ ইত্যুক্তেঃ। গায়ত্রী তৎপদাদিকা গায়ত্র্যাঃ বেদত্রয়দ্বারা ত্রয়ো লোকা ভবন্তি। অর্চ্চয়ন্তি লোকান্ বুধাঃ কুতঃ যতো লোকঃ তপঃ সত্যং যচ্চ ধ্রুবং মধু অমৃতং মোক্ষাখ্যং তৎ ক্ষরন্তি। শরীরসাধ্যত্বাৎ তপ আদীনাং শরীরস্য চ: সৃষ্টিপ্রধানত্বাৎ ইতরথা বিদ্যাৎ যতঃ সুষুপ্তিবজ্জাড্যাত্তন্ন নিবর্ত্ততে অতএব ঈশ্বরস্য জীবানুগ্রহায় সৃষ্টিনির্ম্মাণমিতি ॥

কিং তৎ পরমং তপঃ? ইত্যাহ আপ ইতি। তপঃসাধনত্বাদয়ং মন্ত্রস্তপ ইত্যুক্তঃ তস্মাৎ প্রযত্নেন প্রাণায়ামোঽপ্যাবর্ত্তনীয়ঃ ইতি ভাবঃ। তপঃসত্যে লোকাখ্যে ধ্রুবং মধু ক্ষরন্তি প্রস্রবন্তি লোকাঃ ভূরাদয়ঃ তেন তানর্চ্চয়ন্তি এতৎ হি যস্মাৎ পরমং তপঃ তপঃফলং গায়ত্রীশিরঃ সাধ্যমিতি চার্থঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি সকল বস্তুই যে রুদ্রস্বরূপ, যে রুদ্রদেব অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি ব্রহ্মা-

ণ্ডের সকল পদার্থস্বরূপ অর্থাৎ যিনি বহ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতাস্বরূপ ও ওষধি প্রভৃতি নিখিল বস্তুতে প্রবিষ্ট আছেন এবং অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু যে রুদ্রদেবে বর্ত্তমান আছে, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, যে রুদ্রদেব অনন্তব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, সেই জগৎকর্ত্তা রুদ্রদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি অন্তরীক্ষরূপে ঊর্দ্ধদেশে অনন্তরূপে, অন্তরীক্ষদেশে দিগ্‌গজরূপে এবং মধ্যপ্রদেশে রাজন্যস্বরূপে বসুমতীকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বজনকর্ত্তা রুদ্ররূপী পরাৎপর পরমব্রহ্মকে বার বার নমস্কার করি।

অধুনা এই অথর্ব্বশির-উপনিষৎ-নামক গ্রন্থের উৎপত্তি-প্রকরণ প্রকাশিত হইতেছে।—অথর্ব্বনামা ঋষির দেহের অধিষ্ঠাতা প্রাণবায়ু তাঁহার হৃদিস্থিত শ্রুতির প্রণয়নাভি-লাষকে ঊর্দ্ধদেশে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিল। তৎপরে সেই অভিলাষ শ্রুতিরূপে পরিণত হইয়া অথর্ব্বঋষির মূর্দ্ধা ভেদ পূর্ব্বক মস্তিষ্ক হইতে ঊর্দ্ধে নীত হইল। শ্রুতি সকল অথর্ব্ব-ঋষির শিরোদেশ ভেদপূর্ব্বক প্রাণবায়ু-কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে নীত হইয়াছিল, এই জন্য এই উপনিষৎ "অথর্ব্বশিরো" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া দেবকোষরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণ গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই শ্রুতি প্রাণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইল এবং প্রাণিবৃন্দ এই

উপনিষৎ-শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। এই উপনিষৎশ্রুতির রক্ষাবিষয়ে অন্নও কারণ, কেন না, অন্নই প্রাণস্থিতির মূল কারণ। সুষুপ্তিসময়ে মন এই উপনিষৎকে রক্ষা করিতে লাগিল অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে প্রাণের বিষয়ধারণাশক্তি লুপ্ত হয়, কিন্তু মন তৎকালেও সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ থাকে; সুতরাং এই উপনিষৎ সুষুপ্তি-সময়ে মনে অবস্থিত থাকিতে পারে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। উপনিষৎ যে দেবতার গুণবর্ণন করিয়াছে, উপনিষদের উৎপত্তিপ্রকরণ-নির্ণয়দ্বারা সেই দেবতার মহত্ত্ব কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দেবতার স্তব করা হইতেছে।—স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশ এই সকলই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে নবধা বিভক্ত আছে, এই সমস্তই দেবাদিদেব ভগবান্ রুদ্র পালন করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, যেমন পটখণ্ডমধ্যে সূত্রসকল ইতস্ততঃ অব্যাহত-রূপে বিস্তৃত থাকে, তদ্রূপ জগৎকারণ সর্ব্বকর্ত্তা পরংব্রহ্ম রুদ্রদেব এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। এই জগতে এমন বস্তু বা স্থান নাই যে সেই বস্তুতে বা সেই স্থানে তাঁহার অধিষ্ঠান নাই। সেই পরম-পিতা সচ্চিদানন্দ ব্যতীত এই জগতে সারভূত বস্তু আর কিছুই নাই, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই তাঁহার বিদ্যমানতা আছে, কোন কালেও তাঁহার অভাব নাই। যে সমস্ত বস্তু অতীত-

কালস্থিত, রুদ্রদেব সেই সমস্ত বস্তুরও আদি ও যাহা ভবিষ্যৎকালস্থায়ী, সেই পরমকারণ অনন্তরূপী ব্রহ্ম তাহার সংহারেও বিদ্যমান থাকিবেন।

সর্ব্বথা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হইল এবং সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। অধুনা জিজ্ঞাস্য এই যে, এক বস্তু কিরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—সেই পরমব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু অনন্ত-শক্তিশালী, একমূর্দ্ধা ও সহস্রপাদ। তাঁহার আকার ও রূপের সীমা নাই, তিনি অনন্তরূপে ও অশেষপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমাত্মা পরংব্রহ্ম সকল বস্তুতেই সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি তৈলাদি ও দধি-ঘৃত ইত্যাদির ন্যায় একদেশব্যাপী নহেন, পরন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুর সর্ব্ব অবয়ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি মহাকালস্বরূপ ও কালব্যাপী, তিনিই ক্ষণমুহূর্ত্তাদি সর্ব্বকালের কারণ। ভগবান্ রুদ্রদেব যখন ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপার হইতে বিরত হন, তখনই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। তৎকালেই তিনি সর্ব্বসংহারক কাল আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন।

অধুনা সৃষ্টিপ্রকরণ-বিবরণচ্ছলে ভগবান্ রুদ্রদেবের স্তব করা হইতেছে।—সেই ভগবান্ পরাৎপর, পরমাত্মা, রুদ্ররূপী, বিশ্বকর্ত্তা পরমব্রহ্ম যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে সমুৎ-

স্তব্ধ হন, তৎকালেই অজ্ঞানরূপ তমঃ উৎপন্ন হয়; সেই তমঃ হইতে আকাশ এবং সেই আকাশ হইতে সলিলের সৃষ্টি হইল। তখন ভগবান্ রুদ্রদেব অঙ্গুলী দ্বারা সেই সলিল মথন করিলেন। তৎপরে সেই সলিলমন্থনে তক্র-বৎ শিশির উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই শিশির ক্ষণকাল তদবস্থায় রহিল; পরে উক্ত শিশির শীতল হইলে তাহা হইতে শব্দ জন্মিল। তদনন্তর বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, ঐ বায়ুবহনে সেই শিশির পুনরায় মথিত হইয়া ফেনরূপে পরিণত হইল। কালসহকারে সেই ফেন হইতে একটি অণ্ড সঞ্জাত হইল, সেই অণ্ড হইতে প্রজা-পতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে সেই বায়ু প্রাণরূপে বহিতে লাগিল। পরে সেই বায়ু হইতে ওঙ্কার, ওঙ্কার হইতে সাবিত্রী, সাবিত্রী হইতে গায়ত্রী এবং গায়ত্রী হইতে ত্রিভুবন উৎপন্ন হইল। এই প্রকারে জগৎসৃষ্টি হইলে সকলেই সেই লোকত্রয়ের পূজা করিতে লাগিল। যেহেতু, সেই সমস্ত লোক হইতেই তপঃ সঞ্চিত হয় এবং সেই তপস্যা হইতে মোক্ষপদলাভ হইয়া থাকে। তপঃ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই শরীরসাধ্য, সেই শরীরও জগদীশ্বরের সৃষ্টির অধীন। সুতরাং করুণাময় জগৎপতি জীবগ্রামের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টিপ্রণালী নির্ম্মাণ করিলেন। তপস্যা দ্বারাই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য সর্ব্ব-

প্রযত্নে প্রাণায়ামরূপ তপশ্চরণ করিবে; ইহাই পরম তপ ॥ ৬ ॥

য ইদমথর্ব্বশিরো ব্রাহ্মণোঽধীতে অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি অনুপনীত উপনীতো ভবতি সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি স সূর্য্যপূতো ভবতি স সোমপূতো ভবতি স সত্যপূতো ভবতি স সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি স সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরনুধ্যাতো ভবতি স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি তেন সর্ব্বৈঃ ক্রতুভিরিষ্টং ভবতি গায়ত্র্যাঃ ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি ইতিহাসপুরাণানাং রুদ্রাণাং শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি প্রণবানামযুতং জপ্তং ভবতি। স চক্ষুষঃ পঙ্‌ক্তিং পুনাতি। আসপ্তমাৎ পুরুষযুগান্ পুনাতীত্যাহ ভগবানথর্ব্বশিরঃ সকৃজ্জপ্ত্বৈব শুচিঃ স পূতঃ কর্ম্মণ্যো ভবতি। দ্বিতীয়ং জপ্ত্বা গণাধিপত্যমবাপ্নোতি। তৃতীয়ং জপ্ত্বৈবমেবানুপ্রবিশত্যোং সত্যমোং সত্যমোং সত্যম্ ॥ ৭ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদে শির-উপনিষৎ সমাপ্তা ॥

দীপিকা।—সম্প্রত্যধ্যয়নফলমাহ য ইদমথর্ব্বশির ইতি। ব্রাহ্মণঃ ইতি বচনাৎ উপনীতস্যাপি ক্ষত্রিয়াদের্নাধিকার ইতি গম্যতে মুখ্যত্বাববোধনায় বা ব্রাহ্মণগ্রহণম্। অধীতে ইতি অর্থবোধপর্য্যন্তমধ্যয়নং পাঠমাত্রস্য

নিন্দাশ্রুতেঃ। ন চাল্পায়াসেন কথং বহুযত্নসাধ্যং ফলং স্যাদিতি শঙ্ক্যম্ অল্পায়াসেনাপ্যমৃতাদের্ম্মহাতৃপ্তি-জনকত্বাদি-দর্শনাৎ বস্তুশক্তেঃ পর্য্যনুযোগাযোগাৎ। অনধীতবেদোঽপ্যেতন্মাত্রাধ্যয়নেনৈতাদৃশো ভবতীত্যাহ অশ্রোত্রিয় ইতি। শ্রোত্রিয়ঃ বেদমধীত্য তদর্থানুষ্ঠাতা অনুপনীতঃ দ্বিতীয়োপনয়নাদিরহিতঃ অগ্নিপূতঃ অগ্নিনা হুতেন যথা পূতঃ বায়ুনা প্রাণায়ামৈর্যথা পূতঃ সূর্য্যেণ উপ-স্থিতেন যথা পূতঃ সোমেন সোমযাগেন যথা পূতঃ সত্যেন সত্যভাবিতেন যথা পূতঃ সর্ব্বৈঃ ধর্ম্মসাধনৈরনুষ্ঠিতৈর্যথা পূতঃ তথা অনেনেত্যর্থঃ। বেদৈঃ ইতি বেদানাং দেবতা-রূপেণ চেতনত্বাদনুধ্যানং সম্ভবতি। পুরুষযুগান্ মাতৃ-পক্ষীয়াংশ্চ। সপ্তমাৎ পুরুষাদাত্মনমভিব্যাপ্য পুনাতী-ত্যাহ ভগবান্ অথর্ব্বা॥

সকৃদাদিপাঠস্য ফলমাহ অথর্ব্বশির ইতি। এবমেব অনুপ্রবিশতি ইতি বিশেষমপশ্যন্ সামান্যমেব প্রবিশতি তচ্চ সামান্যরূপং ব্রহ্মৈব মোক্ষং যাতীত্যর্থঃ। যদ্বা এঃ বিষ্ণুঃ বঃ শিবঃ তয়োঃ সমাহারঃ এবং হরি-হরস্বরূপং তদেব অনু-প্রবিশতীতি এর্ব্বিষ্ণুর্ব্বো মহেশ্বর ইতি চৈকাক্ষরনির্ঘণ্টঃ। হরোপাস্ত্যা হরিপ্রাপ্তিঃ আবিরুদ্ধৈক-মূর্ত্তিত্বাত্তয়োরিতি॥

কিং তৎ সামান্যরূপম্? যদনুপ্রবিশতীত্যপেক্ষায়ামাহ সত্যমিতি। ওঙ্কারবাচ্যং সত্যমিত্যর্থঃ, হরি-হর-রূপমপ্যে-তদুভয়বাচ্যং ভবতি এবংবাচ্যং বা ওঙ্কারবাচ্যং সত্যমেব

সাধনান্তরং বিনৈব অনুপ্রবিশতীতি। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ৭ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদ-বাক্যানাং দীপিকাথর্ব্বমস্তকে ॥
ইত্যথর্ব্বশির-উপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা ॥

অনুবাদ।—অধুনা এই অথর্ব্বশিরোনামক উপনিষৎ-পাঠের ফল বিবৃত হইতেছে।—যে ব্রাহ্মণ এই উপনিষৎ পাঠ করিয়া ইহার প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, বেদাধ্যয়নাদি অনুষ্ঠান না করিয়াও সে তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে উপবীত না হইলেও তাহাকে উপনীত বলা যায়, সেই ব্যক্তি অগ্নিপূত অর্থাৎ হোমকর্ম্ম না করিয়াও হোমাদি দ্বারা পবিত্রীকৃতশরীরের ন্যায় হয়। সেই ব্যক্তি বায়ুপূত অর্থাৎ প্রাণ-সংযম না করিয়াও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রশরীর-ব্যক্তির সদৃশ হয়। এই শিরোপনিষৎ পাঠ করিলে সূর্য্যোপ-স্থানকারী ব্যক্তিবৎ তেজস্বী হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সোমযাগ করিয়া শুদ্ধদেহ হইয়াছে, এই উপনিষৎপাঠকারী ব্যক্তিও তাহার ন্যায় পূতদেহ হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর সত্যকথনদ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন করিয়াছে, এই উপনিষৎ অধ্যয়নে সেই ব্যক্তির ন্যায় আত্মোৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ

হয়। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে যেমন শরীর বিশুদ্ধ হয়, এই শিরঃ-উপনিষৎ অধ্যয়নে তদ্রূপ শরীরের পবিত্রতা সাধিত হয়। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করে, সেই মহাপুরুষ সুরগণ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হন, দেবরূপী বেদসকল নিয়ত তাঁহাকে অনুধ্যান করেন,সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থস্নানের ফলভাগী হয়, সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্যলাভ করে। ষষ্টিসহস্রসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এই উপনিষৎ অধ্যয়নে তদ্রূপ পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ইতিহাস ও পুরাণপাঠে এবং শতসহস্র রুদ্রনাম-জপে যেরূপ পুণ্য জন্মিতে পারে, এই উপনিষৎ পাঠ করিলে তদ্রূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়। প্রণবমন্ত্র অযুতসংখ্য জপ করিলে যত প্রকার পাপ ধ্বংস হইয়া শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এই উপনিষৎপাঠে মানব তদ্রূপ সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করে, তাহাকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদিগের নেত্র পবিত্র হয়। সেই ব্যক্তি আপন পিতৃমাতৃপক্ষীয় উভয়কুলের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে। ভগবান্ অথর্ব্বনামা ঋষি এই প্রকারে উপ-নিষৎলাভের ফলকীর্ত্তন করিয়াছেন। পরন্তু যে ব্যক্তি একবারমাত্র এই অথর্ব্বশির-উপনিষৎ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি শুচি, পবিত্র ও সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী হয়। দ্বিতীয়-পাঠে গণাধিপতিত্ব লাভ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তৃতীয়-বার এই উপনিষৎ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি হরিহরাত্মক

পরংব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া পরমধাম মোক্ষপদ লাভ করত অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে সন্তরণ করিতে থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি অথর্ব্বশির-উপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

কেনোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা।

কলিকাতা-রাজধান্যাং ;

১১৫।৪ নং গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩১৮

কেনোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

মদীয় নিখিল অঙ্গ, বাক্, প্রাণ, নেত্র, কর্ণ, বল এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাম বৃদ্ধি ও পুষ্টি প্রাপ্ত হউক্। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম মৎসকাশে প্রতিভাত হউক; আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস ও অস্বীকার না করি; ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আমি যেন প্রত্যাখ্যাত বা পরিত্যক্ত না হই। তৎসকাশে আমার এবং মৎসমীপে তাঁহার নিরন্তর অপ্রত্যাখ্যান বর্ত্তমান থাকুক এবং উপনিষৎ-কথিত ধর্ম্মসকল আত্মনিষ্ঠ আমাতে প্রতিভাত হউক।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ,
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি,
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ ১॥

কেনেষিতমিতি। কেন কর্ত্রা ইষিতং ইষ্টং অভিপ্রেতং সৎ মনঃ পততি গচ্ছতি স্ববিষয়ং প্রতীতি সংবধ্যতে ইষেরাভীক্ষ্যার্থস্য গত্যর্থস্য চ ইহাসম্ভবাৎ ইচ্ছার্থস্যৈব এতদ্রূপমিতি গম্যতে। ইষিতমিতি ইট্‌প্রয়োগস্তু চ্ছান্দসঃ, তস্যৈব প্রপূর্ব্বস্য নিয়োগার্থে প্রেষিতমিত্যেতৎ। তত্র প্রেষিতমিত্যেবোক্তে প্রেষয়িতৃপ্রেষণ-বিশেষবিষয়াকাঙ্ক্ষা স্যাৎ; কেন প্রেষয়িতৃবিশেষেণ, কীদৃশং বা প্রেষণমিতি। ইষিতমিতি তু বিশেষণে সতি তদুভয়ং নিবর্ত্ততে। কস্য ইচ্ছামাত্রেণ প্রেষিতমিত্যর্থবিশেষনির্দ্ধা-রণাৎ।

যদ্যেবোঽর্থোঽভিপ্রেতঃ স্যাৎ কেনেষিতমিত্যেতাবতৈব সিদ্ধত্বাৎ প্রেষিতমিতি ন বক্তব্যম্। অপি চ শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যং যুক্তমিতীচ্ছয়া কর্ম্মণা বাচা বা কেন প্রেষিতমিত্যর্থবিশেষোঽব-গন্তুং যুক্তঃ।—ন প্রশ্নসামর্থ্যাৎ; দেহাদি-সংঘাতাৎ অনিত্যাৎ কর্ম্মকার্য্যাৎ বিরক্ত অতোঽন্যৎ কূটস্থং নিত্যং বস্তু বুভুৎসমানঃ পৃচ্ছতীতি সামর্থ্যাদুপপদ্যতে। ইতরথা ইচ্ছাবাক্‌কর্ম্মভিঃ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য প্রেরয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি প্রশ্নোঽনর্থক এব স্যাৎ। এবমপি প্রেষিতশব্দস্যার্থো ন প্রদর্শিত এব। ন সংশয়বতোঽয়ং প্রশ্ন ইতি প্রেষিতশব্দস্যার্থবিশেষ উপপদ্যতে। কিং যথাপ্রসিদ্ধমেব কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য প্রেষয়িতৃত্বং কিংবা সঙ্ঘাতব্যতিরিক্তস্য স্বতন্ত্রস্য ইচ্ছামাত্রেণৈব মন-আদিপ্রেরয়িতৃত্বম্ ইত্যস্য অর্থস্য প্রদর্শনার্থং "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" ইতি বিশে-ষণদ্বয়মুপপদ্যতে।

ননু স্বতন্ত্রং মনঃ স্ববিষয়ে স্বয়ং পততীতি প্রসিদ্ধম্; তত্র কথং প্রশ্ন উপপদ্যত ইতি? উচ্যতে।—যদি স্বতন্ত্রং মনঃ

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ে স্যাৎ,তর্হি সর্ব্বস্য অনিষ্টচিন্তনং ন স্যাৎ অনর্থং ন জানন্ সঙ্কল্পয়তি অত্যুগ্রদুঃখে চ কার্য্যে বার্য্যমাণমপি প্রবর্ত্তত এব মনঃ। তস্মাদ্‌যুক্ত এব কেনেষিতমিত্যাদি প্রশ্নঃ। কেন প্রাণো যুক্তো নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্ প্রৈতি গচ্ছতি স্বব্যাপারং প্রতি। প্রথম ইতি প্রাণবিশেষণং স্যাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবৃত্তীনাম্। কেন ইষিতাং বাচমিমাং শব্দলক্ষণাং বদন্তি লৌকিকাঃ। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ স্বে স্বে বিষয়ে ক উ দেবো দ্যোতনবান্ যুনক্তি নিযুঙ্‌ক্তে প্রেরয়তি॥ ১॥

কাহার বাসনাপ্রেরিত হইয়া মন নিজ বিষয়ে গমন করি-তেছে? কাহা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রধান প্রাণ যাতায়াত করিতেছে? কাহার বাসনা-প্রেরিত হইয়া লোক সমূহ শব্দোচ্চারণ করিতেছে এবং কোন্ দেবতা এই নেত্র ও শ্রবণকে নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন? ১॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্-
বচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ,
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ২॥

এবং পৃষ্টবতে যোগ্যায় আহ গুরুঃ, শৃণু ত্বং যৎ পৃচ্ছসি, মন-আদি-করণজাতস্য কো দেবঃ স্ববিষয়ং প্রতি প্রেরয়িতা কথং বা প্রেরয়তীতি। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, শৃণোত্যনেনেতি শ্রোত্রং— শব্দস্য শ্রবণং প্রতি করণং শব্দাভিব্যঞ্জকং শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং; তস্য

শ্রোত্রং সঃ যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ—চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তীতি। অসাবেবংবিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদীনি নিযুঙ্‌ক্তে ইতি বক্তব্যে—নন্বেতদননুরূপং প্রতিবচনং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতি। নৈষ দোষঃ; তস্য অন্যথাবিশেষানবগমাৎ। যদি হি শ্রোত্রাদিব্যাপারব্যতিরিক্তেন স্বব্যাপারেণ বিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদিনিযোক্তা অবগম্যেত, দাত্রাদিপ্রয়োক্তৃবৎ তদিদমননুরূপং প্রতিবচনং স্যাৎ। ন ত্বিহ শ্রোত্রাদীনাং প্রযোক্তা স্বব্যাপারবিশিষ্টো লবিত্রাদিবৎ অধিগম্যতে। শ্রোত্রাদীনামেব তু সংহতানাং ব্যাপারেণ আলোচন-সংকল্পাধ্যবসায়লক্ষণেন ফলাবসানলিঙ্গেন অবগম্যতে। অস্তি হি শ্রোত্রাদিভিরসংহতো যৎ-প্রয়োজনপ্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদিকলাপো গৃহাদিবৎ ইতি; সংহতানাং পরার্থত্বাৎ অবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রয়োক্তা। তস্মাৎ অনুরূপমেবেদং প্রতিবচনং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদি।

কঃ পুনরত্র "পদার্থঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদেঃ। ন হ্যত্র শ্রোত্রস্য শ্রোত্রান্তরেণার্থঃ;—যথা প্রকাশস্য প্রকাশান্তরেণ। নৈষ দোষঃ। অয়মত্র পদার্থঃ—শ্রোত্রং তাবৎ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসমর্থং দৃষ্টম্; তচ্চ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসামর্থ্যং শ্রোত্রস্য চৈতন্যে হ্যাত্মজ্যোতিষি নিত্যেঽসংহতে সর্ব্বান্তরে সতি ভবতি, নাসতি ইতি অতঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদ্যুপপদ্যতে। তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি—"আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইত্যাদীনি। "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।" "ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত" ইত্যাদি গীতাসু। কাঠকে চ—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইতি। শ্রোত্রাদ্যেব সর্ব্বস্যাত্মভূতং চেতনমিতি

প্রসিদ্ধম্ ; তদিহ নিবর্ত্ত্যতে। অস্তি কিমপি বিদ্বদ্বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বান্তরতমং কূটস্থমজরমমৃতমভয়মজং শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি, তৎসামর্থ্যনিমিত্তমিতি প্রতিবচনং শব্দার্থশ্চোপপদ্যত এব।

তথা মনসোঽন্তঃকরণস্য মনঃ। ন হ্যন্তঃকরণমন্তরেণ চৈতন্যজ্যোতিষা দীপিতং স্ববিষয়সংকল্পাধ্যবসায়াদিসমর্থং স্যাৎ। তস্মান্মনসোঽপি মন ইতি। ইহ বুদ্ধিমনসী একীকৃত্য নির্দ্দেশো "মনসঃ" ইতি।

যদ্বাচো হ বাচং ;—যচ্ছব্দো যস্মাদর্থে শ্রোত্রাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সংবধ্যতে। যস্মাৎ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্, যস্মান্মনসো মন ইত্যেবম্। বাচো হ বাচমিতি দ্বিতীয়া প্রথমাত্বেন বিপরিণম্যতে ; প্রাণস্য প্রাণ ইতি দর্শনাৎ। বাচো হ বাচমিত্যেতদনুরোধেন প্রাণস্য প্রাণমিতি কস্মাদ্দ্বিতীয়ৈব ন ক্রিয়তে ?—ন ; বহূনামনুরোধস্য যুক্তত্বাদ্বাচমিত্যস্য বাগিত্যেতাবদ্বক্তব্যম্ স উ "প্রাণস্য প্রাণঃ" ইতি শব্দদ্বয়ানুরোধেন ; এবং হি বহূনামনুরোধো যুক্তঃ কৃতঃ স্যাৎ। পৃষ্টং চ বস্তু প্রথময়ৈব নির্দ্দেষ্টুং যুক্তম্। স যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ প্রাণস্য প্রাণাখ্যবৃত্তিবিশেষস্য প্রাণঃ তৎকৃতং হি প্রাণস্য প্রাণনসামর্থ্যম্। ন হ্যাত্মনা অনধিষ্ঠিতস্য প্রাণনমুপপদ্যতে। "কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ," "ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি," ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ইহাপি চ বক্ষ্যতে—"যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ; তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি," ইতি। শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রস্তাবে ঘ্রাণপ্রাণস্য নন্য যুক্তং গ্রহণম্ ? সত্যমেবম্ ; প্রাণগ্রহণেনৈব তু ঘ্রাণপ্রাণস্য গ্রহণং কৃতম্,—এবং মন্যতে শ্রুতিঃ। সর্ব্বস্যৈব করণকলাপস্য যদর্থপ্রযুক্তা প্রবৃত্তিস্তদ্ব্রহ্মেতি প্রকরণার্থো বিবক্ষিতঃ।

তথা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, রূপপ্রকাশকস্য চক্ষুষো যদ্রূপগ্রহণসামর্থ্যং, তৎ আত্মচৈতন্যাধিষ্ঠিতস্যৈব অতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ। প্রষ্টুঃ পৃষ্টস্যার্থস্য জ্ঞাতুমিষ্টত্বাৎ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং যথোক্তং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বেতি অধ্যাহ্রিয়তে। "অমৃতা ভবন্তি" ইতি ফলশ্রুতেশ্চ। জ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বং প্রাপ্যতে; "জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" ইতি সামর্থ্যাৎ শ্রোত্রাদিকরণকলাপমুজ্ঝিত্বা শ্রোত্রাদৌ হ্যাত্মভাবং কৃত্বা তদুপাধিঃ সন্ তদাত্মানা জায়তে ম্রিয়তে সংসরতি চ। অতঃ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম আত্মেতি বিদিত্বা অতিমুচ্য শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজ্য যে শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজন্তি, তে ধীরা ধীমন্তঃ। নহি বিশিষ্টধীমত্বমন্তরেণ শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবঃ শক্যঃ পরিত্যক্তুম্। প্রেত্য—ব্যাবৃত্য অস্মাল্লোকাৎ পুত্রমিত্রকলত্রবন্ধুষু মমাহংভাবসংব্যবহারলক্ষণাৎ ত্যক্তসর্ব্বৈষণা ভূত্বেত্যর্থঃ। অমৃতা অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ," "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ।" "আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে", "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"– ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অথবা অতিমুচ্য ইত্যনেনৈব এষণাত্যাগস্য সিদ্ধত্বাৎ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য অস্মাচ্ছরীরাৎ প্রেত্য মৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

যাঁহাকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ও বাক্যেরও বাক্য বলা যায়, তাঁহাকেই প্রাণের প্রাণ ও নেত্রের নেত্রস্বরূপ জানিবে। এই জন্য সুধীগণ ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মরণান্তে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥
অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪ ॥

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদ্যাত্মভূতং ব্রহ্ম, অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি চক্ষুর্গচ্ছতি স্বাত্মনি গমনাসম্ভবাৎ। তথা ন বাগ্‌-গচ্ছতি। বাচা হি শব্দ উচ্চার্য্যমাণোঽভিধেয়ং প্রকাশয়তি যদা, তদাঽভিধেয়ং প্রতি বাগ্‌গচ্ছতীত্যুচ্যতে। তস্য চ শব্দস্য তন্নির্ব্ব-র্ত্তকস্য চ করণস্য আত্মা ব্রহ্ম, অতো ন বাগ্‌গচ্ছতি। যথাঽগ্নি-র্দাহকঃ প্রকাশকশ্চাপি সন্ নহি আত্মানং প্রকাশয়তি দহতি চ ; তদ্বৎ। নো মনঃ ; মনশ্চান্যস্য সঙ্কল্পয়িতৃ অধ্যবসায়িতৃ চ সৎ আত্মানং সঙ্কল্পয়তি অধ্যবস্যতি চ। তস্যাপি ব্রহ্ম আত্মেতি। ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং হি বস্তুনো বিজ্ঞানম্ ; তদগোচরত্বাৎ ন বিদ্মস্তদ্-ব্রহ্ম ঈদৃশমিতি ; অতো ন বিজানীমঃ যথা যেন প্রকারেণ এতদ্‌ব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ উপদিশেৎ শিষ্যায় ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্ধি করণগোচরং তদন্যস্মৈ উপদেষ্টুং শক্যং জাতিগুণক্রিয়াবিশেষণৈঃ। ন তজ্জাত্যাদিবিশেষণবদ্‌ব্রহ্ম। তস্মাদ্‌বিষমং শিষ্যানুপদেশেন প্রত্যায়য়িতুমিতি।

উপদেশে তদর্থগ্রহণে চ যত্নাতিশয়কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি,—"ন বিদ্মঃ" ইত্যাদি। অত্যন্তমেবোপদেশপ্রকারপ্রত্যাখ্যানে প্রাপ্তে তদপবাদোঽয়মুচ্যতে,—সত্যমেবং প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈর্ন পরঃ প্রত্যায়য়িতুং শক্যঃ ; আগমেন তু শক্যত এব প্রত্যায়য়িতুম্। তদুপদেশার্থমাগমমাহ—অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতা

দধীতি। অন্যদেব পৃথগেব তৎ, যৎ প্রকৃতং শ্রোত্রাদীনাং শ্রোত্রা-দীত্যুক্তমবিষয়শ্চ তেষাম্।—তৎ বিদিতাৎ অন্যদেব হি;—বিদিতং নাম যদ্‌বিদিক্রিয়য়া অতিশয়েনাপ্তং; তদ্‌বিদিক্রিয়াকর্ম্মভূতং ক্কচিৎ কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্‌বিদিতং স্যাদিতি সর্ব্বমেব ব্যাকৃতং তদ্‌বিদি-তমেব, তস্মাদন্যদেবেত্যর্থঃ। অবিদিতমজ্ঞাতং তর্হীতি প্রাপ্তে আহ,—অথো অপি অবিদিতাৎ বিদিতবিপরীতাৎ অব্যাকৃতাৎ অবিদ্যালক্ষণাৎ ব্যাকৃতবীজাৎ;—অধীতিউপর্য্যর্থে; লক্ষণয়া অন্যদিত্যর্থঃ।

যদ্ধি যস্মাদধি উপরি ভবতি তৎ তস্মাদন্যদিতি প্রসিদ্ধম্; যদ্‌বিদিতং, তদল্পং মর্ত্ত্যং দুঃখাত্মকং চেতি হেয়ম্। তস্মাদ্‌বিদি-তাদন্যদ্‌ব্রহ্মেত্যুক্তে তু অহেয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। তথা অবিদিতাদ-ধীত্যুক্তেঽনুপাদেয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। কার্য্যার্থং হি কারণমন্যৎ অন্যেন উপাদীয়তে; অতশ্চ ন বেদিতুরন্যস্মৈ প্রয়োজনায় অন্যদুপাদেয়ং ভবতীত্যেবং বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যদিতি হেয়োপাদেয়প্রতিষে-ধেন স্বাত্মনঃ অন্যব্রহ্মবিষয়া জিজ্ঞাসা শিষ্যস্য নিবর্ত্তিতা স্যাৎ। ন হ্যন্যস্য স্বাত্মনো বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যত্বং বস্তুনঃ সম্ভবতীত্যাত্মা ব্রহ্মেত্যেষ বাক্যার্থঃ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "য আত্মা অপহতপাপ্মা," "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম।" "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যশ্চ ইত্যেবং সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্ববিশেষরহিতস্য চিন্মাত্রজ্যোতিষো ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদ-কস্য বাক্যার্থস্য আচার্য্যোপদেশপরম্পরয়া প্রাপ্তত্বমাহ ইতি শুশ্রুম ইত্যাদি। ব্রহ্ম চৈবমাচার্য্যোপদেশপরম্পরয়া এব অধিগন্তব্যং —ন তর্কতঃ; প্রবচন-মেধা-বহুশ্রুততপোযজ্ঞাদিভ্যশ্চ। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং পূর্ব্বেষামাচার্য্যাণাং বচনম্। যে আচার্য্যা

নোঽস্মভ্যং তদ্ব্রহ্ম ব্যাচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তো বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ তেষামিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মে চক্ষুর গতি নাই অর্থাৎ চক্ষু যাইতে সমর্থ নহে, বাক্য গমন করে না, মনও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। আমরা তাঁহাকে বিদিত নহি; আচার্য্যেরা শিষ্যবৃন্দসমীপে এই ব্রহ্মতত্ত্ব যে প্রকারে উপদেশ দেন, তাহাও বোধগম্য করিতে সমর্থ হই না। তিনি কি সূক্ষ্ম কি স্থূল সকল পদার্থ হইতেই ভিন্ন। যাঁহারা অস্মৎসকাশে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই প্রাচীন আর্য্যবৃন্দের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩ ॥

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

'অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি' ইত্যনেন বাক্যেন আত্মা ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে শ্রোতুরাশঙ্কা জাতা—তৎ কথং নু আত্মা ব্রহ্ম? আত্মা হি নামাধিকৃতঃ কর্ম্মণ্যুপাসনে চ সংসারী কর্ম্মোপাসনং বা সাধনমনুষ্ঠায় ব্রহ্মাদিদেবান্ স্বর্গং বা প্রাপ্তুমিচ্ছতি; তৎ তস্মাদন্য উপাস্যো বিষ্ণুরীশ্বর ইন্দ্রশ্চ প্রাণো বা ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি, ন ত্বাত্মা; লোকপ্রত্যয়বিরোধাৎ। যথা অন্যে তার্কিকা ঈশ্বরাদন্য আত্মা ইত্যাচক্ষতে; তথা কর্ম্মিণঃ "অমুং যজামুং যজ" ইতি অন্যা এব দেবতা উপাসতে। তস্মাদ্যুক্তং যদ্বিদিতমুপাস্যং তদ্ব্রহ্ম ভবেৎ, ততোঽন্য উপাসক ইতি। তামেতামাশঙ্কাং শিষ্যলিঙ্গেন উপলক্ষ্য তদ্বাক্যাদ্বা আহ— নৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ যৎচৈতন্যমাত্রসত্তাকং বাচা—বাগিতি জিহ্বামূলা-

দিক্ষু অষ্টসু স্থানেষু বিষক্তং আগ্নেয়ং বর্ণানাম্ অভিব্যঞ্জকং করণং, বর্ণাশ্চ অর্থসঙ্কেতপরিচ্ছিন্না এতাবন্ত এবংক্রমপ্রযুক্তা ইত্যেবং তদভিব্যঙ্গ্যঃ শব্দঃ পদং বাগিত্যুচ্যতে। "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্, সৈষা স্পর্শান্তঃস্থোষ্মভির্ব্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। মিতমমিতং স্বরঃ সত্যানৃতে এব বিকারো যস্যাঃ, তয়া বাচা পদত্বেন পরিচ্ছিন্নয়া করণগুণবত্যা অনভ্যুদিতম্ অপ্রকাশিতম্ অনভ্যুক্তম্; যেন ব্রহ্মণা বিবক্ষিতেঽর্থে সকরণা বাক্ অভ্যুদ্যতে—চৈতন্যজ্যোতিষা প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যত ইত্যেতৎ। "যদ্বাচো হ বাক্" ইত্যুক্তম্, "বদন্ বাক্", "যো বাচমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি চ বাজসনেয়কে। "যা বাক্ পুরুষেষু, সা ঘোষেষু প্রতিষ্ঠিতা, কশ্চিৎ তাং বেদ ব্রাহ্মণঃ" ইতি প্রশ্নমুৎপাদ্য প্রতিবচনমুক্তম্,—"সা বাক্, যয়া স্বপ্নে ভাষতে" ইতি। সা হি বক্তুর্ব্বক্তির্নিত্যা বাক্ চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপা। "ন হি বক্তুর্ব্বক্তের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তদেব আত্মস্বরূপং ব্রহ্ম নিরতিশয়ং ভূমাখ্যং বৃহত্ত্বাদ্‌ব্রহ্মেতি বিদ্ধি বিজানীহি ত্বম্। যৈর্ব্বাগাদ্যুপাধিভিঃ "বাচো হ বাক্", "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ", "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনঃ," "কর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা", "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যেবমাদয়ঃ সংব্যবহারা অসংব্যবহার্য্যে নির্ব্বিশেষে পরে সাম্যে ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্তে, তান্ ব্যুদস্য আত্মানমেব নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম বিদ্ধীতি এব শব্দার্থঃ। নেদং ব্রহ্ম, যদিদম্ ইত্যুপাধিভেদবিশিষ্টম্ অনাত্মেশ্বরাদি উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধীত্যুক্তেঽপি নেদং ব্রহ্ম ইতি অনাত্মনোঽব্রহ্মত্বং পুনরুচ্যতে নিয়মার্থমন্যব্রহ্মবুদ্ধিপরিসংখ্যানার্থং বা ॥ ৫ ॥

বাক্যে যাঁহার বিষয় প্রকাশ করা যায় না, বরং যাঁহার সাহায্যে বাক্য প্রযুক্ত (উচ্চারিত) হয়, তিনিই ব্রহ্ম। লোকে যাঁহাকে 'ইদং' অর্থাৎ বিভিন্ন-রূপ-সম্পন্ন বলিয়া আরাধনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে, উহা জড়পদার্থ ॥ ৪ ॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যন্মনসা ন মনুতে। মন ইত্যন্তঃকরণং বুদ্ধিমনসোরেকত্বেন গৃহ্যতে। মনুতে অনেনেতি মনঃ সর্ব্বকরণসাধারণম্, সর্ব্ববিষয়-ব্যাপকত্বাৎ। "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতির-ধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি শ্রুতেঃ। কামাদি-বৃত্তিমৎ মনঃ, তেন মনসা যচ্চৈতন্যজ্যোতির্ম্মনসোঽবভাসকং ন মনুতে - ন সঙ্কল্পয়তি, নাপি নিশ্চিনোতি লোকঃ, মনসোঽব-ভাসকত্বেন নিয়ন্তৃত্বাৎ। সর্ব্ববিষয়ং প্রতি প্রত্যগেবেতি স্বাত্মনি ন প্রবর্ত্ততেঽন্তঃকরণম্ অন্তঃস্থেন হি চৈতন্যজ্যোতিষা অব-ভাসিতস্য মনসো মননসামর্থ্যম্; তেন সবৃত্তিকং মনো যেন ব্রহ্মণা মতং বিষয়ীকৃতং ব্যাপ্তমাহুঃ কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। তস্মাৎ তদেব মনস আত্মানং প্রত্যক্‌চেতয়িতারং ব্রহ্ম বিদ্ধি। নেদমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৫ ॥

যিনি মনেরও অচিন্ত্য এবং ব্রহ্মজ্ঞগণ মনকেও যাঁহার বিষয়ীকৃত বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইবে। কিন্তু 'ইদং' বলিয়া যাহাকে আরাধনা করা যায়, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি ন বিষয়ীকরোতি; অন্তঃকরণবৃত্তি-সংযুক্তেন লোকঃ যেন চক্ষূংষি অন্তঃকরণবৃত্তিভেদভিন্নাঃ চক্ষুর্বৃত্তীঃ পশ্যতি— চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা বিষয়ীকরোতি ব্যাপ্নোতি। তদে-বেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥

নেত্র দ্বারা যিনি লোকের দৃশ্য নহেন, যাঁহার দ্বারা চক্ষুকে দেখে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। কিন্তু যাহাকে 'ইদং' বলিয়া উপাসনা করা যায়, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৬ ॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি দিগ্দেবতাধিষ্ঠিতেন আকাশকার্য্যেণ মনোবৃত্তিসংযুক্তেন ন বিষয়ীকরোতি লোকঃ, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্; যৎ প্রসিদ্ধং চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা বিষয়ীকৃতম্; তদেবে-ত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

কর্ণ দ্বারা যাঁহাকে শ্রবণ করিতে পারা যায় না, বরং কর্ণ যাঁহার দ্বারা বিষয়ীকৃত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া পরি-জ্ঞাত হইবে। কিন্তু যাহাকে 'ইদং' বলিয়া উপাসনা করা যায়, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৭ ॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

যৎ প্রাণেন ঘ্রাণেন পার্থিবেন নাসিকাপুটান্তরবস্থিতেন অন্তঃকরণপ্রাণবৃত্তিভ্যাং সহিতেন যৎ ন প্রাণিতি গন্ধবৎ ন বিষয়ীকরোতি; যেন চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অবভাস্যত্বেন স্ববিষয়ং প্রতি প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেবেত্যাদি সর্ব্বং সমানম্॥ ৮॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
কেনোপনিষৎপদভাষ্যে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, বরং যাঁহার দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজবিষয়ে প্রেরিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কিন্তু যাহাকে 'ইদং' বলিয়া উপাসনা করা যায়, তাহা ব্রহ্ম নহে॥ ৮॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি,
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু,
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥ ১॥

এবং হেয়োপাদেয়-বিপরীতঃ ত্বম্ আত্মা ব্রহ্মেতি প্রত্যায়িতঃ শিষ্যঃ 'অহমেব ব্রহ্ম' ইতি সুষ্ঠু বেদ 'অহং' ইতি মা গৃহ্নীয়াদিত্যাশঙ্ক্য আচার্য্যঃ শিষ্যবুদ্ধিবিচালনার্থং যদীত্যাহ। নন্ব ইষ্টৈব সুবেদাহমিতি নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ; সত্যম্, ইষ্টা নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ ন হি সুবেদাহমিতি। যদ্ধি বেদ্যং বস্তু বিষয়ীভবতি, তৎ সুষ্ঠু বেদিতুং শক্যং, দাহ্যমিব দগ্ধুং অগ্নের্দ্দগ্ধুঃ, ন তু অগ্নেঃ স্বরূপমেব। সর্ব্বস্য হি বেদিতুঃ স্বাত্মা ব্রহ্মেতি সর্ব্ববেদান্তানাং সুনিশ্চিতোঽর্থঃ। ইহ চ তদেব প্রতিপাদিতং প্রশ্নপ্রতিবচনোক্ত্যা "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদ্যয়া। "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" ইতি চ বিশেষতোঽবধারিতম্। ব্রহ্মবিৎসম্প্রদায়নিশ্চয়শ্চোক্তঃ—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো, অবিদিতাদধি" ইতি; উপন্যস্তম্ উপসংহরিষ্যতি চ "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইতি। তস্মাদ্যুক্তমেব শিষ্যস্য সুবেদেতি বুদ্ধিং নিরাকর্ত্তুম্। ন হি বেদিতা বেদিতুর্ব্বেদিতুং শক্যঃ অগ্নির্দগ্ধুরিব দগ্ধুমগ্নেঃ। ন চান্যো বেদিতা ব্রহ্মণোঽস্তি, যস্য বেদ্যমন্যৎ স্যাদ্ব্রহ্ম। "নান্য-

দতোঽন্তি বিজ্ঞাতৃ” ইত্যন্যো বিজ্ঞা া প্রতিষিধ্যতে। তস্মাৎ সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তির্মিথ্যৈব। তস্মাদ্‌যুক্তমেবাহ আচার্য্যো যদীত্যাদি। যদি কদাচিৎ মন্যসে—সু বেদেতি - সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি। কদাচিৎ যথাশ্রুতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মপি ক্ষীণ-দোষঃ সুমেধাঃ কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিন্নেতি সাশঙ্কমাহ যদী-ত্যাদি। দৃষ্টং চ “য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ,এতদমৃতমভয়মেদদব্রহ্ম”ইত্যুক্তে প্রাজাপত্যঃ পণ্ডিতোঽপি অসুররাড়্‌বিরোচনঃ স্বভাবদোষবশাৎ অনুপপদ্যমানমপি বিপ-রীতমর্থং শরীরমাত্মেতি প্রতিপন্নঃ। তথেন্দ্রো দেবরাট্‌ সকৃদ্দ্বিস্ত্রিরুক্তং চাপ্রতিপদ্যমানঃ স্বভাবদোষক্ষয়মপেক্ষ্য চতুর্থে পর্য্যায়ে প্রথমোক্তমেব ব্রহ্ম প্রতিপন্নবান্‌। লোকেঽপি একস্মা-দ্‌গুরোঃ শৃণ্বতাং কশ্চিদ্‌যথাবৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিদযথাবৎ, কশ্চিদ্‌বিপরীতং কশ্চিৎ ন প্রতিপদ্যতে, কিমু বক্তব্যমতীন্দ্রিয়-মাত্মতত্ত্বম্‌।

অত্র হি বিপ্রতিপন্নাঃ সদসদ্‌বাদিনস্তার্কিকাঃ সর্ব্বে। তস্মাদ বিদিতং ব্রহ্মেতি সুনিশ্চিতোক্তমপি বিষমপ্রতিপত্তিত্বাদ্‌যদি মন্যস ইত্যাদি সাশঙ্কং বচনং যুক্তমেবাহ আচার্য্যস্তু।

দভ্রম্‌ অল্পমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ জানীষে ব্রহ্মণো রূপম্‌। কিমনেকানি ব্রহ্মণো রূপাণি মহান্ত্যর্ভকাণি চ?—যেনাহ দভ্রমে-বেত্যাদি? বাঢ়ম্‌। অনেকানি হি নামরূপোপাধিকৃতানি ব্রহ্মণো রূপাণি, ন স্বতঃ। স্বতস্তু “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ” ইতি শব্দাদিভিঃ সহ রূপাণি প্রতিষিধ্যন্তে। নমু যেনৈব ধর্ম্মেণ যৎ রূপ্যতে, তদেব তস্য স্বরূপম্‌, ইতি ব্রহ্মণোঽপি যেন বিশেষেণ নিরূপণম্‌, তদেব তস্য স্বরূপং স্যাৎ, অত

উচ্যতে,- চৈতন্যম্, পৃথিব্যাদীনামন্যতমস্য সর্ব্বেষাং বিপরিণতানাং বা ধর্ম্মো ন ভবতি। তথা শ্রোত্রাদীনামন্তঃকরণস্য চ ধর্ম্মো ন ভবতীতি। ব্রহ্মণো রূপমিতি, ব্রহ্ম রূপ্যতে চৈতন্যেন। তথা চোক্তম্—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "বিজ্ঞানঘন এব," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,"ইতি চ ব্রহ্মণো রূপং নির্দ্দিষ্টং শ্রুতিষু। সত্যমেবম্, তথাপি তদন্তঃকরণ-দেহেন্দ্রিয়োপাধিদ্বারেণৈব বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্নির্দ্দিশ্যতে তদনুকারিত্বাদ্দেহাদি-বৃদ্ধি-সঙ্কোচচ্ছেদাদিষু নাশেষু চ, ন স্বতঃ। স্বতস্তু—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইতি স্থিতং ভবিষ্যতি। যদস্য ব্রহ্মণো রূপমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ন কেবলমধ্যাত্মোপাধি-পরিচ্ছিন্নস্য অস্য ব্রহ্মণো রূপং ত্বম্ অল্পং বেত্থ, যদপ্যধিদৈবতোপাধিপরিচ্ছিন্নস্য অস্য ব্রহ্মণো রূপং দেবেষু বেত্থ ত্বম্, তদপি নূনং দভ্রমেব বেত্থ ইতি মন্যেঽহম্। যদধ্যাত্মম্, যদধিদৈবম্, তদপি চ দেবেষূপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাদ্দভ্রত্বাৎ ন নিবর্ত্ততে। যত্তু বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষং শান্তমনন্তমেকমদ্বৈতং ভূমাখ্যং নিত্যং ব্রহ্ম, ন তৎ সুবেদ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবম্, অথ নু—তস্মাৎ মন্যে অদ্যাপি মীমাংস্যং বিচার্য্যমেব তে তব ব্রহ্ম। এবমাচার্য্যোক্তঃ শিষ্য একান্তে উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্ যথোক্তমাচার্য্যেণ আগমমর্থতো বিচার্য্য, তর্কতশ্চ নির্দ্ধার্য্য, স্বানুভবং কৃত্বা, আচার্য্যসকাশমুপগম্যোবাচ—মন্যেঽহমথেদানীং বিদিতং ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥

তুমি যদি মনে মনে এরূপ স্থির কর যে, আমি ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা হইলে স্থির জানিও যে, সেই রূপটি নিশ্চয়ই অল্প। কারণ, ব্রহ্মের ভূতভৌতিক রূপ বা

দেবতারূপ এই দুইটিই অল্প। সুতরাং আমি (আচার্য্য) মনে করি, তোমার (শিষ্যের) বিজ্ঞাত ব্রহ্মস্বরূপটি এখনও বিচার ও তর্ক দ্বারা বোধগম্য করিতে হইবে, অর্থাৎ এখনও তাহা তুমি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পার নাই ॥ ৯ ॥

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্‌বেদ তদ্‌বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ১০ ॥

কথমিতি ? শৃণুত ;—নাহং মন্যে সু বেদেতি, নৈবাহং মন্যে সুবেদ ব্রহ্মেতি। নৈব তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্ম ? ইত্যুক্তে আহ— নো ন বেদেতি বেদ চ। বেদ চেতি চশব্দাৎ ন বেদ চ।

নন্থ বিপ্রতিষিদ্ধং,—নাহং মন্যে সু বেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চেতি। যদি ন মন্যসে—সু বেদেতি, কথং মন্যসে বেদ চেতি ? অথ মন্যসে বেদৈবেতি, কথং ন মন্যসে সুবেদেতি ? একং বস্তু যেন জ্ঞায়তে, তেনৈব তদেব বস্তু ন সুবিজ্ঞায়ত ইতি বিপ্রতিসিদ্ধং সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ বর্জ্জয়িত্বা। ন চ ব্রহ্ম সংশয়িতত্বেন জ্ঞেয়ম্, বিপরীত্বেন বেতি নিয়ন্তুং শক্যম্। সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ হি সর্ব্বত্রানর্থকরত্বেনৈব প্রসিদ্ধৌ।

এবমাচার্য্যেণ বিচাল্যমানোঽপি শিষ্যো ন বিচচাল। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যাচার্য্যোক্তাগম-সম্প্রদায়বলাৎ উপপত্ত্যনুভববলাচ্চ, জগর্জ্জ চ—ব্রহ্মবিদ্যায়াং দৃঢ়নিশ্চয়তাং দর্শয়ন্নাত্মনঃ। কথমিতি ? উচ্যতে,—যো যঃ কশ্চিৎ নোঽস্মাকং সব্রহ্মচারিণাং মধ্যে তৎ—মদুক্তং বচনং তত্ত্বতো বেদ, সঃ তদ্‌ ব্রহ্ম বেদ। কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যত আহ—নো ন বেদেতি বেদ চেতি। যদেব "অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিবিতাদধি"

ইত্যুক্তং, তদেব বস্তু অনুমানানুভবাভ্যাং সংযোজ্য নিশ্চিতং বাক্যান্তরেণ 'নো ন বেদেতি বেদ চ' ইত্যবোচদাচার্য্যবুদ্ধিসংবাদার্থং, মন্দবুদ্ধিগ্রহণব্যপোহার্থঞ্চ। তথা চ গর্জ্জিতমুপপন্নং ভবতি,—'যো নস্তদ্বেদ' ইতি ॥ ১০ ॥

"আমি ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে অবগত আছি," ইহা বিবেচনা করিও না অথবা 'জানি না' ইহাও মনে করিও না। আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি "অবগত আছি" ও "জানি না" এই কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় ॥ ১০

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ১১ ॥

শিষ্যাচার্য্যসংবাদাৎ প্রতিনিবৃত্য স্বেন রূপেণ শ্রুতিঃ সমস্তসংবাদনির্ব্বৃত্তমর্থমেব বোধয়তি যস্যামতমিত্যাদিনা। যস্য ব্রহ্মবিদঃ অমতম্ অবিজ্ঞাতং অবিদিতং ব্রহ্মেতি মতম্—অভিপ্রায়ঃ নিশ্চয়ঃ, তস্য মতং জ্ঞাতং সম্যগ্‌ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্য পুনঃ মতং জ্ঞাতং—বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ, ন বেদৈব সঃ ন ব্রহ্ম বিজানাতি সঃ। বিদ্বদবিদুষোঃ যথোক্তৌ পক্ষৌ অবধারয়তি,—অবিজ্ঞাতং বিজানতামিতি, অবিজ্ঞাতম্ অমতম্ অবিদিতমেব ব্রহ্ম বিজানতাং সম্যগ্‌ বিদিতবতামিত্যেতৎ। বিজ্ঞাতং বিদিতং ব্রহ্ম অবিজানতাম্ অসম্যগ্দর্শিনাম্ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষেব আত্মদর্শিনামিত্যর্থঃ; নতু অত্যন্তমেব অব্যুৎপন্নবুদ্ধীনাম্। ন হি তেষাং

মতির্ভবতি। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিষু

আত্মদর্শিনাং ব্রহ্মোপাধিবিবেকানুপলম্ভাৎ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধেশ্চ বিজ্ঞাতত্বাৎ বিদিতং ব্রহ্মেত্যুপপদ্যতে ভ্রান্তিরিতি, অতোঽসম্যগ্-দর্শনং পূর্ব্বপক্ষত্বেন উপন্যস্যতে বিজ্ঞাতমবিজানতামিতি। অথবা হেত্বর্থ উত্তরার্দ্ধোঽবিজ্ঞাতমিত্যাদিঃ ॥ ১১ ॥

"ব্রহ্মকে জানি না," এইরূপ যে ব্যক্তি মনে মনে বিবেচনা করে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছে এবং "ব্রহ্মকে জানি" ইহা যে মনে করে, সে ব্রহ্মের বিষয় কিছুই অবগত নহে। কেন না, সুধী ব্যক্তিরা ব্রহ্মকে অজ্ঞাত বলিয়া জানেন ; কিন্তু অজ্ঞান লোকেই তাঁহাকে জানি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ১২ ॥

'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' ইত্যবধৃতম্। যদি ব্রহ্ম অত্যন্তমেব অবিজ্ঞাতং, লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদাং চাবিশেষঃ প্রাপ্তঃ। 'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধম্। কথং তু তৎ ব্রহ্ম সম্যগ্বিদিতং ভবতীত্যেবমর্থমাহ—প্রতিবোধবিদিতং,—বোধং বোধং প্রতি বিদিতম্। বোধশব্দেন বৌদ্ধাঃ প্রত্যয়া উচ্যন্তে। সর্ব্বে প্রত্যয়া বিষয়ীভবন্তি যস্য, স আত্মা সর্ব্ববোধান্ প্রতিবুধ্যতে—সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে, নান্যৎ দ্বারমন্তরাত্মনো বিজ্ঞানায়। অতঃ প্রত্যয়-প্রত্যগাত্মতয়া বিদিতং ব্রহ্ম যদা, তদা তৎ মতং, তৎ সম্যগ্দর্শনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রত্যয়-দর্শিত্বে চোপজননাপায়-বর্জ্জিত-দৃক্স্বরূপতানিত্যত্বং বিশুদ্ধস্বরূপত্বমাত্মত্বং নির্ব্বিশেষতৈ-

কত্বং চ সর্ব্বভূতেষু সিদ্ধং ভবেৎ; লক্ষণভেদাভাবাৎ ব্যোম্ন ইব ঘট-গিরিগুহাদিষু। বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যদ্‌ব্রহ্মেতি আগম-বাক্যার্থ এবং পরিশুদ্ধ এবোপসংহৃতো ভবতি। "দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা, মতের্মন্তা, বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতা" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্।

যদা পুনর্ব্বোধ-ক্রিয়াকর্ত্তেতি বোধক্রিয়া-লক্ষণেন তৎ-কর্ত্তারং বিজানাতীতি বোধলক্ষণেন বিদিতং—প্রতিবোধ-বিদিত-মিতি ব্যাখ্যায়তে। যথা যো বৃক্ষশাখাশ্চালয়তি, স বায়ুরিতি, তদ্বৎ। তদা বোধক্রিয়াশক্তিমান্ আত্মা দ্রষ্টব্যং, ন বোধ-স্বরূপ এব। বোধস্তু জায়তে বিনশ্যতি চ। যদা বোধো জায়তে, তদা বোধক্রিয়য়া বিশেষঃ। যদা বোধো নশ্যতি তদা, নষ্টবোধো দ্রব্যমাত্রং নির্ব্বিশেষঃ। তত্রৈবং সতি, বিক্রিয়াত্মকঃ সাবয়বোঽনিত্যোঽশুদ্ধ ইত্যাদয়ো দোষা ন পরিহর্ত্তুং শক্যন্তে।

যদপি কাণাদানাং আত্ম-মনঃসংযোগজো বোধ আত্মনি সমবৈতি, অত আত্মনি বোদ্ধৃত্বম্; ন তু বিক্রিয়াত্মক আত্মা; দ্রব্যমাত্রস্ত ভবতি, ঘট ইব রাগসমবায়ী। অস্মিন্ পক্ষেঽপি অচেতনং দ্রব্যমাত্রং ব্রহ্মেতি "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধিতাঃ স্যুঃ। আত্মনো নিরবয়বত্বেন প্রদেশাভাবাৎ নিত্যসংযুক্তত্বাচ্চ মনসঃ স্মৃত্যুৎ-পত্তিঃ নিয়মানুপপত্তিঃ অপরিহার্য্যা স্যাৎ। সংসর্গধর্ম্মিত্বং চাত্মনঃ শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিরুদ্ধং কল্পিতং স্যাৎ। "অসঙ্গো ন হি সজ্জতে" "অসক্তং সর্ব্বভৃৎ" ইতি হি শ্রুতি-স্মৃতী দ্বে; ন্যায়শ্চ,— গুণবদ্‌গুণবতা সংসৃজ্যতে, নাতুল্যজাতীয়ম্। অতো নির্গুণং

নির্ব্বিশেষং সর্ব্ববিলক্ষণং কেনচিদপি অতুল্যজাতীয়েন সংসৃজ্যত ইত্যেতৎ ন্যায়বিরুদ্ধং ভবেৎ। তস্মাৎ নিত্যালুপ্তবিজ্ঞানস্বরূপ-জ্যোতিরাত্মা ব্রহ্ম, ইত্যয়মর্থঃ সর্ব্ববোধ-বোদ্ধৃত্বে আত্মনঃ সিধ্যতি, নান্যথা। তস্মাৎ "প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্" ইতি যথা-ব্যাখ্যাত এবার্থোঽস্মাভিঃ।

যৎ পুনঃ স্বসংবেদ্যতা প্রতিবোধবিদিতমিত্যস্য বাকস্য অর্থো বর্ণ্যতে। তত্র ভবতি—সোপাধিকত্বে আত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিস্বরূপত্বেন ভেদং পরিকল্প্য আত্মনা আত্মানং বেত্তীতি সংব্যবহারঃ। "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি," "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম" ইতি। ন তু নিরুপাধিকস্যাত্মন একত্বে স্বসংবেদ্যতা পরসংবেদ্যতা বা সম্ভবতি। সংবেদনস্বরূপত্বাৎ সংবেদনান্তরাপেক্ষা চ ন সম্ভবতি, যথা প্রকাশস্য প্রকাশান্তরাপেক্ষায়া ন সম্ভবঃ, তদ্বৎ। বৌদ্ধপক্ষে,—স্বসংবেদ্যতায়ান্তু ক্ষণভঙ্গুরত্বং নিরাত্মকত্বঞ্চ বিজ্ঞানস্য স্যাৎ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ।" "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং" "স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধ্যেরন্। যৎ পুনঃ 'প্রতিবোধ'-শব্দেন—নির্নিমিত্তো বোধঃ প্রতিবোধো যথা সুপ্তস্যেত্যর্থং পরিকল্পয়ন্তি। সকৃদ্‌বিজ্ঞানং প্রতিবোধ ইত্যপরে। নির্নিমিত্তঃ সনিমিত্তঃ সকৃদ্বা অসকৃদ্বা প্রতিবোধ এব হি সঃ।

অমৃতত্বমমরণভাবং স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষং হি যস্মাদ্‌বিন্দতে লভতে যথোক্তাৎ প্রতিবোধাৎ প্রতিবোধ-বিদিতাত্মকাৎ, তস্মাৎ প্রতিবোধ-বিদিতমেব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ। বোধস্য হি প্রত্যাগত্ম-বিষয়ত্বঞ্চ মতমমৃতত্বে হেতুঃ। ন হ্যাত্মনোঽনাত্মত্বমমৃতত্বং

ভবতি। আত্মত্বাদাত্মনোঽমৃতত্বং নির্নিমিত্তমেব। এবং মর্ত্ত্যত্বমাত্মনো যদবিদ্যয়া অনাত্মত্ব-প্রতিপত্তিঃ।

কথং পুনর্যথোক্তয়া আত্মবিদ্যয়া অমৃতত্বং বিন্দতে ? ইত্যত আহ ;—আত্মনা স্বেন স্বরূপেণ বিন্দতে লভতে বীর্য্যং বলং সামর্থ্যম্। ধনসহায়মন্ত্রৌষধিতপোযোগকৃতং বীর্য্যং মৃত্যুং ন শক্নোত্যভিভবিতুম্ অনিত্যবস্তুকৃতত্বাৎ ; আত্মবিদ্যাকৃতং তু বীর্য্যমাত্মনৈব বিন্দতে, নান্যেনেতি, অতোঽনন্যসাধনত্বাৎ ; আত্মবিদ্যাবীর্য্যস্য, তদেব বীর্য্যং মৃত্যুং শক্নোত্যভিভবিতুম্। যত এবমাত্মবিদ্যাকৃতং বীর্য্যমাত্মনৈব বিন্দতে, অতো বিদ্যয়া আত্মবিষয়য়া বিন্দতেঽমৃতম্ অমৃতত্বম্। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইত্যাথর্বণে। অতঃ সমর্থো হেতুঃ—"অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইতি॥ ১২॥

যিনি প্রত্যেক বোধে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তিনিই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রভেদ এই যে, কেবল জীবাত্মার বোধে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন আর বিদ্যা বা পরমাত্মা বোধে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১২॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি,
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ,
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ১৩॥

ইহৈব খলু সুর-নর-তির্য্যক্-প্রেতাদিষু সংসার-দুঃখ-বহুলেষু প্রাণিনিকায়েষু জন্মজরা-মরণ-রোগাদিসংপ্রাপ্তিরজ্ঞানাৎ ; অত

ইহৈব চেৎ মনুষ্যোঽধিকৃতঃ সমর্থঃ সন্ যদি অবেদীৎ আত্মানং যথোক্তলক্ষণং বিদিতবান্ যথোক্তেন প্রকারেণ। অথ তদস্তি সত্যং—মনুষ্যজন্মন্যস্মিন্ অবিনাশোঽর্থবত্তা বা সদ্ভাবো বা পরমার্থতা বা সত্যং বিদ্যতে। ন চেদিহাবেদীদিতি। ন চেদিহ জীবংশ্চেৎ অধিকৃতঃ অবেদীৎ—ন বিদিতবান্, তদা মহতী দীর্ঘা অনন্তা বিনষ্টির্বিনাশনং জন্মজরামরণাদি প্রবন্ধাবিচ্ছেদলক্ষণা সংসারগতিঃ। তস্মাদেবং গুণ-দোষৌ বিজানন্তো ব্রাহ্মণাঃ ভূতেষু ভূতেষু সর্ব্বভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ একমাত্মতত্ত্বং ব্রহ্ম বিচিত্য বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য ধীরাঃ ধীমন্তঃ প্রেত্য ব্যাবৃত্য মমাহংভাবলক্ষণাৎ অবিদ্যারূপাৎ অস্মাৎ লোকাৎ উপরম্য সর্ব্বাত্মৈকত্বভাবম্ অদ্বৈতম্ আপন্নাঃ সন্তঃ অমৃতা ভবন্তি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যর্থঃ। "স যো হ বৈ তৎ পরং বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পাদকৃতৌ কেনোপনিষৎপদভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ২॥

ইহধামে যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিই 'সত্য' প্রাপ্ত হইতে পারে। ব্রহ্মকে বিদিত হইতে সমর্থ না হইলে তাহার মহা অনিষ্ট ঘটে। জ্ঞানিবৃন্দ প্রত্যেক ভূতে এক ব্রহ্মভাব বিদিত হইয়া ইহধাম হইতে প্রস্থানের পর ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন॥ ১৩॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং,
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥ ১৪॥

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ যদস্তি,তদ্বিজ্ঞাতং প্রমাণৈঃ, যন্নাস্তি তদবিজ্ঞাতং শশবিষাণকল্পমত্যন্তমেবাসৎ দৃষ্টম্। অথেদং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাৎ অসদেবেতি মন্দবুদ্ধীনাং ব্যামোহো মাভূদিতি, তদর্থেয়মাখ্যায়িকা আরভ্যতে। তদেব হি ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারেণ প্রশাস্তৃ, দেবানামপি পরো দেবঃ; ঈশ্বরাণামপি ঈশ্বরো দুর্বিজ্ঞেয়ঃ, দেবানাং জয়হেতুঃ অসুরাণাং পরাজয়হেতুঃ; তৎ কথং নাস্তীতি, এতস্য অর্থস্য অনুকূলানি হ্যুত্তরাণি বচাংসি দৃশ্যন্তে। অথবা ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ স্তুতয়ে। কথং? ব্রহ্ম বিজ্ঞানাদ্ হি অগ্ন্যাদয়ো দেবা দেবানাং শ্রেষ্ঠত্বং জগ্মুঃ, ততোঽপি অতিতরামিন্দ্র ইতি। অথবা দুর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, ইত্যেতৎ প্রদর্শ্যতে;— যেন অগ্ন্যাদয়োঽতিতেজসোঽপি ক্লেশেনৈব ব্রহ্ম বিদিতবন্তঃ, তথেন্দ্রো দেবানামীশ্বরোঽপি সন্ ইতি বক্ষ্যমাণোপনিষদ্বিধিপরং বা সর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যাব তিরেকেণ প্রাণিনাং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানো মিথ্যা, ইত্যেতদ্দর্শনার্থং বা আখ্যায়িকা। যথা দেবানাং জয়াদ্যভিমানস্তদ্বদিতি।

ব্রহ্ম যথোক্তলক্ষণং পরং হ কিল দেবেভ্যোঽর্থায় বিজিগ্যে জয়ং লব্ধবৎ, দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামেঽসুরান্ জিত্বা জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেত্তৄন্ দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাযচ্ছৎ জগতঃ স্থৈম্নে। তস্য হ কিল ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ অমহীয়ন্ত— মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ, তদা আত্মসংস্থস্য প্রত্যগাত্মন ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বক্রিয়াফলসংযোজয়িতুঃ প্রাণিনাং সর্ব্বশক্তেঃ জগতঃ স্থিতিং চিকীর্ষোঃ অয়ং জয়ো মহিমা চ, ইত্যজানন্তস্তে দেবা ঐক্ষন্ত—ঐক্ষিতবন্তঃ অগ্ন্যাদিস্বরূপপরিচ্ছিন্নাত্মকৃতঃ অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকমেবায়ং মহিমা অগ্নিবায্বিন্দ্রত্বাদিলক্ষণো "জয়ফলভূতোঽস্মাভিরনুভূয়তে, নাস্মৎপ্রত্যগাত্মভূতেশ্বরকৃতঃ, ইত্যেবং মিথ্যাভিমানলক্ষণবতাম্ ॥ ১৪ ॥

কোন সময়ে ব্রহ্ম সুরবৃন্দের হিতার্থ ঐশ্বর নিয়মাতিক্রমকারী অসুরবৃন্দকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সুরগণ সেই ব্রহ্মকৃত জয়কেই আপনাদের জয় বিবেচনা করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, এই বিজয় ও গৌরব অপরের নহে, উহা আমাদিগেরই জয় ও গৌরব ॥ ১৭ ॥

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ, তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥

এবং মিথ্যাভিমানেক্ষণবতাং তৎ হ কিলৈষাং মিথ্যেক্ষণং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবদ্ব্রহ্ম; সর্ব্বেক্ষিতৃ হি তৎ সর্ব্বভূত-করণপ্রযোক্তৃত্বাৎ দেবানাঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানমুপলভ্য মৈবাসুরবদ্দেবা মিথ্যাভিমানাৎ পরাভবেয়ুরিতি তদনুকম্পয়া দেবান্ মিথ্যা-

ভিমানাপনোদনেন অনুগৃহ্ণীয়াম্, ইতি তেভ্যো দেবেভ্যো হ কিল অর্থায় প্রাদুর্ব্বভূব—স্বযোগমাহাত্ম্যনির্ম্মিতেন অত্যদ্ভুতেন বিস্মাপনীয়েন রূপেণ দেবানামিন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্ব্বভূব। তৎ প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম ন ব্যজানত—নৈব বিজ্ঞাতবন্তো দেবাঃ,—কিমিদং যক্ষং পূজ্যং মহদ্ভূতমিতি ॥ ১৫ ॥

সুরগণ যে মনে মনে ঐরূপ মিথ্যা বোধ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন তিনি সুরবৃন্দের পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হইলেন; কিন্তু দেবতারা ঐ প্রাদুর্ভূত রূপ দেখিয়াও সেই মহাপূজ্য মূর্ত্তিটি যে কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৫ ॥

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ১৬ ॥

তে তদজানন্তো দেবাঃ সান্তর্ভয়াঃ তদ্বিজিজ্ঞাসবঃ অগ্নিম্ অগ্রগামিনং জাতবেদসং সর্ব্বজ্ঞকল্পম্ অব্রুবন্ উক্তবন্তঃ—হে জাতবেদঃ এতৎ অস্মদ্গোচরস্থং যক্ষং বিজানীহি বিশেষতো বুধ্যস্ব, ত্বং নস্তেজস্বী, কিমেতৎ যক্ষমিতি। তথাস্তু ইতি তদ্ যক্ষম্ অভি অদ্রবৎ, তৎ প্রতি গতবান্ অগ্নিঃ। তং চ গতবন্তং পিপৃচ্ছিষুঃ তৎসমীপে অপ্রগল্ভত্বাৎ তূষ্ণীম্ভূতং তৎ যক্ষম্ অভ্যবদৎ অগ্নিং প্রত্যভাষত—কোঽসীতি। এবং ব্রহ্মণা পৃষ্টোঽগ্নিঃ অব্রবীৎ—অগ্নিঃ বৈ অগ্নির্নামাহং প্রসিদ্ধঃ, জাতবেদা ইতি চ, নাম-দ্বয়েন প্রসিদ্ধতয়া আত্মানং শ্লাঘয়ন্। ইত্যেবমুক্তবন্তং ব্রহ্ম অবোচৎ - তস্মিন্ এবং প্রসিদ্ধগুণ-নামবতি ত্বয়ি কিং বীর্য্যং

সামর্থ্যম্ ইতি? সোঽব্রবীৎ—ইদং জগৎ সর্ব্বং দহেয়ং ভস্মী-কুর্য্যাম্—যদিদং স্থাবরাদি পৃথিব্যাম্ ইতি। পৃথিব্যাম্ ইত্যুপ-লক্ষণার্থম্; যতঃ অন্তরিক্ষস্থমপি দহ্যত এবাগ্নিনা। তস্মৈ এব-মভিমানবতে ব্রহ্ম তৃণং নিদধৌ পুরোঽগ্নেঃ স্থাপিতবৎ। ব্রহ্মণা 'এতৎ তৃণমাত্রং মমাগ্রতো দহ—ন চেদসি দগ্ধুং সমর্থঃ, মুঞ্চ দগ্ধৃত্বাভিমানং সর্ব্বত্র', ইত্যুক্তঃ তৎ তৃণমুপপ্রেয়ায় তৃণসমীপং গতবান্ সর্ব্বজবেন সর্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন,গত্বা তৎ ন শশাক নাশকৎ দগ্ধুম্। স জাতবেদাঃ তৃণং দগ্ধুমশক্তো ব্রীড়িতো হত-প্রতিজ্ঞঃ তত এব যক্ষাদেব তূষ্ণীং দেবান্ প্রতি নিববৃতে নিবৃত্তঃ প্রতিগতবান্ নৈতৎ যক্ষম্ অশকং শক্তবান্ অহং বিজ্ঞাতুং বিশেষতঃ—যদেতদ্‌যক্ষমিতি ১৬—১৯॥

সেই সুরগণ অগ্নিকে এই কথা বলিয়াছিলেন, হে জাত-বেদঃ! নিকটস্থ এই যক্ষটি কি বস্তু, তুমি গমন পূর্ব্বক তাহা পরি-জ্ঞাত হও। অগ্নিও "তথাস্তু" বলিয়া সেই দিকে চলিলেন॥ ১৬॥

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি॥১৭॥

বহ্নি যক্ষসকাশে সমাগত হইলে যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি কহিলেন, আমি অগ্নি, জাতেবেদা নামেও আমি প্রথিত॥ ১৭॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বং দহেয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ১৮॥

পুনর্বায় যক্ষ অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সামর্থ্য কীদৃশ ? বহ্নি কহিলেন, এই জগতে যে কিছু বস্তু আছে, আমি তৎসমুদয়ই ভস্মীভূত করিতে সমর্থ ॥ ১৮ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুম্, যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১৯ ॥

'ভাল এইটি ভস্মীভূত কর', এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম সেই অভিমানী বহ্নির পুরোভাগে একগাছি তৃণ রক্ষা করিলেন। বহ্নিদেবও সোৎসাহে আশু তৃণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহা ভস্মীভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। অগত্যা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুরগণকে কহিলেন, এই যক্ষ যে কে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ॥ ১৯ ॥

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদযক্ষমিতি। তথেতি ॥ ২০ ॥

অথ বায়ুমিতি। অথ অনন্তরং বায়ুমব্রুবন্—হে বায়ো, এতদ্বিজানীহি ইত্যাদিসমানার্থং পূর্ব্বেণ। বানাৎ,—গমনাৎ, গন্ধনাদ্বা বায়ুঃ। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তীতি মাতরিশ্বা। ইদং সর্ব্বমপি আদদীয় গৃহ্ণীয়াম্। যদিদং পৃথিব্যামিত্যাদি সমানমেব ॥ ২০—২৩ ॥

তদনন্তর সুরগণ বায়ুকে কহিলেন, হে বায়ো! ঐ যক্ষ কে, তুমি যাইয়া অবগত হও। বায়ুও 'তথাস্তু' বলিয়া গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদভ্যদ্রবৎ; তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মী-ত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি॥ ২১॥

পবনদেব যক্ষসকাশে উপস্থিত হইলে যক্ষ জিজ্ঞাসা করি-লেন, তুমি কে? পবনদেব কহিলেন, আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা নামেও প্রসিদ্ধ॥ ২১॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি? অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ম্—যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ২২॥

তখন যক্ষ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বীর্য্য ও সামর্থ্য কীদৃশ? পবন কহিলেন, এই জগতে যে কোন বস্তু আছে, আমি তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ॥ ২২॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায়। সর্ব্ব-জবেন তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিববৃতে; নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি॥ ২৩॥

তখন যক্ষ বলদর্পিত বায়ুর সম্মুখে একগাছি তৃণ স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি ইহা গ্রহণ কর। বায়ু আশু সেই তৃণ-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ বল ও উৎসাহসহকারেও তাহা গ্রহণে সক্ষম হইলেন না; সুতরাং অগত্যা সুরগণ সকাশে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, এই যক্ষ যে কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না॥ ২৩॥

অথেন্দ্রমব্রুবন্, মঘবন্নেতদ্বিজানীহি—কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে॥ ২৪॥

অথেন্দ্রমিতি। অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্ এতদ্‌বিজানীহি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরো মঘবান্ বলবত্ত্বাৎ, তথেতি তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ ইন্দ্রাৎ আত্ম-সমীপং গতাৎ তদ্‌ব্রহ্ম তিরোদধে তিরোভূতম্,ইন্দ্রস্য ইন্দ্রত্বাভিমানোঽতিতরাং নিরাকর্ত্তব্য ইতি অতঃ সংবাদমাত্রমপি নাদাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রায়। তদ্‌যক্ষঃ যস্মিন্ আকাশে আকাশপ্রদেশে আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতম্, ইন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্নাকাশে আসীৎ, স ইন্দ্রঃ তস্মিন্ এব আকাশে তস্থৌ, কিং তদ্‌যক্ষমিতি ধ্যায়ন্, ন নিববৃতেঽগ্ন্যাদিবৎ, তস্য ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা। ন ইন্দ্রঃ তাম্ উমাং বহু শোভমানাং সর্ব্বেষাং হি শোভনতমাং বিদ্যাং, তদা বহুশোভমানামিতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি। হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহু শোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি কৃত্বা তামুপজগাম। ইন্দ্রঃ তাং হ উমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ – ব্রূহি কিমেতদ্দর্শয়িত্বা তিরোভূতং যক্ষমিতি ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ কেনোপনিষৎপদভাষ্যে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

তৎপরে সুরগণ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পূজনীয় ইন্দ্র! এই যক্ষ কে, তুমি যাইয়া অবগত হও। ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু যক্ষ ইন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া তৎসকাশ হইতে তিরোহিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈম-বতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি॥ ৫॥

অনন্তর গগনমার্গে নানারূপশোভাসম্পন্ন, স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত, হিমগিরিসুতা উমাকে স্ত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত দেখিয়া এবং যক্ষের বিবরণ-জ্ঞাপনে সক্ষম বিবেচনা করিয়া সুরপতি ইন্দ্র তৎসকাশে উপনীত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যক্ষ কে? ॥ ২৫ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৬ ॥

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। হ কিল ব্রহ্মণঃ বৈ ঈশ্বরস্যৈব বিজয়ে ঈশ্বরেণৈব জিতা অসুরাঃ যূয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রম্। তস্যৈব বিজয়ে যূয়ং মহীয়ধ্বং মহিমানং প্রাপ্নুথ। এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্। মিথ্যাভিমানস্তু যুষ্মাকময়ম্—অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। ততঃ তস্মাৎ উমাবাক্যাৎ হ এব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ইন্দ্রঃ অবধারণাৎ ততো হৈবেতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ ॥ ২৬ ॥

উমা দেবরাজকে কহিলেন, ইনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা এই প্রকারে গৌরব প্রাপ্ত হও। তৎপরে সুরপতি ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ, তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ॥

যস্মাৎ অগ্নিবায়্বিন্দ্রা এতে দেবা ব্রহ্মণঃ সংবাদ-দর্শনাদিনা সামীপ্যমুপগতাঃ, তস্মাৎ ঐশ্বর্য্যগুণৈঃ অতিতরামিব শক্তিগুণাদি-মহাভাগ্যৈঃ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ অতিশয়েন শেরত ইব এতে দেবাঃ। ইবশব্দোঽনর্থকোঽবধারণার্থো বা। যৎ অগ্নিঃ

বায়ুঃ ইন্দ্রঃ তে হি দেবা যস্মাৎ এনৎ ব্রহ্ম নেদিষ্ঠম্ অন্তিকতমং প্রিয়তমং পস্পর্শুঃ স্পৃষ্টবন্তো যথোক্তৈঃ ব্রহ্মণঃ সংবাদাদিপ্রকারৈঃ; তে হি যস্মাচ্চ হেতোঃ এনৎ ব্রহ্ম প্রথমঃ প্রথমাঃ প্রধানাঃ সন্ত ইত্যেতদ্বিদাঞ্চকার—বিদাঞ্চক্রুরিত্যেতদ্ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ॥

বহ্নি. বায়ু ও ইন্দ্র এই তিন দেব নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সম্ভাষণের দ্বারা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তিন জনেই প্রথম ও শ্রেষ্ঠরূপে উহাঁকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহারা অন্যান্য দেববৃন্দকে গুণাদি দ্বারা অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবাগ্যান্ দেবান্; স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৮ ॥

যস্মাৎ অগ্নিবায়ূ অপি ইন্দ্রবাক্যাদেব বিদাঞ্চক্রতুঃ, ইন্দ্রেণ হি উমাবাক্যাৎ প্রথমং শ্রুতং ব্রহ্মেতি, অতঃ তস্মাদ্বৈ ইন্দ্রঃ অতিতরাম্ অতিশয়েন শেতে ইব অন্যান্ দেবান্। স হ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, যস্মাৎ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি উক্তার্থং বাক্যম্ ॥ ২৮ ॥

দেবরাজই সর্ব্বাগ্রে সেই সমীপবর্ত্তী ব্রহ্মকে স্পর্শ করেন এবং সেই যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হন, এই হেতু তিনি অন্যান্য সুরবৃন্দকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা, ইতীন্‌ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২৯ ॥

তস্য প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ এষঃ আদেশঃ উপমোপদেশঃ ; নিরুপমস্য ব্রহ্মণো যেন উপমানেন উপদেশঃ, সোঽয়মাদেশ ইত্যুচ্যতে। কিং তৎ ? যদেতৎ প্রসিদ্ধং লোকে বিদ্যুতঃ ব্যদ্যুতৎ বিদ্যোতনং কৃতবদিতি,এতদনুপপন্নম্ ইতি বিদ্যুতো বিদ্যোতনমিতি কল্প্যতে। আ ইত্যুপমার্থে। বিদ্যুতো বিদ্যোতনমিবেত্যর্থঃ। "যথা সকৃদ্-বিদ্যুতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরে চ দর্শনাৎ। বিদ্যুদিব হি সকৃদাত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতং ব্রহ্ম দেবেভ্যঃ। অথবা বিদ্যুতঃ 'তেজঃ' ইত্যধ্যাহার্য্যম্। ব্যদ্যুতৎ বিদ্যোতিতবৎ, আ ইব। বিদ্যুতস্তেজঃ সকৃৎ বিদ্যোতিতবদিব ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতিশব্দ আদেশপ্রতি-নির্দ্দেশার্থঃ ইত্যয়মাদেশ ইতি। ইচ্ছব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। অয়ং চাপরস্তস্যাদেশঃ। কোঽসৌ ? ন্যমীমিষৎ যথা চক্ষুঃ ন্যমীমিষৎ নিমেষং কৃতবৎ। স্বার্থে ণিচ্। উপমার্থ এব আকারঃ। চক্ষুষোঃ বিষয়ং প্রতি প্রকাশতিরোভাব ইব চেত্যর্থঃ। ইতি অধিদৈব-তম্—দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণ উপমানদর্শনম্॥ ২৯॥

উক্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ এইরূপ—এই যে তড়িতের স্ফূরণ ও এই যে নেত্রের নিমেষ, ব্রহ্মের বিকাশ ও প্রতীতি এবং তদনু-রূপ, ইহা দেব তড়িতের সাদৃশ্যানুযায়ী প্রদত্ত হওয়াতে অধি-দেবতা নামে প্রথিত॥ ২৯॥

অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপ-স্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ॥ ৩০॥

অথ অনন্তরম্ অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্ম-বিষয় আদেশ উচ্যতে, -যদেতৎ গচ্ছতীব চ মনঃ এতদ্ব্রহ্ম ঢৌকত ইব বিষয়ীকরোতীব। যচ্চ অনেন মনসা এতদ্ব্রহ্ম উপস্মরতি সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ,

অভীক্ষ্ণং ভৃশং, সংকল্পশ্চ মনসো ব্রহ্মবিষয়ঃ, মন উপাধিকত্বাদ্ধি মনসঃ সঙ্কল্পস্মৃত্যাদি-প্রত্যয়ৈঃ অভিব্যজ্যতে ব্রহ্ম বিষয়ীক্রিয়মাণমিব। অতঃ স এষ ব্রহ্মণোঽধ্যাত্মমাদেশঃ। বিদ্যুন্নিমেষণবৎ-অধিদৈবতং দ্রুতপ্রকাশনধর্ম্মি,অধ্যাত্মং চ মনঃ প্রত্যয়-সমকালাভিব্যক্তিধর্ম্মি ইত্যেষ আদেশঃ। এবমাদিশ্যমানং হি ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধি-গম্যং ভবতীতি ব্রহ্মণ আদেশোপদেশঃ। নহি নিরুপাধিকমেব ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিভিঃ আকলয়িতুং শক্যম্॥ ৩০॥

অতঃপর ব্রহ্মবিষয়ে অধ্যাত্ম-আদেশ বিবৃত হইতেছে।—মন যেন এই ব্রহ্মসকাশে গমন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমীপে গমনে সমর্থ নহে। সাধক ব্যক্তি এই মনের দ্বারা সতত অতিশয়রূপ ব্রহ্মকে স্মরণ করেন, এইরূপ মানসচিন্তাই ব্রহ্মবিষয়ে কর্ত্তব্য॥ ৩০॥

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদ, অভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥ ৩১॥

কিঞ্চ, তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং নাম; তস্য বনং তদ্বনং, তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্। অতঃ তদ্বনং নাম—প্রখ্যাতং ব্রহ্ম তদ্বনমিতি যতঃ, তস্মাৎ 'তদ্বনম্' ইত্যনেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতব্যং চিন্তনীয়মিতি। অনেন নাম্না উপাসকস্য ফলমাহ—স যঃ কশ্চিৎ এতদ্যথোক্তং ব্রহ্ম এবং যথোক্তগুণং বেদ উপাস্তে; অভি হ এনম্ উপাসকং সর্ব্বাণি ভূতানি অভি সংবাঞ্ছন্তি হ প্রার্থয়ন্ত এব, যথা ব্রহ্ম॥ ৩১॥

পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মই জীববৃন্দের বন (ভজনীয়)। এই হেতুই 'তদ্বন' বলিয়া তদীয় উপাসনা করিতে হয়। যে ব্যক্তি উক্ত-

রূপ গুণনামানুসারে তাঁহাকে বিদিত হইতে পারে, নিখিল ভূতগ্রাম তৎসকাশে অভীষ্ট প্রার্থনা করিয়া থাকে॥ ৩১॥

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি, উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি॥ ৩২॥

এবমনুশিষ্টঃ শিষ্য আচার্য্যমুবাচ—উপনিষদং রহস্যং যচ্চিন্ত্যম্, ভো ভগবন্ ব্রূহীতি, এবমুক্তবতি শিষে আহ আচার্য্যঃ,—উক্তা অভিহিতা তে তব উপনিষৎ। কা পুনঃ সা? ইত্যাহ, ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইয়ং ব্রাহ্মী, তাং পরমাত্মবিষয়ত্বাৎ অতীত-বিজ্ঞানস্য। বাব এব, তে উপনিষদম্ অব্রূম ইতি উক্তামেব পরমাত্মবিষয়ামুপনিষদম্ অব্রূম ইত্যবধারয়তি উত্তরাম্। পর-মাত্মবিষয়ামুপনিষদং শ্রুতবত উপনিষদং ভো ব্রূহীতি পৃচ্ছতঃ শিষ্যস্য কোঽভিপ্রায়ঃ? যদি তাবৎ শ্রুতস্যার্থস্য প্রশ্নঃ কৃতঃ, ততঃ পিষ্টপেষণবৎ পুনরুক্তোঽনর্থকঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ। অথ সাবশেষোক্তো-পনিষৎ স্যাৎ; ততস্তস্যাঃ ফলবচনেন উপসংহারো ন যুক্তঃ— "প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদমৃতা ভবন্তি" ইতি। তস্মাদুক্তোপনিষ-চ্ছেষবিষয়োঽপি প্রশ্নোঽনুপপন্ন এব অনবশেষিতত্বাৎ। কস্তর্হি অভিপ্রায়ঃ প্রষ্টুরিতি? উচ্যতে,—কিং পূর্ব্বোক্তোপনিষচ্ছেষতয়া তৎসহকারিসাধনান্তরাপেক্ষা? অথ নিরপেক্ষৈব? সাপেক্ষা চেৎ; অপেক্ষিতবিষয়ামুপনিষদং ব্রূহি। অথ নিরপেক্ষা চেৎ; অবধারয় পিপ্পলাদবৎ "নাতঃ পরমস্তীতি" এবমভিপ্রায়ঃ। এত-দুপপন্নমাচার্য্যস্য অবধারণবচনম্ "উক্তা ত উপনিষৎ" ইতি।

ননু নাবধারণমিদং যতোঽন্যদ্বক্তব্যমিত্যাহ,—"তস্যৈ তপো দমঃ" ইত্যাদি সত্যং বক্তব্যমুচ্যত আচার্য্যেণ, ননু উক্তোপ-

নিষচ্ছেষতয়া, তৎসহকারিসাধনান্তরাভিপ্রায়েণ বা। কিন্তু ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায়াভিপ্রায়েণ, বেদৈস্তদঙ্গৈশ্চ সহ পাঠেন সমীকরণাৎ তপঃপ্রভৃতীনাম্। ন হি বেদানাং শিক্ষাদ্যঙ্গানাং চ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম-বিদ্যাশেষত্বং, তৎসহকারিসাধনত্বং বা। সহ-পঠিতানামপি যথাযোগং বিভজ্য বিনিয়োগঃ স্যাদিতি চেৎ; যথা সূক্ত-বাকানুমন্ত্রণ-মন্ত্রাণাং যথাদৈবতং বিভাগঃ, তথা তপো-দমকর্ম্ম-সত্যাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যাশেষত্বং, তৎসহকারি-সাধনত্বং বেতি কল্প্যতে। বেদানাং তদঙ্গানাং চার্থপ্রকাশকত্বেন কর্ম্মাত্ম-জ্ঞানোপায়ত্বম্, ইত্যেবং হ্যয়ং বিভাগো যুজ্যতে অর্থসম্বন্ধোপ-পত্তিসামর্থ্যাদিতি চেৎ? ন,—অযুক্তেঃ;—ন হ্যয়ং বিভাগো ঘটনাং প্রাঞ্চতি; ন হি সর্ব্বক্রিয়া-কারক-ফলভেদ-বুদ্ধিতিরস্কারিণ্যা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ শেষাপেক্ষা,সহকারিসাধনসম্বন্ধো বা যুজ্যতে; সর্ব্ববিষয়-ব্যাবৃত্তপ্রত্যগাত্ম-বিষয়নিষ্ঠত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াস্তৎফলস্য চ নিঃশ্রেয়সস্য; "মোক্ষমিচ্ছন্ সদা কর্ম্ম ত্যজেদেব সসাধনম্। ত্যজতৈব হি তজ্‌জ্ঞেয়ং ত্যক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদম্॥" ইতি। তস্মাৎ কর্ম্মণাং সহকারিত্বং, কর্ম্মশেষাপেক্ষা বা ন জ্ঞানস্য উপপদ্যতে। ততোঽসদেব সূক্তবাকানুমন্ত্রণবদ্‌যথাযোগং বিভাগ ইতি। তস্মাৎ অবধারণার্থৈব প্রশ্ন-প্রতিবচনস্য উপপদ্যতে। এতাবত্যেবেয়ম্ উপনিষদুক্তা অন্যনিরপেক্ষা অমৃতত্বায় ॥ ৩২

গুরু-সকাশে এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্য কহিলেন, ভগবন্! আমাকে উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্যবিদ্যাসম্বন্ধে উপদেশ দিউন। আচার্য্য কহিলেন, আমি তোমাকে উপনিষৎ কহি-

য়াছি। সেই উপনিষৎ কি? অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই আমি তোমার নিকট উপনিষৎ কহিয়াছি॥ ৩২॥

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্॥ ৩৩॥

যামিমাং ব্রাহ্মীমুপনিষদং তবাগ্রেঽব্রূমেতি, তস্যৈ তস্যা উক্তায়া উপনিষদঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি তপ-আদীনি। তপঃ কায়েন্দ্রিয়-মনসাং সমাধানম্। দম উপশমঃ। কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি। এতৈর্হি সংস্কৃতস্য সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিঃ। দৃষ্টা দৃষ্টাহ্যমৃদিতকল্মষস্যোক্তেঽপি ব্রহ্মণি অপ্রতিপত্তিঃ বিপরীতপ্রতিপত্তিশ্চ, যথেন্দ্র-বিরোচনপ্রভৃতীনাম্। তস্মাদিহ বা অতীতেষু বা বহুষু জন্মান্তরেষু তপ আদিভিঃ কৃতসত্ত্বশুদ্ধেঃ জ্ঞানং সমুৎপদ্যতে যথাশ্রুতম্,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" ইতি চ স্মৃতেঃ। ইতিশব্দ উপলক্ষণত্বপ্রদর্শনার্থঃ। ইতি এবমাদ্যন্যদপি জ্ঞানোৎপত্তেরুপকারকম্—"অমানিত্বমদম্ভিত্বম্" ইত্যাদ্যুপদর্শিতং ভবতি। প্রতিষ্ঠা পাদৌ—পাদাবিবাস্যাঃ; তেষু হি সৎসু প্রতিতিষ্ঠতি ব্রহ্মবিদ্যা—প্রবর্ত্ততে পদ্ভ্যামিব পুরুষঃ। বেদাশ্চত্বারঃ; সর্ব্বাণি চাঙ্গানি শিক্ষাদীনি ষট্; কর্ম্মজ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ বেদানাং, তদ্রক্ষণার্থত্বাদঙ্গানাং প্রতিষ্ঠাত্বম্।—অথবা, প্রতিষ্ঠাশব্দস্য পাদরূপকল্পনার্থত্বাৎ বেদাস্ত ইতরাণি সর্ব্বাঙ্গাণি শির-আদীনি। অস্মিন্ পক্ষে শিক্ষাদীনাং বেদগ্রহণেনৈব গ্রহণং কৃতং প্রত্যেতব্যম্। অঙ্গিনি হি গৃহীতেঽঙ্গানি

গৃহীতান্যেব ভবন্তি, তদায়ত্তত্বাদঙ্গানাম্। সত্যম্ আয়তনং যত্র তিষ্ঠত্যুপনিষৎ, তদায়তনম্। সত্যমিতি অমায়িতাঽকৌটিল্যং বাঙ্মনঃকায়ানাম্। তেষু হ্যাশ্রয়তি বিদ্যা, যেঽমায়াবিনঃ সাধবঃ, নাসুরপ্রকৃতিষু মায়াবিষু; "ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সত্যমায়তনমিতি কল্প্যতে। তপ-আদিষ্বেব প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রাপ্তস্য সত্যস্য পুনরায়তনত্বেন গ্রহণং সাধনাতিশয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্। "অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যতে" ॥ ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥

শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহরূপ তপশ্চরণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম-সংযমনরূপ দম, নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, ঋগাদি বেদ, শিক্ষাদি বেদাঙ্গ এবং এই জাতীয় অন্যান্য সাধনসকলও সেই পূর্ব্বকথিত উপনিষদপ্রাপ্তির উপায় এবং সত্যনিষ্ঠা উহার আশ্রয়স্থান ॥ ৩৩ ॥

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে।
লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥

যো বৈ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং "কেনেষিতম্" ইত্যাদিনা যথোক্তাম্ এবং মহাভাগ্যং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ" ইত্যাদিনা স্তুতাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং বেদ, "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইত্যুক্তমপি ব্রহ্মবিদ্যাফলম্ অন্তে নিগময়তি—অপহত্য পাপ্মানম্ অবিদ্যা-কামকর্ম্মলক্ষণং সংসারবীজং বিধূয় অনন্তে অপর্য্যন্তে, স্বর্গে লোকে সুখাত্মকে ব্রহ্মণীত্যেতৎ। অনন্তে ইতি বিশেষণাৎ ন ত্রিপিষ্টপে। অনন্তশব্দ ঔপচারিকোঽপি স্যাৎ ইত্যত আহ,—

জ্যেয় ইতি। জ্যেয়ে জ্যায়সি সর্ব্বমহত্তরে স্বাত্মনি মুখ্যে এব প্রতিতিষ্ঠতি; ন পুনঃ সংসারমাপদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ কেনোপনিষৎ-পদভাষ্যে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং তলবকারোপনিষদপর-পর্য্যায়কেনোপনিষৎপদভাষ্যম্।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

যে ব্যক্তি যথাকথিতরূপে উল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্যা বিদিত হয়, সে স্বকীয় পাতকপুঞ্জ বিধৌত করিয়া অনন্তর সুখস্বরূপ সর্ব্বপ্রধান ব্রহ্মে অধিষ্ঠান করে অর্থাৎ তাহাকে আর পুনরায় ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৩৪ ॥

কেনোপনিষৎ সমাপ্ত।